صور من حياة الصحابة

সাহাবীদের জীবন চিত্র

২

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা

দারুস সালাম বাংলাদেশ

صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ

সাহাবীদের জীবন চিত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদক

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ)
আল জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফাযিল (অনার্স), আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

সম্পাদনায়

জি এম মেহেরুল্লাহ

এম. এম, বিএ (অনার্স), এম. এ (ঢাবি)
বিসিএস (শিক্ষা)
মুহাদ্দিস, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মুহতামিম, জামিয়া মিল্লিয়া বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৭৫-৮১৯৮৬৯, ০১৭১৫-৮১৯৮৬৯

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫-৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫-৮১৯৮৬৯

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬-২৭৩০৩৫

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশঃ অক্টোবর, ২০১৬

হাদিয়া : ৩০০ টাকা মাত্র।

دُعَاءُ الْمُصَنِّفِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ صَحَابَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْدَقَ الْحُبِّ وَاَعْمَقَهُ فَهَبْنِيْ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ لِاَيٍّ مِّنْهُمْ ؛ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّيْ مَا اَحْبَبْتُهُمْ اِلَّا فِيْكَ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ"

লেখকের দু'আ

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি"

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীরভাবে ভালোবাসি। সুতরাং কিয়ামতের সে ভয়ঙ্কর দিনে আপনি আমাকে তাঁদের যেকোনো একজনের সঙ্গে হাশর নসিব করুন।

হে সর্বাধিক পরম করুণাময়!

নিশ্চয়ই আপনি জানেন আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে ভালোবেসেছি।

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি মুসলমানদেরকে দ্বীনের জন্যে আত্মত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ করার আদর্শ হিসেবে আত্মত্যাগী এক দল সাহাবায়ে কেরামকে উপমা হিসেবে রেখেছেন। আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের ওপর যার আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম অতুলনীয় এক আদর্শে আদর্শিত হয়েছেন।

সাহাবীদের জীবনীর ওপর লিখিত মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা'র صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ কিতাবটি আরবী ভাষাভাষী সর্বস্তরের মানুষের মনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। কিতাবটি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, তা বিশ্বের অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

ইসলামের খিদমতে সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগের বিস্ময়কর ও অতুলনীয় অবাক করা ইতিহাস বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট তুলে ধরতে আমরা এ কিতাবটি অনুবাদ করার ইচ্ছা করি।

অবশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমার সম্মানিত ওস্তাজ মাওলানা জি. এম. মেহরুল্লাহ (দা. বা.)-এর তত্ত্বাবধায়নে কিতাবটির অনুবাদ সম্পূর্ণ করি।

সম্মানিত পাঠক! এ কিতাবটি অনুবাদ করার সময়ে ইসলামের জন্যে সাহাবীদের কষ্ট, মসীবত, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করার ঘটনাগুলো লিখতে গিয়ে আমার চোখ অশ্রু ধরে রাখতে পারেনি। আর সেই অশ্রুসিক্ত নয়নে এ অধম, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী কলমের কালি দিয়ে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করি।

সত্যিই অতুলনীয় সেই সকল বীর মুজাহিদ, আত্মত্যাগী ও জান-বিসর্গী সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী। আশা করি, এ কিতাবটি পাঠ করতে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর সাথে সাথে ঈমানদীপ্ত কাহিনীগুলো আপনাদের ঈমানকে তাজা করবে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকটে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে সেই সকল সাহাবীদের আদর্শে আদর্শিত হয়ে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দান করেন।................আমীন।

দোয়া কামনায়
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

সূচিপত্র

আবু লুবাবা রা.

"জেনে রাখ! যদি সে আমার নিকটে আসত অবশ্যই আমি তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।" [মুহাম্মাদ ﷺ]

হিজরতের দুই বছর পূর্বের কথা..........

ইয়াসরিব অধিবাসী মুশরিক হাজীদের কাফেলাগুলো হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখী হয়ে যাত্রা শুরু করল।

এ কাফেলাগুলোর একটি কাফেলায় সত্তরজন পুরুষ ও দু'জন নারীর একটি দল ছিল। যারা কিছুদিন পূর্বে ইসলামকে নিজেদের গলার মালা বানিয়ে নিয়েছিল। তাঁরাও মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, কিন্তু হজ্জ করার পাশাপাশি তাঁদের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মক্কায় গিয়ে তাঁরা তাঁদের সম্মানিত নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে। যে নবী ﷺ তাঁদের গ্রহণকৃত নবধর্মের ধারক-বাহক।

এদের অনেকেই এমন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু রাসূল ﷺ-কে দুই নয়নে দেখার সৌভাগ্য এখনো তাঁদের হয়নি।

তাঁরা মক্কায় গিয়ে পৌঁছার পর পরই রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলে মানুষের অগোচরে সাক্ষাতের একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময় নির্ধারণ করে নিলেন।

স্থানটি ছিল মিনার জামারাতুল উলায়।

দিনটি ছিল আইয়ামুত্ তাশ্রিকের দ্বিতীয় দিন। ঈদুল আযহার পরের তিন দিনকে আইয়ামুত্ তাশরিক বলা হয়।

আর সময়টি ছিল রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। কোরাইশরা এ গোপন সাক্ষাতের কথা জেনে যাবে এ ভয়ে রাতের শেষ তৃতীয়াংশেই সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল।

কেননা রাত হচ্ছে গোপনকারী, তখন মু'মিনদের অন্তর ব্যতীত সমগ্র দুনিয়াবাসী ঘুমের ঘোরে নিমগ্ন থাকে।

* * *

আর সেখানেই কোরাইশদের অগোচরে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী আনসারী মু'মিনগণ নবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাতে নিজেদেরকে ধন্য করলেন।

সেখানে তাঁরা তাঁদের হাতগুলো রাসূল ﷺ-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদেরকে বাইয়াত করুন। আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহের জাতি, আমরা অস্ত্রের জাতি, যা বংশপরাক্রমায় আমাদের মাঝে চলে আসছে।

তারপর তাঁরা রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এ শর্তে যে, তাঁরা নিজেকে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যে সকল ক্ষতি ও অত্যাচার থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তা থেকে রাসূল ﷺ-কেও বাঁচানোর চেষ্টা করবে এবং তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁদের দেশে নিয়ে যাবে।

আর এ বাইয়াত গ্রহণে আবু লুবাবা রিফায়া বিন আলমুনজির রা. বাইয়াত গ্রহণকারীদের সম্মুখভাগেই ছিলেন।

এ কাফেলা রাসূল ﷺ থেকে আলাদা হওয়ার পূর্বে তাঁদের নেতাদের মধ্য থেকে বারোজনকে দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আর এ বারোজনের একজন ছিলেন আবু লুবাবা রা.।

* * *

আবু লুবাবা রা. মু'মিনদের সেই দলের সাথে ইয়াসরিবে ফিরে এলেন যে দল আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত, তাঁদের নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য এবং বাইয়াতের শর্ত পূরণ করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ।

ইয়াসরিবে ফিরে আসার পর পরই তাঁরা রাসূল ﷺ-এর ওই সকল সাহাবী যারা অচিরেই তাঁদের দেশে হিজরত করবে, তাঁদের জন্যে থাকা, খাওয়া ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন এবং তাঁদের সম্মানিত নবীকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

এরপর একদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। হিজরতের অনুমতি পেয়ে রাসূল ﷺ তাঁর বন্ধু ও হিজরতের সাথী আবু বকর রা.-কে নিয়ে মদিনামুখী হয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

রাসূল ﷺ মদিনার মাটিতে পা দেয়ার সাথে সাথে, এ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ মেহমানকে শুভেচ্ছা-স্বাগত জানানোর জন্যে মদিনার রাস্তায় ভিড় লেগে গেল। আবু লুবাবা তাদের অগ্রভাগেই ছিলেন।

তারপর দিন চলতে লাগল..... এবং ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্রের ভীতও শক্ত হতে লাগল।

এরপর একদিন আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে জিহাদ করার অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদের অনুমতি পেয়ে রাসূল ﷺ মুশরিকদের সাথে বদরের প্রান্তরে জিহাদ করার স্বংকল্প করেন।

রাসূল ﷺ জিহাদের উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের যে বাহিনী নিয়ে মদিনা ত্যাগ করলেন সেই বাহিনীর মধ্যে আবু লুবাবা রা.ও ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার আশা পোষণ করতেন, কিন্তু কিছু পথ অতিক্রম করার পর রাসূল ﷺ তাঁকে মদিনার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে মদিনায় ফিরে গিয়ে মদিনার দেখাশুনা করার নির্দেশ দিলেন।

আবু লুবাবা রা. রাসূল ﷺ-এর কথামতো ফিরে আসলেন, কিন্তু তাঁর মনে ছিল অনেক হতাশা ও শত আফসোস।

তবুও ফিরে আসতেই হবে কেননা এ নির্দেশ রাসূল ﷺ দিয়েছেন আর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করার মতো নয়।

* * *

রাসূল ﷺ আবু লুবাবার মনের দুঃখ বুঝতে পেরেছেন।

রাসূল ﷺ-এর অনুপস্থিতে মদিনার দায়িত্ব একটি বিশেষ মর্যাদা যার তুলনা নেই।

আবার বদরের যুদ্ধের মতো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারাও অনেক বড় ক্ষতি যার সমপরিমাণ ক্ষতি আর কোনোটিই নয়।

আর তাই রাসূল ﷺ তাঁর এ দুঃখ দূর করতে তাঁকে বদরের যুদ্ধের গনীমতের অংশ প্রদান করলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও অংশগ্রহণকারীদের সমান সাওয়াব পাওয়ার ওয়াদা প্রদান করলেন।

আর এ কারণে তিনি মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁদের মতোই যারা বদর প্রান্তরে উপস্থিত থেকে জিহাদ করেছেন।

* * *

আবু লুবাবা রা. বাইয়াতের শর্তানুসারে তাঁর জীবনকে তাঁর প্রতিপালকের জন্যে একনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত করতে লাগলেন। এভাবে তাঁর দিন কাটতে লাগল। অবশেষে বনূ কুরাইজার সাথে সংঘটিত যুদ্ধের দিন চলে আসে, কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁর ওপর এত বিশাল মসিবত নেমে আসবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে বনূ কুরাইজার গাদ্দারী, খেয়ানত ও ওয়াদা ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করতে রাসূল ﷺ তাদের অভিমুখী রওনা দিলেন।

তিনি দুর্গের চারদিক দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে অবরুদ্ধ করে ফেললেন।

যখন অবরোধ তাদের ওপর কঠিন থেকে কঠিন হলো তখন তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে লোক প্রেরণ করে জানাল তারা আত্মসমর্পণ করার ব্যাপারে কথা বলতে চায় এবং নিজেদের জন্যে কিছু শর্ত দিতে চায়; কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের কোনো শর্তই মেনে নিতে রাজি হলেন না এবং তিনি তাদেরকে তাঁর বিচার মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন।

রাসূল ﷺ তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করার হুকুম প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তারা তা তখনো জানতে পারেনি।

তারপর তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে লোক প্রেরণ করে বলল, যে আবু লুবাবা রা.কে যাতে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয় তাহলে তারা তাঁর সাথে পরামর্শ করবে। কেননা জাহিলী যুগে আবু লুবাবার গোত্রের সাথে তাদের জোট ছিল।

আবু লুবাবা তাদের নিকট গেলে তাঁর আশপাশে মহিলারা আর বাচ্চারা জড়ো হয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। তারা বিলাপ করতে লাগল।

আর পুরুষেরা তাঁর নিকটে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল- তোমার অভিমত কি আমরা মুহাম্মাদের বিচার মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ........। রাসূল ﷺ তাদেরকে জবাই করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একথা বুঝানোর জন্যে তিনি তাদেরকে গলার দিকে হাত দেখিয়ে ইশারা দিলেন।

আবু লুবাবা বলেন রা.: আল্লাহর শপথ! আমি সেখান থেকে আমার দু' পা সরানোর পর বুঝতে পারলাম আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করে ফেলছি। এতে আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম এবং চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি জানি না আমি এখন কিভাবে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারব।

* * *

আবু লুবাবা রা. সেখান থেকে রাসূল ﷺ-এর নিকটে যাননি; বরং তিনি বাড়িতে গিয়ে একটি লোহার শিকল নিয়ে এলেন।

এরপর তা দ্বারা নিজেকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখলেন।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিজেকে মুক্ত করব না এবং কোনো খানা বা পানীয় গ্রহণ করব না যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমার তাওবা কবুল করবেন.......... অথবা আমি মরে যাব।

রাসূল ﷺ যখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন এবং এর কারণ জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, জেনে রেখ! যদি সে আমার নিকটে আসত অবশ্যই আমি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম, কিন্তু সে যা করার করে ফেলছে............., সুতরাং আল্লাহ তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত না করবেন ততক্ষণ আমি তাকে মুক্ত করব না।

* * *

আবু লুবাবা রা. এভাবে কয়েকদিন অবস্থান করার কারণে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে গেল, তাঁর হাড়গুলো দৃঢ়তা হারাল এবং তাঁর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল।

আরো কিছুদিন পার হওয়ার পর তাঁর কানও বধির হয়ে যেতে লাগল এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। তিনি তখন সামান্য সামান্য শুনতেন এবং হালকা হালকা দেখতেন।

এ অবস্থা দেখে তাঁর সন্তানরা তাঁর নিকটে বসে বসে কাঁদত।

প্রত্যেক নামাযের সময় তাঁর বাঁধন খুলে দেয়া হতো আর নামায শেষে আবার তাকে শিকলে বেঁধে রাখা হতো।

* * *

এভাবে আবু লুবাবা রা. ছয় দিন কাটালেন। সপ্তম রাতে তাঁর জন্যে আসমানের দরজা খোলা হয়।

তখন রাসূল রা. উম্মে সালামা রা.-এর ঘরে ছিলেন।

* * *

উম্মে সালামা রা. বলেন: আমি রাসূল ﷺ-কে প্রভাতে হাসতে শুনলাম।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হেসেছেন? আল্লাহ কি আপনাকে হাসিয়েছেন?

রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ তায়ালা আবু লুবাবার তাওবা কবুল করেছেন।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি কি তাকে সুসংবাদ দেব না?

তিনি বললেন, তুমি চাইলে দিতে পার।

উম্মে সালামা তাঁর ঘর থেকে আবু লুবাবা রা.কে সুসংবাদ দিতে বের হলেন। তখনো মহিলাদের ওপর পর্দা ফরয হয়নি।

তিনি তাকে বললেন, হে আবু লুবাবা রা.! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন।

* * *

উম্মে সালামা রা. বললেন, তখন মানুষ তাঁকে মুক্ত করার জন্যে ছুটে আসে।

সে বলল, না, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল আমাকে মুক্ত করবেন।

যখন রাসূল ﷺ নামাযের জন্যে বের হলেন তখন তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিলেন।

* * *

আবু লুবাবা রা.-এর তাওবা কবুল হওয়ায় তিনি কত খুশি হয়েছেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আর কারো এ আনন্দ পরিমাপ করার ক্ষমতাও নেই।

ওই দিন থেকে তিনি প্রায় আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন...........

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"আর অন্য একদল লোক এমন রয়েছে, তাঁরা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তাঁরা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ সাথে অন্য একটি বদ কাজ, শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" [সূরা তাওবা, ৯:১০২]

তিনি যতবারই এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন, ততবারই আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেছেন, এ খুশিতে তাঁর দু' চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝরত।[১]

---

[১] তথ্যসূত্র

১. সিরাতু ইবনি হিশাম-৪র্থ খণ্ড, ১৯৬ পৃ.।

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩য় খণ্ড, ২৬০ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

৩. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-২য় খণ্ড, ৭৪ ও ৩য় খণ্ড, ৪৫৭ পৃ.।

৪. আল ইসাবা-৪র্থ খণ্ড ১৬৮ পৃ.।

৫. আল ইসতিআ'ব-৪র্থ খণ্ড, ১৬৮ পৃ.।

৬. উস্‌দুল গবাহ্-৬ষ্ঠ ২৬৫ পৃ.।

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা.

“আল্লাহ তায়ালা আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার প্রতি অনুগ্রহ করুন, সে এমন মজলিসগুলো পছন্দ করে যে মজলিসগুলো নিয়ে গর্ব করার জন্যে ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে।” [মুহাম্মাদ ﷺ]

আরবের বুকে নবুওয়াতের নূর যখন আগমন করেছিল তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. ইয়াসরিবের একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাছাড়া তিনি খাজরাজ গোত্রের একজন সম্মানিত নেতাও ছিলেন।

তাঁর কানে যখন হেদায়েতের বাণী পৌঁছল আল্লাহ তখন তাঁর অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন।

আর তখন থেকে তিনি তাঁর জবান ও যুদ্ধাস্ত্র, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশে তাঁদের সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

তিনি রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখতেন এবং তাঁর সাহিত্য ও কবিতা দ্বারা জিহাদ করে যেতেন।

আল্লাহ তায়ালা কবিদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন:

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ.

“বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না তারা (কবিরা) প্রতিটি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে এবং এমন কথা বলে, যা তারা নিজেরাই করে না?” [সূরা শুআ'রা, ২৬: ২২৪-২২৬]

তারপর আল্লাহ তায়ালা আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা ও তাঁর মতো যারা ইসলামের পক্ষে কবিতা লিখেছেন তাঁদের শানে বলেন:

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ.

"তবে তাঁদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, আর নিপীড়নকারীরা অচিরেই জানতে পারবে তাঁদের গন্তব্যস্থল কিরূপ।" [সূরা শুআ'রা, ২৬: ২২৭]

আল্লাহ্ তায়ালা কোনো ব্যক্তির শানে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন তাঁর জন্যে এর থেকে অধিক সম্মানের আর কি হতে পারে?

তাঁর প্রশংসা সম্বলিত এ আয়াত দিন রাত পাঠ করা হবে এবং আল্লাহ যাকে এ জমিনের মালিক বানাবে আর যারা এ জমিনে বসবাস করবে তাদের মাঝে এ আয়াতের তেলাওয়াত চলতেই থাকবে।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. আকাবার শপথে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেখানে রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করেছেন।

তাছাড়া রাসূল ﷺ তাকে তাঁর গোত্রের নেতাদের একজন হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

সুতরাং উত্তম নেতা নির্বাচনকারীর নিয়োগপ্রাপ্ত নেতার মর্যাদা কেমন হতে পারে? প্রিয় পাঠক! তা অবশ্যই বুঝতেই পেরেছেন।

খাজরাজের এ যুবক ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে নিজের জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যে কাটানোর স্বংকল্প করেন। আর তাই তিনি সারাটি জীবন জিহাদে, নামাযে ও রোযা রেখে কাটিয়েছেন।

* * *

আবুদ্দারদা রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা অত্যধিক গরমের সময়ে রাসূল ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন এত বেশি গরম ছিল যে, মানুষ হাত দিয়ে মাথা ঢেকে গরম থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিল।

আর সেই সফরে রাসূল ﷺ ও আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিল না।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রাসূল ﷺ-এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া ও খায়বারে উপস্থিত ছিলেন। যার কারণে তিনি অনেক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

* * *

অষ্টম হিজরীতে রাসূল ﷺ তিন হাজার সৈন্য সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই যুদ্ধে তাঁর আযাদকৃত দাস জায়িদ বিন হারিসা রা. কে আমীর হিসেবে নিয়োজিত করলেন।

তারপর তিনি ﷺ বললেন, যদি জায়িদ বিন হারিসা রা. নিহত হয় তাহলে সেনাপতি হবে জাফর বিন আবু তালিব রা.।

যদি জাফর বিন আবু তালিব রা. নিহত হয় তাহলে সেনাপতি হবে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা.।

যদি আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. নিহত হয় তাহলে মুসলমানগণ তাদের থেকে যেকোনো একজনকে সেনাপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করে নিবে।

* * *

সৈন্যদল মদিনা থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে মানুষেরা তাদেরকে সাধারণভাবে বিদায় জানাল, কিন্তু তাঁরা বিশেষভাবে এ যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর নিয়োজিত তিন আমীরকে বিদায় জানাল।

যখন তারা আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. কে বিদায় জানাতে গেল তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. কান্না শুরু করলেন।

তাঁকে কাঁদতে দেখে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করল- তুমি কেন কাঁদছ?

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দুনিয়ার লোভে কাঁদছি না, কিন্তু আমি রাসূল ﷺ-এর থেকে একটি আয়াত শুনেছি যা আমাকে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে দিয়েছে।

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।" [সূরা মারইয়াম, ১৯:৭১]

আর আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি আমিও সেখানে যাব, কিন্তু আমি জানি না আমার কি হবে।

* * *

যখন সৈন্যদল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তখন মুসলমানরা বলল, আল্লাহ তোমাদের সাথী হোক, তিনি তোমাদের পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে প্রতিহত করুক এবং তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারে ফিরিয়ে আনুক।

আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. পরিবারে ফিরে আসার এ দোয়া শুনে বললেন,

لَكِنَّنِيْ اَسْاَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْعٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

اَوْ طَعْنَةٍ بِيَدِيْ حَرَّانٍ مُجْهِزَةٍ بِحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتّٰى يُقَالُ اِذَا مَرُّوْا عَلٰى جَدَثِيْ اَرْشَدَ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

বরং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই
এবং এমন একটি আঘাত চাই
যা দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হবে।
অথবা কোনো রক্ত পাগলের বর্শার আঘাত
যা কলিজা শেষ করে দেবে।
আল্লাহ এক যোদ্ধাকে পথ দেখিয়েছেন,
আর এতে সে পথ পেয়েছে,
তখন এ কথাগুলো বলা হবে।
যখন আমার সমাধির পাশ দিয়ে
লোকেরা হেঁটে যাবে।

এভাবে তিনি শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

* * *

যখন মুসলিম সৈন্যরা মদিনা ত্যাগ করছিল আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. তাঁর উটের পেছনে এক ইয়াতীম যুবককে নিয়েছিলেন। যে যুবক তাঁর কাছে লালিত-পালিত হয়েছিল। যার নাম জায়েদ বিন আরকাম রা.।

সে যুবক শুনতে পেল আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. তাঁর উটকে বলছিল:

اِذَا اَدَّيْتِنِيْ وَحَمَلْتِ رَحْلِيْ مَسِيْرَةَ اَرْبَعٍ بَعْدَ الْحِسَاءِ

فَشَأْنُكِ فَانْعَمِيْ وَخَلَاكِ ذَمٌّ وَلَا اَرْجِعْ اِلٰى اَهْلِيْ وَرَائِيْ

আদেশ করিয়া পালন
চারদিনের সম রাস্তা করিয়া বহন,
তুমি আমাকে নিয়ে যাবে যখন।
তোমার অবস্থা তোমার কাছে তখন।
যাও চলে যাও ইচ্ছে যেদিকে
নিন্দা করা হবে না এতে তোমাকে।
তবুও রেখে আসা মোর পরিবারের তরে
যাবে না তুমি কখনো ফিরে।

তখন তাঁর পেছনে থাকা জায়েদ বিন আরকাম কান্না শুরু করলেন।

তাঁর কান্না শুনে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. তাকে লাঠি দিয়ে মৃদু আঘাত করে বললেন, ওরে বোকা! আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাত দান করেন তাহলে তোমার সমস্যা কি? তুমি আমার এ বাহনে করে মদিনায় ফিরে যাবে।

* * *

মুসলমানগণ উরদুনের মায়ান নামক স্থানে অবতরণ করলে তাঁরা জানতে পারে রোম সম্রাট তাঁদের অদূরে বালক্বা নামক স্থানে অবতরণ করেছে। তার সাথে এক লক্ষ সৈন্য রয়েছে এবং তাদের সহযোগী হিসেবে আরবের খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বিভিন্ন গোত্রের আরো এক লক্ষ সৈন্য আছে। গোত্রগুলো হচ্ছে লাখ্‌ম, জুযাম, কুজায়া আরো অন্যান্য গোত্র।

* * *

মুসলমানগণ সেখানে দু' দিন অবস্থান করল। তারা বুঝতে পারল শত্রু সৈন্যের তুলনায় তারা অনেক কম। তাদের কেউ কেউ বলতে লাগল: আমরা রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে লিখে পাঠাব এরপর রাসূল ﷺ থেকে যে নির্দেশ আসবে আমরা তা পালন করব।

আর তখন আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা. বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা যা চাচ্ছ তা তোমরা পেয়ে গেছ। আর আমরাতো সংখ্যা ও শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি না। আল্লাহ আমাদেরকে যে দ্বীন দ্বারা সম্মানিত করেছেন সেই দ্বীন দ্বারা আমরা যুদ্ধ করি। সুতরাং তোমরা সামনের দিকে চল..... তাহলে তোমরা উত্তম দুটি পথের একটি পেয়ে যাবে।

হয় আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হব................ আর না হয় শাহাদাত বরণ করব.....................

তাঁর এ আহ্বানে সৈন্যরা সাড়া দিল। তারা যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরের দিন এ তিন হাজার সৈন্য দুই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে মুতা নামক স্থানে মিলিত হলো।

* * *

মুসলমান সৈন্যদের অগ্রভাগে জায়িদ বিন হারিসা রা. চলতে লাগলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর পতাকা বহন করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি শহীদ হওয়া পর্যন্ত পেছনে না ফিরে সামনের দিকে এগিয়ে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে রোমের বর্শা তাঁর বক্ষে এসে আঘাত করল।

এরপর জাফর রা. ইসলামের পতাকা হাতে তুলে নিলেন। যিনি আলী রা.-এর আপন ভাই। যার বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল অতুলনীয়। তিনি তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যার তুলনা খুব কমই ছিল। যখন যুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করল এবং রোম সৈন্যরা মুসলমানদের ওপর তীব্র আক্রমণ শুরু করল। তিনি তাঁর ঘোড়াতে লাফ দিয়ে ওঠে তাঁর পায়ে তরবারি দিয়ে খোঁচা দিলেন। এরপর রোম বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

আর গাইতে লাগলেন-

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا

طَيِّبَةً وَبَارِدًا شَرَابُهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا

كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ اَنْسَابُهَا

عَلَيَّ اِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

হে জান্নাতের সুসংবাদ যা অতি নিকটে
যার পানীয় অনেক উত্তম ও ঠাণ্ডা
আর রোমরা তো রোমই যাদের আযাব অতি নিকটে
তারা কাফির আর আমার ওপর আবশ্যক তাদেরকে শাস্তি দেয়া।

একথাগুলো বলতে বলতে তিনি তাঁর ডানে বামে তরবারি চালাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে শত্রুরা তাঁর ডান হাত কেটে ফেলল। ডান হাত কাটা

গেলে তিনি ইসলামের পতাকা বাম হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কাফিররা তাঁর বাম হাতটিও কেটে ফেলল। দুই হাত কেটে যাওয়ার পর তিনি ইসলামের পতাকা নিজের বুকে দু' বাহু দ্বারা তুলে ধরলেন। অবশেষে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

* * *

জাফর বিন আবু তালিব শহীদ হওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা এগিয়ে এসে ইসলামের পতাকা নিজ হাতে তুলে নিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁর চাচাতো ভাই কিছু গোশত নিয়ে এসে বলল, আপনি এগুলো খেয়ে নিন, গত তিন দিন থেকে আপনি কিছুই খাননি। তিনি গোশতের টুকরাটি হাতে নিয়ে দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে হালকা কামড় দিয়ে এর থেকে সামান্য মুখে দিলেন। এমন সময়ে তাঁর সম্মুখে মুসলমানদেরকে শহীদ হতে দেখে তিনি নিজেকে বললেন, হে ইবনে রওয়াহা! তুমি কতই না খারাপ, যুদ্ধ চলছে আর তুমি খানা খাচ্ছ। তারপর তিনি গোশতের টুকরোটি ফেলে দিয়ে তাঁর নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি কোনো দিকে লক্ষ্য না করে রোম সৈন্যদের ভেতরে ঢুকে পড়লেন।
অবশেষে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

* * *

আল্লাহ্ আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রা.-এর প্রতি রহম করুক এবং তাকে মহান পুরস্কার দান করুক। কেননা তিনি এমন মজলিসগুলো পছন্দ করতেন যে মজলিসগুলো নিয়ে গর্ব করার জন্যে ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে।[২]

---

[২] তথ্যসূত্র

১. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড ১১৮ পৃ.।
২. উস্‌দুল গবাহ্-৩য় খণ্ড, ২৩৪ পৃ.।
৩. আস্ সিরাত লি ইবনি হিশাম-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৩০৬ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃ.।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালী রা.

"তুমি জাহিলী যুগে কতই না উত্তম নেতা ছিলে, আর ইসলামের যুগেও তুমি কতই না উত্তম নেতা।" [ওমর বিন খাত্তব রা.]

বিদায় হজ্জের পূর্বে এক জুমার দিনে আমরা সকলে রাসূল ﷺ-এর মসজিদে ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেই বসার জন্যে মসজিদে এক একটি স্থান গ্রহণ করল। সবার ইচ্ছা রাসূল ﷺ-এর জুমার খুতবা শুনবে।

এরপর রাসূল ﷺ জুমার খুতবা দেয়ার জন্যে মিম্বারে উঠলেন।

আর যারা মসজিদে ছিল তাদের সবার অনুগত শ্রবণ, সংরক্ষণকারী অন্তর, একনিষ্ঠভাবে নিবন্ধিত দৃষ্টি তাঁর দিকে ফিরেছে যা অন্যকোনো দিকে ফিরবেও না এবং অন্যকিছু দেখবেও না।

এরপর খুতবায় রাসূল ﷺ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন।

তিনি তাঁর উম্মতদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

আর মুসলমানদের যে সকল বিষয়গুলো সংশোধন হওয়া দরকার সেগুলোও তিনি খুতবায় বর্ণনা করলেন।

* * *

ঠিক তখন ইয়ামানের বাজীলা নামক গোত্র থেকে একদল লোক রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে ও প্রতিটি কাজে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে বাইয়াত গ্রহণ করতে মদিনায় আগন করল।

তারা মসজিদে এসে মুসলমানদের মাঝে বসে গেল। তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালী রা.। যিনি সেই গোত্রের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি বসার পর উপস্থিত ওই সকল মুসলমানগণ যারা রাসূল ﷺ-এর থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যকোনো দিকে ফিরাত না তারা তাঁর দিকে চোখা-চোখি করতে লাগল। তারা তাঁকে মাথা উঁচু করে দেখতে লাগল।

মনে হচ্ছিল তিনি এমন কোনো ব্যক্তি যার গুণ বর্ণনা করা হয়েছিল অথবা অনেক আগ থেকে তিনি তাদের কোনো চেনা পরিচিত ব্যক্তি।

যখনই নামায শেষ হলো তখন জারীর রা. তাঁর পাশে বসা একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করলেন- মানুষ কেন আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আমার নিকটে তাদের কোনো প্রয়োজন রয়েছে?

এটা কি হঠাৎ আসার কারণে নাকি কিছুতে কোনো গড়মিল রয়েছে।

তখন লোকটি বলল, রাসূল ﷺ তোমার আগমনের কথা কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে বলেছেন এবং তোমার গুণাগুণ আমাদের নিকটে বর্ণনা করেছেন যার কারণে মানুষ তোমার দিকে এ রকম করে তাকিয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন, ইয়ামানের একজন ভালো লোক তোমাদের নিকটে আসবে। তার চেহারায় রাজকীয় চাপ রয়েছে।

এ কথাশুনে জারীর রা.-এর মন খুশিতে ভরে গেছে। রাসূল ﷺ তাঁর প্রশংসা করায় মনে মনে তিনি ভীষণ আনন্দিত হয়েছেন।

* * *

রাসূল ﷺ তাঁর নামায, তাসবীহ ও দোয়া কালাম থেকে অবসর হওয়ার পর জারীর তাঁর নিকটে গেলেন।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে জারীর! তুমি কেন এসেছ?

তিনি বললেন, আমি ও আমার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতে আপনার নিকটে এসেছি।

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাকে একথাগুলোর ওপরে বাইয়াত করব যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানে রোজা রাখবে, বাইতুল্লাহ গিয়ে হজ্জ করবে, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করবে এবং গভর্নর বা নেতার আনুগত্য করবে যদিও সে একজন হাবশী গোলাম হয়ে থাকে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, তারপর তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

* * *

ওই দিন থেকে তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর সাথে সম্পর্ক এত গভীর হয় যে, তাঁর থেকে এ রকম ভালোবাসা ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীরা ব্যতীত আর খুব কম ব্যক্তিরাই লাভ করেছে।

রাসূল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে কোনো দিন আড়ালে রাখেননি। রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর যখনই দেখা হতো তখনি তাঁকে দেখে তিনি হাসিমুখে কথা বলতেন এবং তাঁর খোঁজখবর নিতেন।

একদিন তিনি রাসূল ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে বসতে দেয়ার মতো রাসূল ﷺ-এর ঘরে কিছুই ছিল না, আর তাই তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন।

জারীর রা. সেই চাদর তুলে নিয়ে নিজের বুকের সাথে লাগালেন এবং তাতে চুম্বন করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুক যেভাবে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন।

তখন রাসূল ﷺ তাঁর আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি তোমাদের নিকট কোনো গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি আসে তাকে তোমরা সম্মান করবে।

* * *

জারীর রা. ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূল ﷺ ও পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। যার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাসূল ﷺ ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনগণ তাঁর ওপর অর্পণ করতেন এবং তাঁর সাথে যেকোনো কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করতেন।

রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁকে তাঁর নিকটে ডাকলেন।

তিনি তাকে বললেন, জারীর! তুমি জুল খালাসায় ঝড় বইয়ে দিতে পারবে?

জুল খুলাসা ইয়ামানের দিকে যাওয়ার পথে পড়ে। এখানে অনেকগুলো মূর্তিকে একত্র করে তাঁরা এগুলোর পূজা করত। শুধু তাই না এরা এ উপাসনালয়কে কা'বার সাথে তুলনা করত। তারা বলত এটা ইয়ামানবাসীদের কা'বা। তারা সেখানে হজ্জ করত আর সেই সকল মূর্তির

উদ্দেশ্যে পশু জবাই করত। বনূ খাসয়াম, বাজীলা, উজ্দ গোত্রদয় এই উপাসনালয়কে কা'বা ঘরের মতো সম্মান করত।

সেখানে বনূ উমামার আবাসস্থল ছিল। মদিনা থেকে তা সাতদিন ভ্রমণের দূরুত্বে অবস্থিত।

* * *

রাসূল ﷺ এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে জারীর রা. কে নির্বাচন করলেন। কেননা তিনি ইয়ামানের বাজালী গোত্রের সর্দার ও ইয়ামানে তাঁর বিশেষ সম্মানও রয়েছে।

জারীর রা. রাসূল ﷺ-এর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং দেড়শত বীরসেনাকে এ যুদ্ধের জন্যে বাছাই করে নিলেন।

তিনি রাসূল ﷺ থেকে বিদায় নেয়ার সময় রাসূল ﷺ-কে বললেন, তিনি অধিক লম্বা হওয়ার কারণে ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়ভাবে বসে থাকতে পারেন না।

তখন রাসূল ﷺ তাঁর বুকে হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে অটল রাখ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েত প্রদর্শনকারী বানাও।

এরপর থেকে তিনি ঘোড়ার পিঠে সবার থেকে অধিক দৃঢ়তার সাথে বসতে পারতেন।

* * *

জারীর রা. তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে জুল খালাসার দিকে ছুটতে লাগলেন। তিনি সেখানে গিয়ে উপাসনালয়ের খাদেমকে হত্যা করলেন এবং সেখানে সকল মূর্তিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। রাসূল ﷺ যে তাগুতীদের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন তাদের পরাজিত হওয়ার সুসংবাদ জানানোরা জন্যে তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে লোক প্রেরণ করলেন।

* * *

জারীর রা. জুল খুলাসা বিজয় করার পর মদিনায় ফিরে আসেননি। তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে ইয়ামানের দিকে রওনা দিলেন এবং ইয়ামেনের সবচেয়ে বড় রাজ্য জুল কুলাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরলেন। তিনি তাদের সামনে কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় দেখালেন।

এ কথাগুলোর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই রাজ্যের রাজার অন্তর ইসলামের জন্যে কবুল করলেন। তিনি সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তাকে ঈমানের নূর দান করার কারণে তিনি এক দিনেই চার হাজার দাস-দাসীকে আযাদ করে দিলেন।

তারপর তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের নিয়ে মদিনায় আগমন করলেন, কিন্তু তিনি মদিনায় এসে দেখলেন রাসূল ﷺ আর নেই। তিনি তাঁর মহান রবের নিকটে চলে গেছেন।

তারপর তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের নিয়ে হিমসে চলে গেলেন এবং সেখানে নিজেদের বাসস্থান গড়ে তুললেন।

* * *

আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্বে এলে জারীর রা. নিজেকে ও নিজের গোত্রের লোকদেরকে তাঁর আনুগত্যে সোপর্দ করেন।

আবু বকর রা. তাঁকে ইয়ামানের মুরতাদদেরকে দমন করার দায়িত্ব প্রদান করলেন।

জারীর রা. তাঁর দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করার জন্যে ওঠেপড়ে লেগে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অনেক লোককে ইসলামের দিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

* * *

ওমর রা. খেলাফতের সময়ে জারীর রা. তাঁর পরামর্শদাতা ও সেনাপতি হিসেবে ছিলেন।

তাঁর বুদ্ধি ও বিবেক দেখে ওমর রা. খুব অবাক হতেন।

একদিন তাঁর এক মজলিসে জারীর রা. ছিলেন।

এমন সময় মজলিসের এক লোকের বায়ু নির্গত হলো।

এতে সকল মানুষ চুপ হয়ে গেল এবং একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল।

ওমর রা. ভয় করলেন হতে পারে বায়ু নির্গত ব্যক্তি লজ্জায় অযু না করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে।

আর তাই তিনি আদেশ দিয়ে বললেন, আমি বায়ু নির্গমনকারীকে অযু করার আদেশ দিচ্ছি।

তখন জারীর রা. বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! বরং আপনি আমাদের সবাইকে অযু করার নির্দেশ দিন।

তার কথা শুনে ওমর রা. আনন্দিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা সবাই অযু করে আসি।

এরপর তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক, তুমি জাহিলী যুগেও কতই না উত্তম নেতা ছিলে, আর ইসলামের যুগেও তুমি কতই না উত্তম নেতা।

তার পরামর্শ অনুযায়ী ওমর রা.-এর নির্দেশে সকলে অযু করায় বায়ু নির্গমনকারী ওই লোকটি লজ্জা থেকে বেঁচে গেল।[৩]

---

[৩] তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ২৩২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ২৩২ পৃ.।
৩. উসদুল গবাহ্-১ম খণ্ড, ৩৩৩ পৃ.।
৪. সিফাতুস্ সাফওয়া-১ম খণ্ড, ৭৪০ পৃ.।
৫. তারিখুবনি খয়্যাত-১১১ পৃ.।
৬. তাহ্যাবীবুত্ তাহ্যীব-২য় খণ্ড, ৭৩ পৃ.।
৭. আল মাআ'রিফ-১২৭ পৃ.।
৮. হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ১৭৮, ৩৫৩, ৩৫৫, ৬০১ পৃ. ও ২য় খণ্ড, ৫১৭, ৭৩২, ৭৫৮ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃ.।
৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪র্থ খণ্ড, ৩৭৫ পৃ. ও ৫ম খণ্ড, ৭৭ পৃ. ও ৮ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।
১০. কানযুল উম্মাল-৭ম খণ্ড, ১৯ পৃ.।
১১. ফাতহুল বারী-৮ম খণ্ড, ৭০ পৃ.।

উবাই
বিন কা'ব আল আনসারী রা.

"তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহী লেখক ছিলেন এবং মুসলমানদের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।"

ওমর রা. তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁকে নাযিলকৃত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং কঠিন বিষয়গুলো ব্যাপারে তাঁর থেকে সমাধান নিতেন।

তিনি কোন ব্যক্তি যার নাম ও পিতার নাম আসমানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করা হয়েছে?

তিনি কোন ব্যক্তি যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানোর কথা বলেছেন আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন?

তিনি কোন ব্যক্তি যাকে ওমর রা. মুসলমানদের নেতা বলে ডাকতেন? আর এ ডাক শুনে কেউ প্রতিবাদ করত না।

তিনি হচ্ছেন উবাই বিন কা'ব আল আনসারী আন্নাজ্জারী রা.। যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহী লেখক ছিলেন।

যিনি মুসলমানদের মহান ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীদের একজন ছিলেন।

* * *

ইসলামে প্রথম সুসংবাদদাতা মুসআ'ব রা. যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন কা'ব রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও মুসআ'ব রা. মদিনাতে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন এবং জাহান্নাম থেকে সর্তক করতেন, কিন্তু কা'ব রা.-এর এ সতর্কতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা তিনি সেই সকল আলেমদের একজন ছিলেন যারা লেখাপড়া জানতেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর নাযিলকৃত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান জব্ত (সংরক্ষণ) করেছিলেন।

আর এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলার আগেই তিনি চিনতে পেরেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশ পরিচয়............

সূক্ষ ও সুনির্দিষ্ট গুণাগুণ.......

ও সুস্পষ্ট আর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পেরেছেন।

যার কারণে নৈকট্যলাভকারী মুসলমানদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্পষ্টভাবে যারা চিনেছিলেন তাঁদের মধ্যে উবাই বিন কা'ব অন্যতম ছিলেন।

* * *

মদিনা থেকে যে সত্তরজন অগ্রগামী সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মক্কায় আগমন করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। আর এরই মধ্য দিয়ে আকাবার শপথ গ্রহণকারী সম্মানিত মুসলমানদের মধ্যে তিনিও গণ্য হলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার পর তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত লেখক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। যার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুক্তিনামা, অনুদান, প্রদানসহ সকল প্রকার লেখার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি লেখায় পাতার নিচে এ মহান সাহাবীর নাম থাকত।

যেমন-কোনো লেখা লেখার পর সেখানে লেখা থাকতো অমুক অমুক ব্যক্তি এ চুক্তিনামার সাক্ষী আর এ চুক্তিনামার লেখক উবাই বিন কা'ব।

তাঁর এ পদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তী ওলামায়ে কেরামগণ কোনো কিছু লিখলে, লেখার নিচে নিজের নাম লিখে দিতেন।

* * *

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গলায় এমন এক সম্মানের মালা পরিয়ে দিলেন যে সম্মানের সামনে দুনিয়ার সব সম্মান তুচ্ছ মনে হবে।

আর তা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর কুরআনের ব্যাপারে আস্থা রেখে তাঁকে ওহী লিখক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেন। আর এরই মধ্যদিয়ে

তিনি রাসূল ﷺ থেকে কুরআনের প্রতিটি আয়াত সিক্ত, সুন্দর ও শুদ্ধভাবে শুনার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

* * *

উবাই বিন কা'ব রা. কুরআনের এমন স্বাদ গ্রহণ করেছেন যা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে খুব কম ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পেরেছেন।

তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার কিতাবে এমন সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, অক্ষমকারিতা, সুউচ্চ তাওহীদ ও গভীর মর্মার্থ উপলব্ধি করলেন যে, তা তিনি অন্য কোনো কিতাবে পাননি।

যার কারণেই তিনি আল্লাহর কিতাবের দিকে মন ও ধ্যান দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন এবং নিজেকে কুরআনের মাঝে ব্যস্ত রাখতেন।

শেষ পর্যন্ত এমন হয় যেন তাঁর সকল ব্যস্ততা এ কুরআনকে নিয়েই। এ কুরআনের সাথে লেগে থাকাই তাঁর নিয়মিত কাজ। এ কুরআন তাঁর অন্তরের প্রশান্তি এবং হৃদয়ের স্পন্দন।

যখনই জিব্রাইল (আঃ) রাসূল ﷺ-এর নিকটে ওহী নিয়ে আসতেন তিনি তা সাথে সাথে লিখে ফেলতেন।

বিশেষ প্রয়োজন যে প্রয়োজন পুরো না করলেই নয় এবং সেই পরিমাণের ঘুম যতটুকু না ঘুমালেই নয়, এর বাইরের পুরো সময় তিনি কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন।

তিনি কুরআন বুঝার চেষ্টা করতেন এবং কুরআনের মাসয়ালা-মাসায়েল জানার চেষ্টা করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি কুরআনের সবচেয়ে বিজ্ঞ ক্বারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন।

সাহাবীদের মধ্যে একটি বিষয় সবাই জানতেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর সবচেয়ে দয়াবান আবু বকর রা.।

সবচেয়ে কঠিন ওমর রা.।

সবচেয়ে উত্তম বিচারক আলী রা.।

হালাল হারাম সম্পর্কে অধিক জানতেন মুয়াজ বিন জাবাল রা.।

ফারায়েজ সম্পর্কে অধিক জানতেন জায়িদ বিন সাবিত রা.।

আর সবচেয়ে বড় ক্বারী উবাই বিন কা'ব রা.।

* * *

ওমর রা. একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, হে মানুষ সকল! তোমাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কে কিছু জানতে চায়, সে যেন উবাই বিন কা'বের নিকটে আসে।

যে ফারায়েজ সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেন জায়িদ বিন সাবিতের নিকটে আসে।

যে ফিকহ্ সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেন মুয়াজ বিন জাবাল রা.-এর নিকটে আসে।

আর যে সম্পদ নিতে চায়, সে যেন আমার নিকটে আসে কেননা আল্লাহ তায়ালা সেটির দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন এবং আমাকে সেটির বন্টনকারী বানিয়েছেন।

* * *

আল্লাহ তায়ালা উবাই বিন কা'ব রা.কে এমন মর্যাদা দান করেছেন যার কারণে তাঁর অন্তর আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে সর্বদা কম্পিত থাকত এবং রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে যে সম্মান দান করেছেন এ খুশিতে ও আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরত।

সেই সম্মান কি?

একদা রাসূল ﷺ তাঁর নিকট এসে বললেন, তোমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ করেছেন।

একথা শুনে উবাই বিন কা'ব অবাক চোখে রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে আমার নাম বলেছে? !!!

অর্থাৎ আমি বিশ্বের প্রতিপালকের নিকটে স্মরণকৃত হয়েছি? !!!

রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমার নাম বলেছেন।

একথা শুনে উবাই বিন কা'ব রা. আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

তিনি এত বেশি খুশি হলেন যে, তাঁর দুই চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝরতে লাগল..........

এবং তাঁর জিহ্বা বার বার আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি গাইতে শুরু করল।

* * *

রাসূল ﷺ একদিন উবাই বিন কা'বকে পরীক্ষা করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন- কুরআনের কোনো আয়াতটি সবচেয়ে উত্তম?

তিনি বললেন, কুরআনের সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আল্লাহর বাণী-

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ..........

তাঁর উত্তরে রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন। তিনি তাঁর বুকে নিজের পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত দিয়ে বললেন, হে আবু মুনজির! ইলম তোমার জন্যে সহজ হোক........... ইলম তোমার জন্যে সহজ হোক.................।

* * *

উবাই বিন কা'ব রা.-এর মর্যাদা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, রাসূল ﷺ-এর জীবিত অবস্থায় তিনি ফাতওয়া দিতেন। রাসূল ﷺ-এর সময়ে ছয়জন সাহাবী ফাতওয়া দিতেন। তাঁদের মধ্যে মুহাজির তিনজন আর আনাসার তিনজন। তাঁরা হচ্ছেন–

ওমর বিন খাত্তাব রা.

উসমান বিন আফ্ফান রা.

আলী বিন আবু তালিব রা.

উবাই বিন কা'ব রা.

মুয়াজ বিন জাবাল রা.

জায়িদ বিন সাবিত রা.।

প্রথম তিনজন মুহাজির সাহাবী আর পরের তিনজন আনসারী সাহাবী।

* * *

উবাই বিন কা'ব রা. ইলমের জগতে যেমন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন তেমনি তিনি তাকওয়া ও সৎকর্মের দিক দিয়েও একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাছাড়াও তিনি দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতের দিক দিয়ে এক উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন।

একদিন তিনি শুনলেন এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি আমাদেরকে যে রোগগুলো আক্রান্ত করে তাতে আমাদের কিছু রয়েছে?

রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমাদের গুনাহ্কে মুছে দেয়।

তখন উবাই বিন কা'ব রা. রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল যদি অসুস্থতা সামান্য হয়?

রাসূল ﷺ বললেন, যদিও তা একটি কাঁটার আঘাত হয়ে থাকে।

তখন উবাই বিন কা'ব রা. দোয়া করলেন, যেন সারা জীবন তাঁর জ্বর থাকে। তবে যে জ্বর তাকে হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও জামাতে নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে না।

এরপর থেকে যখনই কেউ তাকে স্পর্শ করত তাঁর গায়ে জ্বরের তাপ অনুভব করত।

* * *

রাসূল ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর উবাই বিন কা'ব রা. নিয়ত করলেন তিনি সারা জীবন মানুষকে কুরআন শিখাবেন, মাসয়ালা-মাসায়েল শিখাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের পথে ডাকবেন।

যার কারণে তাঁর দুয়ারে মানুষের খুব বেশি ভিড় হতো।

এক লোক এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তিনি বললেন, তুমি কুরআনকে তোমার নেতা হিসেবে গ্রহণ কর এবং কুরআনের সকল হুকুমকে মেনে নাও। কেননা তোমাদের নবী কুরআনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেছেন।

জেনে রাখ! কুরআন তোমাদের জন্যে সুপারিশকারী এবং এমন সাক্ষ্যদাতা যার সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা হবে না।

নিশ্চয়ই এ কুরআনে তোমাদের কথা ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা উল্লেখ আছে এবং তোমাদের সকল আহ্কাম বর্ণিত আছে।

আর এ কুরআনে তোমাদের ও তোমাদের পরবর্তীদের সম্পর্কে সংবাদ রয়েছে।

* * *

অন্য এক লোক এসে বলল, হে আবুল মুনজির! আমাকে ওয়াজ করুন।

তিনি বললেন, তোমার যা প্রয়োজন নেই তার ভেতরে তুমি প্রবেশ করো না।

মৃত অবস্থায় যা থাকবে না এমন কিছু তুমি জীবিত অবস্থায় পাওয়ার আশা করো না।

আর এমন কারো নিকটে কোনো কিছু চাইবে না যে তোমার প্রয়োজন পুরা করতে পারবে না।

* * *

এক ব্যক্তির সম্পদ নিয়ে যাওয়ার কারণে সে খুব চিন্তিত অবস্থায় মসজিদে ঘুরছিল। তখন তাকে উবাই বিন কা'ব রা. সালাম দিলে তাকে খুব সুন্দরভাবে বললেন, কোনো বান্দা যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে এর থেকে উত্তম কিছু দান করেন।

আর আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কিছু যদি কোনো বান্দা গ্রহণ করে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর থেকে এর চেয়েও বড় জিনিস তুলে নিয়ে যান।

* * *

উবাই বিন কা'ব রা. তাঁর সারা জীবন ইলম তলবকারীদের আশ্রয়স্থান হিসেবে কাটিয়েছেন। আর এ কাজ করতে করতে তাঁর জীবনের শেষ দিকে তিনি উপনীত হলেন, কিন্তু তবুও তাঁর দরজায় মানুষের ভিড় শুধু বেড়েই যেত।

জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালী বর্ণনা করেন- আমি ইলম তলব করার জন্যে রাসূল ﷺ-এর শহরে এসেছি। শহরে এসে রাসূল ﷺ-এর মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম মানুষেরা অনেকগুলো ভাগে বসে বসে ইলম চর্চা করছে।

আমি এক মজলিস থেকে অন্য মজলিসে গেলাম। অবশেষে এক মজলিসে এসে দেখলাম সেখানে এক শায়েখ হাদীস বর্ণনা করছিলেন। যার গায়ে মাত্র দু'টি কাপড় ছিল মনে হচ্ছিল তিনি কোনো সফর থেকে এসেছেন।

আমি সেই মজলিসে বসলাম। এরপর তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি যখন উঠে চলে যেতে লাগলেন। তখন আমি আমার পাশের এক লোককে বললাম- এ লোক কে?

সে বলল, তোমার জন্যে আফসোস! তুমি এ লোককে চিন না?

তিনি বর্তমান সময়ের মুসলমানদের নেতা। তিনি উবাই বিন কা'ব।

জুন্দুব রা. বলেন: এরপর আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। অবশেষে আমি তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। এসে দেখি তাঁর বাড়ি গরিবদের বাড়ির মতো। তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করছেন।

আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি অনেক উত্তমভাবে আমার সালামের জবাব দিলেন।

তারপর তিনি বললেন, তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

আমি বললাম: ইরাক থেকে। এরপর আমি তাঁকে প্রশ্ন করার ইচ্ছা করলাম।

তখন তিনি বললেন, তোমরা আজ আমার ওপর বেশি করে ফেলছ। অর্থাৎ আমি আজ খুব ক্লান্ত।

তাঁর একথায় আমার খুব রাগ হলো। আমি কা'বার দিকে ফিরে বসে গেলাম এবং আমার দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলাম- হে আল্লাহ! আমি এদের ব্যাপারে তোমার কাছে অভিযোগ করছি। আমরা আমাদের সম্পদ ব্যয় করে এদের নিকটে ইলম অর্জন করার জন্য এসেছি। আর এখন তাঁরা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

উবাই বিন কা'ব রা. আমার কথা শুনার পর কান্না শুরু করলেন।

তারপর তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বলতে লাগলেন- তোমার জন্যে আফসোস! আমি তা বুঝাতে চাইনি।

তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ আমি ওয়াদা করছি, যদি তুমি আমাকে জুমাবার পর্যন্ত জীবিত রাখ তাহলে আমি রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা তাকে বর্ণনা করে শুনাব। আর এ ব্যাপারে আমি কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করি না।

তিনি একথা বলার পর আমি চলে আসলাম এবং জুমাবারের অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু বৃহস্পতি বার আমি আমার এক কাজে বাইরে বের হলাম। বের হয়ে দেখি পথে মানুষের অনেক ভিড়। মনে হচ্ছিল তাঁরা কোনো কিছুর অপেক্ষায় আছে।

তখন আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম- মানুষের কি হয়েছে?

তারা বলল, তুমি মনে হয় এলাকায় নতুন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি নতুন।

তারা বলল, মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব মারা গেছেন।

* * *

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের হামিল উবাই বিন কা'ব রা.-এর সমাধিকে নূরে উজ্জ্বল করুক।

যিনি ওহী লিখক ছিলেন।

আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।[৪]

---

[৪] তথ্য সূত্র

১. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ৫০ পৃ.।
২. উস্‌দুল গবাহ্‌-১ম খণ্ড, ৬১ পৃ.।
৩. তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব-১ম খণ্ড, ১৮৭ পৃ.।
৪. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ১৯ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ৪৭ পৃ.।
৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-১ম খণ্ড, ৩৮৯ পৃ.।
৭. আত্‌ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৩য় খণ্ড, ৪৯৮ পৃ.।

মায়সারা
বিন মাস্রুক আল আব্সী রা.

"যিনি ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে প্রথম রোমানদের আক্রমণ করতে রোমে প্রবেশ করেছিলেন।"

রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতের তিন বছর পূর্ণ হলো। তখন মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ কে নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ-

"অতঃপর আপনার প্রভু আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছে তা আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করুন, আর আপনি মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।" [সূরা হিজ্র- ৯৪]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ দাওয়াতের নতুন পদ্ধতি জানতে পারলেন। আর দাওয়াতের কাজ গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্যের স্তরে উত্তীর্ণ হলো।

তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেয়ার পর, রাসূল ﷺ আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নে মানুষকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে শুরু করলেন।

কিন্তু তিনি আরবের যত গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন প্রত্যেকেই তাঁর বিরোধিতা করেছে এবং যত সমাজে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছেন প্রত্যেকেই তাঁর থেকে বিমুখ হয়েছে।

তবুও রাসূল ﷺ দিনের পর দিন এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে মহান প্রতিপালকের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম প্রচার করছিলেন।

* * *

আরবের সকল গোত্র প্রত্যেক বছর উকাজ মেলা, মাজান্নাহ্, জুল মাজায নামক স্থানগুলোতে মিলিত হতো। দু' মাস ধরে এ মেলাগুলো চলত। সেখানে তারা ক্রয়-বিক্রয় করত।

তারা সেই মেলাতে মজলিস বসিয়ে কবিতা আবৃত্তি করত এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত।

তাছাড়া তারা মেলাতে বিভিন্নভাবে আনন্দ করত। আবার সেখানে গান-বাদ্য ও মদ, জুয়ার আসরও বসত।

আর ওই সকল মেলা শেষ হবার পর পবিত্র কা'বায় হজ্জ আদায় করতে মানুষেরা মক্কায় আসত।

রাসূল ﷺ হজ্জের এ মওসুমকে বিশাল সুযোগ মনে করতেন। কেননা তখন আরবের সকল গোত্র মক্কায় একত্রি হতো। অন্যকোনো সময়ে এত লোক এক জায়গায় একত্র হতো না।

তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদেরকে নতুন এ ধর্ম সম্পর্কে বুঝাতেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করতেন। আর এর বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা দিতেন।

কিন্তু হায়! এ লোকগুলো রাসূল ﷺ-এর এত সুন্দর কথাগুলোকে পাগলামী বলে উড়িয়ে দিত। তাঁরা রাসূল ﷺ-কে ঠাট্টা করত; আবার কেউ কেউ তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারত। এভাবে এ হতভাগারা রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিত।

কমসংখ্যক লোকই এমন ছিল যারা তাঁর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করত, কিন্তু এত শত কষ্টের পরও তিনি তাঁর দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন। আর এ কাজে তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না, কখনো ক্লান্ত হতেন না এবং কখনও এ কাজ করা বন্ধ করতেন না।

* * *

আর ঠিক সেই সময়ে আব্‌স নামক এক গোত্র বেচাকেনা করার জন্যে এসেছিল। তারা তাদের বেচাকেনা শেষে হজ্জের কাজ সম্পূর্ণ করতে মিনায় চলে এল এবং জামরাতুল উলায় মসজিদে জাইফের নিকটে অবস্থান নিল।

রাসূল ﷺ উটে আরোহণ করে জায়েদ বিন হারিসা রা. কে বাহনের সঙ্গী বানিয়ে তাদের নিকটে আসলেন।

বনূ আব্‌স রাসূল ﷺ-এর সম্পর্কে ইতপূর্বে জেনেছিল, কিন্তু তারা তখনো তাঁকে দেখেনি।

রাসূল ﷺ তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরলেন। তাদেরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন। তাঁর প্রতি কোরাইশদের

নির্মম অত্যাচারের কথা তাদের নিকট তুলে ধরলেন এবং এ কাজে সাহায্য করার আহ্বান জানালেন। বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিলেন।

* * *

সেই গোত্রের মাঝে মায়সারা বিন মাসরুক আল আব্‌সী রা. ও ছিলেন।

তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা এ লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে এসো। আল্লাহর শপথ! আমি এ লোকের কথার মতো এত ন্যায়-নীতির কথা ও এত সুন্দর কথা আর কারো থেকে শুনিনি।

তখন তাঁর গোত্রের এক লোক তাঁকে লক্ষ করে বলল, তার কথা বাদ দাও..........। আল্লাহর শপথ! তার গোত্রের লোকেরা তার সম্পর্কে তোমার থেকে ভালো জানে। যদি লোকটি ভালো হতো তাহলে তার গোত্র তাকে ত্যাগ করত না। তারা তাকে ত্যাগ করেছে সুতরাং এমন কোনো গোত্র নেই যে তার ওপর সন্তুষ্ট হবে।

লোকটির কথা সমর্থন করে অন্য আরেকটি লোক বলল, হে মায়সারা! এ লোক থেকে দূরে থাকো। আল্লাহর শপথ! যদি কোনো গোত্র এ লোককে নিয়ে ফিরে তাহলে সে তাদের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়বে।

তখন মায়সারা বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, এ লোকটির দ্বীন সবকিছুর ওপর বিজয়ী হবে এবং তা সর্বত্র পৌঁছে যাবে। সুতরাং তোমরা আমাকে সহযোগিতা কর, তাকে সাহয্য কর এবং আশ্রয় দাও।

এতে রাসূল ﷺ মায়সারা রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী হলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করাতে অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন।

তখন মায়সারা রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার কথার মতো এত সুন্দর কথা আর কখনও শুনিনি। আপনি যে ধর্মের দিকে আহ্বান করছেন আর কেউ আমাকে এরূপ ধর্মের দিকে আহ্বান করেনি, কিন্তু আপনি দেখছেন আমার গোত্র আমার বিরোধিতা করছে। আর আমি তো এ গোত্রেরই লোক।

* * *

এরপর বিশ বছর পার হয়ে গেল। এ বিশ বছরে আল্লাহ তাঁর নবীর নামকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে বিজয় দান করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্র রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

আর সেই গোত্রদের একটি গোত্র ছিল মায়সারার গোত্র বনূ আব্‌স।

মায়সারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিলেন।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি মিনায় অবস্থিত খাইফের নিকটের সেই লোকটি।

তখন মায়সারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! আমি তখন থেকেই আপনার অনুসরণ করার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল আমি দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করব, এখন যা আপনি দেখছেন। আর তখন আমার সাথে যে সকল লোক ছিল তাঁদের অনেকেই মারা গেছে। হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা এখন কোথায়?

রাসূল ﷺ বললেন, তাঁদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত যেই মারা গেছে সে জাহান্নামে গেছে।

তখন মায়সারা রা. কান্না শুরু করলেন। তিনি বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাকে আপনার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন.............................

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে আপনার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন।

* * *

এরপর এক সময়ে রাসূল ﷺ বিদায় নিয়ে ধরা থেকে চলে গেলেন। তাঁর বিদায়ের পর খেলাফতের দায়িত্ব আবু বকর রা.-এর হাতে আসে, কিন্তু তখন আরবের অনেক লোক বলতে লাগল: আমরা নামায আদায় করব তবে যাকাত দেব না। শুধু তাই নয়; বরং অনেক গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হতে লাগল।

বিষয়টি মুসলমান ও নব ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে কঠিন হয়ে গেল। পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর হলো যে, মনে হচ্ছিল বিদ্রোহীরা মদিনায় এসে হানা দেবে।

আবু বকর রা. তখন অনেকের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে পরামর্শ দিল আপনি এখন তাদেরকে নামায আদায় করার মধ্যে সীমিত রাখুন এবং যাকাত দেয়ার ব্যাপারে তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করবেন না। যখন তাদের ঈমান পাকা হয়ে যাবে তখন তারা এমনিই যাকাত দিবে।

আবু বকর রা. একথা শুনে রাগে সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। তিনি সাথে সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! যে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

যিনি রাসূল ﷺ-কে সত্য-সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলি, যদি কেউ রাসূল ﷺ-এর সময়ে ঘোড়া বেঁধে রাখার রশি যাকাত হিসেবে আদায় করত আর এখন তা দিতে অস্বীকার করে আমি অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করব।

* * *

মুরতাদদের ফিতনা চলাকালীন মায়সারা রা. তাঁর সাথে তাঁর গোত্রের কিছু লোককে নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি তাঁর গোত্রের যাকাতের সম্পদ নিয়ে মদিনার দিকে রওনা দিলেন। চলার পথে মরুভূমি ও পাহাড়ের উঁচু-নিচু টিলাগুলো তাদেরকে কখনও ওপরে উঠাতো আর কখনও নিচে নামাত। যখনই কোনো উঁচু স্থানে তাঁরা উঠতেন তখন তাকবীর দিতেন আর যখন নিচু স্থানে নামতেন তখন তাঁরা সুবহানাল্লাহ্ বলতেন। তারা মদিনায় পৌঁছার পর মদিনাবাসী তাদেরকে দেখে অনেক বেশি খুশি হলো।

আবু বকর ঈষার্ন্বিত হয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

তিনি মায়সারা রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন: আল্লাহ তোমার ও তোমার গোত্রের সম্পদে বরকত দান করুন এবং তোমাদেরকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করুন।

এরপর তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে তাঁদের আমীর বানিয়ে দিলেন।

* * *

ওই দিন থেকে তাঁর সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর সাথে এক দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ রা-এর নেতৃত্বে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে লাগলেন। যদিও তিনি তখন অনেক বৃদ্ধ ছিলেন।

* * *

উরদুনের ফহল নামাক যুদ্ধে রোম সৈন্যরা মুসলমানদের ওপর তীব্র আক্রমণ করলে মুসলমানরা খুব বিপদে পড়ে যায়। তখন রোমদের থেকে এক শক্তিশালী যোদ্ধা এসে মুসলমানদেরকে মল্লযুদ্ধ করার আহ্বান করে। মানুষ সেই যুবকের সামনে এগিয়ে যেতে ভয় করল। মায়সারা বৃদ্ধ হওয়ার পরও নির্ভয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু খালিদ রা. তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, সেই হচ্ছে তাগড়া যুবক আর আপনি একজন বৃদ্ধ।

কিন্তু মায়সারা তাঁর কথা শুনতে রাজি হলেন না। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

খালিদ রা. তাঁকে টান দিয়ে পেছনে নিয়ে এসে বললেন, আপনি কি রাসূল ﷺ-এর হাতে নেতার আনুগত্য করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেননি?

আর তখন ওই সৈন্যের মোকাবিলা করার জন্যে মুসলমানদের এক যুবক এগিয়ে গেলেন এবং তাকে হত্যা করা পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম সেই যুবক তাকে হত্যা করতে সক্ষম হলেন।

* * *

মহান আল্লাহ্ তায়ালা মায়সারা রা. কে এত দিন জীবিত রেখেছেন যাতে করে তিনি রোমে প্রবেশকারী প্রথম মুসলিম সৈন্য হতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বে ছয় হাজার সৈন্য রোমে প্রবেশ করেছিল এবং সেখান থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে রোমে সাহায্য করেছেন এবং এত বেশি গনীমত এ যুদ্ধে দান করেছেন যে, এ পর্যন্ত অন্যকোনো যুদ্ধে এত গনীমত মুসলমানগণ লাভ করেনি।

তিনি মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে এ গনীমতসহ বিজয়ী বেশে ফিরে আসলেন।

কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিজয়।[৫]

---

[৫] তথ্যসূত্র

আল বিদায়া-৩য় খণ্ড, ১৪৫ ও ৭ম খণ্ড, ১৪৩ পৃ.।
আল কামিল-২য় খণ্ড, ২৪০ পৃ.।
উস্দুল গবাহ্-৫ম খণ্ড, ২৮৫ পৃ.।
হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ১২৮ পৃ.।
আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃ.।

হামজা
বিন আব্দুল মুত্তালিব রা.

"যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ এবং শহীদী মুসলিমদের সর্দার।"

এ মহান সাহাবী রাসূল ﷺ-এর বন্ধু ও সমবয়সী ছিলেন। তাঁরা দু'জন শিশুকালে মক্কার ওলিতে-গলিতে একত্রে চলাফেরা করতেন।

তিনি ও রাসূল ﷺ একই মহিলার দুধ পান করেছিলেন যার কারণে তিনি ও রাসূল ﷺ দুধভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক হচ্ছে, তিনি সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর আপন চাচা।

যার নাম হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব।

এ মহান সাহাবী সায়্যেদুশ্ শুহাদা হিসেবে সকল মুসলমানদের কাছে পরিচয় লাভ করেন।

* * *

রাসূল ﷺ যখন নবুওয়াত পেয়েছেন তখন হামজা রা.-এর বয়স চল্লিশ থেকে সামান্য বেশি ছিল। তখন তিনি কোরাইশদের বিশিষ্ট নেতা ও মহাবীরদের একজন ছিলেন।

মক্কায় তাঁর বিশেষ সম্মান ছিল এবং তাঁর পরিবারও ছিল সম্মানের উচ্চ শিখরে।

লোকেরা তাঁকে হাজার মানুষের সাথে তুলনা করত।

তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর সাথে অনেক গভীর সম্পর্ক থাকার পরও তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং এত কিছুর পরও তিনি রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতের তত বেশি গুরুত্ব দেননি।

রাসূল ﷺ যখন তাঁর নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করেছিলেন তখনও তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেননি।

* * *

অশ্বারোহী হাসেমী এ মহান সাহাবী একজন দক্ষ শিকারী ছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে অনেক বেশি বিনোদন করতেন এবং পশুর পেছনে ছুটতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। ঠিক তেমনি একদিন তিনি শিকার করে ফিরে আসছিলেন।

তাঁর কাঁধে ধনুক ঝুলানো ছিল আর তাঁর হাতে বর্শা ছিল। তিনি বীরের মতো হেঁটে হেঁটে আসছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন জাদআ'নের দাসী এসে তাঁকে বলল, আবুল হাকাম (আবু জাহেল) মুহাম্মাদকে যে গালাগালি করতে আমি শুনেছি তা যদি আপনি শুনতেন এবং তাঁকে যে আঘাত করতে আমি দেখেছি তা যদি আপনি দেখতেন তাহলে আপনার অবস্থা এখন অন্যরকম হতো।

তার এ কথাগুলো শুনার পর হামজা রাগে ফুলে উঠলেন।

তিনি সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন: তাঁকে গালি দিতে কেউ দেখেছে?

সে বলল, হ্যাঁ অনেক মানুষ দেখেছে।

তখন এ হাসিমী অশ্বারোহী বীর সে দিকে ছুটলেন।

তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগলেন যেখানে আবু জাহেল তাঁর লোকদের নিয়ে বৈঠক করছিল।

তিনি আবু জাহেলের দিকে তেড়ে গেলেন এবং তাকে তাঁর ধনুক দ্বারা এমনভাবে আঘাত করলেন যে তার মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল।

এরপর তিনি সবার সামনে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, এ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; সুতরাং কোরাইশদের কারো যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে ইসলাম থেকে ফিরাবে তাহলে সে যেন ফিরাতে আসে।

বনূ মাখজুম যখন দেখলো তাদের নেতার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল তখন তারা হামজার দিকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এগিয়ে গেল।

কিন্তু আবু জাহিল তাদেরকে লক্ষ করে বলল, আবু আমারাহ্ (হামজা) পথ ছেড়ে দাও......., আমি তার ভাতিজাকে মানুষের সম্মুখে গালাগালি করায় সে রাগান্বিত হয়েছে।

* * *

হামজা রা.-এর ইসলাম গ্রহণের কথা বিদ্যুৎ গতিতে মক্কার অলিতে- গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদ মুশরিকদের মাথায় বজ্রের ন্যায় আঘাত করে।

আর রাসূল ﷺ তাঁর চাচা হামজার ইসলাম গ্রহণে কত বেশি খুশি হয়েছিলেন এর পরিমাণ আপনি নিজের ইচ্ছে মতো বর্ণনা করতে পারেন। তবুও তাতে কোনো সমস্যা হবে না। কেনই বা খুশি হবেন না?

হামজার মতো সাহসী ও বীরবিক্রম ইসলামের জন্যে তখন যে খুব প্রয়োজন ছিল।

আর মুসলমানদের খুশির কথা তো বর্ণনা করে শেষ করা যাবেই না।

মুসলমানগণ মক্কায় থাকা কালে ওই দু' দিন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন যার তুলনা অন্যকোনো দিন ছিল না।

প্রথমত, ওই দিন যেদিন ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ওই দিন যেদিন হামজা রা.-এর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তারা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করার পর কোরাইশদের চোখের সামনে প্রকাশ্যে কা'বা শরীফে তাওয়াফ করতে ও নামায আদায় করতে চাইলেন।

রাসূল ﷺ-ও তাঁদের কথায় সাড়া দিলেন।

তাদের একজন সামনে ছিলেন আর অন্যজন পেছনে ছিলেন।

মুসলমানগণ নির্ভয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলেন এবং সেখানে প্রকাশ্যে যোহরের নামায আদায় করলেন।

তারপর দারুল আরকামে ফিরে গেলেন।

কোরাইশরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আর হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছাই হতে লাগল।

* * *

রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর ইসলামের প্রথম ঝাণ্ডা তাঁর চাচা হামজা রা.-এর হাতে তুলে দিলেন। তবে কারো কারো বর্ণনায় ইসলামের প্রথম ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহ্স রা.।

বদরের যুদ্ধের দিন হামজা রা. অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হলেন। তিনি মুশরিকদের ব্যাপারে খুব কঠোর ও কঠিন ছিলেন।

উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে স্থীর পাহাড়ের ন্যায় অটল অবস্থান নিলেন। তাঁর মতো বীর খুব কমই ছিল। তিনি যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বুকে একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতেন যাতে করে সবাই তাকে চিনতে পারে এবং যে তাঁর সাথে লড়াই করতে চায় সে যেন তাকে

দেখতে পায়। এটা আরব বীরদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আর হামজা রা. তো বীরদের মধ্যে সেরা ছিলেন।

আর তাঁর সেই বিশেষ চিহ্ন- তিনি তাঁর বুকে উট পাখির লাল পালক গেঁথে রাখতেন।

যুদ্ধ চলছিল এমন সময় মুশরিকদের দল থেকে আস্ওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ আল মাখজুমী নামক এক ব্যক্তি বের হয়ে আসল। সে একজন বদমেজাজী ও খারাপ চরিত্রের লোক ছিল।

সে বলল, আমি লাত ও উজ্জার শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই মুসলমানদের কূপ থেকে পানি পান করব অথবা আমি তা ধ্বংস করে ফেলব আর না হয় আমি মৃত্যুবরণ করব।

তখন তাকে প্রতিহত করার জন্যে হামজা রা. এগিয়ে গেলেন। তিনি তাকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, যেন সে বালুর মতো উড়ে যাবে। আঘাত সইতে না পেরে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর শরীর থেকে স্রোতের মতো রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল।

তারপরও সে কূপের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু হামজা তাকে কূপ পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি।

* * *

তারপর উতবা বিন রবীয়া, তাঁর ভাই শাইবা ও তাঁর ছেলে ওলীদ মুশরিকদের কাতার থেকে বের হয়ে আসল। তারা বের হয়ে এসে মল্লযুদ্ধ করার আহ্বান করল।

তখন চোখের পলকে আনসারদের পক্ষ থেকে তিন যুবক সামনের দিকে এগিয়ে আসল।

তাদেরকে দেখে উতবা বলল, তোমরা কে?

তারা বলল, আমরা আনসার।

সে বলল, তোমরা ফিরে যাও তোমাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

এরপর তারা রাসূল ﷺ-কে ডেকে বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদের জন্যে আমাদের গোত্র থেকে আমাদের মতো তিনজনকে বের করে দাও।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, উবাইদা বিন আল জার্রাহ দাঁড়াও।

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব দাঁড়াও।

আলী বিন আবু তালিব দাঁড়াও।

তখন উতবা বলল, এখন ঠিক আছে, এরা আমাদের সমপর্যায়ের।
আলী রা. ওলীদ বিন উতবা রা.-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। আলী ও ওলীদ বিন উতবা সমবয়সী ছিলেন। আলী তার সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করলেন।
এরপর হামজা রা. শাইবা বিন রবীয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা দু'জন একই বয়সী ছিলেন। লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত হামজা রা. শাইবা বিন রবীয়াকে হত্যা করলেন।
এরপর উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ্ রা. উতবা বিন রবীয়ার দিকে এগিয়ে যান। তাঁরা দু'জনই বৃদ্ধ ছিলেন। উবাইদা রা. ও লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাঁর শত্রুকে শেষ করে দিলেন।
কোরাইশদের সম্মানিত এ তিন বীর মারা যাওয়ার পর যুদ্ধ খুব মারাত্মক আকার ধারণ করল। হামজার প্রতি তাঁদের হিংসা ও ক্রোধ বাড়তে লাগল।

* * *

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উহুদের মাঠে একত্রি হলো। বিশেষ করে তারা হামজা রা.-এর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করল।
কেননা হামজা রা. বদরের যুদ্ধে তাদের অনেক নেতাকে হত্যা করেছেন। তাছাড়া তিনি যুদ্ধে থাকলে মুসলমানদের মাঝে আলাদা এক শক্তি কাজ করত।
যখন হামজা রা. যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরকে আক্রমণাক্ত অবস্থায় দেখতেন তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলতে লাগলেন- আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ।
তিনি আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চেয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এরা যে উদ্দেশ্যে এসেছে আমি তা থেকে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। (অর্থাৎ- আবু সুফ্য়ান ও তাঁর সাথে আগত ব্যক্তিরা)।
আর আমি আপনার নিকটে এরা যা করছে এর জন্যে ওজর পেশ করছি। (অর্থাৎ মুসলমানরা)।
তিনি উহুদের যুদ্ধেও বীরের মতো লড়তে থাকেন। হঠাৎ ওয়াহ্সী নামের এক হাবশী লোক তাঁকে দূর থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে হত্যা করলেন। যদিও পরে ওয়াহ্সী রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর দ্বারা ইসলামের এত

বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি শেষ জীবনে অনেক বেশি আফসোস করেছেন।

* * *

যখন মুশরিক মহিলারা জানতে পারলো মুসলমানদের বীররা নিহত হয়েছে বিশেষ করে হামজা রা.-এর মতো বীর নিহত হয়েছে। তখন তারা যুদ্ধের মাঠের দিকে ছুটে গেল।

তাদের অগ্রভাগে ছিল হিন্দা বিনতে উতবা। কেননা বদরের যুদ্ধে তাঁর বাবা, চাচা ও ভাই মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

সে ও অন্যান্য মুশরিক মহিলারা নিহত মুসলমানদের লাশ কাটতে লাগল। তারা তাঁদের পেট কেটে ফেলল। তাছাড়াও তারা তাঁদের নাক, কান কেটে ফেলল এবং চোখ উপড়ে ফেলল। এভাবে তারা নিহত মুসলিমদের শরীর বিকৃত করতে লাগল।

তারপর সেই সকল নাক কান দিয়ে মালা বানিয়ে ওয়াহ্সীর গলায় পরিয়ে দিল কেননা সে হামজার মতো বীরকে হত্যা করেছে।

হিন্দা হামজা রা.-এর নিকটে গিয়ে তাঁর বক্ষকে বিদীর্ণ করে তাঁর কলিজা বের করে তা চিবিয়ে খেল। যার কারণে এরপর থেকে তাকে 'আখিলাতুল মিরার' (পিত্তলী খেকো) নামে ডাকা হতো।

* * *

মুসলমানগণ নিহত সৈন্যদের বিকলাঙ্গ করার সংবাদ পেলে তাঁদের মাঝে চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাসূল ﷺ-এর ফুফু সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর ভাই হামজা রা. কে দেখার জন্য ছুটে গেলেন।

রাসূল ﷺ ফুফাতো ভাই জুবাইর বিন আওয়াম রা. কে বললেন, তুমি তোমার মাকে ফিরাও যাতে করে সে তাঁর ভাইয়ের অবস্থা দেখতে না পায়।

তখন জুবাইর তাঁর মাকে গিয়ে বললেন, মা, আপনাকে আল্লাহর রাসূল ফিরে যেতে আদেশ করেছেন।

তার মা বললেন, কেন? আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাইকে বিকলাঙ্গ করা হয়েছে। তাতো আল্লাহর পথে।

আল্লাহর শপথ! আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহ চাহে তো তাঁর নিকট সাওয়াবের আশা করব।

জুবাইর রা. এ কথা রাসূল ﷺ-কে জানালেন।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাঁর পথ ছেড়ে দাও।

অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, এ দুটি কাপড় আমি নিয়ে এসেছি তাঁকে কাফন দেয়ার জন্যে।

* * *

জুবাইর রা. বলেন: যখন আমরা হামজা রা. দাফন করতে গেলাম তখন দেখি তাঁর পাশে এক আনসারকেও তাঁর মতো বিকলাঙ্গ করা হয়েছে।
আমরা তাঁকে দাফন করার জন্যে কোনো কাপড় পাইনি আর তাই আমরা হামজাকে দু' কাপড় দ্বারা দাফন করতে লজ্জা বোধ করলাম।
তখন আমরা বললাম: এ দুটি কাপড়ের একটি আনসারের জন্যে আরেকটি হামজা রা.-এর জন্যে।
আমরা দেখলাম দুটি কাপড়ের একটি বড় আরেকটি ছোট আর তখন আমরা উভয় কাপড় মেপে দেখলাম কোন কাপড়টি কার জন্যে যথেষ্ট হয়।
হামজা ছিলেন খুব লম্বা আর তাই কাপড় দিয়ে তাঁর মাথা ডাকলে পা দেখা যেত আর পা ঢাকলে মাথা দেখা যেত।
তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর মাথাকে কাপড় দ্বারা ঢাকো আর পাকে গাছের পাতা দ্বারা ঢাকো।

* * *

হামজা রা.-এর ইন্তেকালের কারণে রাসূল ﷺ কত বেশি চিন্তিত হয়েছে তা বর্ণনা করার মতো নয়।
রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুক। আপনি আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করেছেন এবং সৎকর্ম করেছেন। জেনে রাখ! আমি যদি বিজয়ী হই তাহলে আমি তাদের নিহত সত্তরজনকে বিকলাঙ্গ করব।
তখন রাসূল ﷺ সেই স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই জিবরাঈল আল্লাহর বাণী নিয়ে আসলেন।
আল্লাহ বলেন:

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ۔

"আপনি যদি প্রতিশোধ নিতে চান তাহলে তারা যে শাস্তি দিয়েছে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করুন, আর যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করেন, ধৈর্যশীলদের জন্য তাই উত্তম"। [সূরা নাহ্‌ল- ১২৬]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকলেন। এরপর তিনি শহীদদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদেরকে একের পর এক দাফন করা হলো।

তিনি বললেন, তোমরা দেখ তাদের মধ্যে কে কুরআন অধিক জানে, তাকে তার সাথীদের থেকে সামনে দাফন কর।

তারপর তাদের সম্মানিতদেরকে দাফন কর।

আমি এদের পক্ষে সাক্ষী, আল্লাহর জন্য যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাকে ওঠাবেন তখন তার আঘাতের স্থান থেকে রক্ত বের হতে থাকবে, যার রং হবে রক্তের রংয়ের মতো আর ঘ্রাণ হবে মিসকের মতো।

* * *

রাসূল ﷺ শহীদদেরকে মাটি দিয়ে খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে মদিনার মহিলারা কাঁদছে এবং তারা শহীদদের সাহসিকতা ও গুণ বর্ণনা করছে।

তখন তাঁর চোখ মোবারক দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

তিনি বললেন, কিন্তু হামজার জন্যে কান্নাকাটি করার কেউ নেই।

তখন এক আনসারী এ কথা শুনে কিছু মহিলাকে রাসূল ﷺ-এর ঘরে পাঠালেন যেন তাঁরা রাসূল ﷺ-এর চাচার নিহত হওয়ার শোকে কান্নাকাটি করে।

যখন রাসূল ﷺ তাঁর চাচা হামজার জন্যে মহিলাদেরকে কাঁদতে শুনলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আনসারের প্রতি রহম করুন।

তোমরা ফিরে যাও আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন। আমি শোক প্রকাশ করেছি এবং সান্ত্বনা পেয়েছি।[৬]

---

[৬] তথ্যসূত্র

১. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম-১ম খণ্ড, ২৯২ পৃ.।
২. হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ২৭২ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ২৭১ পৃ.।
৪. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৩য় খণ্ড, ৮ পৃ.।
৫. সিফাতুস্ সাফ্ওয়া-১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।

আবু আ'কীল আল আনীকী রা.

"আ'কীল সর্বদা আল্লাহর নিকটে শাহাদাতের দোয়া করতেন, অবশেষে তিনি সেই শাহাদাত অর্জন করেছেন, আমার জানা মতে তিনি রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের একজন ছিলেন।" [ওমর বিন খাত্তাব রা.]

তখন মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করল। তার গোত্র বনূ হানীফা থেকে তার পক্ষে চল্লিশ হাজার লোক জমা হলো।

তাছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য গোত্র থেকে আরো বিশ হাজার লোক আসল।

এ পর্যন্ত আরবে তার থেকে বড় আর কোনো বিদ্রোহী বাহিনী আরবরা দেখেনি।

এদিকে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করার কারণে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে এক দুর্বলতা কাজ করছিল। অন্যদিকে খুব দ্রুত মুসায়লামার এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে, কেননা তার দেখাদেখি অন্যান্য নওমুসলিমও মুরতাদ হতে লাগল। যে সকল লোকেরা ইসলামের বিজয়ের স্রোত দেখে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

আবার তাদের অনেকে এমন যারা নামায নিয়ে কোনো আপত্তি করে না, কিন্তু তারা যাকাত দিতে রাযি নয়। তারা চায় খলীফা যেন তাদের থেকে যাকাতকে রহিত করে দেন।

ওই দিকে মুসায়লামা ও তার লোকেরা রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে গেল। তারা রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআনকে অস্বীকার করে এক মিথ্যাবাদীকে নবী হিসেবে মেনে নিল।

---

৬. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ৩৫৩ পৃ.।
৭. উস্দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ৫১ পৃ.।
৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-১ম খণ্ড, ১৭১ পৃ.।
৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩য় খণ্ড, ৩০, ২৩৪ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ১১ পৃ.
১০. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ৪০ পৃ.।
১১. আল মাগাজী-৩৭ পৃ.।
১২. আস্ সিরাতুল হুলিয়্যাহ্-১ম খণ্ড, ৪৭৫ পৃ.।

মুসলমানদের বিপদ এমন চরম আকার ধারণ করে যে, যদি আজ মুসায়লামকে প্রতিহত না করা যায় তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করার মতো আর কেউই থাকবে না।

* * *

আবু বকর রা. মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইকরামা রা. কে প্রেরণ করলেন।

ইকরামা! আপনি কি তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে জেনেছেন?

তাহলে জেনে রাখুন.............

তিনি একজন সাহাসী বীর যোদ্ধা ছিলেন, যিনি অশ্বের পিঠে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে বসে থাকতে পারতেন।

যিনি যুদ্ধকে কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারতেন।

যিনি রণাঙ্গনের সন্তান।

কিন্তু মুসায়লামা অবস্থা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যে, মুসলমানগণ তাঁদের সঠিক লক্ষ্যে পৌছতে পারেননি। এ মহাবীরের সামান্য ভুলের কারণে মুসলমানগণ মুসায়লামার কাছে পরাজয় বরণ করলেন। যার কারণে মুসলমানগণ মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন।

আর এ ঘটনা আবু বকর রা. কে খুব রাগান্বিত করল।

তিনি তাঁর নিকটে খুব দ্রুত একজন দূত প্রেরণ করে তাঁকে পরাজিত সৈন্য নিয়ে মদিনায় ফিরে আসতে নিষেধ করলেন। কেননা তাঁরা মদিনায় ফিরে আসলে মুসলমানদের মনোবল কমে যাবে। তিনি তাকে যেখানে আছে সেখানে থাকার নির্দেশ দিলেন।

তারপর তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে একটি চিঠি লিখলেন। সৈন্য ও রসদ-পত্রের পুরাপুরি প্রস্তুতি না নিয়ে যুদ্ধ করার কারণে তিনি তাঁকে তিরস্কার করলেন।

তিনি বললেন, আমি তোমাকে দেখতে চাই না আর তুমিও আমাকে দেখতে আসবে না..........। তুমি মদিনায় ফিরে আসবে না।

কেননা এতে মুসলমানদের মনোবল দুর্বল হয়ে যাবে এবং তাদের বাহুর জোর কমে যাবে।

* * *

ইক্‌রামা রা.-এর পরাজয় মুসলমানদের মনোবল পুরা ভেঙে দিল।

তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে আগের থেকে সজাগ হতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের ভুলগুলো সংশোধন করার জন্যে উঠে পড়লেন।

খলীফা আবু বকর রা. এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সর্তক করতে লাগলেন এবং ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসতে সবাইকে আহ্বান করলেন।

তিনি মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সৈন্যদেরকে একত্রিত করলেন। তখন মুরতাদদের উৎপাতও কম ছিল না, কিন্তু মুসায়লামাকে দমন করার জন্যে খলীফা আবু বকর রা. তা না দেখার ভান করেই ছিলেন। কারণ মুসায়লামার বাহিনী যেভাবে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছিল, তাকে যদি প্রতিহত না করা হয় তাহলে অচিরেই তা মুসলমানদের জন্যে আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। আর তাই তাকে প্রতিহত করা ছিল প্রধান কাজ। এ জন্যেই আবু বকর রা. মুরতাদদের বিরুদ্ধে তখন কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

বরং এ মিথ্যাবাদীকে প্রতিহত করার জন্যে সকল রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন এবং মুসলিম সৈন্যদেরকে পূর্ণরূপে সাজাতে লাগলেন।

যাতেকরে তাঁর বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করা যায়।

* * *

আবু বকর রা. সৈন্যদেরকে তিন ভাগে ভাগ করলেন।

প্রথম ভাগ: মুহাজির, যারা রাসূল ﷺ-এর সময়ে দ্বীনের জন্যে অনেক বেশি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ইসলামের প্রাচীরে এক একটি ইট গেঁথে পূর্ণতা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ভাগ: আনসারদের বাহিনী, যারা রাসূল ﷺ-এর বিপদে তাঁদের সবকিছু দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং রাসূল ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।

আর তৃতীয় ভাগ: গ্রাম্য মরুবাসী, যারা তীব্র সাহসী ও অনেক শক্তির অধিকারী ছিল।

তাছাড়াও তিনি এ বাহিনীতে অনেক কুরআনে হাফিজকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়াও তিনি সেই বাহিনীতে বদরী সাহাবীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যদিও তিনি বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে বলতেন: আমি রাসূল ﷺ-এর এ সকল সাহাবীদেরকে কোনো যুদ্ধে ব্যবহার করতে চাই না। আমি তাঁদেরকে সৎকাজের জন্যে রাখতে চাই।

কেননা তাঁদের ওপরে যত সাহায্য এসেছে এর থেকে বেশি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের দ্বারা দ্বীনের মসিবত দূর করেছেন।

এরপর তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর হাতে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা তুলে দিলেন।

* * *

দুই দল-ই ইয়ামামার জমিনে একত্রিত হলো। মুসায়লামা তার বাহিনীকে কাতারে কাতারে সজ্জিত করল। আর সৈন্যদের পেছনে মহিলা, শিশু ও তাদের সম্পদ রাখল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাঁর বাহিনীকে শত্রুদের বাহিনীর সামনে কাতারে কাতারে সাজালেন।

উভয় দল কঠিন যুদ্ধের অপেক্ষা করতে লাগল। কেননা তারা উভয় জানতো এ যুদ্ধ হচ্ছে টিকে থাকার যুদ্ধ।

এ যুদ্ধে যে পরাজয় বরণ করবে সে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।

* * *

মুসায়লামার ছেলে শুরাহ্বীল তার গোত্রের লোকদেরকে বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রতি উৎসাহিত করতে লাগল।

সে তাদেরকে বলতে লাগল: হে আমার জাতি! আজকের দিন আত্মমর্যাদার দিন। আজকের দিন সম্মান রক্ষার দিন।

যদি আজ তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের নারী ও বাচ্চাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যেতে দেখবে।

সুতরাং তোমরা তোমাদের নারী ও শিশুদের বাঁচাও।

তোমরা তোমাদের আত্মমর্যাদা ও বংশমর্যাদা নিয়ে যুদ্ধ কর এবং তোমাদের শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়।

তার এ উত্তেজনাময় ভাষণ শেষ না হতেই তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুসলমানদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিল।

এমনকি তারা খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর তাঁবুতে আক্রমণ করল এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করে নিয়ে গেল। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে এক লোকের বাঁধার কারণে হত্যা করতে পারেনি।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাদের এ তীব্র আক্রমণেও ভেঙে পড়েননি।

কেননা তাঁর মনে আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না।

আর তাই তিনি এ পরিস্থিতির ব্যাপারে চিন্তা করলেন এবং অন্যদের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন এর কারণ হচ্ছে মুসলমানগণ তাঁদের তিন বাহিনীর প্রত্যেক বাহিনী অন্যের ওপর নির্ভর করে বসে আছে।

তখন তিনি সৈন্যদের মাঝে চিৎকার করে ঘোষণা দিলেন- হে সৈন্যরা! তোমরা পৃথক হয়ে যাও........।

তোমরা পৃথক হয়ে যাও, যাতেকরে তোমাদের প্রত্যেকে মসিবত কোন দিক থেকে আসে তা জানতে পারে এবং কোন দিক থেকে আক্রমণ আসে তা বুঝতে পারে।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর এ ঘোষণা মুসলমানদের অন্তরে তীব্রভাবে আঘাত হানে। তাঁদের অন্তরে জিহাদের জজ্‌বা ওঠে। তাঁরা আল্লাহর দ্বীন রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

তাঁরা সবাই শহীদ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেস। মনে হয় যেন তাঁদের চোখের পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে আর এতে তাঁরা নিজ চোখে শহীদদের স্বাগত জানানোর দরজা খোলা দেখতে পাচ্ছেন।

ঠিক তখন মুসলমানদের সারি থেকে কয়েকজন বীর সামনের দিকে এগিয়ে আসে যাদের মতো বীর ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়।

এ বীরদের অন্যতম ছিলেন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'লাবা আল আনসারী। যিনি আবু আকীল আল আনীকী নামে পরিচিত।

তাঁর বীরত্বপূর্ণ ঘটনা আমরা আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর বর্ণনা থেকে আপনাদের সামনে পেশ করলাম।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. বলেন:

ইয়ামামার দিন মুসলমানগণ যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবু আকীল আল আনীকী রা. বীরের মতো সামনের দিকে এগিয়ে আসলেন।

তিনি সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলেন।

যখন যুদ্ধ শুরু হয় তিনি নিজেকে সম্মুখে রাখলেন। যাতেকরে তাঁর রক্ত প্রবাহিত হলেও মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত না হয়। তিনি মুসলমানদের বক্ষকে রক্ষা করার জন্যে নিজের বক্ষ এগিয়ে দিলেন।

আর যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম তীর বিদ্ধ হলেন।

* * *

আবু আকীলের দুই বাহুর মাঝখানে তীর এসে ঢুকে গেল, কিন্তু তীরটি তাঁর হৃদপিণ্ডে আঘাত করেনি। যদি আঘাত করত তাহলে তিনি তখনই মারা যেতেন।

তিনি তাঁর হাত দিয়ে তীরটি বের করে ফেললেন। এরপর যুদ্ধ করা শুরু করলেন। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

আমরা তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। তা বেশি দূরে ছিল না, কিন্তু যখন যুদ্ধের পরিস্থিতি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করল। আবু আকীল রা., বারা বিন মালিক আল আনসারী রা.-এর ডাক শুনতে পেলেন।

বারা ডাক দিয়ে বললেন, হে আনসারদের দল! তোমরা কোথায়......?

তোমরা কোথায়...........?

আমি বারা বিন মালিক আল আনসারী।

তোমরা আমার দিকে আস।

* * *

তারপর তিনি দেখলেন মা'ন বিন আদী রা. তাঁর তরবারির খাপ ভেঙে সামনের দিকে হুঙ্কার দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছেন।

মা'ন বিন আদী রা. চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল- আল্লাহ্! আল্লাহ্! হে আনসারদের দল! হে রাসূলের সাহায্যকারীরা! তোমরা তোমাদের শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. বলেন:

তখন আমি আবু আকীল রা.-এর দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি শোয়া থেকে ওঠে গেলেন।

আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম- হে আমার চাচা! আপনি কি চাচ্ছেন?

তিনি বললেন, বারা বিন মালিক ও মা'ন বিন আদী রা. যে আমাকে ডেকেছে তুমি কি শুনোনি।

আমি বললাম- তাঁরা আপনাকে ডাকেনি। তাঁরা কারো নাম ধরে ডাকেনি। তাছাড়া তাঁরা আঘাতপ্রাপ্তদেরকে ডাকেনি।

তিনি বললেন, তাঁরা আনসারদেরকে ডেকেছে আর আমি তাদের একজন।

হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁদের ডাকে সাড়া দেয়া আমার জন্যে আবশ্যক।

এরপর তিনি কোমর বাঁধলেন এবং ডান হাতে তরবারি নিয়ে ময়দানের দিকে ছুটলেন।

তিনি ডাকতে লাগলেন- হে আনসাররা......! হুনাইনের যুদ্ধের মতো আক্রমণ কর।

হে আনসাররা.....! হুনাইনের যুদ্ধের মতো আক্রমণ কর।

তাঁর আহ্বানে আনসাররা জমা হয়ে মজবুত প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল।

তাঁরা সবাই কাফিরদেরকে কাটতে কাটতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আক্রমণ এত মারাত্মক হলো যে মুসায়লামা ও তার বাহিনী তাদের মৃত্যুপুরী বাগানে প্রবেশ করতে বাধ্য হলো। তারা বাগানে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দিল।

মহান আল্লাহর মেহেরবানিতে মুসলমানগণ দরজা খুলতে সক্ষম হন এবং বাগানের ভেতরে প্রবেশ করেন।

সেখানে মুসলমানদের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

অবশেষে মুসায়লামা নিহত হয় এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রা. বলেন:

তখন হঠাৎ করে আমার নজর দরজার দিকে পড়ল, আমি আবু আকীল রা. কে দরজার পাশে দেখতে পেলাম।

তার হাত বাহু থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে, যা জমিনে পড়ে আছে।

তার শরীরে এমন চৌদ্দটি আঘাত আছে যার প্রত্যেকটি মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট।

তিনি মৃত্যুর মুখে পড়ে আছেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম- আকীলের বাবা!

তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, ... কে পরাজিত হয়েছে?......

বল কে পরাজিত হয়েছে?............

তখন আমি বললাম- সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু নিহত হয়েছে।

তখন তিনি তাঁর আঙ্গুলকে আকাশের দিকে তুলে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকৃর্তন করলেন।

এরপর তিনি তাঁর জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * *

আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রা. বলেন:

আমি মদিনায় ফিরে আসলে এ ঘটনা আমার বাবার নিকটে বর্ণনা করি।

ঘটনা শুনারপর তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

তিনি বললেন, আল্লাহ্ আবু আকীলকে অনেক বেশি রহম করুন।

কেননা সে সর্বদা আল্লাহর নিকটে শাহাদাত কামনা করত এবং সেটির পেছনে ছুটত আর এখন সে তা অর্জন করেছে।

আমার জানা মতে সে রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের অন্যতম ছিল।[৭]

---

[৭] তথ্যসূত্র

১. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৩য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃ.।
২. সিফাতুস্ সফ্ওয়াহ-১ম খণ্ড, ৩৬৬ পৃ.।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৬ষ্ঠ ৩৪০ পৃ.।
৪. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৪০৭ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৪১১ পৃ.।

সাঈদ বিন আ'স রা.

"তিনি কথা বলার দিক থেকে রাসূল ﷺ-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।"

সাঈদ বিন আ'স আল উমাইয়া আল কুরাসী যিনি একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।
এ মহান সাহাবীর দাদাকে জুত্তাজ বলা হত। কেননা তাঁর দাদা যে রংয়ের পাগড়ি পরিধান করত ওই রংয়ের পাগড়ি ওই দিন কোরাইশদের অন্য কেউ পরিধান করত না। মানুষ তাকে সম্মান করার জন্যে তা করত।
তাঁর বাবা ছিলেন কোরাইশদের বিশিষ্ট নেতা আল আ'স বিন সাঈদ। তাঁর বাবা আ'স এবং তাঁর চাচা উতবা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায়। তাঁর বাবা আলী বিন আবু তালিবের হাতে নিহত হয়।

* * *

সাঈদ বিন আ'স রা.-এর বাবা ও চাচা মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। তখন তাঁর লালন-পালনের ভার নিলেন উসমান বিন আফ্ফান রা.। কেননা তাঁর সাথে সাঈদ রা.-এর সাথে বংশীয় সম্পর্ক ছিল।
আর তখন থেকে সাঈদ বিন আ'স উসমান রা.-এর মতো একজন দানশীল, ইবাদতকারী ও সিজদাহকারীর নিকটে বেড়ে ওঠতে লাগলেন এবং উসমান রা.-এর স্ত্রী রাসূলের কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমার মতো শ্রেষ্ঠ মহিলাদের কোলে বড় হতে লাগলেন।
যার কারণে তিনি এ মহান ব্যক্তিদের নিকট থেকে মহান চরিত্রের অধিকারী হয়ে বেড়ে ওঠেন এবং তিনি তাঁদের থেকে যে সুন্দর আখলাক শিখেছেন তা ছিল অতুলনীয়।
তিনি ইসলামকে তার মূল থেকেই শিখেছেন এবং উসমান রা.-এর মতো সাহাবীর নিকটে কুরআন শিখেছেন।

আর ভাষা শিখেছেন রাসূল ﷺ-এর থেকে যার কারণে ভাষার দিক থেকে তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।
উসমান রা.-এর সময়ে যে বারোজন কুরআনকে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি তাঁদের একজন ছিলেন।

* * *

সাঈদ রা.-এর মাঝে ছোটবেলা থেকেই নেতৃত্বের গুণ ফুটে ওঠে।
বর্ণিত আছে- এক মহিলা নিয়ত করেছিল যে, সে একটি দামি কাপড় আরবের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে দেবে। তখন তাকে বলা হলো যে, তুমি তা ওই বালক (সাঈদ বিন আল আ'স) -কে দাও। আর তখন থেকে দামি দামি পোশাককে তাঁর নামের দিকে ইঙ্গিত করে সা'দীয়া বলা হতো।
সাঈদ বিন আ'স রা. যখন পরিণত বয়সে পৌঁছলেন। তখন থেকে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। মহান আল্লাহ তাঁর হাতে তরিস্তান ও জুরজান নামক দুটি শহর বিজয় দান করেন।
উসমান রা. যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সাঈদ রাসূল ﷺ-এর শহরের গভর্নর ছিলেন।

* * *

তাঁর মাঝে বিভিন্ন গুণ এমনভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে যে, মুয়াবিয়া রা. তাকে কারীমুল কোরাইশ (কোরইশদের সম্মানিত ব্যক্তি) নামে উপাধি দেন।
আল্লাহ তায়ালা সাঈদ বিন আ'সকে অনেক বেশি সম্পদ দান করেছিলেন। সাঈদও মহান আল্লাহর এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে দান করতেন।
তাঁর দানশীলতার আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো এত বেশি বর্ণিত আছে যে, তা লেখা শুরু করলে ইতিহাসের পাতা ভরে যাবে।
তিনি প্রতি জুমার দিন তাঁর সম্পদ থেকে গরিব ও মিসকীন মুসলমানদেরকে দান করতেন। তিনি প্রত্যেক মুসল্লিদের হাতে হাতে দানকৃত মাল রেখে দিতেন। যার কারণে চাওয়ার আগেই গরিব-দুঃখীরা তাঁর থেকে অনুদান পেত।

* * *

সাঈদ বিন আ'স রা.-এর মজলিসে এক ক্বারী প্রায় উপস্থিত হতেন। সে লোকটি তাঁর নিকটে কুরআন শিখতেন। সে লোককে এক সময় দরিদ্রতা আক্রমণ করল।

তখন তাঁর স্ত্রী তাকে বলল, আমাদের আমীর তো অনেক বড় দানশীল। সুতরাং তুমি যদি তাঁর নিকটে তোমার অবস্থা তুলে ধরতে তাহলে তিনি হয়তো কোনো কিছু দ্বারা তোমার সমস্যা দূর করে দিতেন।

লোকটি বলল, তোমার জন্য আফসোস্! তোমার কি ধারণা আমি তাঁর নিকটে নিজেকে ছোট করব। আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না।

কিন্তু তাঁর এ অভাব চলতেই লাগল এবং তাঁর স্ত্রীও তাকে সাঈদ রা.-এর নিকটে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

লোকটি অন্যান্য দিনের মতো সেই দিনও সাঈদ বিন আ'স রা.-এর নিকটে আসল।

সবাই চলে যাওয়ার পরও লোকটি বসে ছিল।

সাঈদ বিন আ'স রা. তাকে বসে থাকতে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমার ধারণা তোমার কোনো প্রয়োজন আছে যার কারণে তুমি বসে আছো।

লোকটি চুপ করে রইল।

তখন সাঈদ তাঁর গোলামদের বললেন, তোমরা চলে যাও।

তাঁর আদেশ মতো তারা চলে গেল।

এবার তিনি লোকটিকে আবার বললেন, আমি আর তুমি ব্যতীত এখানে আর কেউ নেই, এবার বল তোমার কি প্রয়োজন?

তারপরও লোকটি চুপ করে ছিল।

সাঈদ রা. এবার বাতি নিভিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন, এখন আর তুমি আমার চেহারা দেখতে পাচ্ছ না, এবার বল তোমার কি প্রয়োজন?

লোকটি বলল, আল্লাহ আমীরকে সঠিক বুঝ দান করেছেন।

আমাদেরকে দারিদ্রতা আক্রমণ করেছে, আর আমি তা বলতে চাইলাম, কিন্তু আমার লজ্জা হচ্ছে।

সাঈদ রা. তাকে বললেন, বিষয়টি তুমি হালকাভাবে দেখ। যখন সকাল হবে তখন তুমি আমার অমুক ওকীলের সাথে দেখা করবে।

পরের দিন সকালে লোকটি সাঈদ বিন আ'স রা.-এর ওকীলের সাথে সাক্ষাৎ করল।

ওকীল তাকে বলল, আমীর তোমার জন্যে এমন কিছু দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা বহন করার জন্যে লোক লাগবে। সুতরাং তুমি লোক নিয়ে আস।

তখন লোকটি বলল, আমার কাছে বোঝা বহন করে নেয়ার মতো কোনো লোক নেই।

তারপর সে তার স্ত্রীরকে গিয়ে তাকে তিরস্কার করতে লাগল।

সে বলল, তুমি আমাকে সাঈদ বিন আ'স রা.-এর নিকটে যেতে বাধ্য করেছ, তিনি আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন যা বহন করার জন্য লোক লাগবে। তিনি আমার জন্য গম বা খাদ্য ব্যতীত আর কিছুই দেয়ার নির্দেশ করেননি।

যদি তা সম্পদ হতো তাহলে তা বহন করতে তো কোনো বহনকারী লাগতো না; বরং তা আমার হাতেই দিয়ে দিতেন।

তাঁর স্ত্রী বলল, যা দেয় তাই নাও। কেননা আমরা এখন খুব অভাবী।

তখন লোকটি ওকীলের নিকটে গেল।

ওকীল তাকে বলল, তোমার বোঝা বহনকারী কেউ না থাকার কথা আমি আমীরকে বলেছি। আর তাই তিনি বোঝা বহন করার জন্যে এ তিনটি গোলাম দিয়েছেন।

ওই তিন গোলাম যখন বোঝা বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তখন সে দেখে অবাক হলো এদের প্রত্যেকের বোঝা দশ হাজার দেরহাম ছিল।

তখন সে লোকটি গোলামদেরকে বলল, তোমারা এগুলো রেখে ফিরে যাও।

গোলামরা বলল, আমীর আমাদেরকে আপনার জন্যে হেবা করে দিয়েছে। কেননা আমাদের আমীর কাউকে কোনো গোলাম পাঠালে তা আর ফিরত নেন না।

* * *

সাঈদ বিন আ'স রা.-এর নিকট এক বেদুঈন লোক এসে ভিক্ষা চাইল।

তখন তিনি তাঁর ওকীলকে পাঁচ হাজার দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

তখন তাঁর ওকীল তাকে বলল, পাঁচ হাজার দিনার না দেরহাম?

সাঈদ বলেন: আমি তোমাকে দেরহাম দিতে আদেশ করেছি, কিন্তু তোমার মনে যখন দিনারের চিন্তা আসল সুতরাং তাকে পাঁচ হাজার দিনার দিয়ে দাও।

যখন বেদুঈন এ সম্পদ হাতে পেল তখন সে বসে বসে কাঁদতে লাগল।

তাকে কাঁদতে দেখে সাঈদ রা. বললেন, তুমি কি তোমার সম্পদ পাওনি।
সে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই পেয়েছি, কিন্তু আমি মাটিকে নিয়ে কাঁদছি কিভাবে সে আপনাকে ডেকে দেবে।
সাঈদ তাঁর সন্তান আমরকে বলতেন- কেউ চাওয়ার আগে তাকে দান করবে।
কেননা সে যখন তোমার নিকটে চাইবে তখন তুমি তাঁর চেহারায় লজ্জার ভাব দেখতে পাবে। অথবা সে চাইবে আর তাঁর মনে সন্দেহ থাকবে তুমি দিতেও পার নাও দিতে পার।
আল্লাহর শপথ! যার কারণে তুমি যদি তাকে সকল সম্পদ বের করেও দাও তাহলেও তা ওই লজ্জা আর সন্দেহের সম হবে না।

* * *

যখন সাঈদ বিন আ'স রা.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল।
তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, আমার সাথীরা আমার মৃত্যুর পর আমার চেহারা ব্যতীত আর কিছুই হারাবে না।
সুতরাং আমি যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছি তা তোমরাও রক্ষা করবে। আমি যেভাবে দান করেছি তোমরাও সেভাবে দান করবে এবং অভাবীকে সাহায্য করবে।
কোনো ব্যক্তি যখন সাহায্য চাইতে আসে তখন তুমি তাকে ভিক্ষা দেবে, না কি দেবে না তার কারণে তার হাড্ডি ভয়ে দুর্বল হয়ে যায়।
আল্লাহর শপথ! কোনো ব্যক্তি তার বিছানায় পড়ে অস্থির হয়ে আছে, তখন যদি সে দেখে তার প্রয়োজন পুরণের জন্য কেউ এগিয়ে এসেছে, তাহলে সে তুমি যা দান করবে তার থেকেও বেশি খুশি হবে।

* * *

যখন সাঈদ বিন আ'স রা. মারা যান তখন তাঁর ছেলে আমর মুয়াবিয়াকে খবর দেয়ার জন্যে দামেশকে গেলেন। তিনি মুয়াবিয়া রা.-কে তাঁর বাবার মৃত্যুর সংবাদ দিলে তিনি অনেক কান্না-কাটি করেন।
মুয়াবিয়া বললেন, তোমার বাবা কি কোনো ঋণ রেখে গেছেন?
সে বলল, হ্যাঁ।
তিনি বললেন, তাঁর পরিমাণ কত?
সে বলল, তিন লাখ দেরহাম।
তিনি বললেন, তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার।

জুলাইবিব রা.

"জুলাইবিব আমার অংশ আমি তাঁর অংশ।" [মুহাম্মদ ﷺ]

রাসূল ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে এসেছিলেন তখন জুলাইবিব রা.-এর বয়স দশ বছর বা এর থেকে একটু বেশি ছিল।

এ অল্প বয়সে তিনি রাসূল ﷺ-এর চেহারা মোবারক দেখে ধন্য হয়েছেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে দেখেই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন।

আর এ কারণেই তাঁর বয়সী ছেলেরা যে আনন্দ ফূর্তি ও খেলাধুলায় মেতে থাকত, তিনি তা ত্যাগ করে রাসূল ﷺ-এর সংস্পর্শে থাকতে লাগলেন।

জুলাইবিব রা.-এর পরিবার বা ধন-সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। তাই তিনি রাসূল ﷺ-এর মসজিদকে নিজের আবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সুফ্‌ফাবাসীদেরকে পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর জন্যে যা কিছু হাদিয়া আসত তাই ছিল তাঁর খাবার।

জুলাইবিব রা. গঠনগতভাবে হালকা-পাতলা ছিলেন এবং তিনি খুব রসিক মানুষ ছিলেন।

এ কারণে তিনি সবার প্রিয় ছিলেন।

আর তাই তিনি সকল আনসারদের ঘরে আসা যাওয়া করতেন।

তিনি যে ঘরেই যেতেন সেখানে হাসির বন্যা বইয়ে দিতেন এবং মিষ্টি মিষ্টি গল্প বলে তাঁদের পেট ভরিয়ে দিতেন।

তাঁর জন্য কোনো দরজা বন্ধ ছিল না এবং মহিলারাও তাঁর থেকে লজ্জা করত না কেননা তিনি তখনও ছোট ছিলেন। তখনও তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হননি।

* * *

কিন্তু যখন তিনি বড় হয়ে গেলেন তখন থেকে আনসারীরা তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে তাঁর সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দিলেন।

কেননা এতদিন সে ছোট ছিল। এখন সে বড় হয়েছে। সুতরাং তোমাদের ওপর ফরয তাঁর সাথে পর্দা করা।

---

৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭ম খণ্ড, ১৫৩, ১৬৬, ২১৭ পৃ. ও ৮ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

আর তখন থেকে তাঁর জন্যে ঘরের ভেতরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

একদিন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, জুলাইবিব তুমি বিয়ে করবে না?
তখন তিনি বললেন, কে আমার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে? হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!
কেননা আমি এক গরিব যুবক, যার কাছে মোহরানা ও বরণ-পোষণের মতো কিছুই নেই।
রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমার জন্যে একজন ভালো স্ত্রী খুঁজব।
আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দু'জনকে ধনী করে দেবেন।

* * *

সাহাবীদের স্বভাব ছিল যখন তাঁরা তাঁদের কোনো কন্যাকে বিবাহ দিতে চাইতেন অথবা কোনো বিধবাকে বিবাহ দিতে চাইতেন তখন তাঁরা তাকে রাসূল ﷺ-এর নিকট পেশ করতেন যাতেকরে তাঁরা জানতে পারেন যে, ওই মেয়ে বা মহিলাকে রাসূল ﷺ-এর প্রয়োজন আছে কি না, কিন্তু অনেক দিন যাওয়ার পরও রাসূল ﷺ-এর সামনে এমন কোনো মেয়ে কেউ পেশ করেনি, যাকে জুলাইবিবের সাথে মানাবে।
তখন তিনি এক আনসারদের বাড়িতে গিয়ে বললেন, হে অমুক! তুমি তোমার মেয়েটা বিয়ে দাও।
লোকটি একথাশুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল।
সে বলতে লাগল- অবশ্যই অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! কতই না উত্তম! কতই না উত্তম!
আপনি আমাদের জামাতা হয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করুন।
তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি তাকে আমার নিজের জন্যে বলিনি।
এতে লোকটি চুপ হয়ে গেল।
সে বলল, কার জন্যে হে আল্লাহর রাসূল?
রাসূল ﷺ বললেন, জুলাইবিবের জন্যে।
একথা শুনারপর লোকটির মুখের সে উজ্জ্বল হাসি হারিয়ে গেল।
সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কিছু সময় দিন। আমি তার মায়ের সাথে পরামর্শ করব। কেননা আমি চাই না তার মাকে ছাড়া এমন কোনো কাজ করব।

* * *

আর তখন থেকে তাঁর জন্যে ঘরের ভেতরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

একদিন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, জুলাইবিব তুমি বিয়ে করবে না?
তখন তিনি বললেন, কে আমার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে? হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!
কেননা আমি এক গরিব যুবক, যার কাছে মোহরানা ও বরণ-পোষণের মতো কিছুই নেই।
রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমার জন্যে একজন ভালো স্ত্রী খুঁজব।
আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দু'জনকে ধনী করে দেবেন।

* * *

সাহাবীদের স্বভাব ছিল যখন তাঁরা তাঁদের কোনো কন্যাকে বিবাহ দিতে চাইতেন অথবা কোনো বিধবাকে বিবাহ দিতে চাইতেন তখন তাঁরা তাকে রাসূল ﷺ-এর নিকট পেশ করতেন যাতেকরে তাঁরা জানতে পারেন যে, ওই মেয়ে বা মহিলাকে রাসূল ﷺ-এর প্রয়োজন আছে কি না, কিন্তু অনেক দিন যাওয়ার পরও রাসূল ﷺ-এর সামনে এমন কোনো মেয়ে কেউ পেশ করেনি, যাকে জুলাইবিবের সাথে মানাবে।
তখন তিনি এক আনসারদের বাড়িতে গিয়ে বললেন, হে অমুক! তুমি তোমার মেয়েটা বিয়ে দাও।
লোকটি একথাশুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল।
সে বলতে লাগল- অবশ্যই অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! কতই না উত্তম! কতই না উত্তম!
আপনি আমাদের জামাতা হয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করুন।
তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি তাকে আমার নিজের জন্যে বলিনি।
এতে লোকটি চুপ হয়ে গেল।
সে বলল, কার জন্যে হে আল্লাহর রাসূল?
রাসূল ﷺ বললেন, জুলাইবিবের জন্যে।
একথা শুনারপর লোকটির মুখের সে উজ্জ্বল হাসি হারিয়ে গেল।
সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কিছু সময় দিন। আমি তার মায়ের সাথে পরামর্শ করব। কেননা আমি চাই না তার মাকে ছাড়া এমন কোনো কাজ করব।

* * *

লোকটি চিন্তিত মনে তার বাড়ির দিকে রওনা দিল।

কেননা সে জানতো তার স্ত্রী কখনো এ প্রস্তাবে রাজি হবে না।

আবার অন্যদিকে রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাবও কোনোভাবেই প্রত্যাখান করা যাবে না।

লোকটি বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, হে অমুকের মা!

তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার স্ত্রী উপস্থিত হলো।

সে বলল, রাসূল ﷺ তোমার মেয়ের জন্যে প্রস্তাব দিয়েছেন।

তার স্ত্রী বলল, আমার মেয়ের জন্যে!...............

রাসূল আমার মেয়ের জন্যে প্রস্তাব দিয়েছে!...............

আহ্ তার (মেয়ের) কতই না সৌভাগ্য!...............

আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম.......... আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম।

হ্যাঁ.... আমরা তাকে রাসূলের কাছে বিয়ে দেব।

এর ওপর কি আর কোনো মর্যাদা আছে?!!!

তখন লোকটি তাকে থামিয়ে দিল।

সে বলল, কিন্তু তিনি নিজের জন্যে প্রস্তাব দেননি।

তার স্ত্রী বলল, তাহলে কার জন্যে?

সে বলল, জুলাইবিবের জন্যে।

তার স্ত্রী বলল, জুলাইবিব?!!! না.............

আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দেব না।

লোকটি বলল, তাহলে এখন আমি রাসূল ﷺ-কে কি বলব?

তার স্ত্রী বলল, তোমার যা মন চাই তা বল। তুমি তোমার যে কোনো ওযরের কথা বলবে।

আমি কিন্তু জুলাইবিবকে নিজের মেয়ের স্বামী বা জামাই হিসেবে দেখতে রাজি না।

তাদের দু'জনের মধ্যে কথা কাটা-কাটি হচ্ছিল এবং তাদের কথার আওয়াজ অনেক উঁচু হচ্ছিল।

স্বামী তার স্ত্রীকে বুঝাতে লাগল এবং রাজি করাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার স্ত্রী এ ব্যাপারে আরো কঠিন হতে লাগল।

যখন সে তার স্ত্রীকে বুঝাতে সক্ষম হলো না আর রাসূলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে রওনা দেবে ঠিক তখন তাদের মেয়ে তাদের সামনে এসে হাজির হলো। সে এতক্ষণ তার মা-বাবার কথাগুলো শুনেছিল।

তার মেয়ে বলল, কে তোমাদের নিকটে আমার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছে? তখন তার মা বলল, জুলাইবিবের জন্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছে।

আর আমি তা প্রত্যাখান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেননা তোমার মতো সুন্দরী যুবতী ও উচ্চ বংশীয় মেয়ের জন্যে আরো সম্মানিত স্বামী প্রয়োজন।

তখন তাদের মেয়ে বলল, তোমাদের জন্যে আফসোস! তোমরা রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছ?

আমি রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাবে সাড়া দেব।

কেননা নবী করীম ﷺ মু'মিনীনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের থেকেও বেশি অধিকারী।

তোমরা আমাকে জুলাইবিবের কাছে দিয়ে দাও এবং বিশ্বাস রাখ আল্লাহ কখনো আমাকে ধ্বংস করবেন না।

তখন তার মা চুপ হয়ে গেল।

আর লোকটি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা চাইবেন তাই হবে।

আমরা আমাদের মেয়েকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দেব।

তখন রাসূল ﷺ-এর চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে। তিনি মেয়েটিকে ডেকে দোয়া করে দিলেন- হে আল্লাহ! তুমি এর ওপর কল্যাণকে ব্যাপকভাবে প্রবাহিত কর এবং তার জীবনে কোনো কষ্ট দিও না।

এরপর তিনি জুলাইবিব রা.-এর সাথে তাকে বিবাহ দিলেন।

* * *

জুলাইবিব রা.-এর নববিবাহের দাগ এখনো কাটেনি। মাত্র কিছু দিন পার না হতেই রাসূল ﷺ জিহাদের ডাক দিলেন।

জুলাইবিব সেই ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি নিজের শরীর থেকে বরের সাজ খুলে ফেলে নিজেকে রণ সাজে সজ্জিত করলেন।

এরপর তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে রওনা দিলেন।

* * *

যখন রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ?

তারা বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন, কিন্তু আমি জুলাইবিব রা. কে হারিয়েছি, তোমরা তাকে খোঁজ কর।

তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সারা যুদ্ধের ময়দানে খুঁজতে লাগলেন।

তাঁরা তাঁকে সাত জন মুশরিকদের মাঝে তরবারি নিয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন।

তাঁরা রাসূল ﷺ-কে এসে বললেন, জুলাইবিব সাত জন মুশরিককে হত্যা করে তারপরে নিজে শহীদ হয়েছে।

রাসূল ﷺ তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন, সে সাতজন মুশরিক হত্যা করেছে তারপর নিজেও নিহত হয়েছে।

সে আমার অংশ, আমি তাঁর অংশ।

তারপর রাসূল ﷺ তাঁর জন্যে কবর খনন করার নির্দেশ দিলেন।

যখন কবর খনন শেষ হলো তখন রাসূল ﷺ নিজের হাতে তাঁকে কবরে রাখলেন এবং নিজ হাতে তাঁর কবরে মাটি দিলেন।

* * *

অন্যদিকে যখন জুলাইবিব রা.-এর নব স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হলো তখন তার জন্যে চারদিক থেকে এত বেশি প্রস্তাব আসতে লাগল যে, মদিনার অন্য কোনো বিধবা মহিলার জন্যে এত প্রস্তাব আসেনি।

কেননা মানুষ দেখেছে আল্লাহর রাসূল তার জন্যে কল্যাণের দোয়া করেছেন আর তাই সবাই তাকে পেতে চেয়েছেন।[৯]

---

[৯] তথ্যসূত্র

১. আল উস্‌দুল গবাহ্-১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃ.।
২. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ২৪২ পৃ.।
৩. আর ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃ.।
৪. ইবনি হিব্বান-৯ম খণ্ড, ৩৪২ পৃ.।

সা'দ বিন মুয়াজ রা.

"বদরে আনসারদের পতাকা বহনকারী।"

সা'দ বিন মুয়াজ রা. নবুওয়াতের সূর্য উদয় হওয়ার সময়ে একজন সাহসী অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি ইয়াসরিবের বিশেষ নেতাদের একজন ছিলেন। তিনি আব্দুল আশহাল গোত্রের ছিলেন। আর আব্দুল আশহাল গোত্র আওস গোত্রের একটি শাখা ছিল।

আওস গোত্রের এ যুবক নেতা মক্কা থেকে মুসআব বিন উমাইর রা.-এর আগমনের কথা শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু তিনি তাতে তেমন কোনো গুরুত্ব দেন না।

তিনি এও জানতে পেরেছেন যে মক্কার সে দায়ী তাঁর খালাতো ভাই সা'দ বিন জুরারা রা.-এর ঘরে মেহমান হয়েছেন। তাঁরা তাঁকে নতুন ধর্ম প্রচারে সাহায্য করছে। তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো বাধা দিলেন না। কেননা শত হলেও সা'দ বিন জুরারা রা. তাঁর খালাতো ভাই।

* * *

আওসের এ নেতা বনূ আব্দুল আশহালের এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে। তাঁর সাথে তখন উসাইদ বিন হুদাইর ছিল। হঠাৎ করে তিনি দেখলেন তাঁর এলাকায় মক্কার সে দায়ী ও তাঁর মেজবান অবস্থান নিয়েছে। তাঁরা একটি খেজুর গাছের ছায়ায় বসে এবং এর পাশেই একটি কূপ থেকে পানি পান করছেন।

আর তাঁদের পাশে কিছু নওমুসলমান জমা হলো। তারা মুসআব রা. কে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্যে প্রশ্ন করতে লাগল এবং তাঁর থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে চাইল।

এ বিষয়টি আওসের এ নেতার জন্যে কষ্টকর হয়ে যায়। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর খালাতো ভাই ও তাঁর মেহমানের সাহসিকতা বেশি বেড়ে গেছে। তাঁদের কাজের একটা সীমা থাকা দরকার।

তিনি উসাইদ বিন হুদাইরকে বললেন, হে উসাইদ তোমার বাবা নেই! এদের কাছে চল এবং দেখ এ মাক্কী লোক যে নাকি আমাদের ধর্ম নিয়ে

খেলা করছে এবং আমাদের প্রভুদের ভাঙচুর করছে আর আমাদের দুর্বলদের ফিতনায় ঝড়াচ্ছে।

আমি তাদেরকে এমন ধমক দিবো আজকের পর যেন তাঁরা এ এলাকায় প্রবেশ না করে।

তারপর সাথে সাথে তিনি বললেন, যদি ইবনে জুরারাহ্ আমার খালাতো ভাই না হতো তাহলে এখন তার সাথে আমার অন্যরকম অবস্থা হতো।

* * *

উসাইদ বিন হুদাইর তাঁর যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিয়ে সা'দ বিন জুরারাহ্ ও তাঁর সাথীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

মুসআব তাকে দেখে মুচকি হাসি দিয়ে তাঁর সাথে অনেক নরম স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি তাঁকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। এতে তাঁর কঠিন হৃদয় গলে গেল। তাঁর চেহারা আনন্দ ফুটে উঠল।

তিনি মুসআবকে বললেন, এ কালাম কতই না মিষ্টি! আর কতই না সুন্দর!

তোমরা এ নতুন ধর্মে প্রবেশ করতে কি কর?

মুসআব বললেন, তুমি গোসল করবে, তোমার কাপড় পবিত্র করবে, অতঃপর তুমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এরপর আল্লাহর জন্যে দু' রাকাত নামায আদায় করবে। আর এখানে তো পানি তোমার অনেক নিকটেই।

উসাইদ গোসল করার জন্য কূপে গেলেন, তিনি গোসল করলেন এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। অতঃপর তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করলেন।

তারপর তিনি মুসআবকে বললেন, আমার পেছনে একজন লোক আছেন, যিনি তোমাদের অনুসরণ করলে গোত্রের কেউ তোমাদের বিরোধিতা করবে না। আমি তাঁকে তোমার নিকটে পাঠাচ্ছি তোমরা তাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে।

* * *

উসাইদ তাঁর গোত্রের মজলিসে ফিরে এলেন। যখন সা'দ বিন মুয়াজ তাকে ফিরে আসতে দেখলেন তিনি তাঁর দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে তাঁর সাথে থাকা লোকদেরকে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, উসাইদ যে

চেহারা নিয়ে তোমাদের থেকে গিয়েছে এর বিপরীত চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে।

তারপর তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে উসাইদ! তুমি কি করেছ?

উসাইদ রা. বললেন, আমি সেই দুই লোকের সাথে কথা বলেছি, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁদের মধ্যে কোনো সমস্যা দেখিনি।

এ কথা শুনে সা'দ বিন মুয়াজ খুব রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি উসাইদ বিন হুদাইর থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখছি তোমার দ্বারা কোনো কাজ হবে না। যদি এভাবে কাজ চলতে থাকে তাহলে তাঁরা কাল আমার বাড়িতে এসে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের ডেকে আমার ও আমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে আহ্বান করবে।

* * *

সা'দ বিন মুয়াজ রা. ওই মজলিসের দিকে ছুটতে লাগলেন যে মজলিসে মুসআব রা. বসে ছিলেন।

যখন তাঁকে তাঁর খালাতো ভাই সা'দ বিন জুরারাহ্ দেখতে পেল তখন তিনি মুসআব রা. কে লক্ষ করে বললেন, হে মুসআ'ব রা.! আল্লাহর শপথ! তোমার নিকটে যে লোকটি আসছে সে তাঁর গোত্রের নেতা। যদি সে তোমার অনুসরণ করে তাহলে কেউ তোমার বিরোধিতা করবে না। সুতরাং তুমি কি করবে তা দেখ।

সা'দ বিন মুয়াজ রা. সেখানে পৌঁছে তাঁর খালাতো ভাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আবু উমামা, জেনে রাখ! যদি তোমার মাঝে আর আমার মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত তাহলে আজ তুমি ফিরে যেতে পারতে না। আমরা যা অপছন্দ করি তুমি কি তা আমাদের ঘরে নিয়ে আসছ?

মুসআব রা. তাকে হাসি-মুখে ও মিষ্টি ভাষায় বললেন, তুমি কি আমাদের কাছে বসবে না? এতে তুমি আমাদের থেকে কিছু শুনবে, যদি তোমার কাছে তা ভালো লাগে তুমি তা গ্রহণ করবে।

আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আমরা এখান থেকে চলে যাব।

মুসয়াবের একথা তাঁর অন্তরকে নরম করে দিল।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি ইনসাফ করেছ (ঠিক পন্থা অবলম্বন করেছ), তোমার কাছে কি আছে তা পেশ কর।

মুসআব রা. তাঁর নিকটে ইসলামের বিষয়গুলো পেশ করলেন এবং তিনি তাঁর সামনে কুরআন থেকে আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যাতেকরে তাঁর অন্তর নরম হয়ে যায় এবং ইসলামের প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে যান।

ঠিক তাই হয়েছে, কুরআনের আয়াত ও ইসলামের কথাগুলো শুনার পর সা'দ রা. মুসআব রা. কে বললেন, কিভাবে এ ভালো কাজে প্রবেশ করতে হয়?

আল্লাহর শপথ! এত সুন্দর ও পুণ্যময় কালাম আমি কখনো শুনিনি।

আওসের এই নেতা মুসয়াব রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে বাড়িতে ফিরে গেলেন।

* * *

সা'দ বিন মুয়াজ রা. তাঁর যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁর গোত্রের দিকে ফিরে গেলেন।

তারা তাকে ফিরে আসতে দেখে বলতে লাগল- আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যে চেহারা নিয়ে সা'দ তোমাদের নিকট থেকে গেছে সে এখন তাঁর বিপরীত চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে।

যখন তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের নিকটে পৌঁছলেন।

তিনি বললেন, হে বনূ আব্দুল আশহাল, আমার সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা কর।

তারা বলল, আমাদের নেতা সত্য, তিনি চিন্তা-চেতনার দিক থেকে আমাদের থেকে উত্তম এবং জ্ঞানের দিক থেকেও আমাদের থেকে অধিক পরিপূর্ণ।

তিনি বললেন, তাহলে তোমরা যতক্ষণ ইসলাম গ্রহণ না কর ততক্ষণ তোমাদের পুরুষ ও মহিলা সকলের সাথে কথা বলা আমার জন্যে হারাম।

সন্ধ্যা না হতেই বনূ আব্দুল আশহালের সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।

* * *

ওই দিন থেকে মুসআব রা. বনূ আব্দুল আশহাল গোত্রে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি সা'দ রা.-এর বাড়িকে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন।

অবশেষে এমন হলো আনসারদের প্রতিটি ঘরে একজন না একজন মুসলমান পাওয়া যেত।

এতে করে মদিনায় হিজরত করা মুসলমানদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

আর তখন থেকে মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে লাগলেন।

মদিনা তাঁদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হলো।

* * *

সা'দ বিন মুয়াজ রা.-এর ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্যে এক নবদিগন্তের সূচনা করে দিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।

তিনি নিজের সর্বাত্মক দিয়ে ইসলামের সহযোগিতা করতে লাগলেন।

বদরের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরাইশদের কাফেলাকে আক্রমণ করতে যাবেন তখন কোনো সমস্যা ছিল না।

কেননা তখন মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা মাত্র চল্লিশ জনের এক বাহিনী কোরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ করতে যাবে, কিন্তু হঠাৎ করে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। যখন জানা যায় কোরাইশরা এক হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে আসছে।

আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে তিনশত সতের জন্য লোক ব্যতীত আর কোনো লোক ছিল না।

এখন হয় মুশরিকদের এ দলকে মোকাবেলা না করে মদিনায় ফিরে আসবে আর এতে তাঁরা মক্কা ও মদিনার মাঝে অবস্থিত সকল ঘর-বাড়ি তছনছ করে ফেলবে। অন্যথায় এ ক্ষুদ্র বাহিনীর দ্বারা বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু মুসলমানদের এ সংখ্যার বেশিরভাগ ছিল আনসার।

আর তাই সবকিছু আনসারদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছিল।

আকাবার শপথে আনাসরগণ ওয়াদা করেছে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সহযোগিতা করবে এবং তাঁর থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবে, কিন্তু তাঁরা কখনও মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ওয়াদা করেনি।

আর তাই সা'দ বিন মুয়াজ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনাকে সত্যায়িত করেছি। আর

আপনার আনুগত্য আদেশ পালন করার ব্যাপারে আমরা আপনার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি।

সুতরাং আপনি যে দিকে ইচ্ছা আমাদেরকে নিয়ে যান।

যদি আপনি আমাদেরকে এ সাগরের মোকাবেলা করার আদেশ করেন, অবশ্যই আমরা আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সম্ভবত আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু দেখাবে যা দেখে আপনি খুশি হয়ে যাবেন ।

তার এ ভাষণে রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন। আর তাই তিনি তাঁর হাতে আনসারদের পতাকা তুলে দিলেন।

* * *

সা'দ বিন মুয়াজ রা. খন্দকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন।

রাসূল ﷺ যখন যুদ্ধের পরিস্থিতি মারাত্মক দেখলেন তখন তিনি মদিনাবাসীদের থেকে এর কষ্ট লাঘব করতে চাইলেন।

আর তাই তিনি গাতফান গোত্রের নেতাদেরকে মদিনার এক-তৃতীয়াংশ ফসল দেবেন এ শর্তে যে, তাঁরা মুসলামনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। তাঁরা এতে রাজি হয়।

সা'দ বিন মুয়াজ রা. যখন তা জানতে পারলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, এ কাজ আপনি পছন্দ করেছেন? যা আমরা আপনার জন্যে করব।

নাকি তা আল্লাহর আদেশ? যা আমরা শুনব এবং আনুগত্য করব।

নাকি তা এমন কাজ যা আপনি আমাদের জন্যে সহজ করতে গিয়ে করেছেন?

রাসূল ﷺ বললেন, বরং তা আমি তোমাদের জন্যে করেছি।

আল্লাহর শপথ! আমি এ কাজ করেছি কেননা আমি দেখছি আরবের সবাই তোমাদের সাথে একত্রে লড়াই করতে আসছে।

তখন রাসূল ﷺ-কে সা'দ বিন মুয়াজ রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ও তারা যখন মূর্তি পূজার মধ্যে ছিলাম তখনও আমাদের মাঝে তাদের মাঝে কেনা-বেচা বা মেহমানদারী ব্যতীত অন্য কোনোভাবে ফসল হস্তান্তর হতো না।

আর যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছে, এখন আমরা তাদেরকে আমাদের সম্পদ দিয়ে দেব?!!!

আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল আমরা তাদেরকে তরবারি ব্যতীত আর কিছুই দেব না। যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।

এতে রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন এবং ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলেন।

* * *

খন্দকের যুদ্ধে সা'দ বিন মুয়াজ রা. কঠিন একটি তীরের আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। যার কারণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

রাসূল ﷺ তাঁর মাথাকে নিজের কোলে টেনে নিলেন। তাঁকে সাদা একটি কাপড়ে ঢাকলেন এবং তাঁর দিকে চিন্তিত মনে তাকিয়ে বললেন,

হে আল্লাহ সা'দ তোমার পথে জিহাদ করেছে।

তোমার রাসূলকে সত্যায়িত করেছে.......

এবং তাঁর জন্যে কাজ করেছে।

সুতরাং তুমি তাঁর রুহকে উৎকৃষ্টভাবে গ্রহণ কর যেভাবে তুমি এখনো কোনো রুহকে গ্রহণ করনি।

এতে সা'দ বিন মুয়াজ রা.-এর চেহারা হাসি ফুটে উঠল।

তিনি চোখ খুলে বললেন, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, জেনে রাখুন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।

তারপর তাঁর রূহ মোবারক উড়ে গেল।[১০]

* * *

---

[১০] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৩৭ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ২৭ পৃ.।
৩. ত্বাবাকাতুল কুবরা-২য় খণ্ড, ৭৭ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ২৪১, ৪২৭ পৃ.।
৪. কানযুল উম্মাল-৭ম খণ্ড ৪০ পৃ.।
৫. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ-৯ম খণ্ড, ৩০৮ পৃ.।
৬. উস্‌দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ৩৭৩ পৃ.।
৭. সিফাতুস্ সফওয়াহ্-১ম খণ্ড, ৪৫৫ পৃ.।
৮. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব-৩য় খণ্ড, ৪৮১ পৃ.।
৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩য় খণ্ড ১৫২ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ১১০, ১১৮ পৃ.।

সাদ্দাদ
বিন আউস আল আনসারী রা.

“মানুষের মধ্যে কাউকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, কিন্তু বিচক্ষণতা দেয়া হয়নি, আবার কাউকে বিচক্ষণতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান দেয়া হয়নি, নিশ্চয়ই সাদ্দাদ বিন আউসকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা উভয়টি দেয়া হয়েছে।”

[সাহাবীদের মাঝে কথাটি প্রচলিত ছিল]

এ মহান সাহাবী ইলম ও হিলমের পাত্রসমূহের একটি বিশাল পাত্র ছিলেন।

তিনি অধিক ইবাদতকারী সাহাবীদের একজন ছিলেন এবং দুনিয়াবিরাগী আনসারদের অন্যতম ছিলেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসায় তাঁর অন্তর সিক্ত ছিল। যার কারণে তিনি রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

তিনি সাদ্দাদ বিন আউস আল আনসারী। মহান প্রভু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন।

* * *

সাদ্দাদ রা. এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা তাঁদের সক্ষমতার ভেতরে যা কিছু ছিল সব রাসূল ﷺ-এর সহযোগিতায় বিলিয়ে দিয়েছেন এবং যা কিছুর মালিক ছিল সব কিছু তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর বাবা আউস বিন সাবিত রা. ওই সত্তরজনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আকাবার রাত্রিতে রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।

তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে ওয়াদা করেন এ মর্মে যে, তাঁরা তাঁদের সন্তান ও নিজেদেরকে যে বিপদ থেকে হেফজত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকেও সেই বিপদ থেকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সাদ্দাদ রা.-এর বাবা আউস বিন সাবিত রা. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে করা সেই ওয়াদা পূরণ করেছেন।

তিনি তাঁর সকল কিছু ইসলামের জন্যে ব্যয় করেছেন এবং রাসূল ﷺ এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশেষে রণাঙ্গনে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

সাদ্দাদের বিন আউস রা.-এর চাচা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর কবি হাস্‌সান বিন সাবিত রা.।

তিনি জিহ্বা দ্বারা মুশরিকদের মোকাবিলা করতেন। তাঁর জিহ্বার আঘাত মুশরিকদের অন্তরে তরবারির থেকেও বেশি আঘাত করত।

তার প্রতিটি কবিতার ছন্দ তাঁদের অন্তরে তীরের থেকেও মারাত্মকভাবে যখম করত।

* * *

সাদ্দাদ রা.-এর জীবনে এক বিশাল সুযোগ চলে আসে যা মদিনার অন্যকোনো যুবকের জন্যে আসেনি।

কেননা রাসূল ﷺ তাঁর কন্যা রুকাইয়া রা. ও তাঁর জামাতা উসমান রা. কে তিনি সাদ্দাদ বিন আউসের ঘরের মেহমান বানিয়ে দিলেন। যিনি দুটি নূরের অধিকারী ছিলেন, রাসূল ﷺ-এর জামাতা ছিলেন এবং দুই হিজরতের সাথী ছিলেন।

* * *

মদিনাতে যখন মুসলমানগণ হিজরত করে আসেন তখন রাসূল ﷺ মদিনার আনসারদের সাথে মুহাজিরদের ভাই ভাই সম্পর্ক করে দেন।

তিনি সাদ্দাদ বিন আউসের বাবার ভাই হিসেবে উসমান রা.-কে পছন্দ করেছেন।

যেমনিভাবে তাঁর মাকে তাঁর কন্যা রুকাইয়ার প্রতিবেশী হিসেবে পছন্দ করেছেন।

উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া এ মহান পরিবারের তত্ত্বাবধানে ও যথেষ্ট মেহমানদারীতে থাকতে শুরু করলেন। যে মেহমানদারী তাঁরা রাসূল ﷺ-এর সম্পর্কিত হওয়ার কারণে প্রাপ্য ছিল।

আর এ কারণে সাদ্দাদ রা.-এর জন্যে রাসূল ﷺ থেকে ইলম আহরণ করার বিশাল সুযোগ এসে গেল।

এমনকি আবুদ্দারদা রা. শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেছেন যে, প্রত্যেক উম্মতে একজন ফকীহ্ থাকে................

আর এ উম্মতের ফকীহ্ সাদ্দাদ বিন আউস আল আনসারী রা.।

* * *

সাদ্দাদ রা.-এর সৌভাগ্য উসমান রা.-এর মতো একজন আবেদ ও দুনিয়াবিরাগীকে নিজের প্রতিবেশী হিসেবে কাছে পেয়েছেন। যার কারণে তিনি এমন এক মাকামে পৌঁছেন যে অগ্রগামী সাহাবীরা ব্যতীত অন্যরা খুব কমই এমন মর্যাদায় পৌঁছেছেন।

তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন বিশ্রামের জন্যে বিছানায় যেতেন তখন তাঁর ঘুম আসত না।

তিনি বলতেন- হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন আমাকে অস্থির করেছে, আর তাই আমার ঘুম আসছে না।

তা আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে আর তাই আমি দু' চোখ বন্ধ করতে পারছি না।

এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এমনকি সকাল হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতেন।

* * *

সাদ্দাদ রা. শরীয়তের জ্ঞান সম্পর্কে যারা জানতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

সাহাবীদের নিকটে একটি কথা খুব প্রচলন ছিল যে, মানুষের মধ্যে কাউকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, কিন্তু বিচক্ষণতা দেয়া হয়নি, আবার কাউকে বিচক্ষণতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান দেয়া হয়নি, নিশ্চয়ই সাদ্দাদ বিন আউস রা. কে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা উভয়টি দেয়া হয়েছে।

* * *

ওমর রা. তাঁর ভেতরে থাকা সুপ্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর তাই তিনি সাঈদ বিন আমর রা.-এর পর তাঁকে হিমস শহরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

তাঁকে হিমস শহরে নিয়োজিত করার কারণে ওই শহরের লোকেরা খুব খুশি হলো, কিন্তু তিনি খুশি হননি। কেননা তিনি রাজত্বের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না।

তিনি উসমান রা. শহীদ হওয়া পর্যন্ত সেখানে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উসমান রা.-এর হত্যার পর তিনি এ দায়িত্ব থেকে অবসর পেয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

* * *

সাদ্দাদ যখন দেখলেন উসমান রা.-এর হত্যার পর ফিতনা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি নিজেকে ফিতনার থেকে বাঁচানোর জন্যে পরিবার পরিজনসহ ফিলিস্তিনে চলে গেলেন। যেখানে রাসূল ﷺ মেরাজের রজনীতে সফর করেছেন। তিনি মুসলমানদের প্রথম কেবলার পাশে অবস্থান করতে লাগলেন এবং সেখানেই তিনি বৃদ্ধ বয়সে পা দিলেন।

কিন্তু এত কিছুর পরও তাঁর অন্তরে রাসূল ﷺ-এর জন্মস্থান মক্কা ও রাসূল ﷺ-এর হিজরতের স্থান মদিনার প্রতি আলাদা টান ছিল।

* * *

মুজাসি'র (একটি এলাকার নাম) একজন যুবক বর্ণনা করেন-

আমি ও আমার সাথীরা সিরিয়া থেকে পবিত্র ঘর কা'বার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমরা একটি বড় তাঁবুর নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম।

তখন আমি আমার সাথীদের বললাম- তোমাদের উচিত এই তাঁবুর মালিকের সাথে দেখা করা। কেননা তিনি এ গোত্রের নেতাদের একজন হতে পারেন।

আমরা তাঁবুটির নিকটে গিয়ে সালাম দিলাম। তখন দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক আমাদের সালামের উত্তর দিল। সে আমাদেরকে ভালোভাবে অভিবাদন জানাল।

কিছুক্ষণ না যেতেই তাঁবু থেকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান এক বৃদ্ধ বের হলেন।

আমরা তাঁকে দেখে এমন সম্মান দেখিয়েছি যা আজ পর্যন্ত কোনো পিতা বা রাজাকেও দেখাইনি।

আমরা তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি অনেক উত্তমভাবে আমাদের সালামের জবাব দিলেন।

আমরা বললাম: আমরা সবচেয়ে পুরাতন ঘর কা'বাকে জিয়ারত করার জন্যে বের হয়েছি।

তিনি আমাদের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। মনে হয় যেন আমাদের কথায় তাঁর মাথায় চিন্তার রেখাপাত করে।

তিনি বললেন, আমি মনে মনে ভাবছি আমিও কা'বা শরীফ জিয়ারতে যাব। আল্লাহ চাহে তো আমি তোমাদের সাথী হব।

* * *

তারপর তিনি ডাক দিলে তাঁবু থেকে তারকার মতো অনেকগুলো ছেলে বের হয়ে আসে। তিনি তাদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে কিছু উপদেশ দিলেন।

তারপর তিনি বললেন, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা কল্যাণের সামান্য কিছু ব্যতীত আর কিছুই দেখনি।

আর খারাপেরও সামান্য কিছু ব্যতীত আর কিছুই দেখনি।

নিশ্চয়ই সকল কল্যাণ জান্নাতে আর সকল অকল্যাণ জাহান্নামে।

দুনিয়া এমন এক সামগ্রী যা থেকে পুণ্যবান ও পাপাচারী সবাই ভোগ করে।

আর আখেরাত হচ্ছে সত্য যেখানে একজন ন্যায়নীতিবান বাদশাহ্ বিচার করবেন।

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কিছু সন্তান আছে।

সুতরাং তোমরা দুনিয়ার সন্তান হইও না; বরং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও।

তারপর তিনি আমাদের সাথে মক্কার দিকে রওনা হলেন।

তখন তাঁরা খুব কান্নাকাটি শুরু করল এবং তাঁরা তাঁর থেকে দোয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করল।

মুজাসির সেই যুবক বলল, আমি আমার সাথের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম- এ বৃদ্ধ লোকটি কে?

তারা বলল, ইনি হচ্ছেন রাসূল ﷺ এর সাহাবী ও সাহাবীর পুত্র সাদ্দাদ বিন আউস রা.।

এরপর কিছুক্ষণ না যেতেই তিনি আমাদেরকে ছাতু খেতে ডাকলেন। তিনি আমাদেরকে নিজ হাতে খেতে ও পান করতে দিলেন।

* * *

যখন সফরের সময় ঘনিয়ে আসল তিনি আমাদের সাথে রওনা হলেন। তারপর আমরা চলতে লাগলাম। এমন সময় একটি উঁচু জায়গা আসে আমরা সেখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করলাম।

তখন তিনি তাঁর দাসদের থেকে এক দাসকে বললেন, আমাদের জন্য খানা তৈরি কর যাতে আমরা তা উপভোগ করতে পারি।

আমরা তাঁর কথায় আশ্চর্য হলাম এবং আমাদের এক যুবক তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বলল, উপভোগ করা?

তখন তিনি তাঁর একথার কারণে লজ্জা পেলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তার চেহারা কষ্টের দাগ ফুটে উঠল, তিনি বলতে লাগলেন- আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর থেকে এ পর্যন্ত এ বাক্য ব্যতীত আর কোনো কথা চিন্তা করা ব্যতীত বলিনি।

সুতরাং তোমরা তা মুখস্থ করবে না আর আমার পক্ষ থেকে তা ছড়াবে না।

বরং তোমরা তা সংরক্ষণ কর যা আমি তোমাদের জন্যে বর্ণনা করছি।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি-

"মানুষ যেভাবে স্বর্ণ-রোপ্য সঞ্চিত করে রাখে তোমরা সেভাবে এ বাক্যগুলো সঞ্চিত করে রাখ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِيْ الْاَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ ....

وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ . وُحُسْنَ عِبَادَتِكَ ....

وَاَسْاَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا ، وَقَلْبًا سَلِيْمًا ....

وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ....

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ....

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ....

وَاِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাজের মধ্যে স্থিরতা চাচ্ছি এবং সঠিক পথে দৃঢ়তা চাচ্ছি।

আমি তোমার কাছে তোমার নেয়ামতের কৃজ্ঞতা চাচ্ছি এবং তোমার সুন্দর ইবাদত চাচ্ছি।
আমি তোমার কাছে সত্য বিশ্বাস চাচ্ছি এবং সুস্থ অন্তর চাচ্ছি।
তোমার জানা সব কল্যাণ আমি তোমার কাছে চাচ্ছি।
তোমার জানা সব খারাপ থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
তোমার জানা সবকিছুর জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে অধিক জান।"

* * *

মহান প্রভু এ মহান সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে চিরস্থায়ী জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন।
তিনি একজন তাওবাকারী ও কল্যাণের অন্বেষণকারী ছিলেন এবং খারাবী থেকে অনেক দূরে ছিলেন...........
সবকিছুর ওপর তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাধান্য দিতেন।[১১]

---

[১১] তথ্যসূত্র

১. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ.।
২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-২য় খণ্ড, ৪৬০ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ৫০৭ পৃ.।
৪. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফ্ওয়াহ্-১ম খণ্ড, ৭০৮ পৃ.।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা.

"যারা আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের মৃত্যুর সময় তাকবীর দিচ্ছে তাদের থেকে যারা তাঁর জন্মের সময় তাকবীর দিয়েছিলেন তাঁরা অধিক শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যময়।"

জাতুন নাতাকাইন আসমা বিনতে আবু বকর রা. অনেক কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করে মদিনায় এসে উপস্থিত হলেন।

অন্যান্য মুহাজিরদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসতে শুধু হিজরতের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আসমা রা.-এর কষ্ট আরো বেশি ছিল। কেননা তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন।

তার কাফেলা মদিনায় এসে পৌঁছার সাথে সাথে তাঁর প্রসবব্যাথা শুরু হয়ে গেল।

তখন তিনি রাসূল ﷺ-এর শহরে একটি ছেলে সন্তান প্রসব করেন।

অন্যদিকে মদিনার ইহুদিরা এতদিন প্রচার করেছিল যে, মুসলমানদের আর কোনো সন্তান হবে না। কেননা তাদের ধর্মীয় নেতারা মুসলমানদের জন্যে যাদু করেছে। আর এ কারণে মুসলমানরা সবাই বন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের আর কোনো সন্তান হবে না।

* * *

কিন্তু যখনই আসমা রা.-এর সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন এ সংবাদ মুসলমানদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সকল মুসলমানের মুখে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। তাঁরা একে অপরকে সুসংবাদ দিতে লাগল। আর বলতে লাগল- ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে।

* * *

এ সৌভাগ্যবান বাচ্চাকে রাসূল ﷺ-এর নিকটে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাসূল ﷺ তাঁকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। এরপর তিনি একটি খেজুর আনতে বললেন। খেজুরটিকে তিনি মুখে চিবিয়ে নরম করে সেই বাচ্চার মুখে দিলেন। এতে সে তা চুষতে লাগল।

তারপর তিনি তাঁর নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ্। যা তাঁর নানা আবু বকর সিদ্দীকের নাম।

আর তাঁর উপনাম রাখলেন আবু বকর, যা তাঁর নানার উপনাম।

এরপর রাসূল ﷺ আবু বকর রা.-কে তাঁর কানে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু বকর রা. রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মতো তাঁর কানে আযান দিলেন।

এ সৌভাগ্যবান বাচ্চার মুখে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর লালা মোবারক প্রবেশ করল আর তাঁর কর্ণকুহরে সর্বপ্রথম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রবেশ করল।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. বংশগতভাবে এত বেশি সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত যা অন্য লোকদের খুব কমই ছিল।

তার বাবা যোবায়ের বিন আওয়াম ছিলেন রাসূল ﷺ-এর হাওয়ারী এবং আশারায়ে মুবাশশিরার একজন।

তার মা আসমা বিনতে আবু বকর রা.। যিনি হিজরতের সময় রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করার কারণে জাতুন নিতাকাইন উপাধি লাভ করেছিলেন।

তাঁর নানা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর খলীফা আবু বকর রা.।

তাঁর খালা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী পূত-পবিত্রা আয়েশা রা.।

তাঁর দাদী ছিলেন রাসূল ﷺ-এর ফুফু সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।

তাঁর বাবার ফুফু ছিলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রা., যিনি আরব মহিলাদের সর্দার ছিলেন।

সুতরাং ইসলাম ও ঈমান পরে বংশীয় মর্যাদার দিক দিয়ে এর থেকে উঁচু মর্যাদা আর আছে কিনা? !!!

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. নবুওয়াতের ঘরে লালিত পালিত হতে থাকেন।

তিনি আয়েশার নিকটে রাসূল ﷺ ও আবু বকরের পরে আল্লাহর সৃষ্টিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।

আর তাই তিনি তাকে তাঁর নিকটে রেখে লালনপালন করতেন।

যার কারণে তিনি নবুওয়াতের ঘরে লালিত পালিত হতে লাগলেন এবং সেখান থেকেই দ্বীন ও ধর্ম শিখতে লাগলেন। আর শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শে আদর্শিত হতে লাগলেন।

* * *

যখন আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা.-এর বয়স সাত বছর হলো তখন তাঁর বাবা তাঁকে রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর কথা শুনার ও আনুগত্য করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

তখন তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলেন। তাঁর সাথে আব্দুল্লাহ বিন জাফরও ছিলেন। তাঁরা দু'জনে একই বয়সী ছিলেন।

রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে বড়দের মতো তাঁর কাছে বাইয়াত হতে আসতে দেখে তিনি মুচকি হেসে দিলেন এবং তাঁদের দিকে নিজের হাত মোবারক বাড়ি দিয়ে তাদেরকে বাইয়াত করালেন।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. সারাজীবন এ বাইয়াতের কথা স্মরণ রেখেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিটি কাজ এ বাইয়াত অনুসারে করতেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও সেভাবে চলার আদেশ করতেন।

একদিন তিনি তাঁর এক সন্তানকে দেরিতে বাড়ি ফিরতে দেখলেন।

যখন সে ফিরে আসল তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি কোথায় ছিলে?

তখন সে বলল, আমি একদল লোককে পেয়েছি যাদের মতো উত্তম লোক আর আমি পায়নি।

তারা আল্লাহর জিকির করতে লাগল এতে তাদের একজন জিকির করতে করতে মুখে ফেনা তুলল এবং আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হতে লাগল। তখন আমি আমার সারাদিন তাদের সাথে কাটিয়ে দিলাম।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের বললেন, হে বৎস! তুমি এরপরে আর তাদের সাথে বসবে না।

কেননা আমি রাসূল ﷺ-কে দেখেছি কুরআন তেলাওয়াত করতে এবং জিকির করতে, যা অধিক উত্তম জিকির।

এবং আমি আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা. কে কুরআন তেলাওয়াত ও জিকির করতে দেখেছি, কিন্তু তাঁদের কারো এমন কিছু হতে দেখিনি।

তোমার কি ধারণা তুমি যাদেরকে দেখছ তারা আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী রা. থেকেও শ্রেষ্ঠ?

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. যেভাবে নিজেকে তাকওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করেছেন তেমনিভাবে তিনি নিজেকে সমরযোদ্ধা হিসেবেও গড়ে তুলেছেন।

কেননা তাঁর পিতা তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহিত করতেন।

তিনি তাঁকে নিয়ে দূরদেশে সফর করতেন শুধু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে।

তিনি তাঁকে সুদূর ইয়ারমুকের যুদ্ধেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

যার কারণে আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা.-এর ইসলামের ইতিহাসের বড় একটি যুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য হয়।

সে যুদ্ধে তিনি দেখেছেন কাফিরদের সৈন্যরা কিভাবে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

তাছাড়াও যুদ্ধে তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে সহযোগিতাও করেছেন।

এতেকরে তিনি ধীরে ধীরে একজন মহান যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠলেন। যেমনিভাবে তিনি একজন নিরলস ইবাদতকারী হয়ে গড়ে উঠেছেন।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. যেদিন থেকে অস্ত্র হাতে নিতে শিখেছেন সেই দিন থেকে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া এমন কোনো যুদ্ধ নেই যে যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল যা উল্লেখ করার মতো।

উসমান রা. মিসরের গভর্নরকে আফ্রিকা আক্রমণ করার অনুমতি দিলেন, কিন্তু বিষয়টি পরে উসমান রা.-এর নিকেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। আর তাই তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. কে প্রেরণ করলেন।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. প্রেরিত সৈন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন।

তিনি দেখলেন তারা প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে মোকাবেলা করে আর অধিক গরম ও ক্ষুধার কষ্টের কারণে বাকি সময় বিশ্রাম নেয়।

মুশরিকরাও একইভাবে দুপুরের পরে বিশ্রাম নেয়।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. পরামর্শ দিলেন যে সকাল বেলা একটি দল যুদ্ধ করবে আর দুপুর থেকে অন্যদল যুদ্ধ করবে।

এতে বিশ্রামও নেয়া হবে আর যুদ্ধও চলতে থাকবে।

আর কাফিররাও নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে না।

তার এ সিদ্ধান্তে সেনাপতি খুব খুশি হলেন এবং তাঁকে নিজের সেনাপতিত্ব ছেড়ে দিলেন।

* * *

অন্যদিনের মতো দু' দলই যুদ্ধ করতে লাগল।

ঠিক যখন দুপুরের সময় হলো শত্রুদল অন্যান্য দিনের মতো যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে বিশ্রামে যেতে লাগল, কিন্তু তারা দেখল মুসলমানগণ একটি শক্তিশালী দল দ্বারা নতুন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এতে তারা খুব ভীত হয়ে গেল। তারা দল থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ত্রিশজন সৈন্যকে সাথে নিলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার পেছনের দিকে লক্ষ রাখ। আর অচিরেই তোমরা দেখবে আমি কি করছি।

* * *

শত্রুদের সেনাপ্রধান জারজীর তার সৈন্যদের মাঝখানে বসেছিল।

তার নিকটে দু'টি দাসী ছিল যারা তাকে সজ্জিত একটি বড় পাখা দ্বারা ছায়া দিচ্ছে।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. তাঁর বাছাই করে নেয়া সৈন্যদের বললেন, আমি সেখানে যাবো তোমরা আমার অনুসরণ কর।

আর যদি পাশ থেকে কোনো বাধা আসে তাহলে তোমরা প্রতিরোধ করবে।

তিনি জারজীর নিকটে চলে গেলেন। যে অনেক শক্তির অধিকারী ও দৃঢ় অটল সেনাপতি ছিল।

তিনি কাতারের লোকদেরকে সরিয়ে তাঁর দিকে যেতে লাগলেন। এতে তারা মনে করল মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিষয়টি সমাধান করার জন্যে কোনো দূত আগমন করছে। তাই তারাও জায়গা দিয়ে দিল।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. তার নিকটে গেলে সে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পালিয়ে যেতে লাগল।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের তাকে ধরে ফেললেন। তিনি তাকে কঠিন আঘাত করলেন। তারপর তিনি তার দিকে আধোমুখী হয়ে আঘাত করে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

এরপর তিনি তার মাথাকে একটি বর্শায় নিয়ে তাকবীর দিতে লাগলেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও তাকবীর দিতে লাগলেন।

এতে মুসলমানদের অন্তরে যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে।

আর কাফিররা ভয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে।

অবশেষে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে।

* * *

আল্লাহ তায়ালা আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরকে অধিক সম্মানিত করেছেন। তিনি উঁচু মানের তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির কাজ করতেন।

তিনি রাত নামাযে কাটাতেন, দিন রোযায় কাটাতেন এবং তাঁর অন্তরকে সর্বদা মসজিদের সাথে লাগিয়ে রাখতেন।

তিনি এত বেশি মসজিদে সময় কাটাতেন যে মানুষ তাকে মসজিদের কবুতর বলে ডাকত।

প্রসিদ্ধ আছে তিনি তাঁর জীবনের রাতগুলো তিনভাবে কাটিয়েছিলেন।

<u>এক:</u> তিনি তাঁর জীবনের কিছু রাতের পুরাটাই নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমনকি নামাযে থাকা অবস্থায় সকাল হয়ে যেত।

দুই: তিনি তাঁর জীবনের কিছু রাতের পুরাটাই রুকু অবস্থায় ছিলেন। এমনকি রুকুতে থাকা অবস্থায় সকাল হয়ে যেত।

তিন: তিনি তাঁর জীবনের কিছু রাতের পুরাটাই সিজদাহ্ অবস্থায় ছিলেন এমনকি সিজাদায় থাকা অবস্থায় সকাল হয়ে যেত।

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা.-এর সাথে থাকা অবস্থায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস্সাকাফী।

তিনি বলেন:

তারবীয়ার পূর্বে একদিন আমাদের নিকটে আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. এসেছিলেন। তিনি তখন ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন।

তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন। আমি এত সুন্দর তালবিয়া আর কখনো শুনিনি।

এরপর তিনি মহান রবের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আল্লাহর উদ্দেশে রওনা করে এসেছ। সুতরাং আল্লাহ ওপর আবশ্যক তাঁর পথে আগত লোকদেরকে সম্মানিত করা।

সুতরাং তোমাদের যারা আল্লাহর নিকটে চাওয়ার জন্যে এসেছ, তোমরা মনে রেখ আল্লাহর নিকটে প্রার্থনাকারী কখনো হতাশ হয় না।

তোমরা তোমাদের কথাকে কাজে প্রমাণিত কর। কেননা কাজ হচ্ছে কথার রাজা।

আর নিয়ত...., নিয়ত....., কেননা প্রত্যেক আমল নিয়তের ওপর নির্ভর করে।

আল্লাহ্! আল্লাহ্! এ দিনগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা এগুলো এমন একটি দিন যাতে গুনাহ্ মাফ করা হয়।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস্সাকাফী বলেন: মানুষ তখন এতবেশি কেঁদেছে যে, আমি মানুষকে এত বেশি কাঁদতে আর কোনোদিন দেখিনি।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার পর কা'বার চত্বরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের লোকদের হাতে মিনজানিকের একটি পাথরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন।

যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও তার সৈন্যরা খুশিতে তাকবীর দিতে লাগল।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর তাদের তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, যারা আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের মৃত্যুর সময় তাকবীর দিচ্ছে তাদের থেকে যারা তাঁর জন্মের সময় তাকবীর দিয়েছিলেন তাঁরা অধিক শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যময়।[১২]

---

[১২] তথ্য সূত্র

১. হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ৩৭৯ পৃ.।
২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-৩য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.।
৩. সিরাতুবনি হিশাম-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. হুলিয়াতুল আওলিয়া-৩২৯ পৃ.।
৫. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৩০৯ পৃ.।
৬. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৩০০ পৃ.।
৭. সিফাতুস্ সফওয়াহ্-১ম খণ্ড, ৭৬৪ পৃ.।
৮. তাহ্যীবুবনি আসাকির-৭ম খণ্ড, ৩৯৬ পৃ.।
৯. আত্ ত্বাবারির-৭ম খণ্ড, ২০২ পৃ.।
১০. তারীখুল খমীস-২য় খণ্ড, ৩০১ পৃ.।
১১. ওয়াফাতুল ওয়াফিয়াত-১ম খণ্ড, ২১০ পৃ.।

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.

"সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কা'কা বিন আমর আওয়াজ এক হাজার অশ্বারোহীর থেকেও উত্তম।" [আবু বকর রা.]

"খালিদের সাথে ক্বা'ক্বা"

আমরা এখন নবম হিজরী থেকে আলোচনা শুরু করব। যে হিজরী সাল মুসলমানগণ আমুল ওফুদ বা প্রতিনিধি আগমনের বছর নামে জানেন।

সেই বছর রাসূল ﷺ-এর নিকটে আরবের বিভিন্নস্থান থেকে একের পর একদল আগমন করতে লাগল। পরিস্থিত এমন হয় যে, প্রতিদিন দুই তিনটি দল রাসূল ﷺ-এর নিকটে আগমন করত এবং তাঁদের ইসলামের কথা ঘোষণা করে রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করত।

সকলের মতো বনূ তামীমের লোকেরাও দীর্ঘদিন পর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর হাতে বাইয়াত হতে আসল।

তারা সবাই রাসূল ﷺ-এর নিকটে বাইয়াত গ্রহণ করল এবং রাসূল ﷺ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করল।

কিন্তু তাদের মধ্যে এক যুবকের দিকে রাসূল ﷺ-এর বিশেষভাবে নযর পড়ল। রাসূল ﷺ তাঁর দিকে মনোযোগসহকারে তাকিয়ে তাঁকে নিরিক্ষা করতে লাগলেন।

এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- যুবকের নাম কি?

সেই যুবক বললেন, ক্বা'ক্বা' বিন আমর।

রাসূল ﷺ বললেন, হে ক্বা'ক্বা! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে তোমার প্রস্তুতি কি?

তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, শক্তিশালী ঘোড়া ও তীক্ষ্ণ ধারাল বর্শা।

রাসূল ﷺ বললেন, এটাই চূড়ান্ত (যথেষ্ট)।

ওই দিন থেকে ক্বা'ক্বা' বিন আমর নিজের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় রেখে দিলেন এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে নিজের বিছানা করে নিলেন।

আর এ কারণে তাঁর সাথে ও ইসলামের বীর যোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর সাথে অনেক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রিদ্দার যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পর পরই তাঁর নিকটে আবু বকর রা.-এর চিঠি এসে পৌঁছে। সেই চিঠিতে আবু বকর রা. খালিদকে ইরাক আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর নিকটে তখন সৈন্যসংখ্যা খুবই কম ছিল। কেননা অনেকে রিদ্দার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আবার অনেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে জিহাদের জন্যে এসে ফিরে গেছেন।

আর তাই তাঁর বিশাল বাহিনীতে মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য বাকি ছিল। যাদের দ্বারা নতুনভাবে নতুন আক্রমণ করা সম্ভব নয়।

আর তাই তিনি আবু বকর রা. নিকটে নতুন সৈন্য চেয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন।

যখন তাঁর নিকটে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর চিঠি এসে পৌঁছল তিনি তাঁর পাশে থাকা লোকদেরকে বললেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ আমাদের নিকটে সাহায্য চেয়েছে আমরা তাঁকে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর দ্বারা সাহায্য করব।

তখন উপস্থিত সবাই একথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

তারা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যার বাহিনী থেকে অধিকাংশ সৈন্য চলে গেছে তাকে মাত্র একজন সৈন্য দ্বারা সহযোগিতা করবেন!

তখন আবু বকর রা. বললেন, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ক্বা'ক্বা' বিন আমর আওয়াজ এক হাজার অশ্বারোহীর থেকেও উত্তম.............

আর যে বাহিনীতে ক্বা'ক্বা' আছে সেই বাহিনী আক্রান্ত হবে না।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইরাকের দিকে রওনা হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন ক্বা'ক্বা' বিন আমের যাকে আবু বকর রা. এক হাজার অশ্বারোহীর সাথে তুলনা করেছেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. হাফির নামক এলাকার দিকে রওনা দিলেন।

পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে এ এলাকার মালিক ছিল হুরমুজ। আপনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে জেনে রাখুন, হুরমুজ তৎকালীন যুগের সম্মানিত রাজাদের একজন ছিল।

তার সম্মানের প্রতীক হিসেবে সে যে মুকুট ব্যবহার করত সেটির মূল্য এক লাখ ছিল।

তখন আরব নেতাদের একটি স্বভাব ছিল তারা তাদের সম্মান অনুসারে নিজেদের মুকুট ব্যবহার করত। যার সম্মান ও মর্যাদা চূড়ান্ত পর্যায়ে যেত তার মুকুটের মূল্য হতো এক লাখ, কিন্তু হুরমুজ আরবদের জন্যে পারস্যের নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় নেতা ছিল।

আর যার কারণে তারা খারাপের উপমা দিতে গিয়ে বলত- লোকটি হুরমুজ চেয়েও বেশি খারাপ, আবার বলত: লোকটি হুরমুজ চেয়েও অধিক অকৃজ্ঞ।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ওই এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই সেখানে রাজা হুরমুজকে একটি চিঠি পাঠালেন।

তিনি বললেন,

অতঃপর পরকথা....

তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে শান্তি পাবে, অথবা তোমাকে ও তোমার জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর এবং ছোট হয়ে মুসলমানদেরকে কর প্রদান কর।

না হয় সামনে আগত বিপদের জন্যে তুমি নিজেকেই নিজে হেয় করবে।

কেননা আমি এমন এক জাতিকে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে ততটুকু ভালোবাসে যতটুকু তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।

* * *

হুরমুজ যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর চিঠি পাঠ করল তখন তাঁর হুশ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে পারস্যের সম্রাট আজ্দাশীরকে ইরাকে মুসলমানরা আক্রমণ করেছে লিখে জানাল।

তার চিঠি পেয়ে সে খুব তাড়াতাড়ি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে লাগল। আর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. পৌঁছার পূর্বেই সে পানির নিকটে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করল।

খালিদ রা. সেখানে পৌঁছে তাঁর সৈন্যবাহিনীদেরকে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে ঘাঁটি স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু তারা দেখে বলল, হে আমাদের আমীর! আমাদের শত্রুরা পানির নিকটে অবস্থান নিয়েছে এবং আমরা পানিবিহীন অবস্থায় আছি। আমাদের ভয় হচ্ছে আমরা পিপাসায় মারা যাব।

তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বললেন, সাবধান! তোমাদেরকে যেভাবে রসদপত্র নামাতে বললাম তোমরা সেভাবে কর। তারপর তোমাদের শত্রুদেরকে তোমরা পানির মধ্যেই হত্যা কর।

আমার জীবনের শপথ! এ দু' দলের মধ্যে সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও সম্মানিতদের জন্যে পানি অপেক্ষা করবে।

আর তোমরাই ধৈর্যশীল এবং তোমরাই আল্লাহর অনুগ্রহে সম্মানিত।

* * *

উভয় দল একে অন্যের সামনে কাতারবন্দি হলো।

হুরমুজ তার বাহিনীর সামনে অবস্থান নিল। সে তাঁর ডানে একজন ও বামে একজন নেতা রাখল।

সে তার অন্তরে খারাপ কিছু লুকিয়ে রেখেছিল। তার মনে ছিল বিশ্বাসঘাতকতা।

* * *

হুরমুজ নিশ্চিত ছিল যদি সে খালিদ বিন ওয়ালিদকে হত্যা করতে পারে তাহলে সে চার-পঞ্চমাংশ বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে, কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল সে সামনাসামনি তাঁকে হত্যা করতে পারবে না।

সুতরাং হুরমুজ তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করেই হত্যা করার চিন্তা করল।

এরপর সে মানুষকে যা বলার বলল এবং তাদের বিজয়ের আশ্বাস দিল।

অন্যদিকে সে তার বাহিনীর কিছু লোককে গোপনে প্রস্তুত করে রাখল।

* * *

হুরমুজ তার বাহিনী থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে বলল, হে খালিদ! আমার দিকে আস।

হে খালিদ! আমার সাথে লড়াই করার জন্যে আস।

কিন্তু সে তার দু' বাহিনীর মাঝখানে না এসে নিজ বাহিনীর নিকটে অবস্থান করল।

খালিদ তার আহ্বান শুনার পর তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু খালিদ রা. হুরমুজের নিকটে না পৌঁছতেই তার প্রস্তুত করা সৈন্যরা খালিদকে ঘিরে ফেলল। তারা তরবারি হাঁকাতে লাগল। তাদের ইচ্ছা বেঈমানী করে খালিদ রা. কে হত্যা করবে।

তখন আবু বকর রা.-এর এক হাজার সৈন্যের পরিবর্তে প্রেরিত সেই মহান যুদ্ধনায়ক ক্বা'ক্বা' বিন আমর খালিদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তিনি ছুটন্ত তীরের মতো কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
তিনি বলতে লাগলেন- হে আল্লাহর শত্রু! ক্বা'ক্বা' বিন আমর আসছে.........
ক্বা'ক্বা' বিন আমর আসছে..............।
তারপর তিনি হুরমুজ ও তাঁর বাহিনীর ওপর বজ্রের মতো পতিত হলেন। তাঁর পিছে পিছে মুসলমানগণও ছুটে এল।
দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।
খালিদ রা. হুরমুজের রূহকে তার শরীর থেকে বের করার জন্যে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।
আর অন্যদিকে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. ও অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতক হুরমুজের সৈন্যদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
মুসলমানদের একের পর এক আক্রমণে কাফিররা ধরাশায়ী হতে লাগল।
যখন যুদ্ধ শেষ হলো খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর জন্য আবু বকর রা.-এর সব কল্যাণ, কেননা তিনি লোকদেরকে আমার থেকে বেশি চিনেন।
রাসূল ﷺ-এর খলীফা সত্য কথা বলেছেন যখন তিনি বলছেন: যে সৈন্যবাহিনীতে ক্বা'ক্বা' বিন আমর আছে সেই বাহিনী পরাজিত হতে পারে না।

* * *

ওই দিন থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর সাথে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, একদিনে কিভাবে সম্পর্ক দৃঢ় হয়!
কারণ বিপদের মুহূর্তে ও জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে ক্বা'ক্বা বিন আমর রা. যে সাহসিকতা ও জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছেন তা ছিল অতুলনীয়।
সেদিন থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ক্বা'ক্বা বিন আমরকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো অর্পণ করতেন এবং তাকে নিজের ডান হাত হিসেবে জানতেন।
তিনি তাঁকে ইয়ারমুক ও অন্যান্য যুদ্ধে তাঁর ডান হাত হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দামেশকের যুদ্ধে চারজন সেনাপতির একজন ছিলেন। যারা উবাইদা বিন জার্‌রাহ্‌ রা.-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. পুরো বাহিনীর সেনাপতি হোক অথবা সেনাবাহিনীর কোনো দলের সেনাপতি হোক সর্বদা তিনি তাঁর দলে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. কে চাইতেন। কেননা খালিদ রা. প্রতিটি যুদ্ধে কিছু নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে চাইতেন।

আর এ কৌশল তো ক্বা'ক্বা' বিন আমর ব্যতীত অন্য কেউ আবিষ্কার করতে পারত না। তাছাড়াও এ ব্যাপারে তাঁর থেকে অধিক যোগ্যতা অন্য কারো ছিল না।

যার কারণেই খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাঁর প্রতি এতটা আগ্রহী ছিলেন।

* * *

দামেশ্‌ক শহরটির চারদিক দিয়ে প্রাচীরে ঘেরা ছিল। আর তাঁর তিন পাশেই বিশাল গর্ত খনন করা ছিল। সেই শহরের পাঁচটি ফটক ছিল, যা প্রতিদিন সকালবেলা খুলে দেয়া হতো যাতেকরে সেই শহরে মানুষ আগমন করতে পারে এবং যারা শহর থেকে অন্য কোথাও যাবে তারা বের হতে পারে।

এরপর প্রতি সন্ধ্যায় শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে দেয়া হত। যাতেকরে শহরের মানুষগুলো নিরাপদে ঘুমাতে পারে।

যখন সেই শহরে কোনো আক্রমণ আসত তখন শহরের লোকেরা সেটির ফটকগুলো বন্ধ করে দিত এবং প্রাচীরের পাশে খননকৃত খালের মতো গর্তগুলো পানি দিয়ে ভরে দিত।

তখন সেটিকে একটি উপদ্বীপ মনে হত। যা পানি ও প্রাচীরের বেষ্টনে আবদ্ধ।

* * *

আবু উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ্‌ রা. তাঁর সেনাপ্রধানদেরকে দুর্গের দরজাগুলো ভাগ ভাগ করে দিলেন।

তিনি নিজে প্রধান ফটকের অবস্থান গ্রহণ করলেন।

আমর বিন আস রা. তাওমা নামক ফটকের দায়িত্ব পেলেন।

শুরাহ্‌বীল বিন হাসানাহ্‌ 'ফরাদিস' নামক ফটকের দায়িত্ব পেলেন।

ইয়াজিদ বিন আবু সুফয়ান ছোট ফটকের দায়িত্ব পেলেন।

আর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তাঁর সঙ্গী ক্বা'ক্বা বিন আমর দুর্গের পূর্বদিকে অবস্থিত ফটকটির দায়িত্ব পেলেন।

এ ফটকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও শক্তিশালী ফটক ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ফটক।

* * *

মুসলমানগণ শহরের চারদিক থেকে মিনজানিক ও দাব্বাবা নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কাফিরদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন ছিল যে, তারা ওই আঘাতকে যথাযথভাবে প্রতিরোধ করতে লাগল।

যার কারণে মুসলমনদের শহর অবরোধ করা ব্যতীত আর কোনো পথ ছিল না।

* * *

শহরের অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে লাগল এমনকি দীর্ঘ সাত মাস ধরে শহরটিকে মুসলমানগণ অবরোধ করে রেখেছে।

এরপরেও অবরোধকারীদের জন্যে অবরোধ করে রাখা যতটা তিক্ত হলো ততটা তিক্তও অবরোধটি অবরোধকৃতদের জন্য হয়নি।

যার কারণে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি হতে লাগল। তারা বলা-বলি করতে লাগল কবে এ শহর বিজয় হবে?

তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এমনভাবে গোয়েন্দা বাহিনীকে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে রেখেছেন যে, দামেশ্কের লোকদের প্রতিটি কথা তাঁর কানে আসত এবং তাদের গতিবিধি তাঁর চোখে ভাসত।

একদিন তাঁর এক গোয়েন্দা এসে বলল, হে সম্মানিত আমীর! দামেশকের বাতারীক (সম্মানিত নেতা)-এর দীর্ঘ দিন পর একটি সন্তান জন্মলাভ করেছে আর তাই সে এতে খুব বেশি আনন্দিত।

সে এত বেশি খুশি হয়েছে যে, গতকাল সে তার শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ও সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্যে দাওয়াত করেছে।

অচিরেই তারা খুব আনন্দের সাথে খাওয়া দাওয়া ও মদ্য পানে লিপ্ত হবে।

সুতরাং হে আমীর! আপনার উচিত এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানো।

* * *

যখন রাত নেমে এসে সারা বিশ্ব অন্ধকারে ঢেকে গেল তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বললেন, আমরা অচিরেই প্রাচীরের ওপর আরোহণ করব

সুতরাং তোমরা যখন আমাদের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পাবে তখন আমাদের পেছনে তোমাদের বড় একদল সৈন্য ছুটে আসবে আর বাকি সৈন্যরা ফটকের সামনে অবস্থান করবে।

এরপর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-সহ কিছু মুজাহিদ দেয়ালে ওঠার জন্যে রওনা দিলেন। তাঁরা প্রাচীরের পাশে থাকা খন্দকটি অতিক্রম করলেন। এরপর তাঁদের রশি দেয়ালের ওপরে নিক্ষেপ করলেন। সে রশি গিয়ে দেয়ালের ওপরে শক্তভাবে আটকে গেল। আর এর মাধ্যমে তাঁরা দেয়ালের উপরে উঠতে সক্ষম হলেন। অন্যদিকে মুসলমানদের কিছু সৈন্য প্রাচীরের ভেতরে অবস্থান নিল আর কিছু মানুষ প্রাচীরের বাইরে অবস্থান নিল।

এরপর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করলেন। এতে মুসলমানগণ তীব্র গতিতে শহরের দিকে ছুটে আসল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ফটকে নেমে এসে সেখানের দারওয়ানকে হত্যা করে ফটকের তালা খুলে ফেললেন।

প্রাচীরের ওপর, নিচ এমনকি সর্বদিক থেকেই আল্লাহর সৈনিকরা শহরে তাকবীর দিতে দিতে প্রবেশ করতে লাগলেন।

হঠাৎ আক্রমণ দেখে কাফিরদের অন্তর কম্পিত হতে লাগল। তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

অন্যদিকে মুসলমানগণ তাদের সৈন্যদেরকে হত্যা করতে লাগলেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা শুরু করলেন। তারাও কোনো গতি না পেয়ে যুদ্ধ করা ব্যতীতই আত্মসমর্পণ করল এবং শহরের অন্যান্য ফটক খুলে দিল।

অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে শহর দখল করলেন।

যদি তাঁরা আত্মসমর্পণ নাও করত তবুও আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাঁর সাহায্যে বিজয় দান করতেন।

* * *

"কাদিসিয়ার ময়দানে ক্বা'ক্বা'

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. দেমাশকের যুদ্ধের পর একটু বিশ্রাম নিতে চাইলেন, কিন্তু বিগত এ যুদ্ধের বালু শরীর থেকে ঝরে পড়তে না পড়তেই খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর বিন খাত্তাব রা. আবু উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ্‌কে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন।

সে চিঠিতে তিনি বলেছেন- তোমার সৈন্য থেকে কিছু সৈন্য আলাদা করে তাদেরকে খুব দ্রুত কাদিসিয়ায় সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসের নিকটে প্রেরণ কর। আর তুমি ইচ্ছে করলে দেরি করতে পার।

আবু উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ্‌ ওমরের নির্দেশ মতো খুব দ্রুত একটি বাহিনী তৈরি করলেন। হাসিম বিন উতবাকে এ বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন। আর ক্বা'ক্বা' বিন আমরকে এ বাহিনীর অগ্রে রাখলেন।

তারপর তিনি তাঁদের দু'জনকে বললেন, দ্রুত দ্রুত, মুসলমানগণ কাদিসিয়াতে কাফিরদের তীব্র আক্রমণের মধ্যে রয়েছে। তোমাদের প্রত্যেক লোকের সহযোগিতা তাদের খুবই প্রয়োজন।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. সামনে থেকে দলকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই দলে এক হাজার অশ্বারোহী ছিল।

তারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত টানা সফর করে হাসিম বিন উতবা রা.-এর বাহিনীর পূর্বেই কাদিসিয়াতে পৌঁছে গেলেন। তাঁরা কাদিসিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দিনই সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. বুঝতে পারলেন গতকাল মুসলমানদের কঠিন অবস্থায় কেটেছে কেননা কাফিরদের সংখ্যা ও রসদ মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

আর তাঁরা এসেছেন মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করতে, কিন্তু ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর নিকটে মাত্র এক হাজার সৈন্য ছিল। কাফিরদের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলা কি এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট?!!!

অবশ্যই সেনাপতি যদি দক্ষ হয়ে থাকেন তখন তিনি এক হাজার সৈন্যের থেকে দশ, বিশ হাজার সৈন্যের কাজ নিতে পারেন।

আর ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর সেই ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম-

ক্বা'ক্বা' বিন আমর তাঁর সৈন্য বাহিনীকে দশটি ভাগে ভাগ করলেন।
তিনি প্রথম ভাগের সৈন্যদলকে আদেশ করলেন- তাঁরা এমনভাবে বালু উড়াবে যাতেকরে আকাশ ভরে যায়।
তারপর তিনি শেষ ভাগের সৈন্যদলকেও একই আদেশ করেন। যাতে করে কাফিররা বালু দেখে ধারণা করে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি।

* * *

এরপর প্রথম দল সামনের দিকে তাকবীর দিতে দিতে চলতে লাগল। তাঁদের তাকবীরের আওয়াজ এক হাজার সৈন্যের থেকেও উঁচু হচ্ছিল কেননা তাঁদের মধ্যে ক্বা'ক্বা' বিন আমর ছিলেন। অবশ্যই ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর ব্যাপারে আবু বকর রা.-এর কথাটি আপনাদের মনে আছে। ক্বা'ক্বা' বিন আমরকে আবু বকর রা. এক হাজার সৈন্যের সাথে তুলনা করেছিলেন।
পারস্যের সৈন্যরা যখন মুসলিম সৈন্যদের আগমন লক্ষ্য করল। তারা দেখল পুরা আকাশ বালুময় হয়ে আছে। এতে তাদের ধারণা হলো হয়ত মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করতে আসছে।
তাছাড়া মুসলমানরা আকাশ-বাতাস কম্পিত করে যে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছিল তা তাদের অন্তরকে থর্ থর্ করে কাঁপাতে লাগল।
তারা দেখল মুসলমানগণ এক দলের পর একদল সামনের দিকে আসছে।
তা দেখে তাদের অন্তরে ধীরে ধীরে ভয় বাড়তে লাগল। আর অন্যদিকে মুসলমানদের অন্তরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্র হতে লাগল।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. মুসলমানদের কাতার থেকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,
কোন ব্যক্তি আছে আমার সাথে লড়াই করবে?...............
কোন ব্যক্তি আছে আমার সাথে লড়াই করবে?...............
তখন সকল সৈন্যরা অপেক্ষায় ছিল কে আছে এমন যে, ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর সাথে লড়াই করবে।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. ঘোষণা দেয়ার কিছুক্ষণ পর পারস্য সৈন্যদের থেকে এক অশ্বারোহী বীর বের হয়ে আসল।

সে বলল, আমি তোমার সাথে লড়াই করব........। তুমি কি জান আমি কে?...........

আমি ইয়ামুল জিসরের দিন পারস্যের সৈন্যদের সেনাপতির দায়িত্ব পালনকারী জুল হাজিব বাহমান।

আমি তোমাদের নেতা আবু উবাইদা আস্‌সাকাফী ও তার সাথীদের খুনী।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. সিংহের মতো বাহমানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তাকে বারবার আঘাত করতে লাগলেন আর তার আঘাতগুলোকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন।

ওই দিকে পারস্যের সৈন্যদের অন্তর ভয়ে কাঁপছিল। তারা তাদের চক্ষুকে বাহমান ও ক্বা'ক্বা বিন আমর রা.-এর দিকে স্থির করে রেখেছিল।

অন্যদিকে মুসলমানদের মুখে তাকবীর ধ্বনি বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তারা ক্বা'ক্বা' বিন আমরকে উৎসাহিত করার জন্যে বলতে লাগল- হে ক্বা'ক্বা' তাকে শেষ করে দাও, তার থেকে আবু উবাইদা আস্‌সাকাফীর হত্যার প্রতিশোধ নাও।

ঠিক এমন সময় ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর পাহাড়সম এক আঘাতে বাহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার শরীর থেকে রক্ত স্রোতের মতো প্রবাহিত হতে লাগল।

আর তখন মুসলিম সৈন্যরা আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। বাহমান হত্যার মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের বিজয়ের সূচনা করল।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. বাহমানকে ধরাশায়ী করার পর আবার ডাক দিলেন- তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ, যে আমার সাথে লড়াই করবে?

তখন এক সাথে পারস্য সৈন্যবাহিনী থেকে দু'জন অশ্বারোহী বের হয়ে আসল।

তখন তিনি ও হারিস বিন জবয়ান ওই দু'জন অশ্বারোহীকে বাহমানের মতো ধরাশায়ী করলেন।

এরপর ক্বা'ক্বা' বিন আমর ডাক দিয়ে বললেন, হে মুসলমানদের দল তোমরা তোমাদের শত্রুদের সাথে তরবারির নিয়ে মিলিত হও। তোমরা তোমাদের শত্রুদের ওপর বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়।

যখন তারা তোমাদের সাথে মিশে যাবে তখন তারবারি দ্বারা আঘাত করবে।

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর এ আহ্বান শুনে মুসলমানগণ তাঁদের তরবারি নিয়ে কাফিরদের ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁরা কাফিরদেরকে কচুকাটা করতে লাগলেন।

* * *

পারস্যরা গতকালের মতো আজ আর হাতিগুলোকে মাঠে নামাতে পারেনি। কেননা গতকাল মুসলমানদের আঘাতে হাতিগুলো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দশটি উট নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তিনি ওই উটগুলোকে কালো কাপড় পরানো নির্দেশ দিলেন এবং প্রতিটি উটে একজনকে আরোহণ করতে বললেন।

উটগুলোকে কালো বোরকা পরানোর পর আরোহীদেরকে নির্দেশ দিলেন উটগুলো কাফিরদের দিকে হাঁকিয়ে নিতে।

কালো এ উদ্ভূত প্রাণীগুলোকে কাফিরদের ঘোড়াগুলো আর কখনও দেখেনি। আর তাই ঘোড়াগুলো ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল।

পারস্য সৈন্যরা যতই চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলোকে সামনের দিকে ছুটাতে পারল না। মুসলমানগণ এ সুযোগকে যথাযথ কাজে লাগালেন। আর তাই তাঁরা পালিয়ে যেতে থাকা অশ্বারোহীদের পেছনে ছুটলেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে আঘাত করলেন।

* * *

এভাবে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. ত্রিশবারের মতো কাফিরদের হামলা করেছেন এবং নিজের হাতেই ত্রিশজনকে হত্যা করছেন।

যখন সেদিনের যুদ্ধ শেষ হলো মুসলমানগণ আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তাকবীরে তাকবীরে আকাশ বাতাস মুখরিত করছিলেন।

আর বলছিলেন- এদিন গত দিনের প্রতিশোধ.............।

আল্লাহর বাণী-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

"আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সাহায্য করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" [সূরা হাজ্জ, ২২:৪০]

* * *

এ ছিল ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর ওপর যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের কঠিন পরীক্ষা।

আর তৃতীয় ও চতুর্থ এ দু'দিনের বর্ণনা আল্লাহর অনুগ্রহে সামনে আসছে....।

"কাদিসিয়ার ময়দানে অন্য একদিন"

সেদিন যুদ্ধ শেষে দিনের আলো নিভে রাত ঘনিয়ে এল। যখন রাত গভীর হতে লাগল তখন উভয় দলের সৈন্যরা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়ল।

কেননা পরের দিনও তাদেরকে কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে যার জন্য বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন।

অন্যদিকে মুসলমানগণ হাসিম বিন উতবা রা.-এর আগমনের অপেক্ষায় রইল। কেননা তিনি আসলে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা বাড়বে, সাহসিকতাও আরো চাঙ্গা হবে।

আজকের মতো কাফিরদেরকে কালকেও যেন আক্রমণ করতে পারে মুসলমানগণ মনে মনে সেই সংকল্প করছিলেন।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. পরের দিন তাঁর সাথে নিয়ে আসা সেই এক হাজার সৈন্যকে সাজাতে লাগলেন।

তিনি তাদেরকে একশতজন করে দশ ভাগে ভাগ করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন সকালবেলা এক বাহিনীর পর এক বাহিনী যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসে।

তিনি আরো নির্দেশ দিলেন তারা যেন আকাশে-বাতাসে বালু দিয়ে ভরে দেয় এবং অনেক বেশি জোরে কথা বলে যাতে আওয়াজ খুব বেশি হয়। প্রিয় পাঠক! এটা ছিল একটি কৌশল যাতেকরে কাফির সৈন্যরা মনে করে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি তাহলে তারা ভয়ে যুদ্ধের সাহসিকতা হারিয়ে ফেলবে।

যখন সকাল হলো এক বাহিনীর পর এক বাহিনী তাকবীর দিতে দিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. একের পর এক বাহিনীকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে দিলেন।

কিন্তু তিনি তো দলকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন তবে পেছনের সৈন্যগুলো কারা?
এমন সময় তিনি দেখলেন হাসিম বিন উতবা তাঁর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।
হাসিম বিন উতবা রা. ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর কাজ দেখে খুব খুশি হলেন। তিনিও তাঁর বাহিনীর সৈন্যদেরকে একশত একশত করে ভাগ হয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

* * *

কিন্তু হাসিম বিন উতবা রা.-এর আগত সৈন্য যে, পারস্য সৈন্যদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে এমন নয়।
কেননা পারস্য সৈন্যরা তাদের হাতিগুলোকে প্রস্তুত করে তাদের বাহিনীর সামনে খুব সুন্দর করে দাঁড় করিয়ে রাখল। মনে হয় যেন তারা হাতি দিয়ে দুর্গ বানিয়েছে।
তাছাড়া তারা হাতি দ্বারা প্রথম দিন মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছে আজ এর থেকে বেশি ক্ষতি করতে পারবে বলে তারা আশাবাদী ছিল। শুধু আশাবাদী তাই নয়; বরং তারা হাতিগুলোকে ওইভাবেই সাজিয়েছে যাতে মুসলমানদেরকে ভালোভাবে আক্রমণ করা যায়।

* * *

যুদ্ধের পরিস্থিতি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করল আর মুসলমানগণ হাতির তীব্র আক্রমণের নিকটে হেরে যেতে লাগল।
বিষয়টি খুব জটিল ছিল কারণ মানুষের জন্যে এই বিশালদেহী প্রাণির মোকাবেলা করা ছিল অসম্ভব।
তারপরও মুসলমানগণ ধৈর্যের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা হাতির পায়ে তরবারি ও বর্শা দ্বারা আঘাত করতে চেষ্টা করছিল।
কিন্তু বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেল, আঘাত করার কারণে হাতিগুলো এলোমেলো ভাবে ছুটতে লাগল এবং তাদের ডানে বামে যাকেই পাচ্ছে শুঁড় দিয়ে আঘাত করে যখম করতে লাগল।
পরিস্থিতি এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, মুসলমানগণ কোনোভাবে মাঠে টিকে থাকতে পারছে না।

* * *

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি হাতির বিষয়টি নিয়ে পূর্বে যে শঙ্কায় ছিলেন তা এখন বাস্তব হয়ে দাঁড়াল। তিনি বুঝতে পারেন যদি এ হাতিগুলোকে কোনোভাবে মোকাবেলা করা না যায় তাহলে মুসলমানগণ আর এ ময়দানে দাঁড়াতে পারবে না।

হাতিগুলোর মধ্যে দুটি হাতি সবগুলো হাতিকে পরিচালনা করছিল। মনে হয় যেন তারা দু'জন সেনাপতি আর বাকি হাতিগুলো তাদের সৈনিক। এ দু' হাতির একটি সাদা হাতি, আন্যটি আজরব হাতি। সাদা হাতিটি হচ্ছে পারস্যের রাজা ইয়াজদাজারের।

এ দু' হাতি মুসলমানদের মারত্মক ক্ষতি করছে। আর এ দু'টির পেছনে পেছনে বাকি হাতিগুলো শক্রুর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

* * *

সা'দ বিন ওয়াক্কাস রা. বিষয়টি নিয়ে পারস্যের যে সকল লোক মুসলমান হয়েছে এবং মুসলিম সৈন্যদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন।

তারা পরামর্শ দিল- হাতিগুলোর চোখ উপড়ে ফেলতে হবে এবং তাদের শুঁড় কেটে ফেলতে হবে। তাহলে হাতিগুলো দুর্বল হয়ে মারা যাবে।

তিনি ক্বা'ক্বা বিন আমর ও তাঁর ভাই আসেম বিন আমর রা.-এর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, মুসলমানদেরকে হাতি থেকে বাঁচাও।

এরপর তিনি বনূ আসাদের দু' সিংহপুরুষকে এ বলে পাঠালেন যে, তোমাদের দায়িত্ব আজরব হাতিটিকে শেষ করা।

* * *

ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. ও তাঁর ভাই আসেম খুব তাহাহুড়া করে তৈরি হলেন।

তারা মুসলমানদের কাতার ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন তাঁরা সাদা হাতিটির খুব নিকটে চলে গেলেন ক্বা'ক্বা বিন আমর রা. তাঁর বর্শাটি হাতির চোখে বসিয়ে দিলেন।

আর তাঁর ভাই আসেম হাতিটির অন্য চোখে তাঁর বর্শাটি বসিয়ে দিলেন। এতে হাতিটি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল। সে তার ওপরে থাকা আরোহীকে বহু দূরে নিক্ষেপ করল। আর ব্যথার কারণে খুব চিৎকার করতে লাগল। তারপর হাতিটি তার শুঁড় দ্বারা মাটিতে আঘাত করে পথ খুঁজতে লাগল।

অন্যদিকে বনু আসাদ গোত্রের দু' লোক আজরব হাতিটির দিকে ছুটে গেল। তারা তার চোখ উপড়ে ফেলল এবং শুঁড় কেটে ফেলল। এতে ওই হাতিটিও অকেজোঁ হয়ে গেল।

হাতি দু'টি শূকরের মতো চিৎকার শুরু করল। তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে অন্যদিকে ছুটতে শুরু করল। আর ওই দু' হাতির পেছনে পেছনে বাকি হাতিগুলোও চলে গেল। শুধু তাই নয়; বরং হাতিগুলো তাদের পিঠে থাকা আরোহীদেরকে যে যেভাবে পারছে সেভাবে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

* * *

হাতিগুলোকে পরাজিত করায় মুসলমানদের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসল। তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল এবং আল্লাহর সাহায্যের আশাবাদী হলো।

অন্যদিকে কাফিরদের মনোবল ভেঙে গেছে। তারা হাতির ওপর যে ভরসা রেখেছিল তা পূর্ণ হয়নি। হাতিগুলোর পরাজয়ে তাদের মনে পরাজয়ের সংঙ্কা জেগে উঠল।

* * *

পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির দিকে যেভাবে ছুটে যায় উভয় দল যুদ্ধের ময়দানে পুনরায় সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয় দলই তাঁর শত্রুপক্ষকে হারানোর জন্যে কোমর বেঁধে লেগে পড়ল।

যুদ্ধ করতে করতে দিন শেষ হয়ে আসল, কিন্তু আজ আর অন্যান্য দিনের মতো কেউ অস্ত্র রেখে বিশ্রাম নিতে যায়নি। দিনের মতো রাতেও যুদ্ধ চলতে লাগল।

পরিস্থিতি এমন হয় যেন উভয় দলই চাচ্ছে· তাদের শত্রুকে পরাজিত না করে অস্ত্র হাত থেকে রাখবে না।

আর এ সংকল্পের কারণে...............

রাতের অন্ধকারের কারণে...........

যুদ্ধের ময়দান ধূলায় আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে.........

যুদ্ধ খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে, এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতি সেনাপতি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা.-এর নাগালের বাইরে চলে গেল।

অন্যদিকে পারস্য সৈন্যদেরও একই অবস্থা হয়েছে। তাদের সেনাপতি রুস্তুমও যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

মনে হচ্ছে প্রত্যেক সৈনিক নিজের যুদ্ধ নিজেই পরিচালনা করছে।

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. বুঝতে পারেন ক্বা'ক্বা' বিন আমর তার অনুমতি ব্যতীত পারস্য সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে বসেছে। এতে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস মনে মনে ভয় করেন না জানি মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে।

কিন্তু তিনি ক্বা'ক্বা' বিন আমরকে ফিরে আনতে সক্ষম ছিলেন না।

আর তাই তিনি বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! ক্বা'ক্বা বিন আমরকে তুমি ক্ষমা কর এবং তাকে সাহায্য কর।

হে আল্লাহ! আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম যদিও সে অনুমতি নেয়নি।

প্রিয় পাঠক! আপনারা অবশ্যই একটি কথা জানেন যুদ্ধে সেনাপতিকে মান্য করা ইসলাম ফরয করেছে। আর এ যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা.।

ক্বা'ক্বা বিন আমর রা. তাঁর অনুমতি না নিয়ে কাফিরদের ওপর হামলা করায় তিনি আল্লাহর নিকটে তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

এ মহান বীর কাফিরদের সবকিছু তছনছ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এরপর তিনি যখন পরিস্থিতি নিজের পক্ষে দেখলেন তখন উঁচু আওয়াজে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন।

* * *

তাকবীর ধ্বনি শুনার সাথে সাথে অন্যান্য মুসলমানগণও তাঁদের অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

উভয়ের মাঝে আবার তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তখন পরিস্থিতি এমন হয় যে, শুধু তরবারির ঝন্ঝন্ আওয়াজ আর সৈন্যদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাচ্ছিল না।

আর এভাবেই যুদ্ধ সারা রাত ভরে দফায় দফায় চলতে থাকে।

* * *

পরের দিন সূর্য যখন পূর্ব দিকে উঁকি দিতে লাগল এবং সূর্যের আলোতে চারদিকে আলোকিত হতে লাগল। তখন পরিস্থিত এমন হয় যে, গতকাল দিনে ও রাতে টানা যুদ্ধ করার কারণে প্রত্যেক দলের সৈন্যদের মাঝে ক্লান্তি চরমে পৌঁছেছে। তারা প্রত্যেকে এবার একটু বিশ্রাম চাচ্ছে।

কেননা বাহু তখন দুর্বল হয়ে গেছে............

ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে গেছে.................

আর তরবারির ধারও কমে গেছে..............

এমন সময়ে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা. মুসলিম সৈন্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বা তোমাদের শত্রুরা, যারাই যুদ্ধে অটল থাকবে তাদের জন্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাহায্য ছুটে আসবে।
সুতরাং তোমরা আরো কয়েক ঘণ্টা ধৈর্য্য ধারণ কর।
মুসলমানগণ তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

* * *

ওই দিন আর সূর্য বেশি উপরে উঠতে হয়নি এর মধ্যেই মুসলমানদের তীব্র আক্রমণে কাফিরদেরকে ধরাশায়ী করতে লাগল।
আর তাই কাফিররা মুসলমানদের আক্রমণের তোড়ে ছিন্ন-বিছিন্ন হতে লাগল।
অন্যদিকে যুদ্ধের গতিবিধি খারাপ দেখে কাফিরদের সেনাপ্রধান রুস্তম পালাতে লাগল।
ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর বাহিনী রুস্তমকে খুঁজতে শুরু করলেন। তারা তাকে দেখলেন সে নদীর দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।
তখন ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর সৈন্যরা তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে প্রচণ্ড এক আঘাতে দু' খণ্ড করে ফেলল।
এরপর ওই সৈন্য রুস্তমের সিংহাসনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল- আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। মুহাম্মদের প্রভুর শপথ! আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি।

* * *

রুস্তম হত্যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল।
মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে আর কাফিররা পরাজিত হয়ে পালাতে থাকে।
এ যুদ্ধে ক্বা'ক্বা' বিন আমর রা.-এর অবদান ছিল অবর্ণনীয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।[১৩]

---

[১৩] তথ্য সূত্র

১. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ২৩৯ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্-৪র্থ খণ্ড, ৪০৯ পৃ.।
৪. আত্ ত্বাবারী-৩য় খণ্ড, ২৬১, ৩৪৯, ৩৭৩, ৩৯৬, ৪৩৬, ৫৪২, ৫৫০ পৃ. ও ৪র্থ ২৬, ৪৮৪ পৃ.।
৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৬ষ্ঠ ৩৪৪, ৩৫১ পৃ.।

আবু উবাইদা
বিন মাসউদ আস্‌সাকাফী রা.

"যিনি জিস্‌র যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।"

রাসূল ﷺ-এর খলীফা আবু বকর রা. বিছানায় শুয়ে শুয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছিলেন।
যে কোনো সময় মহান রবের ডাকে তাকে সাড়া দিতে হবে এবং এ দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের পথে রওনা দিতে হবে।
ঠিক এ সময় আবু বকর রা. তাঁর পরের খলীফা ওমর বিন খাত্তাব রা.-কে ডেকে বললেন, হে ওমর! আমি আশা করি আমি আজই মৃত্যু বরণ করব। আমি মৃত্যুবরণ করলে পরের দিন সকালেই তুমি মানুষকে পারস্যের জিহাদের দিকে আহ্বান করবে।
তারপর যারা সেখানে অবস্থিত মুসলমান সৈন্যদেরকে সাহায্য করতে সাড়া দেবে তাদেরকে যুদ্ধে প্রেরণ করবে।
আর যতই কঠিন মসিবত আসুক না কেন তা যেন তোমাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ না করে।
এরপর সূর্য ডোবার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * *

ওমর রা. তাঁর সঙ্গী আবু বকর রা.-কে মাটির বিছানায় শায়িত করে ঢেকে দিলেন।
পরের দিন সকালে তিনি মানুষকে পারস্যের জিহাদের দিকে আহ্বান করলেন এবং মানুষকে জিহাদের প্রতি খুব উৎসাহিত করতে লাগলেন।
কিন্তু তাঁর আহ্বানে কেউই সাড়া দিল না। সাড়া না দেয়ার কারণ হচ্ছে তারা পারস্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতার সম্পর্কে অনেক কল্পিত কথা শুনেছে যা তাদের অন্তরকে ভীত করে দিয়েছে।
দ্বিতীয় দিন একইভাবে ওমর রা. মানুষকে জিহাদের দিকে আহ্বান করলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাননি।
তৃতীয় দিনেও তিনি একইভাবে মানুষকে জিহাদের দিকে আহ্বান করলেন, কিন্তু তারপরও কোনো সাড়া পাননি।

চতুর্থ দিনেও তিনি খুব চিন্তিত মনে আবার মানুষকে জিহাদের দিকে আহ্বান করলেন। তখন আবু উবাইদা আস্‌সাকাফী রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার আহ্বান শুনে আপনার আদেশের আনুগত্য করলাম।

আমি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আপনার আহ্বানে সাড়া দিলাম আর আমার সাথে আমার সন্তান ও পরিবার ও নিকটাত্মীয় সবাই।

তখন ওমর রা. চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার তিনি তাকে উপমা হিসেবে পেশ করে মানুষকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তার কথায় অনেকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত হয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে লাগলেন।

* * *

যখন মুসলমানদের বাহিনী প্রস্তুত হলো তখন এক ব্যক্তি ওমর বিন খাত্তাব রা.-কে বললেন, আপনি এ বাহিনীর দায়িত্ব মুহাজির বা আনসারদের থেকে এমন কাউকে দিন যিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন। কেননা তাঁরা মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সবার চেয়ে উত্তম।

তখন ওমর রা. বললেন, না......., আল্লাহর শপথ!

নিশ্চয়ই যারা ভালো কাজে এগিয়ে যায় এবং আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলা দ্রুত ছুটে তাঁরা মর্যাদার দিক থেকে উঁচু, কিন্তু কেউ যদি জিহাদের পথে ছুটতে দেরি করে আর অন্য কেউ সেই পথে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায় তাহলে সেই অগ্রগামী এবং সেই নেতৃত্ব পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

আল্লাহর শপথ! আমি এ যুদ্ধের নেতৃত্ব তাঁর হাতেই দেব যে এ জিহাদে প্রথমে সাড়া দিয়েছে।

এরপর ওমর রা. আবু উবাইদা আস্‌সাকাফীকে ডেকে তাঁর হাতে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা তুলে দিলেন।

* * *

আবু উবাইদা আস্‌সাকাফী রা. পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে জিহাদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। তাঁর সাথে তাঁর ভাই, তিন সন্তান ও তাঁর স্ত্রীও ছিলেন।

তিনি আরবের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার পথে যেখানেই আবাস ভূমি পেতেন সেখানেই থামতেন। আর সেখানকার লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতেন।

এতে তাঁর দলে লোকের সংখ্যা শুধু বাড়তে থাকল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর সৈন্যসংখ্যা দশ হাজারে গিয়ে পৌঁছল।

* * *

অবশেষে আবু উবাইদা রা. তাঁর বাহিনী নিয়ে জিহাদের ময়দানে পৌঁছলেন। ওদিকে পারস্য বাহিনীর নিকটে আবু উবাইদা বিন মাসউদ রা.-এর আগমনের বার্তা পৌঁছলে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগত মুসলিম সৈন্যদেরকে এমন শিক্ষা দেবে, যাতেকরে মুসলমানরা জনমের জন্যে পারস্যের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস না করে।

তারা তাদের সম্মানিত এক ব্যক্তির হাতে নিজেদের নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দিল। যার নাম "জাবান"।

আর তার ডান হাত হিসেবে এক মহাঅশ্বারোহীকে দায়িত্ব দিল। যার নাম "মারদান"।

* * *

উভয় দল নামারেক নামক স্থানে একত্রিত হলো। আর তখন তাদের মাঝে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল।

মুসলমানগণ আবু উবাইদা বিন মাসউদ আস্‌সাকাফী রা.-এর নেতৃত্বে পারস্যদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুসলমানদের বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে কাফিরদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল।

তাদের সেনাপ্রধান জাবান, মাতার বিন ফিজ্জা আত্তায়মীর হাতে ধরা পড়ল। আর জাবানের ডান হাত হিসেবে মারদান নামক যে অশ্বারোহী ছিল সে আকতাল বিন সাম্মাখের হাতে ধরা পড়ল।

আকতাল তার হাতে ধরা পড়া মারদানকে হত্যা করল ।

অন্যদিকে তাদের সেনাপ্রধান জাবান বুঝতে পেরেছে যে মাতার বিন ফিজ্জা তাকে চিনতে পারেনি। যার কারণে সে তার কাছে নিজের বার্ধক্য ও দুর্বলতা কথা বলে ওজর পেশ করে তাঁর নিকটে নিরাপত্তা চাইল।

আর বিনিময়ে মাতার যা চাইবে তা দেবে বলে ওয়াদা করল।

এতে তার প্রতি মাতারের দয়া হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাকে অন্য মুসলমানরা চিনে ফেলল। তারা তাকে আবু উবাইদা বিন মাসউদ রা.-এর নিকটে ধরে নিয়ে গেল।

তারা বলল, এ হচ্ছে পারস্য সৈন্যদের সেনাপ্রধান জাবান। তাকে এক মুসলিম সৈন্য নিরাপত্তা দিয়েছে। তারা জাবানকে হত্যা করার পরামর্শ দিল,

কিন্তু আবু উবাইদা বিন মাসউদ আস্সাকাফী বললেন, আল্লাহর শপথ! নিরপত্তা দেয়ার পরে আমি তাকে হত্যা করতে পারব না।

কেননা মুসলমানগণ এক শরীরের মতো। তাদের কেউ কোনো কিছু আবশ্যক করে নিলে তা সবার উপরে আবশ্যক হয়।

একথা বলে তিনি জাবানকে মুক্ত করে দিলেন।

* * *

পারস্য সৈন্যরা আবু উবাইদার হাতে আত্মসমর্পণ করল এবং তারা মুসলমানদেরকে জিজ্য়া দিতে সম্মত হলো।

তারা আবু উবাইদা বিন মাসউদের জন্যে তাদের উত্তম খাবারগুলো নিয়ে আসল।

তখন তিনি সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সম্মান করছ সেভাবে কি সকল মুসলিম সৈন্যদেরকে সম্মান করতে পারবে?

তখন তারা বলল, আজ সবাইকে খাওয়ানো আমাদের জন্যে সম্ভব না, আমরা অবশ্যই কালকে ব্যবস্থা করব।

তখন তিনি বললেন, তাহলে এগুলো নিয়ে যাও কেননা তা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

তারপর তাঁর দুই চোখের অশ্রু ঝরতে লাগল এবং তিনি বলতে লাগলেন: আবু উবাইদা কতই না খারাপ! সে মুসলমানদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে নিয়ে আসে আর এখন সে তাদেরকে রেখে নিজের জন্যে বিশেষ কিছু গ্রহণ করছে।

না, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের দেয়া কিছুই খাব না এবং আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকেও কিছুই গ্রহণ করব যতক্ষণ না মুসলমানদের কোনো সাধারণ সৈনিক অনুরূপ খাদ্য গ্রহণ না করে।

তারপর তারা সেই খাদ্যগুলো নিয়ে গেল।

* * *

আবু উবাইদা রা. গনীমতের স্তর মাল জমা করলেন। গনীমতের মালগুলোর মধ্যে এক প্রকার উৎকৃষ্ট খেজুর ছিল। যেগুলো নারসিয়ান নামে পরিচিত। বাদশাহ্ নারসী বিন খালাহ্-এর নামে এ খেজুরের নামকরণ করা হয়। আর এ নাম করণ করার কারণ হচ্ছে ন্যরসী নামক বাদশাহ্ নিজেই এ খেজুরের চাষ করত এবং অন্য কাউকে এ খেজুরের চাষ করতে দিত না।

শুধু তাই নয়, এ বাদশাহ্ সেই খেজুরগুলো অন্যদের জন্যে খাওয়াও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। সেই খেজুরগুলো শুধু সে নিজে ও তার পরিবারের লোকেরা খেত আর যাদেরকে সে সম্মান করে হাদিয়া দিত তারা খেত।

আবু উবাইদা রা. সেই খেজুরগুলো ওই সকল কৃষকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন যারা এতদিন ধরে এ খেজুরগুলো চাষ করত, কিন্তু তা ভোগ করতে পারত না। আর তিনি এর এক-পঞ্চমাংশ বাইতুলমালে পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর নিকটে লিখে পাঠালেন- আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এমন এক খাদ্য খাওয়ালেন যা পারস্যের সম্রাট নিজের জন্যে ও তার পরিবারের জন্যে খাস করে রেখেছিল এবং অন্যদের জন্যে খাওয়া নিষেধ করেছিল।

আর তাই আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্যে আমরা সেগুলো আপনাকে দেখানো পছন্দ করেছি।

* * *

পারস্য সৈন্যদের এ করুণ পরিণতির কথা পারস্যের সেনাপ্রধান রুস্তমের কানে গিয়ে পৌছে। সে বাজান ও তার প্রধান সৈন্যের পরিণতির কথা জানতে পারল। এতে সে ক্রোধে ও ঘৃণায় ফেটে যেতে লাগল।

আরব অন্ন-বস্ত্রহীন মরুবাসীরা পারস্যদের সৈন্যদেরকে পরাজিত করেছে এটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না।

তখন সে বিশেষ বিশেষ নেতাদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করল- তোমাদের দেখামতে কোন আজমী ব্যক্তি আরবদের বিরুদ্ধে অধিক দুঃসাহসী।

তারা বলল, বাহমান জুল হাজিব।

তখন সে বলল, তোমরা ঠিক বলেছ।

রুস্তম বাহমানকে ডেকে সেরা সৈন্যদের থেকে আট হাজার সৈন্য দিয়ে তার হাতে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা তুলে দিল।

এ বাহিনীতে সৈন্য ব্যতীত আরো একটি অবাক জন্তুর সমাগম করা হয়েছিল যা যুদ্ধের ইতিহাসে নতুন ছিল।

সে অবাক করা জন্তুর সংখ্যা ছিল বিশটি। সেগুলো হচ্ছে বিশাল দেহ বিশিষ্ট হাতি।

বাহমান তার বাহিনী নিয়ে কুফার নিকটবর্তী ফুরাত নদীর তীরে এসে থামল।

অন্যদিকে আবু উবাইদা রা.-ও মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফুরাত নদীর দিকে রওনা হলেন।

বাহমান আবু উবাইদা রা.-এর নিকটে চিঠি লিখে পাঠাল-

'হয় তোমরা আমাদের নিকট আসবে আর আমরা তোমাদের আসার পথে কোনো বাধা প্রদান করব না অথবা আমরা তোমাদের নিকট আসব আর তোমরা আমাদের আসার পথে কোনো বাধা প্রদান করবে না।'

তখন আবু উবাইদা বিন মাসউদ রা. বললেন, পারস্যরা আমাদের থেকে মৃত্যু বরণের প্রতি অধিক সাহসী হবে না।

আর তাই তিনি নিজে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যদিও অনেক মুজাহিদ এর বিপক্ষে ছিলেন।

* * *

যে রাতে আবু উবাইদা রা. শত্রুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই রাতে তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখলেন- আসমান থেকে এক লোক এক জগ শরবত নিয়ে এসেছেন। এরপর সেই লোক তাঁর স্বামী, ভাই ও তিন সন্তানকে জগ থেকে শরবত পান করালেন।

যখন তিনি ঘুম থেকে জেগে আবু উবাইদা রা. নিকট স্বপ্নটি বর্ণনা করলেন। তখন আবু উবাইদা বললেন, তোমার জন্যে সুসংবাদ!

কেননা আমি, আমার ভাইদের ও আমার সন্তানদের জন্যে শাহাদাতের মর্যাদা লিখা হয়েছে।

এরপর তিনি মুসলিম সৈন্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানুষ সকল! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে তোমরা আমার ভাই হাকামকে তোমাদের আমীর বানাবে।

যদি সে শহীদ হয়ে যায় তাহলে আমার ছেলে ওহাবকে তোমাদের আমীর বানাবে।

যদি সেও শহীদ হয়ে যায় তাহলে তার ভাই মালিককে তোমাদের আমীর বানাবে।

যদি সেও শহীদ হয়ে যায় তাহলে তার ভাই জাব্রকে তোমাদের আমীর বানাবে।

যদি সেও শহীদ হয়ে যায় তাহলে মুছান্না বিন হারিসা আশ্‌শায়বানীকে তোমাদের আমীর বানাবে।

এরপর মুসলমানগণ পানির স্রোতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

* * *

উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু মুসলমান সৈন্যরা এর আগে এ রকম যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। কেননা পারস্য সৈন্যরা তাদের অগ্রভাগে হাতিগুলো প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করল।

তারা হাতিগুলোর পিঠে খেজুর গাছের ঢাল জমা করে রাখল এবং তাঁদের গলায় বিশাল ও ভয়ঙ্কর আওয়াজের ঘণ্টা লাগিয়ে দিল।

এতেকরে প্রতিটি হাতিকে একেকটি চলন্ত পাহাড় মনে হচ্ছিল।

হাতিগুলো দেখে ভয়ে মুসলমানদের অশ্বগুলো সামনের দিকে যাচ্ছিল না। কারণ তারা ইতঃপূর্বে এ অদ্ভূত প্রাণীটি দেখেনি। আর তাই ঘোড়াগুলোকে যতই সামনের দিকে হাঁকাচ্ছে সেগুলো সামনের দিকে যাচ্ছে না; বরং পেছনের দিকে পালাতে শুরু করছে।

তখন আবু উবাইদা রা. নিশ্চিত হলেন, যে করেই হোক হাতিগুলোর এক ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে যুদ্ধে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

আর তাই তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা হাতিগুলোর শুঁড় কেটে দাও এবং হাতির ওপরে থাকা আরোহীদের ফেলে দাও। আর সেগুলোকে হত্যার করার জন্যে জায়গা মতো আঘাত কর।

আমি তোমাদের সামনে আছি।

তিনি তাঁর কথা শেষ করেই একটি বড় হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর বেল্টে আঘাত করে তাঁর আরোহীকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

কিন্তু হাতি তাঁর শুঁড় দ্বারা তাকে জামিনে এক আছাড় দিল। এতে তিনি চিরতরে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে শহীদী কাতারে নিজের নাম লিখালেন।

* * *

আবু উবাইদা রা. শহীদ হওয়ার পর তাঁর ভাই হাকামের হাতে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা আসল। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

এরপর তাঁর বড় ছেলে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। তিনিও তাঁর বাপ-চাচার মতো শহীদ হয়ে গেলেন।

এরপর তাঁর মেঝো ছেলে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

এরপর তাঁর ছোট ছেলে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। তিনিও তাঁদের সকলের মতো শহীদ হয়ে গেলেন।

আর এরই মধ্য দিয়ে গত রাতে আবু উবাইদা রা.-এর স্ত্রী যে স্বপ্নটি দেখেছেন তা বাস্তবায়িত হলো।

* * *

মুসলমানগণ এ যুদ্ধে ভালোভাবে লড়াই করতে পারেননি। যে যুদ্ধটি ইতিহাসে ওক্‌য়াতুল জিস্‌র নামে পরিচিত।

এ যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের মনে পারস্যদের ভয় ঢুকে গেছে।

আর এতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে।

কিন্তু এর কিছু দিন পর ইসলামী ইতিহাসের স্মরণীয় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যে যুদ্ধ কাদিসিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। আর সেই যুদ্ধে মুসলমানগণ পারস্যদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ নিয়েছে এবং পারস্য সৈন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে পরাজিত করেছে।

এ সাহাবীর জীবনীর পূর্বে আমরা ক্বা'ক্বা বিন আমর রা.-এর জীবনীতে সেই কাদিসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কেই আলোচনা করেছি।[১৪]

---

[১৪] তথ্যসূত্র

১. তারীখুত্ ত্বাবারী-২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.।
২. তারীখু খলিফাতুবনি খয়্যাত-১ম খণ্ড, ২২ পৃ.।
৩. আস্ সিরাতু লি ইবনি হিব্বান-১ম খণ্ড, ৪৫২ পৃ.।
৪. তারীখুল ইসলাম-১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃ.।
৫. মু'জামুল বুলদান-২য় খণ্ড, ১৪০ পৃ. ও ৪র্থ ৩৪৯ পৃ.।
৬. আল ইসাবা-৪র্থ খণ্ড, ১৩০ পৃ.।
৭. আল ইসতিআ'ব-৪র্থ খণ্ড, ১২৪ পৃ.।
৮. উস্‌দুল গবাহ্-৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৫ পৃ.।

যোবায়ের বিন আওয়াম রা.

"নিশ্চয়ই ফেরেশতারা যোবায়েরের আকৃতি ও সাজে অবতরণ করেছে"

[বদরের দিন রাসূল ﷺ একথাটি বলেছিলেন]

এ অশ্বারোহী কে?

যিনি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসায় মক্কায় তরবারি হাঁকিয়ে মানুষের কাতার দু' খণ্ড করে দিয়েছিলেন।

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের পক্ষে প্রথম তরবারি ধরেছিলেন।

তিনি কে যাকে ওমর বিন খাত্তাব রা. মিসরে মুসলমানদের সহযোগিতা করার জন্যে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে এক হাজার সৈন্যের সাথে তুলনা করেছেন?

তিনি এক হাজার সৈন্য থেকেও উত্তম ছিলেন!

তিনি কে?

তিনি যোবায়ের বিন আওয়াম রা.। যিনি রাসূল ﷺ-এর হাওয়ারী ছিলেন। হাওয়ারী শব্দের অর্থ সঙ্গী। রাসূল ﷺ তাকে নিজের হাওয়ারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

* * *

যোবায়ের রা. কোরাইশ বংশের উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট লোকদের একজন ছিলেন।

তাঁর নসব ও রাসূল ﷺ-এর নসব "কুসাই বিন কিলাব"-এর নিকটে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

তাঁর মা সফীয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাসূল ﷺ-এর ফুফু ছিলেন।

আর তাঁর ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাসূল ﷺ-এর সম্মানিত ও পবিত্র বিবিদের একজন ছিলেন। যিনি বিবিদের মধ্যে প্রথম ছিলেন।

* * *

যোবায়ের রা. রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পনের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর বুঝ হওয়ার পূর্বেই তাঁর বাবা এক যুদ্ধে মারা গেছেন। তাঁর দাদা এর কিছু দিন আগেই মারা গেছেন।

এতে তিনি ইয়াতীম হয়ে জীবন কাটাতে শুরু করলেন।

* * *

তাঁর মা সফীয়্যা রা. তাঁর দেখা-শুনা করতে লাগলেন।
তিনি তাঁকে খুব রূঢ় শাসনে লালন পালন করেছিলেন।
যার কারণে তিনি তাঁর প্রতিটি কাজের খুব হিসাব নিতেন আর ভুল করলে তিনি তাঁকে কঠিন শায়েস্তা করতেন।
এমনকি তাঁর চাচা নওফাল একদিন তাঁর মাকে বলল, এভাবে কি কেউ সন্তানকে প্রহার করে! তুমি তো তাকে বিদ্বেষিণীর মতো মারছ।
তখন তাঁর মা জবাবে বললেন,

مَنْ قَالَ اَبْغَضْتُهُ فَقَدْ كَذَبْ

وَاِنَّمَا اَضْرِبُهُ لِكَيْ يَلِبْ

يَهْزِمَ الْجَيْشَ وَيَأْتِيْ بِالسَّلَبْ

অর্থ-

ঘৃণা করি তারে, অপবাদে মোরে, জড়াবে যে,
জঘণ্য আকারে, আমার ব্যাপারে, মিথ্যা বলিল সে।
তার প্রতি আদরে, প্রহার করেছি তারে, যেন শক্তিতে সে,
যুদ্ধের ময়দানে, ছিনিয়ে আনে, শত্রুদের যা আছে।

* * *

আরব ভূখণ্ডে ইসলামের নূর আগমন করলে যোবায়ের বিন আওয়াম ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হলেন।
আবু বকর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পরের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর।

* * *

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁকে অনেক বেশি অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু শত অত্যাচার তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি, আর পারেনি তাঁর ঈমানকে দুর্বল করতে।
তাঁর চাচা নাওফাল তাঁর চারদিকে মাদুর বিছিয়ে দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিত।
এতে শরীরে আগুনের তীব্র তাপ লাগত। তাঁর নাকে-মুখে ও চোখে ধোঁয়া ঢুকে যেত। এমনকি মনে হতো সে আগুনের তীব্র তাপ ও ধোঁয়ার কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

তাঁর চাচা তাঁকে মারাত্মকভাবে প্রহার করত। যখন তিনি দুর্বল হয়ে যেতেন তখন তাঁকে শিরকের দিকে ফিরে যেতে বলত।

যোবায়ের প্রতিউত্তরে বলতেন- আমি কখনো কুফরী করব না।

* * *

যখন মুসলমানগণ প্রথম হাবশায় হিজরত করেছেন তখন যোবায়ের বিন আওয়াম রা. তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি ও তাঁর ভাই ন্যয়নীতিবান বাদশাহ্ নাজ্জাসীর রাজ্যে খুব নিরাপদে থাকতে শুরু করলেন।

তাঁরা সেখানে নির্ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে দিন কাটাতে লাগলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল এক লোক নাজ্জাসীর রাজ্যে নিজেকে রাজা দাবি করল। এমন সময় নাজ্জাসী ও তাঁর লোকেরা ওই লোককে প্রতিহত করতে বের হলেন।

মুসলমানগণ সেদিন খুব ভয় পেয়ে গেল। যদি না আবার নাজ্জাসীর ওপর ওই লোকটি বিজয় লাভ করে। কেননা তাহলে মুসলমানগণ আর হাবশা থাকতে পারবে না।

উম্মে সালামা রা. বলেন: আল্লাহর শপথ! আমাদের জানা নেই যে, ওই দিনের থেকে বেশি আমরা আর কোনো দিন এত চিন্তিত হয়েছি কি না। আমরা ভয় করছিলাম যদি না আবার লোকটি নাজ্জাসীর ওপর বিজয়ে হয়ে যায়। আর এতে সে আমাদেরকে আমাদের এলাকায় ফিরিয়ে দেবে।

তখন রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা বললেন, কে আছে এমন যে 'নাইল' অতিক্রম করবে এবং আমাদেরকে যুদ্ধের অবস্থা জেনে অবগত করবে?

যোবায়ের বিন আওয়াম রা. বললেন, আমি।

সে তখন কম বয়সী যুবক ছিল।

উম্মে সালামা রা. বলেন: আমরা তাকে একটি পাত্রে বাতাস ভরে দিলাম। সে তা তার বুকে বেঁধে নিল।

তারপর সে সাঁতার দিয়ে নায়ল পার হয়ে ওপারে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে পৌঁছল।

অন্যদিকে আমরা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে নাজ্জাসীর জন্যে দোয়া করতে লাগলাম। যাতেকরে তিনি তাঁর শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেন।

এমন সময় আমাদের নিকটে যোবায়ের এসে বলল, তোমরা কি সুসংবাদ গ্রহণ করবে না!......?

নাজ্জাসী বিজয় লাভ করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করেছে। উম্মে সালামা রা. বলেন: এ সংবাদ শুনে আমরা এত বেশি খুশি হয়েছি যে, আমাদের জানা নেই আমরা এর থেকে বেশি খুশি আর কোনো দিন হয়েছি কি না।

* * *

যোবায়ের বিন আওয়াম রা. যখন হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন তখন থেকে তিনি তাঁর যৌবন ও বীরত্ব আল্লাহর পথে কাটাতে লাগলেন।

একদিন মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করতে গিয়ে বলল, রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্যে আটক করা হয়েছে।

একথা শুনে এ মহান যুবক তাঁর নাঙ্গা তরবারি নিয়ে ছুটলেন।

তিনি মানুষের কাতারকে ভেঙে সামনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং মক্কার উঁচু জায়গায় যেখানে রাসূল ﷺ ছিলেন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে দেখে বললেন, হে যোবায়ের তোমার কি হয়েছে?

তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনাকে আটক করা হয়েছে।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্যে ও তাঁর তরবারির জন্যে দোয়া করলেন।

আর এ কারণে তিনি ছিলেন ইসলামের পক্ষে প্রথম তরবারি নাঙ্গাকারী।

* * *

যখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মদিনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন তখন মুসলমানগণ একের পর এক মদিনায় হিজরত করতে শুরু করলেন। তবে প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে হিজরত করেছেন, কিন্তু তিন জন মুসলমান এমন ছিলেন যারা সবার সামনে প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন।

শুধু তাই নয়; বরং তাঁরা মক্কার মুশরিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

তারা হচ্ছেন...........

রাসূল ﷺ-এর খলীফা ওমর বিন খাত্তাব রা.।

রাসূল ﷺ-এর চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা.।

রাসূল ﷺ-এর হাওয়ারী যোবায়ের বিন আওয়াম রা.।

* * *

বদরের মুসলমানদের মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল। আর ওই দু'টি ঘোড়ার একটি ছিল যোবায়ের বিন আওয়ামের।

তিনি ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ে বসলেন আর মাথায় হলুদ পাগড়ি পরলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বদরের ময়দানে সাহায্য করতে যে সকল ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন, রাসূল ﷺ দেখলেন তাঁদের প্রত্যেকের মাথায় হলুদ পাগড়ি।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই ফেরেশতারা যোবায়েরের আকৃতি ও সাজে অবতরণ করেছে।

* * *

যোবায়ের রা. বদরের যুদ্ধে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর সাথে কোরাইশদের অনেক বীরেরা লড়াই করতে এগিয়ে আসে তিনি সবাইকে তাঁর তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন।

তাকে সবচেয়ে আর্শ্চয করে ওই বিষয় যে, তাঁর হাতে নিহত ব্যক্তিদের একজন হচ্ছে তাঁকে নির্যাতনকারী তাঁর চাচা মাদুরওয়ালা নাওফাল বিন খুওয়াইলিদ।

* * *

উহুদের যুদ্ধে যোবায়ের রা. রাসূল ﷺ-এর হাতে মৃত্যুবরণ করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

যখন যুদ্ধ খুব মারাত্মক আকার ধারণ করেল এবং মুসলমানগণ সবদিক থেকে আঘাত খেতে শুরু করল তখন রাসূল ﷺ দেখলেন এক লোক মুসলমানদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মুসলমানদেরকে মারাত্মকভাবে আঘাত করছে।

রাসূল ﷺ যোবায়ের রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে যোবায়ের! এর দিকে যাও।

রাসূল ﷺ-এর কথা শেষ হবার সাথে সাথে তিনি ওই লোকটির ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তিনি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকে চড়ে বসলেন। এরপর তাকে হত্যা করলেন।

আর তখন রাসূল ﷺ তাঁর জন্যে নিজের মা-বাবাকে উৎসর্গ করলেন।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধে যখন মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে ঘিরে ফেলার অবস্থা হয় তখন তিনি মুশরিকদের ওপর এমন কঠিন আক্রমণ করেন যে, তা তাদেরকে পিছু হঠতে বাধ্য করল।

আর এতে মুশরিকরা তাঁদের এক নেতার কাছে এ অশ্বারোহীর ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং জিজ্ঞাসা করে হলুদ পাগড়ি পরহিত এ ব্যক্তি কে?
তখন ওই নেতা বলল, এ হচ্ছে যোবায়ের বিন আওয়াম। আমি লাত ও উজ্জার শপথ করে বলছি, সে তোমাদের কাতারকে ভেঙে দেবে। সুতরাং তোমরা তাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাক।
যোবায়ের রা. তাদের সে কথা মিথ্যা হতে দেননি।
তিনি মুশরিকদেরকে তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে না দিয়ে তাদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে চতুর্দিকে এলোমেলো করে দিলেন।

* * *

যোবায়ের রা. রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কোনো যুদ্ধেই তিনি পিছু হটেননি। আর ইসলামের জন্যে আল্লাহ যতটুকু কষ্ট তাকে বহন করাতে চাইলেন তিনি ততটুকু কষ্ট বহন করেছেন।
এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন দেখা যেত।
রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পরও তিনি সাহসিকতার সাথে ইসলামের পক্ষে তরবারিকে উন্মুক্ত রেখেছেন।
আর তাঁর বীরত্বের কথা জানার জন্যে আমরা মিসর বিজয়ের অভিযান সম্পর্কে জানলেই যথেষ্ট হবে।

* * *

আমর বিন আ'স রা. সাড়ে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মিসর বিজয় করার ইচ্ছা করলেন।
যখন তিনি কিনানা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর আরো সাহায্যের প্রয়োজন। আর তাই তিনি ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর নিকট সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠালেন।
ওমর বিন খাত্তাব রা. তাঁর চারদিকে তাকিয়ে যোবায়ের বিন আওয়ামের থেকে উত্তম আর কাউকে পাননি।
ওই দিকে যোবায়ের রা. তখন আন্তাকিয়ার যুদ্ধ করার ইচ্ছা করেছিলেন।
ওমর বিন খাত্তাব রা. তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার কি মিসরের কর্তৃত্ব প্রয়োজন আছে?
তিনি বললেন, আমার তা কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আমি আল্লাহর পথে মুজাহিদ ও মুসলমানদের সহযোগী হিসেবে বের হব।

যদি আমি দেখি আমর বিন আ'স মিসর জয় করে ফেলেছেন তাহলে আমি তার কাজে হাত দেব না; বরং অন্যকোনো দিকে যাব আর সেখানেই নিজেকে ব্যস্ত রাখব। আর যদি আমি তাকে জিহাদ করতে দেখি তাহলে আমি তার সাথে জিহাদে অংশ নিব।

* * *

ওমর বিন খাত্তাব রা. চার হাজারের একটি কাফেলা তৈরি করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যোবায়ের বিন আওয়াম, মিক্দাদ বিন আল আসওয়াদ, উবাদাহ্ বিন সামিত ও মাসলামাহ্ বিন মুখাল্লাদ রা.।

এরপর ওমর বিন খাত্তাব রা. আমর বিন আ'স রা.-এর নিকটে লিখে পাঠালেন-

আমি তোমাকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করেছি। আর এদের প্রতি হাজারে এমন একজন লোক আছেন, যিনি এক হাজার সৈন্যের সমতুল্য।

* * *

যোবায়ের রা. আমর বিন আ'স রা.-এর নিকটে পৌছে দেখলেন তিনি ফুস্তাতের বাবিলয়ূন দুর্গকে অবরোধ করেছেন।

যোবায়ের রা. তাঁর বাহনে চড়ে দুর্গের চারদিকের অবস্থা পরিদর্শন করলেন। এরপর তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে জায়গায় জায়গায় অবস্থান করালেন, কিন্তু অবরোধের সময় দীর্ঘ হতে লাগল।

তখন মানুষ বলতে লাগল- দুর্গের ভেতরে মহামারী আক্রমণ করেছে।

যোবায়ের রা. তাঁদের একথার জবাবে বললেন, আমরা আক্রমণ ও মহামারী উভয়ের জন্যে এসেছি।

যখন শহরটি বিজয় হতে অনেক সময় নিতে লাগল এবং মুসলমানরা এতে খুব বিরক্ত হয়ে গেল। তখন যোবায়ের বিন আওয়াম রা. বললেন, আমি আমাকে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করলাম। আর আমি আশা করি এ ওসীলায় আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

* * *

যোবায়ের রা. নিজেকে প্রস্তুত করলেন এবং তাঁর লোকদেরকে আদেশ দিলেন যখন তিনি তাকবীর দেবেন তখন সবাই এক সাথে তাঁকে অনুসরণ করবে।

তিনি দুর্গের প্রাচীরের নিকটবর্তী হলেন। কিছু সময় পার না হতেই তিনি দ্রুত গতিতে প্রাচীরের উপরে ওঠে গেলেন।

এরপর তিনি আল্লাহু আকবার......

আল্লাহু আকবার..... ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

সাথে সাথে হাজার হাজার সৈন্য এক সাথে আল্লাহু আকবার বলে তাঁর পেছনে ছুটে আসল।

তাকবীর ধ্বনিতে মুশরিকদের অন্তরে কম্পন শুরু হয়ে গেল।

যোবায়ের রা. নিজে দুর্গের ভেতরে লাফ দিয়ে ঢুকে গেলেন।

তার সাথে সাথে হাজার সৈন্য দুর্গের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারা তাঁদের তরবারি দিয়ে রোম সৈন্যদের ঘাড়ে আঘাত করা শুরু করলেন।

যোবায়ের রা. ও তাঁর কিছু সৈন্যরা দুর্গের ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়ে তা বিজয় করলেন।

তারা দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে বজ্রের ন্যায় তাদের ওপর আঘাত হানলেন। মহান আল্লাহ তাঁর শত্রুদেরকে কঠিনভাবে পরাজিত করেছেন আর মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন।

আর তখন ঘোষণা করা হলো- অত্যাচারী যালিমরা দূরীভূত হোক।[১৫]

---

[১৫] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ৫৪৫ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-৫ম খণ্ড, ৫৮০ পৃ.।
৩. সিয়ারাতুবনি হিশাম-১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ.।
৪. সিয়ারাতু আ'লামিন নুবালা-১ম খণ্ড, ৪১ পৃ.।
৫. উস্‌দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফওয়াহ্-১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃ.।
৭. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ৮৯ পৃ.।
৮. দায়িরাতুল মাআ'রিফিল ইসলামিয়্যাহ্-৮০তম খণ্ড, ৩৩৯ পৃ.।
৯. আল আ'লাম-৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃ.।
১০. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৩য় খণ্ড, ১০০ পৃ.।
১১. আল আওয়ায়িল-৪৬ পৃ.।
১২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।

সিমাক বিন খরাশাহ্ রা.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরবারি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে অনেক মুহাজির ও অশ্বারোহী আনসারদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহরে তখন শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্যে মুসলমানগণ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মুখে মুখে তখন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা চলছিল।

সকল সাহাবীদের ইচ্ছা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও বর্ম পরিধান করে মানুষের মাঝে নেমে পড়লেন। তিনি তাঁর ও তাঁর রবের শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন।

যখনি যুদ্ধের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি ফিরল তখন তাঁদের অন্তরে আত্মমর্যাদার আগুন জলে উঠল...................

সাহসিকতা ও দৃঢ়-সংকল্প তাঁদের অন্তরে স্থান করে নিল...............

শুধু তাই নয়, আনসার ও মুহাজিরদের সন্তান যারা এখনো নিজের জীবনের পনেরটি বছর পার করেননি তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাজির হলেন। তাঁরা তাঁদের শরীরকে ছোট ছোট পাগুলোর বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর টান টান করে দাঁড় করিয়ে যতটুকু সম্ভব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনের নিজেদেরকে লম্বা করে পেশ করলেন। তাঁরা তাঁদের বুক ও সিনাকে টান টান করে দীর্ঘ আকারে লোকদের মাঝে অবস্থান নিলেন যাতেকরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের আশা তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে জিহাদ করবেন। আর এতে শহীদ হওয়ার পথ অতিনিকটে চলে আসবে।

কিন্তু তাঁদের অনেককে বয়স কম হওয়ার কারণে আল্লাহর রাসূল ফিরিয়ে দিলেন। আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদের অংশগ্রহণ করতে না পারার কষ্টে তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

এটা ছিল ইসলামে প্রথম যুদ্ধ যার কারণে উত্তেজনা একটু বেশিই ছিল। এ প্রথম মুসলমানগণ আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলায় জিহাদ করতে যাবেন। তাছাড়া তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ করবেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ চলে এসেছে। অনেকে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন।

* * *

মুজাহিদদের বাহিনী প্রস্তুত করার পর রাসূল ﷺ তাঁর তরবারি উত্তোলন করে বললেন, কে আমার তরবারি গ্রহণ করবে?

তখন অনেকেই তাঁদের হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রত্যেকের ইচ্ছা ছিল রাসূল ﷺ তারবারি গ্রহণ করে বিজয় হবেন।

কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি আবার বললেন, কে আমার তরবারির হক্বসহ (যথাযথ মর্যাদাসহ) গ্রহণ করবে?

তখন ওমর বিন খাত্তাব ও যোবায়ের বিন আওয়াম রা.-এর মতো মহান সাহাবীরা তরবারি নিতে দাঁড়ালেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁদের হাতেও তরবারি দিলেন না।

এরপর সিমাক বিন খরাশা রা. রাসূল ﷺ-এর তরবারি নিতে এগিয়ে আসলেন। যিনি আবু দুজানা নামে পরিচিত।

তিনি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারবারির হক্ব (যথাযথ মর্যাদা) কি?

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত অথবা তুমি শহীদ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে যাবে।

এতে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর হক্বসহ গ্রহণ করব।

তখন রাসূল ﷺ তাঁকে তরবারিটি প্রদান করলেন।

* * *

আবু দুজানা রা. রাসূল ﷺ-এর তরবারি গ্রহণের মাধ্যমে একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করলেন। যা অন্য কেউ লাভ করতে পারেনি।

এরপর তারা দু'জনে একে অপরকে আঘাত করা শুরু করল। তার আঘাতে আবু দুজানার ঢাল ভেঙে গেল। আর আবু দুজানার আঘাতে সে মরণ উপযুক্ত আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং তার থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। অবশেষে সে মারা গেল।

এরপর সে রাসূল ﷺ-এর দেয়া তরবারি নিয়ে শত্রুদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল।

আমি তাকে কখনও ডান দিক থেকে, আবার কখনও বাম দিক থেকে, আবার কখনও সামনের থেকে, আবার কখনও পেছনের থেকে দেখতে লাগলাম।

* * *

যোবায়ের বিন আওয়াম রা. বলেন:

এরপর আবু দুজানাহ্ দেখল এক লোক মুশরিকদের সারিতে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করছিল।

তখন আবু দুজানা ওই লোকটির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সে তার ঘাড়ে তরবারি হাঁকাল।

কিন্তু তরবারি মাথায় আঘাত করার পূর্বেই সে ফিরিয়ে নিল।

তখন আমি তার কাছে গিয়ে তাকে তরবারি ফিরিয়ে নেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বলল, আমি চিনতে পারলাম লোকটি মূলত আবু সুফ্য়ানের নিয়ে আসা এক মহিলা।

তখন আমি রাসূল ﷺ-এর তরবারি দ্বারা নারী হত্যা করা থেকে বিরত থেকে রাসূল ﷺ-এর তরবারির সম্মান করলাম।

যোবায়ের বিন আওয়াম রা. বলেন:

তখন আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহ্র রাসূল তাঁর তরবারিটি উপযুক্ত স্থানে রেখেছেন।

আমি বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রতিটি বিষয়ে ভালো জানেন।

* * *

আবু দুজানাহ্ রা. রাসূল ﷺ-এর দেয়া তরবারি দ্বারা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নেতৃত্বে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

আর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি নিজেকে ও রাসূল ﷺ-এর দেয়া তরবারিকে তাঁর খলীফা আবু বকর রা.-এর আনুগত্যে রাখলেন।

* * *

যখন বনূ হানিফ গোত্র মুরতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা একত্রে সকলে আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে মুসায়লামাতুল কায্যাবকে অনুসরণ করল তখন আবু বকর রা. তাদেরকে প্রতিহত করতে একটি বড় দল প্রস্তুত করলেন।

সেই দলে অনেক বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবী ছিলেন।

আর তাঁদের মধ্যে আবু দুজানা রা. অগ্রভাগেই ছিলেন।

এরপর আবু বকর রা. এ যুদ্ধের ঝাণ্ডা খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর হাতে তুলে দিলেন।

* * *

মুসলিম সৈন্যদের সাথে মুসায়লামার সৈন্যদের তীব্র যুদ্ধ শুরু হলো।

প্রথমদিকে মুসায়লামা বাহিনীর তীব্র আক্রমণে মুসলমানগণ একটু পরাস্ত হলো। উভয়ের মাঝে যুদ্ধ চরম থেকে চরম আকার ধারণ করল। নিহতের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মুসলমানদের সাহসী আক্রমণে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেল এবং যুদ্ধ তাঁদের অনুকূলে চলে আসল।

মুসলমানদের তীব্র আক্রমণে মুরতাদরা তাদের বাগানে পলায়ন করতে বাধ্য হলো। যে বাগানটি ইসলামী ইতিহাসে হাদীকাতুল মাউত নামে পরিচিত। হাদীকা অর্থ বাগান আর মাউত অর্থ মৃত্যু। মৃত্যুপুরী বাগান নামে এ বাগানটি ইসলামী ইতিহাসে পরিচয় লাভ করে।

তারা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে বাগানের ফটক বন্ধ করে দিল ।

ফটক বন্ধ করায় অনেক চেষ্টা করেও মুসলমানরা ভেতরে আক্রমণ করতে পারছিল না।

কিন্তু বারা বিন মালিক আল আনসারী রা.-এর সাহসী ভূমিকায় অবশেষে মুসলমানরা বাগানের ফটক খুলতে সক্ষম হলো।

বাগানের ফটক খোলার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যরা পানির স্রোতের মতো ঢুকে পড়ল।

মুসলমানদের কেউ কেউ বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে আর কেউ কেউ দেয়ালের ওপর থেকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে।

আবু দুজানা দেয়ালের ওপর থেকে তীর নিক্ষেপকারীদের একজন ছিলেন।

* * *

আবু দুজানা এ উঁচু দেয়াল থেকে ভেতরে লাফ দিলেন।

এতে তাঁর এক পা ভেঙে গেল। তিনি তাঁর সুস্থ পা দিয়ে মুরতাদদের সারি একের পর এক অতিক্রম করে মুসায়লামাতুল কায্যাবের নিকটে পৌঁছে গেলেন।

এরপর তিনি মুসায়লামাতুল কায্যাবকে তারবারি দ্বারা আঘাত করলেন।

অন্যদিকে ওয়াহ্শী বিন হারব মুসায়লামাতুল কায্যাবকে তাঁর বর্শা দ্বারা আঘাত করলেন।

এতে মুসায়লামাতুল কায্যাব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং আল্লাহর এই শত্রুর শরীরের রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করল।

* * *

মুসায়লামাকে হত্যা করার কারণে তাঁর সৈন্যরা আবু দুজানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারা তাঁকে তীর ও তরবারি দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

আবু দুজানাও পাল্টা আঘাত করলেন, কিন্তু আঘাত খেতে খেতে তাঁর পা অকেজো হয়ে গেল।

এরপর শত শত তরবারি ও বর্শার আঘাতে তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল।

অবশেষে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা থেকে জান্নাতী শরবত পান করলেন।

* * *

কিন্তু আবু দুজানা রা. শহীদ হওয়ার পূর্বে মুসলমানদেরকে ইয়ামামার এ ভূমিতে ইসলামের পতাকা উড়াতে দেখে গেছেন।[১৬]

---

[১৬] তথ্য সূত্র

১. নিয়াহাতুল আরব-১৭তম খণ্ড, ৮৮ পৃ.।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪র্থ খণ্ড, ১৫ পৃ. ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃ.।
৩. আল মুসতাদরক-৩য় খণ্ড, ২৫৫ ও ২৫৬ পৃ.।
৪. কানযুল উম্মাল-১৩তম খণ্ড, ৩৬০ পৃ.।
৫. আল মাআ'রিফু লি ইবনি কুতাইবা-২৭১ পৃ.।
৬. আল ইবরু-১ম খণ্ড, ১৪ পৃ.।
৭. আল মাগাজী লিল ওয়াকিদি-৬০ পৃ.।
৮. হায়াতুস্ সাহাবা-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৯. আত্ ত্বাবারী-৩য় খণ্ড, ১৩৯৭ পৃ.।
১০. আস্ সিরাতুল হুলবিয়্যাহ-২য় খণ্ড, ৪৯৭ ও ৫০১ পৃ.।
১১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃ.।
১২. আল মুহাব্বার-৭২ পৃ.।
১৩. আল ইসাবা-৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃ.।
১৪. আল ইসতিআ'ব-৪র্থ ৫৮ পৃ.।
১৫. উস্দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ৪৫১ পৃ.।
১৬. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৩য় খণ্ড, ৫৫৬ পৃ.।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.

"হে আল্লাহ! খালিদ বিন ওয়ালিদ তোমার পথে বাধা প্রদান করার মতো যা কিছু অতীতে করেছে তাঁর জন্যে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও"।

[মুহাম্মাদ ﷺ]

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর জীবনী ইসলামের ইতিহাসে একটি সম্মানিত অধ্যায়।

তাঁর জীবনী সাহসিকতা ও বীরত্বে ভরপুর হয়ে আছে। যাতে ঈমান ও পৌরষত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মাখজুম গোত্রের লোক ছিলেন।

আর মাখজুম গোত্র কোরাইশ বংশের একটি উল্লেখযোগ্য গোত্র।

তিনি এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠলেন, যে পরিবারটি সমাজে মর্যাদাগতভাবে অনেক উচ্চ অবস্থানে ছিল এবং ধন-সম্পদেও যাদের কোনো অভাব ছিল না।

তাঁর চাচা হিশাম, যিনি হারবুল ফিজারে বনূ মাখজুমের সেনাপতি ছিলেন।

তাঁর চাচা হিশামের মৃত্যুতে আরবরা এত বেশি দুর্বল হয়ে গেল যেমন বৃদ্ধ কালে হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

মক্কার লোকেরা তাঁর চাচার মৃত্যুর শোকে তিন বার বাজার বসানো থেকে বিরত ছিল।

তার আরেক চাচা ফাকিহ্ বিন মুগীরাহ্ যিনি আরবের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবানদের একজন ছিলেন। তার এমন একটি ঘর ছিল যা শুধু তিনি মেহমানদের জন্যে তৈরি করেছিলেন। যে কোনো লোকের জন্য তা উন্মুক্ত ছিল।

তিনি এত বেশি পরিমাণ সোনা, রূপা, ধন-সম্পদ ও দাস-দাসীর মালিক ছিলেন যা অন্য কারো ছিল না।

তার বাবাও অনেক বড় ধনী ছিল। সে এত বড় ধনী ছিল যে, প্রতি দুই বছরে এক বছর সে একাই কা'বা শরীফের গিলাফ লাগানোর ব্যয়ভার বহন করত। আর অন্য বছর কোরাইশরা সবাই মিলে এর ব্যয়ভার বহন করত।

এভাবে কা'বার গিলাফ লাগানোর খরচ এক বছর সে বহন করত আর অন্য বছর কোরাইশরা বহন করত।

যার কারণে তাকে রায়হানে কোরাইশ বলা হত। রায়হানে কোরাইশ অর্থ- কোরাইশদের সুগন্ধি ফুল।

তার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-

ذَرْنِیْ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِیْدًا وَّ جَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا وَّ بَنِیْنَ شُهُوْدًا وَّ مَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِیْدًا.

"যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি, সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, এবং খুব সচ্ছলতা দিয়েছি।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির : ১১, ১২, ১৩, ১৪]

খালিদ রা.-এর বাবা ধারণা করত- সে নিজে নবী হওয়ার অধিক যোগ্য লোক এবং কুরআন নাযিল হওয়ার জন্যে সেই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.

"তারা বলে কুরআন কেন দু' জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না"। [সূরা আয্-যুখরুফ : ৩১]

এমন ধনী ও মর্যাদাবান পরিবারে খালিদ বিন ওয়ালিদ জন্মগ্রহণ করেছেন।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ একজন দীর্ঘকায় লোক ছিলেন এবং তাঁর গায়ের রং প্রায় শুভ্র ছিল।

তাঁর চেহারার সাথে ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর চেহারার অধিক মিল ছিল। এমনকি কেউ দূর থেকে তাঁদের দু'জনকে দেখলে ধাঁধায় পড়ে যেত।

* * *

রাসূল ﷺ যখন নবুওয়াত নিয়ে আবির্ভাব করেন তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তরুণ ছিলেন।

তিনি রাসূল ﷺ-এর দ্বীনের দাওয়াতে সাড়া দেয়া থেকে নিজেকে অনেক দূরে রেখেছেন।

কেননা তিনি দেখলেন এ নতুন ধর্মের সাথে তাঁর পরিবারের বিশ্বাসকৃত ধর্মের মাঝে অনেক ব্যবধান............।

তাছাড়াও এর নেতৃত্বে নতুন এক লোক যা তাঁর বাবার নেতৃত্বের জন্যে হুমকি।

যার কারণে তিনি ও তাঁর ভাই উমারাহ্ বিন ওয়ালিদ বাবার নেতৃত্বে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন।

* * *

তার ভাই উমারাহ্ বিন ওয়ালিদ রা. বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে থেকে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হলে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন।

রাসূল ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে প্রত্যেক বন্দির মুক্তির জন্যে প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান অনুসারে মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন।

কিন্তু আবু উমারা রা.-এর পিতার আর্থিক অবস্থা ও ইসলামের বিরুদ্ধে তার কঠিন অবস্থানের কারণে তাঁরা তাঁর মুক্তিপণ কত নির্ধারণ করবে এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁর মুক্তিপণ চার হাজার দেরহাম নির্ধারণ করা হয়।

রাসূল ﷺ এ মর্মে আদেশ করলেন যে, তাঁর বাবার প্রশস্ত বর্ম, তরবারি ও শিরাস্ত্রণ (হেলমেট) ব্যতীত তাঁর মুক্তিপণ নেয়া যাবে না।

তাঁর মুক্তিপণ নিয়ে এভাবে দর কষাকষি চলছিল, তখনো তিনি তাঁর বাপ-দাদার ধর্মেই অটল ছিলেন।

যখন মুক্তিপণ আদায় করে তাঁকে মুক্ত করে নেয়া হলো এবং তিনি তাঁর পরিবারে ফিরে আসলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। যদিও তাঁর সমাজ কেউ এটা মেনে নিতে রাজি ছিল না।

মুশরিকরা তাঁর কাজে খুব আশ্চর্য হলো।

তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল- তোমার মুক্তিপণ আদায় করার পূর্বে তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারনি?

তখন তিনি বললেন, আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হচ্ছিল যে, কেউ আমাকে বলবে আমি বন্দি হওয়ার কারণে ভয় পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

উমারা বিন ওয়ালিদ এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি।

* * *

উহুদের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছিলেন। মুশরিকরা তাদের ডান বাহিনীর ঝাণ্ডা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল।

উহুদের যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানদের বিজয় আসলেও পরে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর কৌশলগত তীব্র আক্রমণে মুসলমানগণ দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলেন এবং ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

তাঁর এ সাহসী ও তীব্র আক্রমণের কারণে আবু সুফ্য়ান খুব খুশি হয়ে বললেন, এ দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ।

* * *

খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকরা তাদের সৈন্যদেরকে কয়েক দলে ভাগ করল। এরপর কোন দল কাকে এবং কোথায় আক্রমণ করবে তা নির্ধারণ করে দিল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর হাতে রাসূল ﷺ-কে আক্রমণ করার দায়িত্ব পড়ল।

উসাইদ বিন হুদাইর রা. যদি রাসূল ﷺ-এর প্রহরী ও সৈন্যদেরকে সতর্ক না করতেন তাহলে খালিদ কিন্তু রাসূল ﷺ-কে আক্রমণ করে ফেলতেন।

* * *

হুদাইবিয়ার বছর রাসূল ﷺ প্রায় পনের শত সাহাবী নিয়ে ওমরা করার জন্যে মক্কার দিকে রওনা হলেন। যাত্রা শুরু করার সময় সাহাবীগণ তরবারি ব্যতীত আর কিছুই সাথে নেননি।

রাসূল ﷺ-এর আগমনের কথা শুনে মুশরিকরা ভয় পেয়ে গেল। তাঁরা খালিদ বিন ওয়ালিদকে দুই শত অশ্বারোহীসহ রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করল।

খালিদ রা. রাসূল ﷺ-এর নিকটবর্তী হওয়ার পর তাঁর দৃষ্টি গিয়ে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র চেহারার দিকে পড়ল।

ইতোমধ্যে যোহরের নামাযের সময় হলো। রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সালাতুল খাওফ আদায় করছিলেন। তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাসূল ﷺ-কে আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন।

কিন্তু মুসলমানদের প্রশান্তিময় অবস্থা দেখে তিনি সাহস করলেন না।

তাছাড়া মুসলমানদের নামাযের দৃশ্য তাঁর অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে লাগল।

সর্বোপরি তিনি যে অশ্বে আরোহণ করেছেন ওই অশ্ব গাদ্দারী করতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করল।

তার অন্তরে জানা হয়ে গেল যে, রাসূল ﷺ-কে গোপন বিষয়ে সতর্ক করা হয় এবং তাঁকে এক অদৃশ্য শক্তি সর্বদা সংরক্ষণ করে।

এ বিষয়গুলো তাঁকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলল।

এরপর তাঁর ভাই উমারা যিনি বদরের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পক্ষ থেকে খালিদের নিকটে একটি চিঠি আসল, যে চিঠিতে রাসূল ﷺ-এর বাণী ছিল। ওই চিঠিই খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর অন্ধকার থেকে আলোতে প্রবেশ করার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

* * *

আমরা আপনাদের জন্যে খালিদ রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তাঁর নিজ বর্ণনা থেকে তুলে ধরলাম।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বলেন:

যখন আল্লাহ তায়ালা আমার কল্যাণের ইচ্ছা করলেন তখন তিনি আমার অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা দান করলেন এবং আমার বিবেককে জাগ্রত করলেন।

আমি সর্বদা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অবস্থান করেছি, কিন্তু আমি যখনই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে ফিরে আসি, আমি দেখি আমি আসলে

কোনো ভিত্তির ওপর নেই; বরং মুহাম্মাদই সত্যের ভিত্তির ওপর আছে এবং তিনি অচিরেই জয়ী হবেন।

এভাবে আমার দিন চলতে লাগল, একদিন হঠাৎ আমার ভাই উমারা আমার নিকটে একটি চিঠি প্রেরণ করলেন।

সেই চিঠিতে লেখা ছিল-

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

পরকথা........

তোমার সিদ্ধান্ত ইসলামের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো আশ্চর্যজনক কিছু আর আমি দেখিনি।

তোমার বুদ্ধি তো বুদ্ধি-ই।

আর ইসলামের ব্যাপারে এখন কেউ অজ্ঞাত নয়।

রাসূল ﷺ আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি বলেছেন- খালিদ কোথায়?

আমি বললাম- আল্লাহ তাকে নিয়ে আসবে।

খালিদের মতো লোক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞাত নয়। যদি সে মুসলমানদের পক্ষে হয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাহলে তা তার জন্যে উত্তম হত।

আমরা অবশ্য তাকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতাম।

হে আমার ভাই! তুমি যা হারিয়েছ তার ক্ষতিপূরণ করতে থাক, কেননা তুমি অনেক উত্তম কাজ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছ।"

* * *

খালিদ রা. বলেন:

যখন তাঁর চিঠি আমার কাছে পৌঁছে তখন আমি মদিনার দিকে রওনা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি।

রাসূল ﷺ-এর কথাটি আমাকে অনেক বেশি আনন্দিত করেছে।

আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি একটি সংকীর্ণ স্থানে আছি আর সেই স্থান থেকে বের হয়ে আমি একটি সবুজ ও প্রশস্ত স্থানের দিকে যাচ্ছি।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ স্বপ্ন পুরাই সত্য।

আমি যখন রাসূল ﷺ-এর নিকটে যাওয়ার সংকল্প করলাম তখন আমি মনে মনে বললাম- মুহাম্মদের কাছে যাওয়ার পথে কে আমার সঙ্গী হবে।

আমি সফ্ওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলাম।

আমি তাকে বললাম- হে আবু ওয়াহাব! তুমি কি দেখছ না আমরা কিসের ওপর আছি? আর মুহাম্মদ আরব ও অনারব সবার ওপর বিজয়ী হয়েছে। যদি আমরা তাঁর কাছে যেতাম এবং তাঁকে অনুসরণ করতাম। কেননা তাঁর সম্মান তো আমাদেরই সম্মান।

কিন্তু সফ্ওয়ান আমার কথার তীব্র বিরোধিতা করল।

সে বলল, যদি কোরাইশদের সবাই তাঁর অনুরণ করে তারপরও আমি তাঁর অনুরসণ করব না।

আমি মনে মনে বললাম- এ লোকটি প্রতিশোধের আগুনে পুড়ছে। কেননা তার বাবা ও ভাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

* * *

খালিদ রা. বলেনঃ

আমি সফ্ওয়ান বিন উমাইয়াকে ছেড়ে ইকরামা বিন আবু জাহেলের কাছে গেলাম।

আমি সফ্ওয়ানকে যেভাবে বলেছি তাকেও সেভাবে বললাম।

সফ্ওয়ান বিন উমাইয়া আমার কথায় যে উত্তর দিয়েছে ইকরামা বিন আবু জাহেলও একই উত্তর দিল।

তখন আমি তাকে বললাম- আমি যা বলেছি তা তুমি গোপন রাখবে।

এরপর আমি আমার বাড়িতে গিয়ে সফরের জন্যে বাহন প্রস্তুত করতে আদেশ করলাম।

এর মধ্যে আমি উসমান বিন আবু তালহার সাথে দেখা করতে গেলাম এবং আমার মনের কথা তাকে বললাম।

আমি তাকে তার বাপ-দাদার মধ্যে যারা মারা গেছে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু পরে আমি তা বলা অপছন্দ করলাম।

আমি তাকে বিষয়টি সম্পর্কে খুলে বললাম এবং ওই দু'জনকে যেভাবে বললাম সেভাবে তাকেও বললাম।

সে আমার কথা শুনার সাথে সাথে সাড়া দিল এবং আমরা সফর করার জন্যে রাতের সময় নির্ধারণ করলাম।

আমরা কিছু পথ অতিক্রম করার পর আমর বিন আ'সকে দেখলাম।

সে আমাদেরকে দেখে বলল, তোমাদেরকে স্বাগতম।

আমরা বললাম- তোমাকেও স্বাগতম।

সে বলল, তোমাদের গন্তব্য কোথায়?

আমরা বললাম- তুমি কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছ?

সে বলল, বরং তোমরা কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছ?

আমরা বললাম- ইসলামে প্রবেশ করতে এবং মুহাম্মাদের অনুসরণ করতে।

সে বলল, আমিও একই কারণে বের হয়েছি।

অতঃপর আমরা তিনজন মদিনায় গিয়ে পৌঁছি।

মদিনা পৌঁছার পর আমার ভাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করল।

সে আমাকে বলল, দ্রুত কর, কেননা রাসূল ﷺ তোমাদের আগমনের কথা জানতে পারলে খুব খুশি হবেন।

তিনি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।

রাসূল ﷺ আমাকে দেখে মৃদু হাসি দিলেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন।

আমি তোমার মাঝে বুদ্ধিমত্তা দেখেছি।

আমি আশা করি তিনি তোমাকে শুধু কল্যাণের জন্যই ইসলাম দান করেছেন।

* * *

ওই দিন থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ইসলামের জন্যে তাঁর জান-মাল ব্যয় করতে শুরু করলেন।

তিনি তাঁর অতীতের দিনগুলোর জন্যে লজ্জিত হতে লাগলেন।

তিনি রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি সত্যের বিরুদ্ধে যত জায়গায় উপস্থিত ছিলাম আপনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমার সেই অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেন।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সকল অপরাধকে মুছে দেয়।

খালিদ তারপরও তার ইচ্ছাটি রাসূল ﷺ-এর নিকটে তুলে ধরলেন।

তখন রাসূল ﷺ তাঁর জন্যে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ খালিদ তোমার পথে বাধা দেয়ার মতো যত অপরাধ করেছে সবগুলো তুমি ক্ষমা করে দাও।

এতে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অনেক বেশি খুশি হলেন এবং তাঁর অন্তরে প্রশান্তি ছায়া নেমে আসল।

* * *

যখন রাসূল ﷺ মক্কা বিজয় করার সংকল্প করলেন তখন তিনি তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

আবু উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ্‌ রা. এ বাহিনীর সম্মুখে ছিলেন।

যোবায়ের বিন আওয়াম রা. তাঁর ডানে ছিলেন।

আর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাঁর বামে ছিলেন।

এভাবে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মক্কায় ফিরে আসলেন।

তার ইসলাম গ্রহণের কয়েক মাস পরেই মক্কা বিজয় হয়েছে।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. যদিও ইসলাম গ্রহণে নতুন ছিলেন তবু আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয়ের সময় মুজাহিদ বাহিনীর এক অংশের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করার পর খেলাফতের দায়িত্ব আবু বকর রা.-এর হাতে আসল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. আবু বকর রা.-এর নির্দেশে রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন।

তিনি রিদ্দার যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গনে ছিলেন।

* * *

যখন মুসলামনগণ পারস্য সৈন্যদের সাথে লড়াই করে তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ভূমিকা ছিল অনন্য।

তিনি সর্বমোট পনের বার পারস্য বাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছেন।

প্রতিটি যুদ্ধেই তাঁর অবদান ছিল অনিস্বীকার্য।

যখন মুসলমানগণ রোমদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন নেতৃত্ব ঝাণ্ডা তাঁর হাতেই দেয়া হলো।

যে যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। যে যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

* * *

ওই দিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর মহত্ত্ব সবচেয়ে বিশাল হয়ে ফুটে উঠল যেদিন ওমর রা. তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে সাধারণ সৈন্যের কাতারে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন।

খালিদ রা. এর কোনো প্রতিবাদ না করে খলীফার নির্দেশ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিলেন। যদিও তিনি তখন অনেক এলাকার বিজেতা ছিলেন।

যখন ওমর রা. দেখলেন খালিদের একের পর এক এলাকা জয় করার কারণে মুসলমানদের বিশ্বাস হয়ে গেল, খালিদ যেখানে যাবে সেখানেই বিজয় আসবে। তারা আল্লাহর সাহায্যের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে খালিদের বীরত্বের ওপর নির্ভর করতে লাগল আর তাই ওমর রা. মুসলামনদের ঈমান রক্ষা করার জন্যে খালিদকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করলেন। আর খালিদও কোনো প্রকার বাদ প্রতিবাদ করা ব্যতীত তা মেনে নিলেন।

আল্লাহ আবু সুলাইমানের (খালিদ) রা. ওপর রহম করুন। তিনি একজন অনন্য বীর ছিলেন।[১৭]

---

[১৭] তথসূত্র

১. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্‌-২য় খণ্ড, ১০৯ পৃ.।
৪. তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব-৩য় খণ্ড, ১২৪ পৃ.।
৫. ইবনু খয়্যাত-৫১, ৫৬ ও ৭২ পৃ.।
৬. আল ইবরু-১ম খণ্ড, ২৫ পৃ.।
৭. আল মাআ'রিফ-১১৫ পৃ.।
৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-১ম খণ্ড, ৩৬৬ পৃ.।
৯. তারীখুল ইসলাম-২য় খণ্ড, ৪২ পৃ.।
১০. আশ্‌হারু মাশাহিরিল ইসলাম-১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃ.।
১১. দায়িরাতুল মাআ'রিফিল ইসলামিয়্যা-৮ম খণ্ড, ২০২ পৃ.।
১২. আল আ'লাম-২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃ.।
১৩. আস্‌ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১৪. আত্‌ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৭ পৃ.।
১৫. আল মুহাব্বার-১৯০ পৃ.।
১৬. হায়াতুস্‌ সাহাবা-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১৭. তারিখুবনি আসাকির-৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃ.।

মুসান্না
বিন হারিসা আশ্‌শায়বানী রা.

“সিদ্দিক রা. বললেন, এ ব্যক্তি কে? যে তাঁর পরিচয় বলার আগেই রণাঙ্গনের সংবাদ বর্ণনা করছে। তখন বলা হলো, তিনি হলেন মুসান্না বিন হারিসা আশ্‌শায়বানী, সে এমন একজন লোক যার বংশ পরিচয় কারো নিকটে অজ্ঞাত নয়, আর এ কারণে তাঁর বংশ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয় না।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাজারগুলোর দিকে রওনা দিলেন। উদ্দেশ্য আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন এবং এ কাজে সহযোগিতা করতে বলবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তখন আবু বকর রা. ও আলী রা. ছিলেন।

তাঁরা বাজারে গিয়ে কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখলেন।

আবু বকর রা. ওই লোকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কোন গোত্র থেকে এসেছ?

তারা বলল, বনূ শায়বান বিন ছা’লাবা।

তখন আবু বকর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবানি হোক, এদের মতো উঁচু মানের লোক আর বনূ শায়বানের গোত্রে নেই।

তখন সেই গোত্রের লোক যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মুসান্না বিন হারিসা, মাফ্‌রুক বিন আমর ও হানি বিন কুবাইসা।

আবু বকর রা. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূলের ব্যাপারে শুনে থাক তাহলে দেখ ইনিই সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একথা বলে আবু বকর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ইশারা করলেন।

তারা বলল, হ্যাঁ শুনেছি।

এরপর তারা রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকাল। উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলবে।

রাসূল ﷺ তাদের পাশে গিয়ে বসলেন আর আবু বকর রা. দাঁড়িয়ে থেকে একটি কাপড় দিয়ে রাসূল ﷺ-কে ছায়া দিতে লাগলেন।

মাফ্‌রুক বিন আমর রাসূল ﷺ-এর নিকটে বসেছিল, সে বলল, হে কোরাইশী ভাই, আপনি কোন পথে আহ্বান করছেন?

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, একথার সাক্ষ্য দেয়া এবং একথা প্রচারে সাহায্য করা যতক্ষণ আল্লাহর এ নির্দেশ পরিপূর্ণ ভাবে আদায় হবে। এ পথেই আমি আহ্বান করছি।

মাফ্‌রুক বলল, আর কোন দিকে আহ্বান করছেন?

তখন রাসূল ﷺ কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"আপনি বলুন, এস আমি তোমাদেরকে ওই সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এ যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুর অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহর হারাম করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না । তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন, সম্ভবত তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা আনআ'ম ৬:১৫১]

মাফ্‌রুক বলল, আর কোন্ দিকে আপনি আহ্বান করছেন?

আল্লাহর শপথ! এটি কোনো জমিনবাসীর কালাম (বাণী) না। যদি জমিনবাসীর কালাম হতো তাহলে আমরা তা চিনতাম।

এরপর আল্লাহর রাসূল কুরআনের আরেকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহল, ১৬:৯০]

তারপর সে বলল, হে কোরাইশী ভাই, আল্লাহর শপথ! আপনি একটি উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করছেন।

তারপর মাফরুক মুসান্না বিন হারিসার দিকে তাকাল। সে ইচ্ছা করল মুসান্না তার সাথে একথায় একমত হোক।

সে বলল, ইনি আমাদের নেতা মুসান্না বিন হারিসা যিনি আমাদের যুদ্ধের নেতা।

তখন মুসান্না বললেন, আমি আপনার কথাগুলো শুনলাম, আপনার কথাগুলো অনেক সুন্দর, কিন্তু বিষয়টি এমনই থেকে যাবে, আমাদের জন্যে অন্যকোনো কিছু অবলম্বন করে বাড়িতে ফিরার কোনো সুযোগ নেই।

তাছাড়া আমরা পারস্যে পানি সম্বলিত একটি ভূমিতে অবস্থান নিয়েছি আর পারস্যদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে আমরা নতুন কোনো কিছুর সাথে জড়াব না এবং নতুন কোনো কিছু করব না।

সম্ভবত আপনি যে দিকে আহ্বান করছেন তা তারা অপছন্দ করবে আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই।

যখন তারা ফিরে যাবে তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা সামান্য সময় অবস্থান করার পর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পারস্য ভূমি, তাদের সম্পদ ও রমণী দান করেন, তাহলে তোমাদের কেমন লাগবে?

তোমরা কি আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করবে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে?

তারা বলল, হে আল্লাহ, আমরা এতে রাজি।

হে কোরাইশী ভাই, তা কি আপনার জন্যে?

রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

* * *

এরপর মুসান্না বিন হারিসা রা. তাঁর গোত্রের নিকটে ফিরে গেলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারক সর্বদা তাঁর নয়নে ভাসমান ছিল এবং রাসূল ﷺ-এর বাণীগুলো তাঁর কানে বাজছিল।

তিনি সর্বদা রাসূল ﷺ-এর সেই কথা নিয়ে ভাবতেন এবং বার বার সেই কথা স্মরণ করতেন। রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বলেছিলেন- যদি তোমরা সামান্য সময় অবস্থান করার পর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পারস্য ভূমি, তাদের সম্পদ ও রমণী দান করেন, তাহলে তোমাদের কেমন লাগবে?

তোমরা কি আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করবে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে?

তিনি মনে মনে ভাবতেন: আমি কেন মুহাম্মদের হাতে বাইয়াত হওয়া থেকে নিজের হাতকে গুটিয়ে রেখেছি অথচ আমি তাঁর দাওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

* * *

নবম হিজরীতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের খাতায় মুসান্না বিন হারিসার নাম লেখার অনুমতি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

তিনি বনূ শায়বান থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে রাসূল ﷺ-এর সামনে তাঁর ইসলাম ঘোষণা করলেন এবং তাঁর কথা শুনা ও মান্য করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

* * *

কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কয়েক মাস পর রাসূল ﷺ মহান আল্লাহ্র সাক্ষাতে চলে গেলেন।

আর তখন আরবরা যেমন ভাবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে তেমনই ভাবে রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করতে লাগল।

আবু বকর রা. খাঁটি ঈমানদেরকে নিয়ে এ মুরতাদদেরকে প্রতিরোধ করতে শুরু করলেন।

আর এ কঠিন মুহূর্তে মুসান্না বিন হারিসা ও তাঁর গোত্রের লোকেরা মুরতাদদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিলেন।

তাঁরা এ অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং খলীফা আবু বকর রা.-কে এ কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন।

* * *

মুসান্না বিন হারিসা রা. মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর অনুগত আট হাজার যোদ্ধা পেলেন যারা কখনো তাঁর অবাধ্য হবে না।

মুসলমানগণ পারস্যের ওপর বিজয়ী হবেন রাসূল ﷺ-এর একথাটি তাঁর কানে বার বার বাজছিল।

আর তাই তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন– আমি কেন এ সৈন্যদেরকে নিয়ে পারস্য আক্রমণ করব না এবং তাদের থেকে ইরাকের ভূমি মুক্ত করব না?

অথচ আমাদেরকে সত্যবাদী বলেছেন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পারস্যদের ভূমি, ধন-সম্পদ ও রমণীদের মালিক বানাবেন।

আর কোনো এলাকা বা কোনো সম্পদের মালিক তো তরবারি আর বর্শা ব্যতীত হওয়া যায় না।

তখন তিনি সংকল্প করলেন খলিফার অনুমতি ব্যতীতই তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাকের সেই সকল গ্রামে যাবে যেগুলো পারস্যদের দখলে আছে।

যদি তিনি সেখানে জয় হন তাহলে এ জয় সকল মুসলমানদের হবে।

আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতিটা শুধু তাঁর নিজের হবে।

* * *

মুসান্না বিন হারিসা ইরাকের সেই সকল ভূমিগুলো আক্রমণ করলেন। তাঁর আক্রমণে একের পর এক ভূমি তাঁর কদম তলে এসে পড়তে লাগল যেমন গাছ নাড়া দিলে পাতাগুলো নিচে পড়তে থাকে।

তাঁর বিজয়ের খবর সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ল।

আবু বকর রা. এ সংবাদ জানতে পেরে তাঁর নিকটে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- কে সেই ব্যক্তি যার বিজয়ের সংবাদ আমাদের কানে এসেছে অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

মুসান্না বিন হারিসা রা. দ্রুত এসে আবু বকর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি কত এলাকা বিজয় করেছেন সেই সংখ্যা তাঁকে বললেন এবং কতটি দুর্গ বিজয় করেছেন তা তাঁকে অবহিত করলেন।

এরপর তিনি এলাকাগুলোর বর্ণনা দিলেন।

তাছাড়া তিনি আবু বকর রা.-কে পারস্যদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন।

আবু বকর রা. পারস্যদের সম্পর্কে জানতে পেরে পারস্য আক্রমণ করার জন্যে বাহিনী প্রস্তুত করলেন। আর এ বাহিনীর সেনাপতিদের মধ্যে মুসান্না রা. কেও অন্তর্ভুক্ত করলেন।

* * *

মুসান্না মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি যে সকল যুদ্ধ করেছিলেন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হচ্ছে বাবিল যুদ্ধ।

পারস্যের রাজা শাহ্রাজান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের সেনাপতি মুসান্না রা.কে একটি চিঠি লিখে পাঠাল।

সে বলল,

"আমি তোমার সাথে ও মোরগ, শূকরের মতো পশু পাখির রাখালদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছি। আমি তাদেরকে ব্যতীত তোমার সাথে যুদ্ধ করব না। কেননা তুমি তাদের থেকে উত্তম নয়।"

মুসান্না রা. তার চিঠির জবাবে লিখেন–

"মুসলমানদের সেনাপতি মুসান্না বিন হারিসার পক্ষ থেকে শাহ্রানের প্রতি। পরকথা.......

আমরা সেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি যিনি তোমাদের ষড়যন্ত্রকে তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর আত্মরক্ষা করতে তোমাদেরকে মোরগ ও শূকর মতো পশুর রাখালেদের প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন।"

আগামীকাল যখন দু'দল একত্রিত হবে; অচিরেই যালিমরা জানতে পারবে জালিমদের অবস্থান কোথায়।"

* * *

যখন যুদ্ধে দু'দল একত্রিত হলো তখন পারস্যের সেনাপতি হুরমুজ এগিয়ে আসল। সে তাদের হাতিগুলো সামনের দিকে এগিয়ে দিল। যে হাতিগুলো তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত রেখেছে।

এ বিশালদেহী হাতিগুলো নির্বিচারে তাদের শুঁড় দ্বারা মুসলমানদেরকে আঘাত করতে লাগল। এতে মুসলিম সৈন্যদের অশ্বগুলো ভীত হয়ে গেল এবং সেগুলো সামনের দিকে না গিয়ে পেছনে হঠতে লাগল। কেননা ইতঃপূর্বে অশ্বগুলো কখনও হাতি দেখেনি। এতে মুসলমানগণ রণাঙ্গনের শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেললেন।

* * *

মুসান্না রা. বুঝতে পারলেন যে, এ হাতিগুলোকে প্রতিহত না করলে কোনোভাবেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না। আর তাই তিনি প্রথমে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

এরপর তিনি একটি বিশেষ বাহিনী নিয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন। এতে হাতিগুলো আহত হয় এবং সেগুলো ময়দান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

অবশেষে মুসলমানদের তীব্র আক্রমণে হুরমুজের বাহিনী পলায়ন করল।

মহান রব মুসান্না রা. কে ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন এবং পারস্যদের ভূমি, ধন-সম্পদ ও নারী মুসলমানদেরকে গনীমত হিসেবে দান করলেন।

এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর মুসান্না রা. বলতে লাগলেন: আল্লাহর রাসূল সত্য বলেছেন...............

আল্লাহর নবী সত্য বলেছেন.................

আল্লাহ আমাদেরকে জমিনের মালিক করেছেন, সম্পদ দান করেছেন এবং রমণীদের মালিক বানিয়েছেন।[১৮]

* * *

---

[১৮] তথ্যসূত্র

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩য় খণ্ড, ১৪৩ পৃ. ও ৭ম খণ্ড, ১৬, ২৭, ৩৬, ৪৯, ১১৫ পৃ.।
২. দালায়িলুন নবুয়্যাহ-২৩৮ পৃ.।
৩. হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ১৪১পৃ.।
৪. আত্ তারিখুল কাবির-৫ম খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।
৫. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃ.।
৬. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৫২২ পৃ.।
৭. উস্দুল গবাহ্-৫ম খণ্ড, ৫৯ পৃ.।
৮. আল আ'লাম-৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৭ পৃ.।

সালামা
বিন আল আক্ওয়া রা.

"সালামা একজন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, যিনি শত্রুদের দমনে অগ্রভাগে থাকতেন।" [ঐতিহাসিক বিদগণ]

আপনারা কি কখনও সালামা বিন আক্ওয়ার কথা শুনেছেন?

তিনি সেই যুগে অবাক করার মতো একজন লোক ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন অতুলনীয় বীর ছিলেন।

তিনি এমন বীর ছিলেন যে, যাকে কেউ পেছনে ফেলতে পারত না।

তিনি এমন তীরন্দাজ ছিলেন যে, যার তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না।

তিনি এমন অগ্রগামী ছিলেন যে, কখনো ভয় পেতেন না।

তিনি এমন দুঃসাহসী ছিলেন যে, যার সাহসিকতা মানুষকে অবাক করত।

আমরা তাঁর সম্পর্কে আপনাদের সামনে বর্ণনা করব, যে বর্ণনা স্বয়ং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) করেছেন।

* * *

সালামা বিন আক্ওয়া রা. মক্কার ধনী ও সম্পদশালীদের একজন ছিলেন। তিনি এ সকল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে ইসলামের মালা নিজের গলায় পরে নিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরত করলেন।

এরপর তিনি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.-এর ঘোড়া লালন-পালনের কাজ নিলেন। তিনি নিজের মেরুদণ্ডকে দাঁড় করিয়ে রাখতে দুনিয়াতে দু. লোকমা খানা ব্যতীত আর কিছুই আশা করতেন। যাতেকরে এ দু' লোকমা খানা খেয়ে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে বিলিয়ে দিতে পারেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!

এ মহান সাহাবীর ত্যাগ ও সাহসিকতা সম্পর্কে শুনলে হয়তো আপনি অনেক বেশি অবাক হবেন। যদিও তা বিশ্বাস করতে গিয়ে বিস্মিত হবেন তবু তা সত্য। আর সেই ঘটনা আপনাদের নিকটে তুলে ধরলাম।

* * *

রাসূল ﷺ পনের শত সাহাবীকে নিয়ে ওমরা করার জন্যে মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিয়েছেন। সেই পনের শত সাহাবীর মধ্যে সালমা বিন আক্ওয়া একজন ছিলেন।

যখন কোরাইশরা রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের আগমনের কথা জানতে পেরেছে তখন তাঁরা বাধা দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসল।

রাসূল ﷺ মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন।

এরপর তিনি ওসমান রা.-কে দূত হিসেবে তাদের নিকটে প্রেরণ করলেন।

কিন্তু হঠাৎ খবর আসে কোরাইশরা ওসমানকে হত্যা করেছে। এ সংবাদ শুনার সাথে সাথে রাসূল ﷺ কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প করেছেন। তাই তিনি সকল সাহাবীদেরকে জিহাদ ও মৃত্যুর ওপর বাইয়াত হওয়ার জন্যে আহ্বান করলেন।

সালামা রা. বলেন: যখন রাসূল ﷺ গাছের নিকটে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্যে আমাদের ডেকেছেন, তখন আমি প্রথম দলের সাথে বাইয়াত গ্রহণ করলাম।

প্রথম দলের বাইয়াত শেষে দ্বিতীয় দল আসে। তখন রাসূল ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সালামা! তুমি বাইয়াত গ্রহণ কর।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথম দলের সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছি।

তিনি বললেন, তারপরও তুমি বাইয়াত গ্রহণ কর।

এতে আমি দ্বিতীয়বার বাইয়াত গ্রহণ করি।

ঠিক তখন রাসূল ﷺ আমাকে নিরস্ত্র দেখলেন। এতে তিনি আমাকে একটা ঢাল দিলেন যাতে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি।

এরপর যখন তৃতীয় দল আসল তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সালমা! তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করবে না?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথম ও দ্বিতীয় দলের সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছি।

তিনি বললেন, তারপরও তুমি বাইয়াত গ্রহণ কর।

এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাকে যে ঢাল দিয়েছি তা কি করেছ?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচা আ'মের আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে তখন আমি তাঁকে নিরস্ত্র দেখে ওই ঢালটি তাকে দিয়ে দেই।

এ কথা শুনে রাসূল ﷺ হেসে দিলেন।

* * *

সালামা রা. বলেন:

এরপর মুশরিকরা সন্ধি করার জন্যে রাসূল ﷺ-এর নিকট দূত পাঠাল।

এতে আমরা ও মুশরিকরা একই জায়গায় উপনীত হই এবং একে অন্যের মধ্যে মিশে যায়।

তখন আমি গাছের নিকটে এসে সেটির নিচে কাঁটা জাতীয় সব কুড়িয়ে ফেললাম। এরপর আমি সেখানে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

এর কিছুক্ষণ পরেই চারজন মুশরিক আমার নিকটে এসে তাদের অস্ত্র গাছের ঢালে ঝুলিয়ে আমার নিকটেই শুয়ে পড়ল। তারা শুয়ে শুয়ে রাসূল ﷺ-কে গালাগালি করতে শুরু করল।

তাদের গালাগালির কারণে আমি মারাত্মকভাবে ক্রোধান্বিত হলাম। আমি তাদের নিকট থেকে সরে গেলাম এ ভয়ে যে, তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে, না জানি তাদের সাথে আমার যুদ্ধ বেঁধে যায়।

তারা এভাবেই ছিল এমন সময় উপত্যকার নিচ থেকে একজন চিৎকার দিয়ে বলল, হে মুহাজিরগণ! মুশরিকরা ইবনে জানিমকে হত্যা করেছে।

একথা শুনার সাথে সাথে আমি আমার ডান দিকের তরবারিটি ছিনিয়ে নিই। সাথে সাথে তাদের বাকি অস্ত্রগুলোও কেড়ে নিই। তারা ওঠার পূর্বেই আমি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

এসবগুলো কাজ আমি চোখের পলকে করেছি। এরপর আমি বললাম- যিনি মুহাম্মাদের চেহারাকে সম্মানিত করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি- তোমাদের কেউ যদি মাথা ওঠাও তাহলে আমি তাঁর ঘাড় আলাদা করে দেব।

এরপর আমি তাদেরকে বেঁধে ফেললাম এবং রাসূল ﷺ-এর নিকটে নিয়ে আসলাম।

* * *

হুদাইবিয়ার সন্ধি শেষে রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসলেন। সাহাবীদের মধ্যে সালামা বিন আক্ওয়া রা.ও ছিলেন।

রাসূল ﷺ মদিনায় পৌঁছার পর পরই তিনি তাঁর গোলাম রবাহাকে উট চরানোর জন্যে যেতে নির্দেশ দিলেন। আর তখন সালাম বিন আক্ওয়া রা.-ও তাঁর সাথে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.-এর ঘোড়া চরানোর জন্যে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

* * *

সালমা বিন আক্ওয়া রা. তাঁর তীর, ধনুকে নিজেকে সজ্জিত করে বের হলেন। তিনিও ওই গোলামটি চলতে চলতে মদিনার উত্তরে 'গার' নামক স্থানে পৌঁছলেন।

সেখানে তাঁরা তাঁদের পশু চরালেন এবং সেখানেই তাঁরা উভয়ে রাত কাটালেন।

রাতের শেষ প্রহরে গাতফান গোত্রের অশ্বারোহীদের আওয়াজে তাঁরা দু'জন জেগে গেলেন। ওদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। তারা রাসূল ﷺ-এর উটের ওপর আক্রমণ করে এবং আবু যর গিফারীর সন্তানকে হত্যা করে।

* * *

সালাম বিন আক্ওয়া রা. বলেন:

তখন আমি রবাহাকে বললাম- তুমি এ ঘোড়াটি নিয়ে এর মালিককে পৌঁছে দেবে এবং রাসূল ﷺ-কে জানাবে যে, মুশরিকরা তাঁর উটের ওপর আক্রমণ করেছে।

তারপর আমি উপত্যকার একটি টিলাতে ওঠে মদিনার দিকে ফিরে ওয়া সাবাহা বলে চিৎকার করলাম। (আরবরা কোনো যুদ্ধ বা এরূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সবাইকে একত্রিত করতে ওয়া সাবাহা বলে ডাক দিত)।

এরপর আমি ওই লোকদের পিছু নিলাম এমনকি এক সময় আমি তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমি আমার ধনুকে তীর গেঁথে তাদের দিকে নিক্ষেপ করি, তা গিয়ে তাদের একজনের কাঁধে আঘাত করে।

তখন আমি বললাম- এটি গ্রহণ কর............

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ اَلْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

"আমি হলাম আক্ওয়ার ছেলে সালামা * আজ হচ্ছে দুগ্ধ পানের পরীক্ষা"।

এরপর আমি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাদের দিকে ছুটতে লাগলাম আর এক একটি তীর তাদেরকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আমার প্রতিটি আক্রমণে তাদের হাত থেকে রাসূল ﷺ-এর কিছু উট ছুটে যেত।

আমি তাদেরকে দৌড়াতে লাগলাম আর তীর মারতে লাগলাম।

এমন সময় এক অশ্বারোহী আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে ছুটে আসল। তাকে আসতে দেখে আমি নিজেকে গাছের আড়াল করি এবং একটি তীর নিক্ষেপ করে তাকে প্রতিহত করি।

* * *

এরপরও আমি তাদের পিছু নেয়া ছেড়ে দিইনি। এমন সময় তারা দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করে। তখন আমি পাহাড়ের উপরে উঠি এবং সেখান থেকে তাদের ওপরে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকি।

আমি তাদেরকে দৌড়াতে লাগলাম এমনকি তাদের হাতে রাসূল ﷺ-এর কোনো উট বাকি থাকেনি।

কিন্তু এরপরও আমি তাদেরকে দৌড়াতে লাগলাম। তারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যে তাঁদের সাথে থাকা সকল ভারী বস্তু ফেলে দিতে লাগল। এমনকি তারা ত্রিশটির অধিক চাদর ও ত্রিশটির অধিক বর্শা ফেলে দিল।

আর তারা যা কিছুই ফেলত আমি সেটির ওপর পাথর দিয়ে চাপ দিয়ে রেখে যেতাম যাতেকরে আমার পেছনে আসা রাসূল ﷺ-এর সৈন্যরা পথ খুঁজে পায়।

* * *

এক সময় আমি তাদেরকে পেয়ে গেলাম। তারা এক স্থানে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসল এবং সকালের নাস্তা গ্রহণ করতে লাগল।

অন্যদিকে আমি সামান্য দূরে পাহাড়ের আড়ালে থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

তারা সেই অবস্থায় ছিল। এমন সময় তাদের গোত্রের এক লোক এসে তাদের এ অবস্থা দেখে বলল, আমি এ কি দেখছি?

তখন তারা আমার দিকে ইশারা করে বলল, আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তা এ লোকে করেছে। আল্লাহর শপথ! সকাল হওয়ার পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত এ লোক আমাদেরকে তীর নিক্ষেপ করেছে।

তখন সে বলল, তোমাদের থেকে চারজন লোক তাকে মোকাবেলা করার জন্যে যাও।

তার কথামতো তাদের চারজন লোক আমাকে আক্রমণ করার জন্যে আমার কাছে আসতে লাগল। যখন তারা আমার আওয়াজ শুনার মতো নিকটে আসল তখন আমি তাদেরকে বললাম– তোমরা কি আমাকে চিন?

তারা বলল, না, তুমি কে?

আমি বললাম– আমি সালামা বিন আক্ওয়া। যিনি মুহাম্মদের চেহারাকে সম্মানিত করেছে তাঁর শপথ, তোমাদের এমন কোনো লোক নেই যাকে আমি পাকড়াও করব না, আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে আমাকে পাকড়াও করবে।

তখন তাদের একজন বলল, আমি এরূপ ধারণা করেছি।

এতে তারা আমার নিকট থেকে চলে গেল।

এর কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম রাসূল ﷺ-এর অশ্বারোহী সাহাবীরা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন আখরাম আল আসাদী, তাঁর পেছনে আবু ক্বাতাদা, তাঁর পেছনে মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ আল কিন্দী রা.।

তারা এদেরকে দেখে দ্রুত পিছু হঠতে লাগল। তখন আখরাম তাদের পিছু নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, কিন্তু আমি তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমি তাকে বললাম- হে আখরাম! তুমি তাদের পিছু নেয়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কেননা তারা তোমাকে একা পেয়ে আমাদের থেকে আলাদা করে দেবে।

তখন সে বলল, হে সালামা! যদি তুমি আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য বলে জেনে থাক তাহলে আমার ও আমার শাহাদাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

সালামা বলেন:

তখন আমি তার পথ ছেড়ে দাঁড়ালাম। সে তাদের পিছু নিল এবং তাদেরকে আক্রমণ করল, কিন্তু তাদের একজন তাকে এমন এক আঘাত করে ওই আঘাতে সে শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

* * *

সালামা বলেন: যিনি মুহাম্মাদের চেহারাকে সম্মানিত করেছেন তাঁর শপথ, এরপর আমি তাদের পিছু নিলাম এমনকি আমি মুসলিম অশ্বারোহীদের থেকে এত দূরে চলে গেলাম যে, তারা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না আর আমিও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তারা ইচ্ছা করল একটি গলিতে বিশ্রাম নিবে যেখানে পানি ছিল। যার নাম ছিল যূ করদ, কিন্তু তারা আমাকে দেখে খুব দ্রুত পালাতে লাগল। এমনকি তারা ওই কূপ থেকে এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারল না।

এরপর তারা দ্রুত ভাগতে লাগল। ভেগে যাওয়ার সময় তাদের দু'টি ঘোড়া রেখে গেল।

আর আমি সেই দু'টি ঘোড়া নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে ফিরে আসলাম।

তখন আমি দেখলাম রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা সেই কূপের নিকটে অবস্থান নিয়েছেন। রাসূল ﷺ তাঁর সকল উটকে গ্রহণ করলেন এবং সেই সকল চাদর ও বর্শা যা শত্রু বাহিনী রেখে গেছে।

অন্যদিকে বেলাল রাসূল ﷺ-এর জন্যে একটি উট জবাই করে সেটির কলিজা ও পিঠের গোস্ত ভুনা করছিল।

সালামা বলেন:

যখন সকাল হলো তখন বাহন আনার নির্দেশ দেয়া হলো।

রাসূল ﷺ নিজের বাহন আজবা নামক উটের পেছনে আমাকে চড়ালেন। এরপর আমি তাঁর সাথে মদিনায় এসে পৌছলাম।

* * *

সালামা রা.-এর কতই না সৌভাগ্য তিনি রাসূল ﷺ-এর পেছনে বসে এসেছিলেন। এতে তাঁর শরীর রাসূল ﷺ-এর সংস্পর্শ পেয়েছে।

আল্লাহ সালামা রা. কে রহম করুন এবং তাকে আখেরাতে সন্তুষ্ট করুন।[১৯]

---

[১৯] তথ্যসূত্র

১. ত্ববাকাতুবনি সা'দ-৪র্থ খণ্ড, ৩০৫ পৃ.।
২. উস্দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ৪২৩ পৃ.।
৩. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৬৬ পৃ.।
৪. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৮৭ পৃ.।
৫. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৪র্থ খণ্ড, ১৫০ পৃ.।
৬. তারিখুবনি আসাকির-৭ম খণ্ড, ২৪৫ পৃ.।
৭. তারিখুল ইসলাম-৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃ.।

আবু বাসীর উত্বা বিন আসীদ রা.

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের শত সাহাবী নিয়ে মদিনা ছেড়ে মক্কার দিকে রওনা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য বাইতুল্লায় গিয়ে উমরা আদায় করবেন।

মুসলমানদের আগমনের খবর মক্কার মুশরিকরা জানতে পেরে যে কোনো মূল্যে তাদেরকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার সিদ্ধান্তে গ্রহণ করে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি মক্কার কোরাইশদের বাধার সম্মুখীন হয়ে সেখানে যাত্রাবিরতি করেন।

এরপর মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে দূত আসা যাওয়া করতে লাগল এবং মুসলামানদের সাথে মুশরিকদের আলোচনা চলতে লাগল। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমর সন্ধি করার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসেন।

অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশদের সাথে সন্ধি চুক্তি করলেন এবং এ বছর ওমরা না করে সামনের বছর ওমরা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শর্ত ছিল তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ কোনো যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না এবং মক্কায় তিন দিন অবস্থান করে মক্কা ত্যাগ করবেন।

মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে এ চুক্তি দশ বছর চলবে। এ দশ বছরে উভয়ে পরস্পর কোনো যুদ্ধ করবে না, কিন্তু বিষয়টি মুসলমানদের নিকটে কঠিন মনে হলো। তাছাড়া বাইতুল্লার দিকে রওনা হওয়ার পর ওমরা না করে ফিরে যাওয়াও ছিল অনেক কষ্টের ব্যাপার।

* * *

সাহাবীদের অন্তরে ব্যাপারটি খুব কষ্ট দিল। তাঁরা ভাবতে পারছে না সুহাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিভাবে শর্ত আরোপ করে।

যদি কোনো কোরাইশী লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরত দিবে, কিন্তু কোনো মুসলমান মুরতাদ হয়ে কোরাইশদের নিকটে গেলে তারা তাকে ফিরত দিবে না।

বিশেষ করে ওমর রা. এতে খুব রাগান্বিত হলেন।

তিনি আবু বকর রা. কে বললেন, হে আবু বকর!

আবু বকর রা. বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, মুহাম্মদ কি আল্লাহর রাসূল নয়?

আবু বকর রা. বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, আমরা কি মুসলমান নই?

আবু বকর রা. বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, তারা কি মুশরিক নয়?

আবু বকর রা. বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মকে নিচু করব।

তখন আবু বকর রা. বললেন, হে ওমর রাসূল ﷺ-এর আদেশ মেনে নাও।

আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

তখন ওমর বললেন, আমিও বিশ্বাস করি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

এরপর ওমর রা. রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন।

তিনি বললেন, অবশ্যই।

ওমর বললেন, আমরা কি মুসলমান নই?

তিনি ﷺ বললেন, অবশ্যই।

ওমর রা. বললেন, তারা কি মুশরিক নয়?

তিনি ﷺ বললেন, অবশ্যই।

ওমর রা. বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মকে নিচু করব।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর আমি আল্লাহর কোনো আদেশের বিপরীত করব না। আল্লাহ্ কখনো আমাকে সঙ্কীর্ণ করবেন না।

ওমর রা. বলেন:

এরপর আমি এ কথা বলার কারণে বেশি বেশি নামায, রোযা, দান-সদ্‌কাহ্ ও দাস আযাদ করতে লাগলাম সেদিন পর্যন্ত যেদিন আমি আশা করেছি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

* * *

রাসূল ﷺ ও কোরাইশদের মাঝে চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর যখন রাসূল ﷺ মদিনায় ফিরে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূল ﷺ তাঁর সন্ধি চুক্তির শর্তের সম্মুখীন হলেন। আর সেই ঘটনার মূল হচ্ছেন আবু বাসীর উতবা বিন আসীদ রা., যার জীবনী আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি।

* * *

আবু বাসীর রা. বলেন:

আমি দুর্বল অসহায় মুসলমানদের একজন ছিলাম। মক্কায় আমার কোনো লোক ছিল না যে, আমাকে আশ্রয় দেবে বা শাস্তি থেকে বাঁচাবে।

মক্কার মুশরিকরা আমার ওপরে অনেক অত্যাচার করত এবং মূর্তি পূজা ছেড়ে দেয়ায় তারা আমাকে গালাগালি করত।

যখন মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করে তখন কোরাইশরা আমাকে বন্দি করে ফেলে। এ কারণে মুহাজিরদের সাথে হিজরত করার সুযোগ আমার হয়নি। যার কারণে আমি মক্কার মুশরিকদের রাগের লক্ষ্যবস্তু ছিলাম।

যখন মুশরিকদের সাথে রাসূল ﷺ-এর সাথে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হতো তখন তারা আমার মতো দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করে সেটির প্রতিশোধ নিত।

এক সময় কোরাইশদের দৃষ্টি আমার থেকে গাফেল হয়ে গেল। আর একে আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কাজে লাগাতে চাইলাম।

তাই আমি আমার ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে পালিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট যেতে লাগলাম; কিন্তু আমি তখনো হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারিনি।

* * *

আবু বাসীর বলেন:

আমি মদিনার দিকে রওনা দিলাম। তখন আমার ইচ্ছা ছিল আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করব এবং মুসলমানদের সাথে জীবন-যাপন করব।

যখন আমি মদিনায় এসে পা রাখলাম এবং রাসূল ﷺ-কে দেখে নিজের দু' চোখকে শীতল করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে কোরাইশরা বনূ আমেরের এক

লোকের মাধ্যমে সন্ধি চুক্তির শর্তে আমাকে ফিরত দিতে রাসূল ﷺ-এর নিকটে বার্তা প্রেরণ করে।

* * *

আবু বাসীর বলেন:

আমি কখনো এ আশা করিনি যে, এমন বালা-মসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাসূল ﷺ আমাকে আবার কোরাইশদের নিকটে ফেরত দেবেন।

রাসূল ﷺ আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু বাসীর! আমরা কোরাইশদের সাথে যে চুক্তি করেছি তা সম্পর্কে তুমি জান। আর আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতা নেই।

আমি বললাম: আপনি কি আমাকে মুশরিকদের নিকটে প্রেরণ করে আবার আমার ধর্মের ব্যাপারে আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন।

রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু বাসীর! তুমি ফিরে যাও, অচিরেই আল্লাহ তোমার জন্যে ও তোমার সাথে থাকা দুর্বল অসহায় মুসলমানদের জন্যে একটি পথ খুলে দেবেন।

* * *

আবু বাসীর বলেন:

রাসূল ﷺ-এর আদেশ অনুসারী আমি কোরাইশদের প্রেরিত সেই দু' লোকের সাথে মক্কার দিকে রওনা দিলাম। যখন আমরা মদিনার থেকে সাত মাইল দূরে আসি তখন আমরা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে সেখানে যাত্রাবিরতি করলাম।

তখন আমি কোরাইশী সেই লোককে বললাম- হে বনূ আমেরী ভাই! তোমার এ তরবারি কি কাউকে আঘাত করেছে?

সে বলল, হ্যাঁ।

তখন সে তার এ তরবারি দ্বারা কাকে কাকে আঘাত করেছে ওই সকল ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করতে শুরু করল। তখন আমি অবাক হওয়ার মতো ভান করি।

যখন সে দেখল আমি তার তরবারির কথা শুনে অবাক হলাম তখন সে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে তা দেখতে পার।

যখন সে আমার হাতে তরবারি দিল তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম: এ হচ্ছে মুশরিক যে আমাকে মুশরিকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে আমার দ্বীন ও ধর্মের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে ফেলতে।

আল্লাহর শপথ! আমি তার আনুগত্য করব না এবং তার সাথে যাবোও না।

যখন রাসূল ﷺ আমাকে তাদের হাতে সমর্পণ করেছেন তখন তাঁর চুক্তির সম্পর্কিত দায়িত্ব তিনি পূর্ণ করেছেন।

সুতরাং আমি যদি তাকে হত্যা করি তাহলে আমার কোনো অপরাধ হবে না।

এরপর আমি তরবারি দ্বারা গর্দানে আঘাত করে তার মাথা উড়িয়ে দিলাম।

যখন তার সাথে থাকা তার দাস তাকে নিহত হতে দেখে তখন সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নেইনি কেননা তাকে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এরপর সে গোলাম মদিনায় দিকে গেল। সে যখন মদিনায় আসে তখন রাসূল ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন।

রাসূল ﷺ তাকে দেখে বললেন, এ লোকটি ভয় পেয়েছে এবং তাকে ভয় আক্রান্ত করেছে।

তোমার জন্য আফসোস! তোমার কি হয়েছে?

সে বলল, আপনার লোক আমার সাথীকে হত্যা করেছে।

* * *

আবু বাসীর রা. বলেন:

আল্লাহর শপথ! ওই লোকটি তার স্থান থেকে না সরতেই আমি কোরাইশী লোককে আঘাত করা সেই নাঙ্গা তরবারি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা আপনার থেকে তা আদায় করেছেন।

রাসূল ﷺ বললেন, কিভাবে?

আমি বললাম: আপনি আমাকে চুক্তি অনুসারে তাদের হাতে সমর্পণ করেছেন। এরপর আমি নিজে নিজেকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করলাম, যেন আমি কঠিন পরীক্ষা ও কষ্ট থেকে বাঁচতে পারি।

তখন রাসূল ﷺ তাঁর সাথে থাকা সাহাবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, সাহসী বীরত্বের মায়ের ধ্বংস হত! যদি তার (আবু বাসীর) সাথে আরো কিছু লোক থাকত।

তখন রাসূল ﷺ-এর কথাটি আমার অন্তরে গেঁথে গেল।

* * *

এরপর আবু বাসীর বলেন:

চুক্তি অনুসারে রাসূল ﷺ আমাকে মদিনায় রাখতে পারবেন না আর আমিও মক্কায় ফিরে যেতে পারব না। কেননা আমি তাদের লোককে হত্যা করেছি।

তখন আমি ইয়িস নামক স্থানে অবস্থান নিলাম। ইয়িস সাগরের উপকূলে অবস্থিত যেখান দিয়ে কোরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়ায় আসা যাওয়া করত।

আমি সেখানেই অবস্থান করলাম।

যখন মক্কার মুক্তি পাওয়ার আশাবাদী মুসলমানগণ রাসূল ﷺ-এর ওই কথা শুনল।

তারা একের পর এক আমার কাছে আসতে লাগল।

এমনকি আমাদের সংখ্যা সত্তরের মতো পৌঁছে।

এদের মধ্যে সবার আগে আমার কাছে আসে আবু জান্দাল বিন সুহাইল বিন আমর রা.।

আমরা এখানে বসে কোরাইশদের ব্যবসায়ী পথে বাধা দিতে লাগলাম।

কোরাইশদের যে লোকই আমরা ধরতে পারতাম তাকেই হত্যা করতাম এবং এ পথ দিয়ে তাদের যে উটই অতিক্রম করত তাকে আমরা আক্রমণ করে সবকিছু রেখে দিতাম।

ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি মারাত্মক আকার ধারণ করল। এমনকি আমরা কোরাইশদের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলাম। আমরা তাদের ঘুম হারাম করে দিলাম। আর আমাদের আক্রমণে তাদের ব্যবসায়ী কাফেলার মধ্যে ভয়

ছড়িয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে এ শর্ত বাতিল করে আমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার আবেদন করল।

* * *

আবু বাসীর রা.-এর সঙ্গী আবু জান্দাল বলেন:

আমরা এভাবেই দিন কাটাতে লাগলাম। এমন সময় আমাদের নিকটে রাসূল ﷺ-এর চিঠি এসে পৌঁছে। তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে বললেন।

তখন আবু বাসীর রা. মরণব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন।

আমি তাঁর নিকটে রাসূল ﷺ-এর চিঠিটি দিলাম। সে তা তাঁর দুই ঠোঁট দ্বারা চুমু দিল।

এরপর সে বলল, রাসূল ﷺ-কে আমার সালাম বলবে।

আর একথা বলার পর পরই তাঁর রূহ আল্লাহর দরবারে চলে গেল।

আমরা তাকে সেখানেই দাফন করলাম।

তাঁর দাফন কার্য সম্পাদন করে আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকটে ফিরে আসলাম।

* * *

আল্লাহ তায়ালা এ মহান বীরের প্রতি রহম করুন।

যিনি তাঁর জীবন আল্লাহর পথে নির্যাতিত অবস্থায় পার করেছেন।

আর আল্লাহর পথেই তিনি মারা গেছেন।[২০]

---

[২০] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৪৫২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব - ৪র্থ খণ্ড, ২০পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্-৩য় খণ্ড, ৫৫৯পৃ.।
৪. সিরাতুবনি হিশাম-২য় খণ্ড, ৩২২পৃ.।
৫. উয়ূনুল আছার-২য় খণ্ড, ১৭৮পৃ.।
৬. আত্ ত্বাবারী-২য় খণ্ড, ১২৪পৃ.।
৭. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-২য় খণ্ড, ৯৫পৃ.।
৮. আল কামিল লি ইবনে আছীর-২য় খণ্ড, ১৩৫পৃ.।
৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪র্থ খণ্ড, ১৬৪পৃ.।
১০. আল মাগাজী-৩০৮পৃ.।

জায়েদ বিন সু'নাহ্ রা.

"যিনি পূর্বের কিতাবে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ভালোভাবে দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন"

জায়েদ বিন সু'নাহ্ রা. একদল ইহুদি পণ্ডিতদের নিকটে বসেছিলেন। তিনি এক ইহুদি আলেমের বয়ান শুনছিলেন। যার নাম ইবনে হাইয়াবান।

ইবনে হাইয়ান সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিরিয়া থেকে ইয়াসরেবে আগমন করেছেন এবং ইয়াসরেবেই স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাঁর আকর্ষণী বর্ণনা ভঙ্গি জায়েদ রা. কে মোহিত করল, কিন্তু একটি জিনিস জায়েদ রা.-এর বুঝে আসল না, কেন এ ইহুদি আলেম সিরিয়ার মতো সুন্দর ও সুশোভিত দেশ ত্যাগ করে ইয়াসরিবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ ইয়াসরিব তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী থেকে কত দূরে।

* * *

ইবনে হাইয়াবান তাঁর বয়ান শেষ করার পর জায়েদ তাঁকে বললেন, হে সম্মানিত আলেম! আপনি আমাদের দেশে এসেছেন এবং আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু কি কারণে আপনি সিরিয়া ত্যাগ করেছেন। অথচ সেখানের পরিবেশ অনেক সুন্দর, পানি অনেক মিষ্ট, বাগানগুলো অনেক সুন্দর এবং সেখানে ভালো জিনিস বেশি পাওয়া যায়।

সেখানে কি আপনাদের ধর্ম পালনে কেউ বাধা দিয়েছে? নাকি আপনাদেরকে ইবাদত করতে বাধা দিয়েছে?

তখন ইহুদি আলেম বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যেমন বলেছ সিরিয়া তেমন; বরং এর থেকেও বেশি সুন্দর। স্বচ্ছ পানি, সুন্দর আবহাওয়া ও অফুরন্ত কল্যাণে ভরা।

আর আমরা সেখানে নিরাপদই ছিলাম।

কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি শেষ নবীর আগমনের প্রত্যাশায়। আর এ কারণে আমি তোমাদের এ পবিত্র ভূমিকে বসত বানিয়েছি। কেননা এ ভূমিই তাঁর হিজরতের স্থান।

তখন জায়েদ বিন সু'নাহ্ রা. বললেন, আপনি কি সেই নবীর কথা বলেছেন যার কথা আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি এবং তাঁর ব্যাপারে আমাদের সন্তানদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি?

তিনি বললেন, আমি তাঁর কথাই বলছি।

* * *

এরপর এ ইহুদি আলেম রাসূল ﷺ-এর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন এবং ইহুদিদেরকে তাঁর অনুরসরণ করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। সেই নবীকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ফযিলত বর্ণনা করলেন এবং তাঁর বিরোধিতা করার ব্যাপারে সতর্ক করলেন।

কিন্তু ইবনে হাইয়াবান বেশিদিন আর বেঁচে থাকেননি এর মধ্যেই তাঁর হায়াত শেষ হয়ে গেল এবং সে পরপারে পাড়ি দিলেন।

তিনি রাসূল ﷺ-কে দেখার পূর্বেই মারা গেলেন। অনেক আশা থাকার পরও তিনি রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতের দাওয়াতে শামিল হতে পারেননি।

* * *

ইবনে হাইয়াবানের মৃত্যুর কিছুদিন পর মদিনায় রাসূল ﷺ-এর আগমনের কথা পৌঁছে। মদিনাবাসী জানতে পারল- মক্কায় মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ নামে এক ব্যক্তির আগমন করেছেন। যিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত নবী বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুসারীদের ওপর মক্কার লোকেরা কঠিন নির্যাতন করছে, কিন্তু তারপরও দিন দিন তাঁর অনুসারী বাড়ছে।

জায়েদ রা. মদিনায় ইহুদিদেরকে ইবনে হাইয়াবানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে এ নবীর অনুসরণ করার জন্যে উৎসাহিত করতে লাগলেন। যখনই তিনি মুসলমানদের কোনো ক্ষতি বা বিপদের কথা শুনতেন তখনই তিনি মদিনার ইহুদিদের তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য বলতেন।

তিনি তাদেরকে বলতেন তারা যেন এ মহান কাজে সবার থেকে এগিয়ে যায় এবং নিজেদেরকে এ মহান কাজে সহযোগিতা করে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

কিন্তু জায়েদ রা. তাঁর জাতি ইহুদিদের থেকে শুধু মুখ বাঁকা কথা ব্যতীত আর কিছুই পাননি। শুধু তাই নয়, যে ইহুদিরা এত দিন শেষ নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং তাঁর সহযোগী হওয়ার আশা করত আজ তারাই এ মহান নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

* * *

এরপর সময় তার গতিতে দ্রুত চলতে লাগল আর সময়ের তালে তালে বিভিন্ন ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল।

এক সময় মক্কা থেকে মু'মিনদের একদল লোক হিজরত করে মদিনায় আগমন করলেন। তখন মদিনার মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের ভাইয়ের মতো করে গ্রহণ করে নিলেন।

একদিন এ সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমন করছেন।

আর তখন মদিনার প্রতিটি ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করল, প্রতিটি অন্তর খুশিতে নাচতে লাগল।

এ মহামানবকে স্বাগতম জানানোর জন্যে মদিনার লোকেরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

এ দৃশ্য দেখে ইহুদিদের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল, কিন্তু জায়েদ রা. অন্যান্য ইহুদিদের মতো ছিলেন না; বরং তাঁর অবস্থান ছিল অন্য রকম।

আর আমরা তাঁর ব্যাপারে তাঁর নিজের বর্ণনা থেকে আপনাদের সামনে পেশ করলাম।

* * *

জায়েদ বলেন:

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মদিনায় আসবেন, এটি ছিল আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করার মতো অনুসরণ করব, এটি ছিল আমার তীব্র সংকল্প।

রাসূল ﷺ-কে দেখে আমি তাঁর মধ্যে শেষ নবীর সব গুণাগুণ পেয়েছি, কিন্তু এরপরও দু'টি বৈশিষ্ট্য জানার সুযোগ আমার তখনও হয়নি।

প্রথমত তাঁর নির্বুদ্ধিতার ওপর তাঁর ধৈর্য প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয়ত অধিক অজ্ঞ ব্যবহারকারীর জন্যে তাঁর ক্ষমা ও নমনীয়তা লক্ষ্য করা যাবে।

আমি এ দু'টি গুণ তাঁর মাঝে খুঁজতে লাগলাম।

অবশেষে এক সময় পেয়ে গেলাম। আর সেই ঘটনা....

একদিন রাসূল ﷺ তাঁর ঘর থেকে বের হলেন। তখন তাঁর সাথে আলী রা. ছিলেন। এমন সময় বুদা নামক এলাকা থেকে তাঁর কাছে এক লোক আগমন করল। তার বাহন তার পাশে দাঁড়ানো ছিল।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক বংশধরের একদল লোক আমার সাথে আছে, তারা কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আমি তাদেরকে বলেছিলাম: যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নেয়ামতে ভরে দেবেন এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন, কিন্তু এখন তাদেরকে কঠিন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি আক্রমণ করেছে। যার কারণে আমি ভয় করছি যে তারা যেভাবে ভালো কিছুর আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার সেভাবে অন্য লোভে পড়ে ইসলাম ত্যাগ করবে।
যদি আপনি তাদের জন্যে কোনো কিছু পাঠিয়ে সাহায্য করতে চান তাহলে করতে পারেন।
তখন রাসূল ﷺ আলী রা.-এর দিকে তাকালেন, উদ্দেশ্য তাঁর নিকটে দেয়ার মতো কোনোকিছু আছে কি না।
আলী রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে আসা মালের কোনো কিছুই নেই।

* * *

জায়েদ রা. বলেন:
আমি এটিকে গনীমত মনে করে কাজে লাগাতে চাইলাম।
আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম– হে মুহাম্মাদ! আপনি কি আমার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণের খেজুর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় করবেন? এ পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে?
তিনি বললেন, হ্যাঁ।
তখন আমি ওজন করে আশি মিসকাল স্বর্ণ রাসূল ﷺ-কে দিলাম।
তিনি তা ওই লোকটিকে প্রদান করে বললেন, তুমি তোমার দলকে তা দ্বারা সাহায্য করবে এবং তাদের মাঝে সমান ভাগ করবে।

* * *

জায়েদ বিন সু'নাহ্ রা. বলেন:
নির্দিষ্ট সময়ের দুই, তিন দিন বাকি থাকার পূর্বে রাসূল ﷺ-এর দেখা পেলাম। তখন তাঁর সাথে আবু বকর, ওমর রা. সহ সাহাবীদের একদল লোক ছিলেন। তাঁরা কোনো এক মুসলমানের জানাযার নামায আদায় করার জন্যে বের হলেন।
যখন নামায শেষ হলো আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গেলাম। আমি রাসূল ﷺ-এর জামা ও চাদর ধরে তাঁর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম– হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমার হক্ব আমাকে দেবে না?

আল্লাহর শপথ! আমি বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে দেখেছি তাঁরা হক্ব আদায় সব সময়ে বিলম্ব করে, আর আমি ভালোভাবেই জানি তোমাদের স্বভাব সম্পর্কে।

এরপর আমি তাঁর আশপাশের লোকদের দিকে তাকালাম। ওমরের চোখ মনে হয় যেন জ্বলন্ত নক্ষত্রের ন্যায় আমার দিকে ছুটে আসবে।

এরপর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এখন যা শুনছি তা কি তুমি রাসূল ﷺ-কে বলেছ? আর আমি যা দেখেছি তা কি তুমি করেছ?

যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তুমি ঈমানহারা হয়ে মরবে আমার যদি এ ভয় না থাকতো তাহলে আমি তোমার মাথায় তারবারি দ্বারা আঘাত করতাম, কিন্তু আমি রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি খুব শান্ত আছেন। তিনি ওমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ওমর! আমি ও সে তোমার কাছে অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী ছিলাম।

তোমার উচিত ছিল তুমি আমাকে উত্তমভাবে আদায় করে দেয়ার কথা বলা এবং তাকে উত্তমভাবে চাওয়ার কথা বলা।

তারপর তিনি তাকে বললেন, হে ওমর! তুমি যাও এবং তাকে তার হক্ব দিয়ে দাও, আর তুমি তাকে যে ভয় দেখিয়েছ সেটির বিনিময়ে তাকে বিশ সা' বেশি দেবে।

এতে ওমর রা.-এর মন শান্ত হয়।

সে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার হক্ব দিয়ে দিল এবং বিশ সা' বেশি দিল।

আমি বললাম- হে ওমর! বেশি নেয়ার আমার কোনো অধিকার নেই।

সে বলল, আল্লাহর রাসূল আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাকে যে ভয় দেখিয়েছি এর বিনিময় তোমাকে দিয়ে দিতে। সুতরাং তুমি তা গ্রহণ কর।

আমি বললাম- হে ওমর! তুমি কি আমাকে চিন?

সে বলল, না।

আমি বললাম- আমি জায়েদ বিন সু'নাহ।

সে বলল, ইহুদি আলেম?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

সে বলল, তাহলে কিসে তোমাকে রাসূল ﷺ-এর সাথে এরূপ ব্যবহার ও কথা বলতে বাধ্য করেছে?

আমি বললাম- হে ওমর! আমি রাসূল ﷺ-এর দু'টি আলামত ব্যতীত সবগুলো আলামত জানতে পেরেছি।

প্রথমত, তাঁর নির্বুদ্ধিতার ওপর তাঁর ধৈর্য প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয়ত, অধিক অজ্ঞ ব্যবহারকারীর জন্যে তাঁর ক্ষমা ও নমনীয়তা লক্ষ্য করা যাবে।

এখন আমি তা পেয়েছি।

সুতরাং হে ওমর! আমি তোমাকে একথার ওপর সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম ও মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে মেনে নিলাম।

এবং আমার সম্পদের এক অংশ উম্মতে মুহাম্মাদের জন্যে সদ্‌কাহ্‌ করে দিলাম।

তখন ওমর বলল, বরং তুমি তাদের কিছু লোকের জন্যে বল। কেননা তুমি সবাইকে দিতে সক্ষম নও।

* * *

এরপর ওমর রা. ও জায়েদ বিন সু'নাহ্‌ রা. রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, কিসে তোমাদেরকে ফিরিয়ে এনেছে?

তখন জায়েদ বললেন, আমি ফিরে এসেছি এ সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্‌ নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ﷺ। আর আপনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত শ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ রাসূল ﷺ।[২১]

---

[২১] তথ্যসূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্‌-২য় খণ্ড, ২৮৮ পৃ.।
২. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ৫৬৬ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃ.।

আব্দুল্লাহ
বিন ওমর বিন খাত্তাব রা.

"আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব এমন একজন যুবক ছিলেন যার অন্তর সবসময়ে মসজিদের সাথে লাগানো ছিল।"

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. নামের এ মহান সাহাবীর কথা কি আপনি জানেন?

তাঁর পিতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনীন ওমর বিন খাত্তাব রা.।

তাঁর মা জয়নাব বিনতে মাজউন।

আর তাঁর বোন ছিলেন রাসূল ﷺ-এর বিবিগণের একজন, হাফসা রা.।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর মক্কা মুকার্‌রমায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ছোট অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেছেন এবং ইসলামী পরিবেশে বেড়ে ওঠেছেন।

যার কারণে জাহিলি যুগের কোনো কাজ তাঁকে স্পর্শ করেনি এবং তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি।

এরপর তিনি তাঁর বাবার সাথে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মদিনায় হিজরত করলেন।

বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্যে কিশোরদের সাথে রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁদের মধ্যে কিছুসংখককে অনুমতি দিলেন আর কিছুসংখককে ফিরিয়ে দিলেন।

যাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-কে ছোট হওয়ার কারণে তাঁদের মধ্যেই শামিল হতে হলো।

রাসূল ﷺ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার কারণে তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরিক হতে না পারায় খুব কান্নাকাটি করল।

* * *

উহুদের যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর বয়স তের বছর থেকে কয়েক মাস বেশি ছিল।

উহুদের যুদ্ধের সময়েও তিনি অন্যান্য কিশোরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে জিহাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে আসলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এক এক করে পরীক্ষা করলেন। এরপর তাঁদের কিছুকে অনুমতি দিলেন আর কিছুকে ফিরিয়ে দিলেন।

বয়স কম হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-কেও তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

তখন তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।

তাঁদের আফসোস একটাই ছিল আল্লাহর পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়নি।

* * *

খন্দকের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. বয়স ছিল পনের বছর। তিনি ও তাঁর সমবয়সী কিশোররা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে তরবারি দিয়ে জমিনে দাগ টানতে লাগলেন এবং পায়ের উপরে ভর দিয়ে নিজেদেরকে আরো লম্বা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও তাঁর সমবয়সীদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দিলেন।

জিহাদের অনুমতি পেয়ে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদ করা যাবে এর মতো সৌভাগ্যের আর কি আছে?

এরপর থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কায় প্রবেশ করলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখলেন তখন তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রশংসা করা শুরু করলেন।

* * *

যৌবন বয়সে আল্লাহর আনুগত্যে কাটানোর এক দৃষ্টান্ত উদাহরণ ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.।

এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় না। কেননা তাঁর অন্তর ছিল সর্বদা মসজিদের সাথে লাগনো। তিনি মসজিদে এত বেশি সময় কাটাতেন মনে হয় যেন মসজিদই তাঁর থাকার ঘর ছিল।

তিনি নিজেই বর্ণনা করেন-

রাসূল ﷺ-এর সময়ে মানুষ যদি স্বপ্নে কোনো কিছু দেখত তাহলে তাঁরা তা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলত। তখন আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক, যার কারণে আমি মসজিদে ঘুম যেতাম।

এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখি দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি দেখলাম জাহান্নামের দু'টি শিং আছে। জাহান্নামে আমি আমার পরিচিত কিছু মানুষকে দেখতে পেলাম।

তখন আমি বলতে লাগলাম- আমি আল্লাহর নিকটে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই........। আমি আল্লাহর নিকটে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই........।

তখন আমার সাথে আরেকজন ফেরেশতা সাক্ষাৎ করল।

সে আমাকে বলল, তোমার কোনো সমস্যা নেই, কেননা তোমাকে ভয় দেখানো হবে না।

তখন আমি আমার এ স্বপ্ন আমার বোন যিনি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী তাঁকে জানালাম।

তিনি তা রাসূল ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলেন।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, কতই না উত্তম লোক আব্দুল্লাহ, যদি সে রাতে (নফল) নামায পড়ত।

আমি এ কথা শুনার পর থেকে রাতে কম ঘুমানোর সংকল্প করলাম।

সেদিন থেকে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. যখন মানুষ ঘুমানোর জন্যে বিছানায় যেত তখন তিনি ওযু করে নামাযে দাঁড়াতেন এবং আল্লাহ তাঁকে যত রাকাত পড়ার তাওফিক দিত তিনি তত রাকাত নামায পড়তেন।

এরপর তিনি বিছানায় যেতেন, কিন্তু পাখির মতো সামান্য ঘুমাতেন। একটু পরে আবার ওঠে অযু করে যত রাকাত পারতেন তত রাকাত নামায আদায়

করতেন। এরপর আবার বিছানায় যেতেন। এভাবে তিনি একই রাতে তিন চার বার ঘুমাতে যেতেন এবং আবার ওঠে নামায আদায় করতেন।

* * *

বড় বড় সাহাবীগণ আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর সততার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তাছাড়া তাঁরা তাঁর সাক্ষ্যকে গ্রহণ করতেন এবং তাঁর কথা বাস্তবায়ন করতেন।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে- আমাদের মধ্যে যাকেই দুনিয়ায় পেয়েছে সে তাঁর দিকে ঝুঁকে গেছে, কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন ওমর এর ব্যতীক্রম ছিলেন।

* * *

তার পিতা ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতের দায়িত্ব ওসমান রা.-এর হাতে আসে।

ওসমান খলীফা হওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-কে কাজী তথা বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন।

ওসমান তাঁকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি মানুষের মাঝে বিচার কর। কেননা তুমি মুসলমানদের মধ্যে ফিকাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী।

তখন তিনি এ দায়িত্ব নিতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন।

তিনি বললেন, আমি দু'জনের মাঝে বিচার করতে পারব না।

তখন ওসমান রা. বললেন, রাসূল ﷺ জীবিত থাকায় অবস্থায় তোমার বাবা মানুষের বিচার করতেন। তাহলে তুমি কেন করবে না?

তিনি বললেন, আমার বাবা বিচার করতেন, যখন তাঁর কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হতো তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতেন আর রাসূল ﷺ-এর কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে তিনি জিবরাঈল আ. কে জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু আমার কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসা করার মতো কাউকে পাব না।

এরপর তিনি বললেন, আপনি কি রাসূল ﷺ-এর বাণী শুনেননি, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছে সে উত্তম জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

তখন ওসমান বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

তিনি বললেন, আমাকে বিচারের দায়িত্বে নিয়োগ করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তখন ওসমান তাঁকে এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁকে বললেন, তুমি এ ব্যাপারে কাউকে বলবে না। কেননা মুসলমানদের ন্যায়বিচারের প্রয়োজন আছে।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. শুধু একজন দুনিয়া-বিরাগী আলেম ও আবেদই ছিলেন না; বরং তিনি দ্বীনের পথের একজন মুজাহিদও ছিলেন। তিনি মুসলমান সৈন্যদের সাথে সিরিয়া, ইরাক, বসরা ও পারস্যের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

এমনকি তিনি আমর বিন আ'স রা.-এর সাথে মিসর বিজয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেছেন। যার কারণে মিসরে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা চল্লিশের বেশি ছিল।

* * *

যখন আলী ও মুয়াবিয়া রা.-এর খেলাফত নিয়ে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল তখন একদল মানুষ এসে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-কে বললেন, আপনার হাত দিন আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি, কেননা আপনি আরবদের নেতা ও নেতার সন্তান এবং আপনি ভালো ও ভালো মানুষের ছেলে।

তখন তিনি বললেন, আমি ভালো মানুষ নই এবং ভালো মানুষের সন্তানও নই; বরং আমি আল্লাহর বান্দাদের একজন। আমি আল্লাহর কাছে আশা করি এবং তাঁকে ভয় করি।

আল্লাহর শপথ! তোমরা মানুষের এমনভাবে প্রশংসা কর যার কারণে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

যদি তোমরা আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর তাহলে আহলে মাশরিকদের কি হবে?

তারা বলল, তারা হয় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করবে না হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করে আপনার নেতৃত্ব মানতে বাধ্য করা হবে।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দিতে গিয়ে যদি মুসলমানদের একজন লোক নিহত হয় তাহলে আমি সে খেলাফত নিতে রাজি না, যদিও তা সত্তর বছরের জন্যে হয়।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. সারাজীবন রাসূল ﷺ অনুসরণ করে কাটিয়েছেন। প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণ করতেন।

যখনই তাঁর সামনে রাসূল ﷺ-এর কথা বলা হতো তিনি তখন রাসূল ﷺ-কে হারানোর বেদনায় খুব কান্নাকাটি করতেন।

তিনি আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করতেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি খুব কান্নাকাটি করতেন।

মহান আল্লাহর বাণী-

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.

"যারা মুমিন তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?.......". [সূরা-হাদীদ, ৫৭:১৬]

যখনই তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখনই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন।

একদিন উবাইদুল্লাহ বিন ওমাইরা তাঁর সামনে তেলাওয়াত করতে লাগলেন-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.

"আর তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে একজন সাক্ষী ডেকে আনব আর আপনাকে ডাকব তাঁদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে।

সেদিন কাফিররা ও রাসূলের অবাধ্য লোকেরা কামনা করবে তাদেরকে যেন জমিনের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো বিষয় গোপন করতে পারবে না।" [সূরা নিসা, ৪:৪১-৪২]

এ আয়াতগুলো শুনারপর আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. খুব কান্নাকাটি শুরু করলেন। এমনকি কান্নার কারণে তাঁর জামা ভিজে গেল এবং তাঁর অন্তরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

তখন মজলিসের একলোক তেলাওয়াতকারীকে বলল, সংক্ষেপ কর, তুমি আমাদের শায়েখকে কষ্ট দিচ্ছ।

* * *

তাঁর অনেক ছাত্র ছিল যারা তাঁর কথাগুলো লিপিবদ্ধ করত। তাঁর কাছে কুরআন হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করত।

তারা তাঁর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইত। তিনি তাঁদের প্রশ্নের এমন ভাবে জবাব দিতেন, যাতে তা প্রতিটি মুসলমানের সারাজীবন কাজে লাগে।

একদিন তাদের একজন তাঁর নিকটে লিখে পাঠাল-

হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি আমাকে দ্বীনের সব বিষয় লিখে দিন।

তিনি তাকে লিখলেন-

জ্ঞানের পরিমাণ অনেক বেশি, কিন্তু তুমি যদি পার মুসলমানদের রক্ত না ঝরিয়ে, মুসলমানদের সম্পদ ভক্ষণ না করে, নিজের জিহ্বা দ্বারা মুসলমানদেরকে আঘাত না করে এবং মুসলমানদের জামাতের সাথে একত্রিত থেকে আল্লাহর নিকটে উপস্থিত হবে, তাহলে তুমি তা কর।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি অন্যদেরকে খাদ্য খাওয়াতেন, মিসকীন ও ইয়াতীমদেরকে দান করতেন। তিনি এ কাজগুলো এত বেশি করেছেন যে, এ ব্যাপারে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়।

বর্ণিত আছে, তাঁর একবার মাছ খাওয়ার শখ হয়েছে, তখন তাঁর স্ত্রী মাছ শিকার করে তা খুব ভালোভাবে রান্না করল।

এরপর সে তাঁর স্বামীকে তা খেতে দিল।

এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. দরজায় এক ভিক্ষুকের ডাক শুনতে পেলেন।

তখন তিনি বললেন, মাছটি ভিক্ষুককে দাও।

তখন সফীয়্যা তাকে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে পরিতৃপ্ত হোন।

তিনি বললেন, তা ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।

তখন তাঁর স্ত্রী তাকে বলল, আমরা এর পরিবর্তে ভিক্ষুককে অন্যকিছু দ্বারা সন্তুষ্ট করে দেব।

তার স্ত্রী ভিক্ষুকের উদ্দেশ্যে বলল, তিনি এ মাছটি খাওয়ার শখ করেছেন।

তখন ভিক্ষুক বলল, আল্লাহর শপথ! আমিও তা খেতে আগ্রহী।

এরপর তাঁর স্ত্রী তাঁর কথামতো ভিক্ষুককে তা দিয়ে দিল, কিন্তু পরে তিনি ভিক্ষুক থেকে তা এক দীনারের পরিবর্তে ক্রয় করলেন।

তখন তিনি ভিক্ষুককে বললেন, আমরা কি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, তুমি কি এর মূল্য গ্রহণে রাজি আছ?

ভিক্ষুক বলল, হ্যাঁ।

তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, এখন তাকে এর মূল্য পরিশোধ করে দাও।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে তাঁর স্ত্রীকে দোষারোপ করত।

তারা তাকে বলতে লাগল- তুমি কি এ শায়েখের প্রতি অনুগ্রহ করতে পার না?

তখন তাঁর স্ত্রী বলল, আমি কি করব?

আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোনো খাবার তৈরি করি তিনি তা খাওয়ানোর জন্যে গরীবদেরকে নিয়ে আসেন।

তখন আমি সেই সকল গরীব-মিসকীনদের নিকটে খাবার পাঠিয়ে বলে দিলাম- তারা যেন তাঁর আগমনের রাস্তায় বসে না থাকে।

যখন তিনি বাড়িতে ফিরে আসলেন তখন তিনি বললেন, অমুক অমুকের নিকটে খাদ্য পাঠাও।

আমি বললাম- আমরা তাদের নিকটে আপনার ইচ্ছেমতো খাবার পাঠিয়ে দিয়েছি; বরং এর থেকে বেশি পাঠিয়েছি।

তখন তিনি বললেন, বরং তোমরা চাচ্ছ আমি আজ রাতে যেন খাবার না খাই। (তাকে দেখিয়ে গরিবদেরকে খাদ্য না দেয়ার কারণে তিনি একথা বলেছেন)।

এ বলে তিনি ওঠে গেলেন, ওই রাতে কিছুই খেলেন না।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. সবগুলো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করতেন। তিনি যদি কোনো মূল্যবান সম্পদ পেতেন তিনি তা গরিবদের মাঝে সদ্কাহ্ করে দিতেন।

তাঁর দাসগণ তাঁর এ অনুগ্রহের দিক দেখতে পেল। তাঁর দাসদের মধ্যে যেই ভালো আমল করত এবং বেশি বেশি মসজিদে যেত তাকে তিনি আযাদ করে দিতেন। যার কারণে তাঁর কোনো দাস যদি আযাদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত সে নেক আমল করা শুরু করত। আর এতে তিনি তাকে আযাদ করে দিতেন।

এভাবে দাস আযাদ করা দেখে তাঁকে একজন বলল, এরা তোমাকে ইবাদতের মাধ্যমে ধোঁকা দিচ্ছে।

তখন তিনি বললেন, যদি কেউ আমাদেরকে আল্লাহর কাজ করা দ্বারা ধোঁকা দিতে চায় তাহলে আমরা সেখানে ধোঁকা খেতে রাজি আছি।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. গোলাম আযাদ করে ক্ষ্যান্ত ছিলেন না; বরং তিনি দাসদেরকে আযাদ করে তাদেরকে এমন সম্পদ দান করতেন যাতেকরে তারা খুব শান্তিতে বাস করতে পারে।

আব্দুল্লাহ বিন দীনার তাঁর এ দানশীলতার ব্যাপারে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন:

আমরা একদিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.-এর সাথে উমরা করার জন্যে বের হলাম। কিছুপথ অতিক্রম করার পর আমরা বিশ্রাম করার জন্যে যাত্রা বিরতি নিই।

এমন সময় পাহাড় থেকে এক রাখাল আমাদের দিকে আসল।

তখন আব্দুল্লাহ বিন ওমর তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন।

তিনি তাকে বললেন, তুমি কি দাস?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে একটি বকরি বিক্রয় কর, যখন তোমার মালিক তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে তখন তুমি বলবে বাঘে খেয়ে ফেলছে।

সে বলল, তাহলে মহান আল্লাহ কোথায়?

তখন তিনি কান্না শুরু করলেন এবং বললেন, মহান আল্লাহ কোথায়!

এরপর তিনি ওই দাসকে তার মালিক থেকে ক্রয় করে তাকে আযাদ করে দিলেন এবং সে যে বকরিগুলো চরাত সেগুলোও ক্রয় করে তাকে দিয়ে দিলেন।

* * *

সর্বপরি বলা যায় আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. এতই দানশীল ছিলেন যে, তাঁর হাতে কোনো সম্পদ এসে থাকতে পারত না।

একদিন তাঁকে বিশ হাজার মুদ্রা দেয়া হলো তিনি সেগুলো বসা অবস্থায় গরিবদের মাঝে ও আল্লাহর পথে বিলি করে দিলেন।

সবকিছু বণ্টন করার পর কিছু ভিক্ষুক তাঁর কাছে আসল। তখন তিনি যাদেরকে দিয়েছেন তাদের একজন থেকে কিছু অর্থ ঋণ নিয়ে আগত ভিক্ষুকদেরকে দিলেন।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. আশি বছরেরও বেশি হায়াত লাভ করেন।

যখন তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী হলো তিনি তাঁর কিছু বন্ধুকে বললেন, আমি তিনটি বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে আফসোস করি না।

তীব্র গরমে আল্লাহর জন্যে রোযা রাখা।

রাতে আল্লাহর জন্যে নামায পড়া।

এবং আমি আহলে ফিতনাদের সাথে যুদ্ধ করিনি।

আল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর প্রতি রহম করুন কেননা তিনি পুণ্যবান ও আল্লাহভীত হিসেবে জীবন-যাপন করেছেন এবং ইবাদতকারী ও দুনিয়াবিরাগী হয়ে মৃতুবরণ করেছেন।[২২]

---

[২২] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবাহ্-২য় খণ্ড, ৩৪৭ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃ.।
৩. আত্ ত্ববাকাতুল কুবরা-৪র্থ খণ্ড, ১৪২ পৃ.।
৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯ম খণ্ড, ৪ পৃ.।
৫. উস্‌দুল গবাহ্-৩য় খণ্ড, ৩৪০ পৃ.।
৬. হুলিয়্যাতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ২৯৬ পৃ.।
৭. সিফাতুস সফ্ওয়া-১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃ.।
৮. ইবনি খয়্যাত-২২তম খণ্ড, ১৯০ পৃ.।
৯. আল ইবরু-১ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।
১০. সাযরাতুয যাহাব-১ম খণ্ড, ৮১ পৃ.।
১১. ত্ববাকাতুশ্ শা'রানী-৩২ পৃ.।
১২. তারিখুল ইসলাম-৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃ.।
১৩. আল আ'লাম-৪র্থ খণ্ড, ২৪৬পৃ.।

তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ আল আসাদী রা.

"তিনি এমন একজন অশ্বারোহী ছিলেন যাকে এক হাজার সৈন্যের সাথে তুলনা করা হতো।" [ঐতিহাসিকবিদ]

নবম হিজরীতে বনূ আসাদের একদল লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে আগমন করল।

সেই দলের প্রধান ছিল তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ রা.।

তাঁরা মসজিদে নববীর কাছে পৌঁছে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করল।

এরপর তাঁদের একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ এক তাঁর কোনো শরিক নেই, আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তিনি আপনাকে সত্য ও সঠিক ধর্ম-সহ প্রেরণ করেছেন।

আর আমরা নিজ থেকেই আপনার নিকটে এসেছি, আপনি আমাদের নিকটে কাউকে পাঠাননি।

সুতরাং আপনি আমাদের ইসলাম কবুল করে নিন।

তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে সম্মানের সাথে স্বাগতম জানালেন এবং যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন।

* * *

কিন্তু তুলাইহা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল এবং রাসূল ﷺ-কে নিয়ে তাঁর মনে হিংসা জন্ম নিতে লাগল।

সে রাসূল ﷺ-কে দেখতে লাগল যে, কিভাবে এ লোক ছোট থেকে এত বড় হয়ে গেছে এবং দিনের পর দিন সারা আরবে প্রভাব বিস্তার লাভ করছে।

এগুলো ভাবতে ভাবতে তার মনে বড় হওয়ার আশা জাগল এবং তার অন্তরে শয়তান জায়গা করে নিল। তাকে শয়তান ধোঁকা দেয়া শুরু করল।

তখন সে নিজেকে বলতে লাগল- হে তুলাইহা........ কোথায় মুহাম্মদ আর কোথায় তুমি?

সে তোমার থেকে বেশি স্পষ্টভাষী নয়। কেননা তুমি একজন ভাষাপন্ডিত ও প্রজ্ঞাবান কবি।

সে তোমার থেকে শক্তিশালী নয়। কেননা মানুষ তোমাকে এক হাজার অশ্বারোহীর সাথে তুলনা করে।

তাছাড়া সে দলীয়ভাবেও তোমার থেকে উত্তম নয়, কেননা তুমি বনূ আসাদ বংশের লোক। বনূ আসাদ তো যুদ্ধের লোক, তারা যুদ্ধের ময়দানে দিন কাটায়।

যখন দলটি রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে নিজেদের গোত্রে ফিরে আসল তখন সে নিজেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী বলে দাবি করল।

তার এ দাবি তার গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে, আবার কেউ কেউ বিশ্বাস না করলেও গোত্রপ্রীতির কারণে মেনে নেয়।

* * *

রাসূল ﷺ তাকে প্রতিহত করার জন্যে জিরার বিন আজওয়ারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন।

মুসলমানগণ সেই যুদ্ধে খুব বিপদে পড়ে গেলেন।

তুলাইহার বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে যেত যদি জিরার তাকে সরাসরি আঘাত করতে না যেতেন।

কেননা যখনই তিনি তাকে সরাসরি আঘাত করতে গেলেন। তরবারি তাকে আঘাত না করে ফিরে আসল।

যার কারণে তুলাইহা মানুষের নিকটে প্রচার করতে লাগল যে, আমি সত্য নবী আমাকে আল্লাহ্ তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন।

যার কারণে যারা তার দল থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারাও এখন তার দলে এসে যোগ দিল।

দিনের পর দিন তার শক্তি বাড়তে লাগল। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর অনেক মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হতে শুরু করল। তারা যেভাবে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার সেভাবে দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করতে লাগল।

* * *

আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর এগারো জন সেনাপতির হাতে এগারোটি ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে মুরতাদদের সাথে জিহাদ করার জন্য প্রেরণ করলেন।

তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ ও তার গোত্রের লোকদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব পড়েছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ওপর।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বনূ আসাদকে প্রতিহত করার জন্যে নজদের দিকে রওনা হলেন। তিনি মূল বাহিনীর অগ্রভাগে দু'জন বীর মুজাহিদকে প্রেরণ করলেন।

তারা উকাশা বিন মিহসান রা. আর সাবিত বিন সালামা রা.।

তাদেরকে তুলাইহার এলাকায় গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করা হলো।

তারা মুসলমান বাহিনীকে শত্রুদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে লাগল, কিন্তু তুলাইহা তাদের দু'জনকে ধরে ফেলল এবং তাদেরকে অনেক জঘন্যভাবে হত্যা করল।

যখন মুসলমানগণ তাদের শহীদ হওয়ার কথা জানতে পারল তারা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। আর তাই তুলাইহার থেকে সেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটাই ছিল বাসনা যে, যতই কঠিন হোক না কেন এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

* * *

দুইদল নজদের বুজাখা নামক কূপের নিকটে জমা হলো।

তারা উভয়ে কঠিন যুদ্ধ করতে শুরু করল। যুদ্ধের প্রথমে উভয়কে সমভাবে যুদ্ধ করতে দেখা গেল।

বনূ ফাযারার নেতা উয়াইনা বিন হিস্‌ন সে তুলাইহার পক্ষ হয়ে যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

যখন মুসলমানদের বাহিনী মুশরিকদের ওপর বিজয়ী হতে লাগল তখন উয়াইনা তুলাইহা নিকটে গেল। সে তাকে তাঁবুতে পেল।

তুলাইহা তখন চাদর গায়ে জড়িয়ে বসেছিল।

সে তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝাতে লাগল যে, তার নিকটে অচিরেই অহী নাযিল হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তার বাহিনীকে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন, কিন্তু যুদ্ধ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করল তখন বনূ ফাযারার নেতা আবার তুলাইহার নিকটে আসল। সে তাকে বলল, হে তুলাইহা! তোমার নিকটে কি ওহী নাযিল হয়েছে।

তুলাইহা বলল, না, উয়াইনা।

একথা শুনে সে ফিরে গেল এবং তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগল, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে সে আবার তুলাইহার নিকটে আসল।

সে তুলাইহা কে বলল, তোমার পিতা নেই, জিবরাঈল কি এসেছে?

তুলাইহা বলল, না।

সে বলল, তাহলে কখন আসবে। আল্লাহর শপথ, আমাদের ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গেছে।

তারপর সে আবার ফিরে গিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

এরপর সে আবার ফিরে এসে বলল, তোমার নিকট কি জিবরাঈল এসেছে।

তুলাইহা বলল, হ্যাঁ।

সে বলল, সে কি ওহী নিয়ে এসেছে?

তুলাইহা বলল, সে আমাকে বলেছে.........

اِنَّ لَكَ يَوْمًا سَتَلْقَاهُ؛ لَيْسَ لَكَ اَوَّلُهُ . وَلَكِنْ لَكَ أُخْرَاهُ.........ثُمَّ اِنَّ لَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ حَدِيْثًا لَا تَنْسَاهُ.

"নিশ্চয়ই তুমি এমন একদিনের সাক্ষাৎ করবে যার প্রথমটি তোমার জন্যে নয় বরং শেষটি তোমাদের জন্যে......... এরপর তোমার জন্যে এমন একটি ঘটনা রয়েছে যা তুমি কখনও ভুলবে না।

তখন উয়াইনা বলল, তোমার ধ্বংস হোক! আল্লাহর শপথ, আমি দেখছি তোমার জন্যে এমন ঘটনা রয়েছে বাস্তবেও তুমি তা কখনো ভুলবে না।

তারপর উয়াইনা তাঁর গোত্রের লোকদের লক্ষ্য করে বলল, হে বনূ ফাযারা! নিশ্চয়ই এ চরম মিথ্যাবাদী ও অবাধ্য।

এতে সে ও তার গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করল। তারা যুদ্ধ বর্জন করায় মুসলমানদের হাতে বনূ আসাদ পরাজিত হলো।

আর তুলাইহা পালায়ন করে গাসাসিনা নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। যা সিরিয়ায় অবস্থিত।

* * *

তুলাইহা গাসাসিনায় কিছুদিন অবস্থান করার পর তাঁর মধ্যে বিবেক ফিরে আসে ।

আর তাই তিনি ইসলামের খেদমত করার যে সুযোগ হারিয়েছেন এর জন্যে লজ্জিত হতে লাগলেন।

তিনি নিজেকে বলতে লাগলেন- হে তুলাইহা! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক।

যদি জিরারের তরবারি তোমাকে আঘাত করত তাহলে তুমি মুরতাদ হয়ে মারা যেতে।

আর এতে তোমার স্থান হতো জাহান্নামে।

হে তুলাইহা! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, যদি তুমি রাসূল ﷺ-এর খলীফার কাছে মুসলমান অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে।

তোমার যা ইচ্ছা তা কর।

কেননা তোমার জন্যে জাহান্নামের আগুন সহ্য করার থেকে এটি সহজ।

আল্লাহর সাথে ওয়াদা কর, যিনি তোমার ঘাড়কে জিরার বিন আযওয়ারের তরবারির আঘাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তিনি যদি তোমাকে মদিনায় নিরাপদে পৌছায় তাহলে তুমি তোমার সেই ঘাড়কে তাঁর পথে ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে কুরবানি করে দিবে।

তারপর তিনি একটি কূপে নামলেন এবং সেটির পানি দ্বারা গোসল করলেন।

এরপর তিনি সাক্ষ্য দিলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ বান্দা, রাসূল ও তাঁর বন্ধু।

* * *

তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ মদিনায় পৌছেন। তিনি ওমর রা. সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের ইসলামের কথা ঘোষণা করলেন।

তখন ওমর রা. বললেন, তোমার ধ্বংস হতো, তুমি কি উকাসা ও সাবিত এ দু'জন সৎ লোককে হত্যা করনি?

তারপর তিনি বললেন, আমার অন্তর কখনও তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না।

তখন তুলাইহা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে ওই দুই ব্যক্তির কোন ব্যাপার চিন্তিত করছে। তাঁরা দু'জন তো আমার হাতে শহীদ হয়ে সম্মানিত হয়েছেন।

আর আমি হতভাগা হয়েছি তাঁদের দ্বারা।

আর এর জন্যে আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি।

তখন ওমর তাঁর কথায় সাড়া দিলেন এবং তাঁর ইসলামকে কবুল করে নিলেন।

* * *

তুলাইহা নিজের অতিতের সবগুনাহের জন্যে আল্লাহর নিকটে খাঁটি তাওবা করলেন এবং তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন বলে আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা করলেন।

এরপর তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে ওঠে পড়ে লাগলেন।

* * *

মুসলমানগণ রোম আক্রমণ করার জন্যে সাগরে যাত্রা শুরু করলেন। সেই বাহিনীতে তুলাইহা রা.-ও ছিলেন। যখন তাঁরা তরঙ্গ পার হচ্ছিলেন তখন তাঁদের সামনে শত্রু পক্ষের এক বিশাল জাহাজ ভেসে ওঠে। সেখানে যে সৈন্য ও রসদ ছিল তা মুসলমানদের সৈন্য ও রসদ থেকে অনেক বেশি ছিল।

তুলাইহা বললেন, আমাদের জাহাজকে সেটির নিকটে নিয়ে যাও।

তখন তাঁরা বলল, এদের মোকাবেলা করার মতো সমর্থ আমাদের নেই।

তখন তিনি তাদেরকে বললেন, হয় তোমরা জাহাজকে শত্রুদের জাহাজের নিকটে নিয়ে যাবে না হয় আমি তোমাদের গর্দানে এ তরবারি দ্বারা আঘাত করব।

তখন তাঁর কথা মানা ব্যতীত তাঁদের আর কোনো পথ ছিল না।

যখন দুই জাহাজ একটি অন্যটির কাছা-কাছি আসে তখন তুলাইহা তাঁর সাথের লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে তোমাদের বাহুর উপরে তুলে নিয়ে শত্রুদের জাহাজে নিক্ষেপ করবে। আমি তোমাদেরকে এমন কিছু করে দেখাব যা তোমাদের চক্ষু শীতল করবে, ইন-শা-আল্লাহ (আল্লাহ চাইলে)।

তারা তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করলেন।

চোখের পলকে তুলাইহা রা. শত্রুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তরবারিকে ডানে বামে ঘুরাতে শুরু করলেন। এতে শত্রুদের অনেক লোক মারা গেল। তাঁরা তাঁর আক্রমণে হুশ হারিয়ে ফেলল। এ মহাবীরের তীব্র আক্রমণে তাঁদের বাকি লোকেরা আত্মসমর্পণ করল।

* * *

কাদিসিয়ার যুদ্ধের পূর্ব রাতে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. তুলাইহা নেতৃত্বে পাঁচ লোককে এবং আমর বিন মাদী কারিব রা.-এর নেতৃত্বে পাঁচজন লোককে রাতের অন্ধকারে শত্রুদের বাহিনীতে ঢুকে তাদের অবস্থা জানতে প্রেরণ করলেন।

যখন তারা শত্রুদের বাহিনীতে ঢুকল তারা তাদের সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র দেখে ভয় পেয়ে গেল।

তারা বলতে লাগল- এদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই।

আমর বিন মাদীকারিব রা. নিজের সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফিরে আসলেন। তিনি ফিরে আসার পথে তুলাইহা রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

কিন্তু তুলাইহা রা. এ বিশাল বাহিনী দেখার পরও তাঁর মধ্যে কোনো ভয় দেখা যাচ্ছিল না।

তিনি শত্রুদের বাহিনীর ভেতরে তাদের ঘাঁটিতে ঘুরে ফিরে রাত কাটিয়ে দিলেন।

* * *

রাত কেটে গেল, কিন্তু তিনি তবু ফিরে যাওয়ার চিন্তা করেননি।

তিনি তাদের প্রধান তাঁবু আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা তিনি ইতিপূর্বে একত্রে এত যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ কোথাও দেখেননি।

আর তাই তিনি তাঁবুটির রশি কেটে দেন এবং সেটির উপরে ওঠে গেলেন।

এরপর তিনি নিজের তাঁবুতে ফিরে চললেন।

তাঁকে দেখে পারস্য এক সৈনিক তাঁর দিকে ছুটে আসে, কিন্তু সৈন্যটি তাঁর তীব্র আঘাতে মারা গেল।

তখন অন্য এক সৈন্য ছুটে আসে সেও তাঁর হাতে মারা গেল।

এরপর তৃতীয় সৈন্য ছুটে আসে। তুলাইহা তাঁর ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যখন সৈন্যটি দেখলো তার মৃত্যু নিশ্চিত তখন সে আত্মসমর্পণ করল।

তিনি তাকে সামনে সামনে চলতে আদেশ করলেন।

তারপর তিনি তাকে নিয়ে মুসলমান সৈন্যদের কাছে ফিরে আসলেন।

মুসলমানগণ তাকে ফিরে আসতে দেখে তাকবীর দেয়া শুরু করলেন।

* * *

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. অনুবাদককে ডাকলেন। তারপর তিনি বন্দিকে তার গোত্র ও সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

সে বলল, আমি আগে তোমাদের এ যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলল তারপর তোমরা আমাকে অন্য সবকিছু জিজ্ঞাসা করবে।

তারা বলল, বল।

সে বলল, আমি অনেক যুদ্ধ করেছি।

যার কারণে ছোটবেলা থেকে তোমরা আমাকে এখন যে বয়সের দেখতে পাচ্ছ এ বয়স পর্যন্ত আমি অনেক বীর দেখেছি।

কিন্তু আমি একথা কোথাও শুনিনি যে, কোনো ব্যক্তি সত্তর হাজার সৈন্য বাহিনীর ভেতরে নিজে একা প্রবেশ করেছে। যে সত্তর হাজার সৈন্যদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ-ছয় জন করে সেবক নিয়োজিত আছে।

এরপরও তিনি সে ঘাঁটি থেকে বের হওয়ার পূর্বে সেটির প্রধান তাঁবুতে আক্রমণ করার চিন্তা করলেন। শুধু তাই না তিনি ওই তাঁবুর রশি কেটে দিলেন।

তখন তাকে এক অশ্বারোহী আক্রমণ করে যে, এক হাজার অশ্বারোহীর সমতুল্য তিনি তাকে হত্যা করলেন।

এরপর আরেকজন আক্রমণ করে তিনি তাকেও হত্যা করলেন, যে বীরত্বের দিক থেকে প্রথম ব্যক্তির থেকে কম ছিল না।

এরপর আমি তাকে আক্রমণ করি। কেননা আমার জানা মতে আমার বাহিনীতে আমার থেকে বড় বীর আর কেউ নেই। আমি চেয়েছি ওই দু' সৈন্যের প্রতিশোধ নিতে কেননা তারা উভয়ে আমার চাচাতো ভাই।

যখন আমি আমার চোখে আমার মৃত্যুকে দেখতে পেলাম তখন আমি আত্মসমর্পণ করি।

* * *

এ হলো তুলাইহার বীরত্ব।

এখানে শুধু এক যুদ্ধের বীরত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

এভাবে তিনি প্রতিটি জিহাদে বীরত্ব সাহসিকতার সাথে লড়েছেন।

অবশেষে তিনি নাহ্ওয়ান্দের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।[২৩]

---

[২৩] তথ্যসূত্র

১. আল কামিলু লি ইবনিল আছির।
২. আল ইসাবাহ্-২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃ.।
৩. মু'জামুল বুলদান-ফি (বাযাখাহ্)।
৪. তাহ্যীবুবনি আসাকির-৭ম খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৫. তারিখুল খামিস-২য় খণ্ড, ১৬০ পৃ.।
৬. তাহ্যীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত-১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ.।
৭. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৯৫ পৃ.।
৮. উস্দুল গবাহ্-৩য় খণ্ড,৯৫ পৃ.।

উবাদাহ্ বিন সামিত রা.

"আল্লাহ সেই ভূমিকে ঘৃণ্য করেন যে ভূমিতে উবাদাহ্ বিন সামিত বা তাঁর অনুরূপ কোনো লোক থাকে না।" [ওমর বিন খাত্তাব]

এ মহান ব্যক্তি একজন আনসারী, আক্বাবী ও বদরী সাহাবী।

এ তিনটি এমন উপাধি যেগুলো দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে সম্মানের উপাধি।

যাদেরকে আল্লাহ নবী-রাসূলের পর দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করেছেন তারাই এ উপাধিগুলো লাভ করেছেন।

এ উপাধিগুলো কেউ চাইলে লাভ করতে পারে না; বরং মহান আল্লাহ যাদেরকে চেয়েছেন তাঁদেরকে ইসলামের মহান কাজে নিয়োজিত করে এ সম্মানিত উপাধিগুলো দান করেছেন।

তাঁর পিতাকে সামিত বলে ডাকত।

তাঁর মাকে কুর্‌রাতুল আইন বলে ডাকত।

আর এ মহান সাহাবীকে লোকেরা উবাদাহ্ বলে ডাকত।

যারা কুরআন, হাদীস বা ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখেন তাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যারা উবাদাহ্ বিন সামিতের কথা শুনেননি।

যারা রাসূল ﷺ ও হিজরত করে আসা সাহাবীদেরকে সাহায্য করেছেন এবং মদিনায় আশ্রয় দিয়েছেন তিনি তাঁদের একজন।

তিনি সেই তিয়াত্তর জন লোকের একজন যারা বাইয়াতে আক্বাবায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি সেই মহান মুজাহিদদের একজন যারা বদরের যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিলেন।

তাছাড়াও তিনি ওই পাঁচ জনের একজন যারা রাসূল ﷺ-এর সময়ে কুরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

* * *

উবাদাহ বিন সামিত রা. সারা জীবন জিহাদ, ইবাদত ও শিক্ষক হিসেবে কাটিয়েছিলেন।

তিনি জিহাদের ময়দানে দুঃসাহসী সিংহের ভূমিকা পালন করতেন।

আর রাতের বেলা তিনি এমনভাবে কাটাতেন যেন তিনি এ দুনিয়াতে নেই; বরং তিনি মহান রবের নিকটে চলে গেছেন। তিনি প্রতিটি রাতই মহান রবের ইবাদত করে কাটিয়েছেন।

আর বাকি সময় মুসলমানদেরকে আল্লাহর কিতাব ও মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দিতেন।

* * *

যখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সিরিয়া বিজয় দান করেন তখন তাঁরা চিন্তা করলেন মানুষের ধন-সম্পদ ও বাড়ি-ঘর যেভাবে জয় করা হয়েছে তেমনি মানুষের মন ও জ্ঞানকেও জয় করতে হবে।

আর যার কারণে দামেশকের আমীর খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর নিকটে চিঠি পাঠিয়ে বললেন,

সিরিয়াতে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তাদের এখন এমন একজন লোক দরকার যিনি তাদেরকে কুরআন তেলাওয়াত ও মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দেবেন।

সুতরাং হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে কিছু লোক প্রেরণ করে আপনি এ কাজে সাহায্য করুন।

তখন ওমর বিন খাত্তাব রা. ওই পাঁচজন লোককে একত্রিত করলেন যারা রাসূল ﷺ-এর যুগে কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন।

তাঁরা হচ্ছেন উবাদা বিন সামিত, মুয়াজ বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, আবু আইয়ূব আল আনসারী ও আবুদ্দারদা রা.।

যখন তাঁরা ওমর রা.-এর নিকটে আসলেন তখন তিনি তাদেরকে বললেন, সিরিয়ায় তোমাদের ভাইয়েরা কুরআন তেলাওয়াত ও হালাল হারামের মাসয়ালা জানার জন্যে তোমাদের সাহায্য চাচ্ছে, সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে তিনজন আমাকে এ কাজে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের ওপর রহম করুন।

আর যদি তোমাদের প্রত্যেকেই যেতে চাও তাহলে লটারি কর।

তারা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদেরকে লটারি দিতে হবে না। কেননা আমাদের মধ্যে আবু আইয়ূব আল আনসারী খুবই বৃদ্ধ এবং উবাই বিন কা'ব অসুস্থ। আর আমরা তিনজন বাকি থাকি।

এরপর ওমর রা. তাঁদের তিনজনকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন।

তাদের মধ্যে উবাদাহ্ বিন সামিত রা. হিম্‌সে অবস্থান নিলেন।
আব্দুদ্দারদা দামেশ্‌কে অবস্থান নিলেন......
এবং মুয়াজ বিন জাবাল রা. ফিলিস্তিনে অবস্থান নিলেন।

* * *

উবাদা রা. আকাবার শপথে রাসূল ﷺ-এর হাতে শুনা ও মানার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।
তিনি আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি যেখানে থাকেন সত্য বলবেন এবং আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে কারো নিন্দাকে ভয় করবেন না।
সিরিয়া যাওয়ার পর তিনি সিরিয়ার আমীর মুয়াবিয়া রা.-এর কিছু কাজ মেনে নিতে পারেননি। যার কারণে তিনি ওইগুলো থেকে তাকে ফিরে আসতে বললেন এবং তাকে ওই কাজগুলোর ব্যাপারে তিরস্কার করতে লাগলেন।
মুয়াবিয়া রা. তাঁর মতকে গ্রহণ করেননি; বরং তিনি তাঁকে তার আনুগত্য মেনে নিতে আহ্বান করলেন।
তখন উবাদাহ্ রেগে গিয়ে বলেন: আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সাথে একই দেশে বাস করব না।
এরপর তিনি মদিনায় ফিরে আসলেন।
যখন তিনি ওমর রা.-এর কাছে ফিরে আসলেন।
ওমর তাকে বললেন, হে উবাদাহ রা.! তুমি কি কারণে চলে এসেছ?
তখন তিনি তাঁর ও মুয়াবিয়া রা.-এর মাঝে যা ঘটেছে তা তাঁকে জানালেন।
ওমর সবকিছু শুনে বললেন, তুমি তোমার স্থানে ফিরে যাও। আল্লাহ ওই জমিনকে ঘৃণ্য করেন যেখানে তুমি অথবা তোমার মতো লোক না থাকে।
তারপর তিনি মুয়াবিয়া রা. কে লিখে পাঠান-
"উবাদাহ্ বিন সামিতের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, সে নিজেই নিজের আমীর"।

* * *

এরপর আমর বিন আ'স রা. মিসর বিজয় করেন। তখন মিসর রোমের দখলে ছিল। তিনি মিসরের শহরগুলো একের পর এক বিজয় করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বর্তমান ক্বাহিরাহ্-এর নিকটবর্তী বাবিলইয়ূন নামক একটি দুর্গ আক্রমণ করলেন, কিন্তু এ দুর্গটি বিজয় করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

এ দুর্গটি কঠিন হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে রোমরা দুর্গের চারদিকে একটি বিশাল গর্ত খনন করেছিল। তাছাড়া তারা পথে পথে লোহার পিলার পুঁতে রাখল যাতেকরে অশ্বারোহীরা সেখানে হোঁচট খেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।
এ শহরে তারা মিসরের বড় বড় ব্যক্তিত্বদেরকে জমা করেছে। তাদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও রসদ সবকিছুই এ শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ছিল।
তাদের সবার নেতা ছিল মুকাউকাস, যে মিসরের পাদ্রী ও বিচারক।

* * *

আমর বিন আ'স রা. তাঁদের দুর্গকে অবরোধ করলেন এ আশায় যে, দীর্ঘদিন অবরোধ করার কারণে তাঁরা দুর্বল হয়ে আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু ঘটনা তিনি যা আশা করেছিলেন সেটির পুরাই বিপরীত ঘটেছে।
তারা তাদের সকল বাঁধ পোল কেটে দিল। যার কারণে সব পানি মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল, মনে হয় যেন মুসলিম সৈন্যবাহিনী ডুবে মারা যাবে।
এমন সময় আমর বিন আ'স রা. খলীফা ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর নিকটে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলেন।
তখন ওমর রা. তাকে সাহায্য করতে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করলেন। তাঁদের প্রত্যেক হাজারে একজনকে দায়িত্ব দিলেন। তাঁরা হচ্ছেন উবাদা বিন সামিত, জুবাইর বিন আওয়াম, মিক্‌দাদ বিন আল আসওয়াদ এবং মাসলামা বিন মুখাল্লাদ।

* * *

মুকাউকাস আগত সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে জানতে পেরে আমর বিন আ'স রা.-এর কাছে তার কিছু সেরা লোক প্রেরণ করল। সে তাদেরকে বলে দিল- তারা যেন মুসলমানদের সৈন্যদের অবস্থা ও তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নিয়ে তাকে জানায়। যাতেকরে সে মুসলমানদের সৈন্যদের অবস্থা বুঝতে পারে।
তার সেই লোকগুলো আমর বিন আ'স রা.-এর নিকটে তিন দিন অবস্থান করল।
তারা ফিরে আসলে মুকাউকাস তাদেরকে মুসলমান সৈন্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

তারা তাকে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি এমন এক জাতিকে দেখেছি যাদের কাছে জীবন থেকে মরণ অনেক বেশি প্রিয়।

তারা উগ্র নয়; বরং অনেক নম্র।

তারা মাটিতে বসে এবং সেখানে খায়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো বিলাসিতা নেই।

তাদের সেনাপতি যেন তাদের এক সাধারণ সৈন্যের মতো। তাদের থেকে তাদের নেতাদেরকে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই।

যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন তাদের কেউ নামায থেকে বাইরে থাকে না। তারা নামাযের আগে মুখ, হাত, পা ধুয়ে তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্যে ইবাদত করে।

তখন মুকাউকাস বলল, আল্লাহর শপথ! যদি এদের সামনে কোনো পাহাড়ও এসে দাঁড়ায় তারা সেটিকেও পরাজিত করতে পারবে।

আর যদি জ্বিন জাতিও এদের সাথে লড়াই করতে আসে তবে তারাও পরাজিত হবে।

* * *

মুকাউকাসের প্রেরিত সৈন্যরা মুসলমানদের ব্যাপারে তাকে যে বর্ণনা দিয়েছে, তার সবকিছু যেন মুকাউকাস তাঁর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

তাই সে আমর বিন আ'স রা.-এর নিকটে চিঠি লিখল-

তোমাদের পক্ষ থেকে কিছু দূত প্রেরণ কর যাতে আমরা তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করতে পারি।

তখন আমর বিন আ'স রা. দশজন সৈন্য প্রেরণ করলেন। তাদের নেতা হিসেবে উবাদাহ্ বিন সামিতকে দায়িত্ব দিলেন।

* * *

উবাদা বিন সামিত রা. দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁর চেহারায় আলাদা একটি আভিজাত্যের ছাপ ছিল। তাঁকে যেই দেখত তার মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় জাগত।

যখন মুকাউকাস উবাদাকে দেখল তখন তার মনে ভয় লাগতে শুরু করে।

তখন সে লোকদেরকে বলল, তোমরা আমার থেকে একটু দূরে যাও এবং এই লোকটিকে আমার নিকটে নিয়ে আস।

তারা বলল, তিনি আমাদের আমীর, আর আমাদের থেকে আমর বিন আ'স ওয়াদা নিয়েছে, আমরা যেন তাঁর থেকে সামনে না বাড়াই এবং তাঁকে পেছনে না রাখি।

তখন মুকাউকাস উবাদাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি আমার দিকে এগিয়ে আস এবং আমার সাথে সদয়ভাবে কথা বল। কেননা আমি তোমার চেহারা দেখে ভীত।

উবাদাহ্ বললেন, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ভয় পেয়েছ, কিন্তু যদি তুমি আমার এক হাজার লোককে দেখতে তাহলে তোমার কি অবস্থা হতো, তাদের প্রত্যেকে আমার থেকে অধিক শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর।

মুকাউকাস বলল, কেন তোমরা তোমাদের দেশ থেকে বের হয়ে এসেছ এবং আমাদের ব্যাপারে তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ।

উবাদা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বের হয়েছি।

কেননা আমাদের নবী আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, আমরা যেন আমাদের ক্ষুধা ও আমাদের শরীর ঢাকার কাপড় ব্যতীত দুনিয়াতে অন্য কিছুর আশা না করি।

কেননা দুনিয়ার নেয়ামত নেয়ামত নয়; বরং আখেরাতের নেয়ামতই আসল নেয়ামত।

তখন মুকাউকাস বলল, আমি এমন এক বাণী শুনলাম, আমার জীবনের শপথ! তোমরা শুধু এ কারণেই আজ এ অবস্থানে এসেছ। যারা দুনিয়ার প্রতি লোভী তাদের ওপর তোমরা এ কারণেই বিজয় লাভ করেছ।

কিন্তু রোমরা তোমাদের জন্যে এত বেশি সৈন্য জমা করেছে যার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। আর আমরা জানি তাদেরকে প্রতিহত করার মতো শক্তি সামর্থ্য তোমাদের নেই।

আমরা তোমাদের প্রত্যেক সৈন্যকে দু' দিনার, তোমাদের আমীরকে একশত দিনার ও তোমাদের খলীফাকে এক হাজার দীনার দিতে চাই। তোমাদের যে বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি নেই ওই বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

* * *

তখন তাকে উবাদাহ্ রা. বললেন, আমরা রোমদের আধিক্য নিয়ে ভয় করছি না। আর আমাদের কমতি আমাদেরকে বাধা দেবে না। আমরাতো অবশ্যই দু' দিক থেকে বিজয় লাভ করব।

যদি আমরা তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করি তাহলে আমরা দুনিয়াতে গনীমত হিসেবে তোমাদের সম্পদ পাব আর যদি তোমরা বিজয় লাভ কর তাহলে আমরা আখেরাতে বিজয় লাভ করব।

জেনে রাখ! আমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যে প্রতি নামাযের পর শাহাদাতের দোয়া করে না। তারা দোয়া করে আল্লাহ যেন তাদেরকে শাহাদাত দান করেন এবং তাদেরকে হতাশ করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে না নেন। তাদের প্রত্যেকে তাদের পরিবার ও সন্তানদেরকে বিদায় জানি এসেছে।

তারপর তিনি মুকাউকাসের নিকটে তিনটি বিষয় পেশ করেন- ইসলাম, কর প্রদান অথবা যুদ্ধ।

তখন মুকাউকাসের গোত্র ইসলাম ও কর প্রদান করতে অস্বীকার করে।

আর তাই যুদ্ধ ব্যতীত বিকল্প আর কিছুই ছিল না।

* * *

তখন মুসলমানগণ দুর্গটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল, তা যত কঠিন হোক না কেন।

তখন যোবায়ের রা. তাঁর বাহনে চড়ে দুর্গের চারদিকের অবস্থা পরিদর্শন করলেন। এরপর তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে জায়গায় জায়গায় অবস্থান করালেন।

কিন্তু অবরোধের সময় দীর্ঘ হতে লাগল।

তখন মানুষ বলতে লাগল: দুর্গের ভেতরে মহামারী আক্রমণ করেছে।

যোবায়ের রা. তাদের এ কথার জবাবে বললেন, আমরা আক্রমণ ও মহামারী উভয়ের জন্যে এসেছি।

যখন শহরটি বিজয় হতে অনেক সময় নিতে লাগল এবং মুসলমানদের বিরক্ত লাগা শুরু হলো। তখন যোবায়ের বিন আওয়াম রা. বললেন, আমি আমাকে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করলাম। আর আমি আশা করি এর ওসীলায় আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

* * *

যোবায়ের রা. নিজেকে প্রস্তুত করলেন এবং তাঁর লোকদেরকে আদেশ দিলেন যখন তিনি তাকবীর দেবেন তখন সবাই এক সাথে তাকে অনুসরণ করবে।

তিনি দুর্গের প্রাচীরের নিকটবর্তী হলেন। কিছু সময় পার না হতেই তিনি দ্রুত গতিতে প্রাচীরের উপরে ওঠে গেলেন।

এরপর তিনি আল্লাহু আকবার......

আল্লাহু আকবার..... ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

সাথে সাথে কয়েক হাজার সৈন্য এক সাথে আল্লাহু আকবার বলে তাঁর পেছনে ছুটে আসল।

এতে মুশরিকদের অন্তর কম্পন শুরু হয়ে গেল।

যোবায়ের রা. নিজেকে দুর্গের ভেতরে নিক্ষেপ করলেন।

তার সাথে সাথে হাজার সৈন্য দুর্গের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তারা তাঁদের তরবারি দিয়ে রোম সৈন্যদেরকে কঠিন জবাব দিতে লাগলেন।

যোবায়ের রা. ও তাঁর কিছু সৈন্য দুর্গের ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়ে তা বিজয় করলেন।

মহান আল্লাহ তাঁর শত্রুদেরকে কঠিনভাবে পরাজিত করলেন এবং মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন।[২৪]

---

[২৪] তথ্যসূত্র

১. ত্ববাকাতুবনি সা'দ-৩য় খণ্ড, ৫৪৬ ও ৬২১ পৃ.।
২. উসদুল গবাহ্-৩য় খণ্ড, ১৬০ পৃ.।
৩. আল ইসাবাহ্-২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫ম খণ্ড, ১১১পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৪৪৯ পৃ.।
৬. আন নুজুমমুয যাহিরাহ্-১ম খণ্ড, ৪ পৃ.।
৭. মুখতাছারু তারিখি দিমাস্ক-১১তম খণ্ড, ৩০১পৃ.।
৮. তারিখে খোলাফা-১২৯, ১৩৫ ও ১৪৫ পৃ.।
৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- ২য় খণ্ড, ৫ পৃ.।

ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা.

“আবু সুফিয়ানের সন্তানদের মধ্যে ইয়াজিদ সবচেয়ে উত্তম ছিলেন, যার কারণে তাকে ইয়াজিদুল খায়ের বা উত্তম ইয়াজিদ বলে ডাকা হতো।”

এ যুবক কোরাইশদের সবচেয়ে উত্তম যুবক ছিলেন।

অন্যান্য যুবকদের থেকে তাঁর মা-বাবার বংশগত অবস্থান অনেক উচ্চ শিখরে ছিল।

তাছাড়াও জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি অন্যান্য যুবক থেকে আলাদা ছিলেন।

যার কারণে তাঁকে লোকেরা ইয়াজিদুল খায়ের বা উত্তম ইয়াজিদ বলে ডাকত।

যখন রাসূল ﷺ নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন তখন ইয়াজিদ একজন নওজোয়ান ছিলেন।

তাঁর বিবেক তাঁকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করেছিল। তাঁর বোন উম্মুল মু’মিনীন রমলা বিনতে আবু সুফিয়ানের বিবেক তাঁকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর বাবার কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর বাবা মক্কা বিজয়ের দিন রমযান মাসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

* * *

রাসূল ﷺ ইয়াজিদের ইসলাম গ্রহণে অনেক খুশি হলেন। কেননা তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা সবাইকে অবাক করত।

আর তাছাড়া রাসূল ﷺ জানতেন তাঁর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপকার হবে।

হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ সেটি পূর্ণভাবে প্রকাশ করলেন।

তিনি ইয়াজিদকে একশত উট ও রূপার চল্লিশ উকিয়া প্রদান করলেন।

* * *

আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর শাসন আমলে তাঁর থেকে প্রকাশিত বীরত্ব ও সাহসিকতা কারো নিকটে অজানা নয়।

কিন্তু তারপরও আবু বকর রা. তাঁর ব্যাপারে ভয় করতেন। কেননা তিনি তখনো যুবক ছিলেন। যুবকেরা স্বাভাবিকভাবে অল্পতেই দুনিয়ার লোভে পড়ে যায়।

যার কারণে তিনি তাকে ডেকে বললেন, হে ইয়াজিদ! তুমি একজন যুবক। তোমার কাজে তোমার ভালোর দিকে প্রকাশিত হয়েছে। আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করেছি।

আমি দেখব তুমি কেমন এবং তোমার শাসন কেমন।

যদি তুমি সুন্দর ও ন্যায়ভাবে শাসন পরিচালনা করতে পার তাহলে আমি তোমাকে আরো বাড়িয়ে দেব আর যদি না করতে পার তাহলে তোমার থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিব।

হে ইয়াজিদ! তুমি অবশ্যই আল্লাহভীতি অবলম্বন করবে।

কেননা তিনি তোমার প্রকাশ্য কাজ যেমনিভাবে দেখেন তেমনিভাবে তিনি তোমার গোপনে করা কাজও দেখেন।

যখন তুমি তোমার সৈন্যদের কাছে যাবে তখন তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে কথা শুরু করবে।

আর যখন তুমি তাদেরকে বয়ান করবে তখন তা সংক্ষেপ করবে, কেননা অধিক কথা একটি অন্যটিকে ভুলিয়ে দেয়।

তুমি নিজেকে সংশোধন কর তাহলে মানুষ তোমার জন্যে নিজেকে সংশোধন করবে, আর রুকু সিজদাহ্ ঠিক মতো আদায় করে ওয়াক্ত মতো নামায আদায় করবে।

* * *

যখন তোমার নিকটে শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনো দূত আগমন করে তখন তাকে সম্মান করবে এবং তার নিকটে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা প্রকাশ করবে না। যতক্ষণ না সেই দূত তোমার থেকে বিদায় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের ব্যাপারে ভয়ভীতি প্রকাশ করবে না। আর তুমি তাকে তোমার সকল সৈন্যবাহিনী দেখাবে না। কেননা এতে সে তোমার গোপন তথ্য জেনে যাবে ।

তুমি শত্রুদের দূতকে তোমার বিশাল বাহিনীর ভেতরে অবতরণ করাবে এবং তার সামনে অন্য সৈন্যদের কথা বলতে নিষেধ করবে, আর তুমি

তোমার গোপন কাজ প্রকাশ্যে করবে না। কেননা এতে তোমার কাজে তা বিঘ্ন ঘটাবে।

* * *

এরপর আবু বকর রা. ইয়াজিদ রা. কে বললেন,

যখন তুমি সাথীদের সাথে পরামর্শ করবে তখন তুমি সত্য কথা বলবে তাহলে তোমার পরামর্শ সঠিক ও উপকারী হবে। আর মুশাওয়ারা বা পরামর্শ সভায় তুমি কোনো কিছু গোপন করবে না তাহলে তা তোমার-ই ক্ষতি করবে ।

তুমি পাহারার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দেবে আর এ দায়িত্ব তোমার সৈন্যবাহিনীকে ভাগ ভাগ করে দেবে। আর পাহারার দায়িত্ব তাদেরকে পূর্বে না জানিয়ে আকস্মিকভাবে প্রদান করবে।

সৈন্যদের মধ্যে যে তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করবে না তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে এবং তার দায়িত্ব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে।

আর রাতে পাহারায় নিয়োজিত সৈন্যদের প্রথম দলকে দ্বিতীয় দল থেকে অধিক সময় পাহারায় রাখবে। কেননা রাতের প্রথম অংশ দিনের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাতে দায়িত্ব পালন করা দ্বিতীয় অংশের থেকে সহজ।

আর কাউকে তার প্রাপ্ত শাস্তি প্রদান করতে ভয় করবে না, শাস্তি প্রদানে দেরি করবে না, আবার বেশি তাড়াহুড়াও করবে না।

তুমি তোমার সৈন্যদের ব্যাপারে গাফেল হবে না তাহলে তোমার সৈন্যরা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি তাদের মাঝে গোয়েন্দা লাগিয়ে তা প্রকাশ করে দেবে না। আর তাদের দোষ মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেবে না।

তুমি লোকদের মাঝে হাসি-ঠাট্টা করবে না; বরং তুমি সত্যবাদী ও সৎকর্মশীলদের সাথে অবস্থান কর।

তুমি ভীরু হবে না। কেননা এতে মানুষও ভীরু হয়ে যাবে।

* * *

এরপর আবু বকর রা. ইয়াজিদ রা.-কে বললেন,

এ....... আবু উবাইদাহ্-এর সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। কেননা ইসলামে তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে তোমার জানা আছে।

কেননা রাসূল ﷺ তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার রয়েছে, আর এ উম্মতের আমানতদার হলো আবু উবাইদা বিন জার্‌রাহ।

তাছাড়া ইসলামে তাঁর অগ্রগামিতা ও সম্মানের ব্যাপারে তোমার জানা আছে।

আর তুমি মুয়াজ বিন জাবাল রা.-এর দিকে লক্ষ্য রাখবে, রাসূল ﷺ-এর সাথে তার সহবতের ব্যাপারে তোমার জানা আছে।

সুতরাং তুমি এ দু'জনকে ব্যতীত কোনো কাজ করবে না, আর তাঁরা কখনও ভালো কাজে কমতি করবে না।

তখন ইয়াজিদ বললেন,

হে রাসূলের খলীফা! আপনি আমাকে তাঁদের ব্যাপারে যেমন উপদেশ দিয়েছেন তেমনি আমার ব্যাপারে তাদেরকে উপদেশ দেবেন।

আবু বকর রা. বললেন, অবশ্যই আমি তাদেরকে তোমার ব্যাপারে উপদেশ না দিয়ে ক্ষ্যান্ত হব না।

ইয়াজিদ রা. বললেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন এবং আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

* * *

আবু বকর সিদ্দীক রা. রোমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বাহিনী প্রস্তুত করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। তখন তিনি সকল এলাকা থেকে মুসলিম সৈন্যদের একত্রিত করলেন। তিনি তাদেরকে যুদ্ধের জন্যে তৈরি করলেন এবং সেই বাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করলেন। আর সেই চারটি দলের একটির ঝাণ্ডা বনূ উমাইয়ার অশ্বারোহী ইয়াজিদ বিন আবু সুফ্‌য়ান রা-এর হাতে তুলে দিলেন।

* * *

সৈন্যবাহিনী মদিনা থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা শুরু করলে আবু বকর রা. তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে তাদের সাথে বের হলেন।

তখন আবু বকর রা. হাঁটতে ছিলেন আর ইয়াজিদ রা. আরোহী অবস্থায় ছিলেন।

ইয়াজিদ রা. আবু বকর রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, হে রাসূল ﷺ-এর খলীফা! আপনি পায়ে হাঁটছেন আর আমি আরোহণ করে চলছি!

তিনি তাঁর আরোহী থেকে নেমে যেতে চাইলেন।

তিনি বললেন, হয় আপনি আরোহণ করুন অথবা আমি আরোহী থেকে নেমে যাই।

আবু বকর রা. বললেন, আমি আরোহণ করব না, আর তুমিও আরোহী থেকে নামবে না।

আমি আমার এ চলাকে আল্লাহর পথে চলা হিসেবে ধরছি।

তারপর তিনি ইয়াজিদ রা.-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন,

তোমরা এমন একটি দেশে যাচ্ছ যেখানে তোমাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য আসবে, তোমরা সেগুলো খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নিবে আর খাওয়ার শেষে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

তোমরা দাম্ভিকতা থেকে বিরত থাকবে। আর আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি।

তোমরা মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ লোককে হত্যা করবে না।

কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না এবং কোনো বসতিপূর্ণ ভবন ধ্বংস করবে না।

খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া কোনো বকরি জবাই করবে না।

কোনো খেজুর গাছ নষ্ট করবে না।

খেয়ানত করবে না আর কাপুরুষতা দেখাবে না।

* * *

যখন মুসলিম সৈন্যরা ইয়ারমুকের গিয়ে পৌঁছল তখন তারা রোম সেনাপতির নিকটে দূত পাঠিয়ে জানাল- আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই।

সে অনুমতি দিল।

তখন ইয়াজিদ রা. তাঁর সঙ্গে কিছু সাহাবী নিয়ে রোমের সেনাপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি দেখলেন রোমের সেনাপ্রধান নিজের জন্যে ও তার বিশেষ লোকদের জন্যে তিনটি বড় তাঁবু তৈরি করেছে। এর সবগুলোই রেশমী কাপড়ের।

যখন ইয়াজিদ রা. তাঁবুগুলোর নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি বললেন, আমরা রেশমীকে হালাল মনে করি না; সুতরাং আপনি বের হয়ে আমাদের কাছে আসুন।

তখন সে তাদের সামনে বের হয়ে এসে কথা বলল, কিন্তু তখন তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

* * *

এরপর উভয় দল ইয়ারমুকের মাটির দিকে তাকাল।

এ মাটিতে একটি দলের সৈন্য সংখ্যা খুব কম, কিন্তু তাঁরা ঈমানের বলে বলীয়ান।

আর অন্যদল যাদের সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু তারা কুফরীর আঁধারে নিমজ্জিত।

ঠিক সেই সময়ে তাঁর দিকে সুফিয়ান রা. এগিয়ে আসলেন তিনি তখন খুব বৃদ্ধ ছিলেন।

তিনি তাকে বললেন,

হে বৎস! তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এখানে সকল মুসলমান এখন মৃত্যুর মাঝে আছে। সুতরাং তোমার ও যারা মুসলমানদের দায়িত্বে তাঁদের এখন কি করা উচিত?

হে বৎস! তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেকে সম্মানিত কর।

তোমার কোনো সাথী তোমার থেকে অধিক ধৈর্যশীল ও প্রতিদানের আশাবাদী হবে না এবং তোমার থেকে অধিক বীরত্ব দেখাতে পারবে না।

তখন ইয়াজিদ রা. বললেন, হে আমার বাবা! আল্লাহ চাইলে আমি তা করব।

তারপর তিনিও তাঁর সাথীগণ কাফিরদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে গেল।

* * *

যখনই ইয়াজিদ রা.-এর একটু দুবর্লতা বা অলসতা চলে আসে তখনই তিনি শুরাহবীল রা.-কে বলতে শুনতেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ

وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের জান, মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন............।"

তারপর তিনি বলতেন- কোথায় তারা যারা তদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করবে।

কোথায় তারা যারা আল্লাহর প্রতিবেশি হয়ে থাকতে চায়?

তিনি যখনই এ সকল কথা শুনতেন তখনই তাঁর মাঝে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত এবং তিনি তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।

আল্লাহ এমন বিজয় দান করেছেন যে, এরপর রোমরা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি।

* * *

ইয়াজিদ রা. জিহাদের পথে নিজের জীবনকে কাটিয়েছেন। এমন কি দামেশক বিজয়ী সেনাপতিদের একজন তিনি ছিলেন।

এরপর তাঁর হাতে আল্লাহ তায়ালা বাইরুত, সাইদা এবং এগুলোর আশপাশের এলাকা বিজয় দান করেছেন।[২৫]

---

[২৫] তথ্যসূত্র

১. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৬৪৯ পৃ.।
২. উসদুল গবাহ্-৫ম খণ্ড, ৪৯১ পৃ.।
৩. আল ইসাবাহ-৩য় খণ্ড, ৬৫৬ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুল কামাল-৩২তম খণ্ড, ১৪৫ পৃ.।
৫. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১১তম খণ্ড, ৩৩২ পৃ.।
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃ.।
৭. তারিখুল ইসলাম-২য় খণ্ড, ২৫ পৃ.।
৮. নাসবু কুরাইশ-১২৪ ও ১২৫ পৃ.।
৯. মাজমাউয যাওয়ায়িদ-৯ম খণ্ড, ৪১৩ পৃ.।

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রা.

"এ হচ্ছেন আব্বাস, যিনি কোরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানশীল এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী।" [মুহাম্মাদ ﷺ]

কোরাইশদের নেতা আব্দুল মুত্তালিব বিন হাসিমের কানে একটি সংবাদ আসে, উমুক জায়গায় বুদ্ধিমতি ও সুন্দরী এক মহিলা আছে। যাকে মানুষে নুতাইলা নামে ডাকে।

এ সংবাদ শুনে তিনি সেই মহিলার নিকটে গিয়ে নিজের জন্যে প্রস্তাব দিলেন। অবশেষে তিনি তাকে বিয়ে করলেন। সে মহিলা পরে একটি সুদর্শন বাচ্চা প্রসব করল। এতে আব্দুল মুত্তালিব খুব খুশি হলেন। আর সে বাচ্চাকে তিনি আব্বাস নামে ডাকলেন।

মক্কার এ শায়েখের এ আনন্দে দু' বছর পার না হতেই তাঁর ছেলে আব্দুল্লার ঘরে আব্বাসের চেহারার মতো এক ছেলে জন্মগ্রহণ করলেন।

তাঁকে দেখে তাঁর চোখে পানি চলে আসল।

তিনি মনে মনে ভাবলেন হায়! এখন যদি তাঁর বাবা জীবিত থাকত এবং এ আনন্দেও শরীক হতো। এরপর তিনি তাঁর এ নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মাদ।

* * *

মুহাম্মাদ ﷺ ও আব্বাস রা. উভয়ে আব্দুল মুত্তালিবের কোলে বড় হতে লাগলেন। তাঁরা এমনভাবে বেড়ে উঠলেন যে, তাঁরা জানাতেন না, তাঁদের সম্পর্ক চাচা ভাতিজা; বরং তাঁরা মনে করতেন তাঁরা উভয়ে ভাই।

যখন আব্বাসের বয়স দশ বছর হয় তখন তাঁর বাবা আব্দুল মুত্তালিব মারা গেলেন।

মক্কার এ মহান নেতার মৃত্যুতে পুরা মক্কাবাসী শোকাহত হলো, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান এ দু' বালক। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা ইয়াতিম হয়ে গেলেন।

* * *

তাঁরা দু'জন ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁরা যখন যুবক বয়সে উপনীত হলেন তখন তাঁদেরকে একই বয়সের মনে হতো, মানুষেরা তাঁদের মাঝে পার্থক্য করতে পারত না।

আব্বাস রা. ঈমান আনার পর একবার তাঁকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে- আপনি বড় নাকি রাসূল ﷺ বড়?

তিনি বললেন, তিনি আমার থেকে বড়, কিন্তু আমার বয়স তাঁর থেকে দু' বছর বেশি।

* * *

যখন মুহাম্মাদ ﷺ চল্লিশ বছরে উপনীত হলেন তখন তাঁকে আল্লাহ তায়ালা রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করলেন। তিনি তাঁকে সত্য দ্বীন-সহকারে প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে তাঁর নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করার নির্দেশ দিলেন।

আব্বাস রা. থেকে আর কে আছেন যিনি রাসূল ﷺ-এর এত নিকটের?

তিনি তাঁর সমবয়সী, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁর চাচা।

আব্বাস রা. তাঁর বাবার পর গোত্রের নেতৃত্ব পেলেন। তিনি হাজীদেরকে পানি পান করার দায়িত্ব পালন করতেন। এটা এমন একটি দায়িত্ব ছিল, যে কাজ করার জন্যে সবাই প্রতিযোগিতা করত। তিনি ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর জাতির থেকে লুকিয়ে থাকা অপছন্দ করলেন; বরং তিনি নেতৃত্ব প্রদান করতেই আগ্রহী হলেন। যার কারণে তিনি রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিলেন না।

কিন্তু এরপরও তিনি রাসূল ﷺ-এর সাহায্যে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ওপর আপতিত বিপদ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতেন এবং তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখতেন।

* * *

এ কারণে যখন আনসাররা রাসূল ﷺ-এর সাথে আকাবার শপথে দেখা করতে আসলেন তখন তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলেন।

তিনিই প্রথম কথা বলা শুরু করেন।

তিনি বললেন, হে খাজরাজের দল, আমাদের মাঝে মুহাম্মাদের অবস্থান সম্পর্কে তোমরা ভালো করেই জানো। তাঁকে আমাদের গোত্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিপদে সহযোগিতা করা হয়। তিনি আমাদের এখানে সম্মান, মর্যাদা

ও নিরাপত্তার সাথে আছেন, কিন্তু তিনি তোমাদের নিকটে যেতে চাচ্ছেন এবং তোমাদের সেখানে অবস্থান করতে চাচ্ছেন।

সুতরাং তোমরা যদি মনে কর তোমরা তাঁর সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ করবে তাহলে তোমরা তা কর।

আর যদি তোমরা মনে কর তিনি তোমাদের কাছে গেলে তোমরা তাঁকে ছেড়ে দেবে এবং অপমানিত করবে তাহলে তোমরা এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও। কেননা তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে আছেন।

তখন আনসাররা বলল, হে আবুল ফযল! আপনি যা বলেছেন আমরা তা শুনেছি।

এরপর তাঁরা রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার জন্যে ও আপনার প্রতিপালকের জন্যে যা পছন্দ আমাদের থেকে সেগুলোর বাইয়াত গ্রহণ করুন।

বাইয়াত সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে রাতের অন্ধকারে মক্কায় ফিরে আসলেন।

* * *

কোরাইশরা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধ করার সংকল্প করলে তিনি তা খুব অপছন্দ করেন।

কিন্তু তিনি কোরাইশদের নেতা হওয়ার কারণে যুদ্ধে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। তিনি সেই বারো জনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা যুদ্ধে মুশরিকদের খাদ্যের ব্যবস্থায় নিয়োজিত ছিলেন।

* * *

কিন্তু রাসূল ﷺ আব্বাসের সাহায্য-সহযোগিতার কথা ভুলেননি। আর তাই তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, যে আবুল বকতারী বিন হিসামকে সম্মুখে পাবে সে যেন তাঁকে হত্যা না করে আর যে আব্বাসকে সম্মুখে পাবে সে যেন তাঁকে হত্যা না করে। কেননা তাঁরা দু'জন বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে বের হয়েছে।

* * *

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে বদরের যুদ্ধে বিজয় দিলেন। এতে মুশরিকদের অনেকে নিহত হয় এবং অনেকে বন্দি হয়। আব্বাস রা. বন্দিদের মধ্যে ছিলেন।

আব্বাসকে যে লোক বন্দি করেন তিনি অনেক ক্ষীণ শরীরের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে আবুল ইয়ুসরে বলে ডাকা হত। অথচ অপর দিকে আব্বাস রা. ছিলেন বিশালদেহী এবং অনেক শক্তির অধিকারী।

যখন আব্বাস মক্কায় ফিরে গেলেন তখন তাঁর ছেলেরা তাঁর বন্দি হওয়ার ঘটনা শুনে খুব অবাক হল।

তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল- হে আমাদের পিতা! কিভাবে আবুল ইয়ুসরে আপনাকে বন্দি করেছে অথচ আপনি যদি চাইতেন তাকে আপনার আস্তিনে রাখতে পারতেন।

তিনি বললেন, হে আমার ছেলেরা! আল্লাহর শপথ, যখন সে আমাকে ধরতে আসে তখন আমার চোখে তাকে হাতির থেকে বড় মনে হয়েছিল।

যখন সে তার ছোট হাত দ্বারা আমার হাত আঁকড়ে ধরে তখন আমার মনে হয়েছিল রক্তগুলো রগ ছিঁড়ে বের হয়ে যাবে।

এরপর সে আমার হাতগুলো পেছনে নিয়ে একটির সাথে অন্যটি রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

আমি তার সামনে সামনে হাঁটতে ছিলাম, আমি নিজেকে তার থেকে বাঁচাতে পারিনি এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারিনি।

* * *

আব্বাস রা. প্রথম রাত বন্দি অবস্থায় বন্দিশালায় কাটালেন। বন্দিশালাটি রাসূল ﷺ-এর নিকটে ছিল। আব্বাস রা. একাধারে কাঁদতে লাগলেন।

যখন তাঁর কান্নার আওয়াজ রাসূল ﷺ-এর কানে গেল তিনি ঘুম থেকে জেগে গেলেন। তিনি খুব পেরেশান হয়ে গেলেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি চিন্তিত কেন?

রাসূল ﷺ বললেন, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের কান্নার আওয়াজের কারণে আমি চিন্তিত।

তখন এক লোক তাঁর নিকটে গিয়ে দেখলেন তাঁকে খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, লোকটি তাঁর বাঁধ হালকা করে দেয় এতে তাঁর কান্নার আওয়াজ থেমে গেল।

তাঁর কান্না থেমে যাওয়ার কারণে রাসূল ﷺ চিন্তিত হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, আমার কি হলো আমি কেন আব্বাসের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না?

লোকটি বলল, আমি তাঁর বাঁধন হালকা করে দিয়েছি।

রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে সকল বন্দিদের বাঁধ হালকা করে দাও।

* * *

এরপর রাসূল ﷺ সকলের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিতে লাগলেন। আব্বাসের মুক্তিপণ নিতে গেলে তিনি ওযর পেশ করে বললেন- তাঁর কাছে কোনো অর্থ নেই।

তখন রাসূল ﷺ বললেন,

তাহলে সেই সম্পদ কোথায় যা আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখেছেন এবং বলেছেন আমি যদি নিহত হয় তাহলে ফযলের জন্যে এতটুকু সম্পদ, আব্দুল্লাহর জন্যে এতটুকু সম্পদ আর উবাইদুল্লাহর জন্যে এতটুকু সম্পদ?

তখন আব্বাস অবাক হয়ে গেলেন কেননা এ সংবাদ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ রাসূল ﷺ জানাতে পারবে না।

* * *

উহুদের যুদ্ধে আব্বাস রা. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান; বরং তিনি কাফিরদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে অবহিত করলেন। এতে রাসূল ﷺ-এর জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়াটা সহজ হয় এবং শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেলেন।

* * *

রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতের বয়স তখন বিশ বছর, কিন্তু তখনো আব্বাস রা. শির্‌ক ছাড়েননি।

একদিন তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে ফযলের সাথে বসে বসে রাসূল ﷺ-এর গুণাগুণ ও উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এবং তিনি সম্পদের ওই ঘটনা বললেন যা তিনি গোপনে তাঁর স্ত্রীর নিকটে রেখে গেছেন, কিন্তু তারপরও রাসূল ﷺ তা জেনে গেছেন।

এরপর তিনি বললেন, হে ফযলের মাতা! তাহলে আমাদের কি হয়েছে কেন আমরা ইসলাম গ্রহণ করি না?

এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী উম্মে ফযল খুব খুশি হয়ে গেলেন। মনে হয় তিনি এ আব্বাস থেকে একথারই অপেক্ষায় ছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁর জন্যে ও তাঁর স্ত্রীর জন্যে দু'টি বাহন নিয়ে প্রস্তুত করে মদিনার দিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করতে রওনা দিলেন।

* * *

যখন আব্বাস রা. ও তাঁর স্ত্রী জাহ্‌ফা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তাঁরা রাসূল ﷺ ও তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে পড়লেন। রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁদের এ সাক্ষাৎ আকস্মিকভাবে হল।

রাসূল ﷺ তাঁর চাচাকে বললেন, হে আমার চাচা! আপনাকে কিসে আসতে বাধ্য করেছে?

তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি আকৃষ্টতা।

তারপর তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইসলামের কথা ঘোষণা করে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করলেন। যদিও তা অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাঁদের মুখে কালেমা শাহাদাত শুনার সাথে সাথে আনন্দে রাসূল ﷺ-এর চোখে পানি এসে গেল।

তিনি বললেন, হে আমার চাচা আপনার হিজরত শেষ হিজরত যেমন আমার নবুওয়াত শেষ নবুওয়াত।

* * *

ওই দিন থেকে আব্বাস রা. সংকল্প করলেন ইসলামের খেদমত করার যে সুযোগ তিনি হারিয়েছেন তাঁর ক্ষতিপূরণ দেবেন। যার কারণে তিনি তাঁর মাল ও জানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টির জন্যে বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানগণ কাফিরদের তীব্র আক্রমণের স্বীকার হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে দিক-বেদিক ছুটতে শুরু করলেন তখন আব্বাস রা. রাসূল ﷺ-এর পাশে ক্ষিপ্ত সিংহের মতো অবস্থান নিলেন।

তিনি ডান হাত দিয়ে তরবারি ঘুরাতে লাগলেন আর বাম হাত দিয়ে রাসূল ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রাখলেন। সাহাবীদের সামান্য সংখ্যক জিহাদের ময়দানে থেকে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।

যখন রাসূল ﷺ জায়সে উসরার জন্যে দান করতে মুসলমানদেরকে আহ্বান করলেন তখন আব্বাস রা. তাঁর সকল সম্পত্তি রাসূল ﷺ-এর সামনে ঢেলে দিলেন।

* * *

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর রা. খেলাফতের দায়িত্বে আসলে আব্বাস সব সময়ে পরামর্শদাতা ও সাহযোগী হিসেবে তাঁর পাশে ছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর খলীফা আবু বকর ও ওমর তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

এ কারণেই, রমাদার বছর যখন অনাবৃষ্টির কারণে মুসলমানদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। সকল পশুর ওলান শুকিয়ে গেল এবং সকল ফসল মরে গেল। এতই অনাবৃষ্টি যে, মনে হয় যেন উপরিভাগ সব তামা হয়ে গেছে।

তখন ওমর রা. মুসলমানদেরকে নিয়ে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন।

কিন্তু এরপরও বৃষ্টি হয়নি।

তিনি এভাবে অনেকবার করলেন, কিন্তু তাঁর দোয়া কবুল হয়নি।

তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, আমরা আগামী কাল এমন একজনের দ্বারা বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করব যার দোয়ার কারণে আল্লাহ চাইলে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

পরের দিন সকাল হলে তিনি আব্বাস রা.-এর নিকটে চলে গেলেন। তখন আব্বাস খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, হে চাচা! আপনি আমাদের সাথে চলুন, সম্ভবত আল্লাহ আপনার হাতে আমাদেরকে বৃষ্টি দেবেন।

* * *

আব্বাস রা. আল্লাহভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বের হলেন। তাঁর সামনে আলী বিন আবু তালিব, তাঁর ডানে হাসান রা., বামে হুসাইন। আর পেছনে সকল মুসলমান।

তিনি দু' রাকাত নামায পড়ালেন।

নামায শেষে ওমর রা. অশ্রু সিক্ত নয়নে রাসূল ﷺ-এর চাচার হাত ধরে বললেন, হে রাসূলের চাচা! আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করুন।

তখন আব্বাস রা. আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আকাশের মালিকের দিকে হাত বাড়ালেন।

তিনি উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর নিকটে দোয়া করতে শুরু করলেন।

আর মানুষ তাঁর সাথে সাথে আমীন বলতে লাগল।

তাঁর দোয়া শেষ না হতেই মেঘের গর্জন শুরু হয়ে গেল এবং আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হতে লাগল।

আল্লাহ মুসলমানদের থেকে কষ্ট দূর করে দিলেন এবং তাদের বিপদ দূর করে দিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং মানুষকে পানি পান করে পরিতৃপ্ত করলেন।

আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।[২৬]

---

[২৬] তথ্যসূত্র

১. সিফাতুস্ সফ্ওয়া-১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃ.।
২. হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ২৪০ পৃ.।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-২য় খণ্ড, ২১৮ পৃ. ও ৪র্থ খণ্ড, ২১৫, ৩৩১ পৃ. ও ৭ম খণ্ড, ১৬১ পৃ.।
৪. সিরাতুবনি হিশাম-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ২৭১ পৃ.।
৬. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব-৫ম খণ্ড, ১২২ পৃ.।
৭. আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল-১৩তম খণ্ড, ২১০ পৃ.।
৮. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৯৪ পৃ.।
৯. আত্ তারিখুল কাবীর-৪র্থ খণ্ড, ২ পৃ.।
১০. আল জাম্উ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন-১ম খণ্ড, ৩৬০ পৃ.।
১১. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৪র্থ খণ্ড, ৫ পৃ.।
১২. উস্দুল গবাহ্-৩য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.।
১৩. তাহ্যীবুল কামাল-৯ম খণ্ড, ৪০৪ পৃ.।
১৪. তাজরীদু আসমায়িস্ সাহাবা-৩১৭ পৃ.।
১৫. তারিখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী-২য় খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
১৬. সায়রাতুয্ যাহাব-১ম খণ্ড, ৩৮ পৃ.।
১৭. আল মাআ'রিফ-৭১ ও ৭৪ পৃ.।

আনাস বিন নযর আন্নাজ্জারী রা.

"আনাস সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে এবং তাঁর পক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।"

আপনি কি সেই নক্ষত্রগুলোর দিকে লক্ষ্য করেছেন যারা ইসলামে উদিত হয়েছে আবার কিছুদিন পর তাঁরা মুসলমানদের থেকে হারিয়ে গেছে। যে নক্ষত্রগুলো ছিল খুবই উজ্জ্বল।
তিনি এমন এক ব্যক্তি যার পরিবার বংশ গৌরবের দিক দিয়ে ছিল অনেক উঁচু।
তিনি জাহিলী যুগেও শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান ছিলেন।
আর ইসলামে এসে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে নিবেদিত প্রাণে নিয়োজিত ছিলেন।
এ মহান সাহাবীর নাম হচ্ছে আনাস বিন নযর আন্নাজ্জারী রা.।

* * *

আনাস বিন নযর রা.-এর মর্যাদা কেমন ছিল তা অবশ্যই সহজে অনুমান করা যায়। কেননা তাঁর সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে, যে হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
তাছাড়াও তাঁর শানে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ছে। যা আল্লাহর জমিনের ওয়ারিস মুসলমানগণ তেলাওয়াত করছেন, তা দ্বারা নামায আদায় করছেন এবং রাতে ও দিনে এর মাধ্যমে তাঁদের ইবাদত সম্পূর্ণ করছেন।
এর থেকে আর অধিক সম্মানের কি আছে?
এর থেকে অধিক গর্ব করার আর কি আছে? যা দ্বারা মানুষ গর্ব করে এবং আগ্রহীদের অন্তর আগ্রহী হয়।
এর ওপর মর্যাদার বিষয় আর কি আছে যার জন্যে সম্মানিত ব্যক্তিরা ছুটে?
তাঁর সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি অনেক আকর্ষণীয়।
আর কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা হাদীসের ঘটনা থেকেও আকর্ষণীয়।

* * *

হাদীসের ঘটনা-

আনাস বিন নযর রা.-এর একজন বোন ছিল। যিনি আরবের সম্মানিত মহিলাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর গোত্রের মধ্যে তাঁর অনেক বেশি মূল্যায়ন ছিল।

তিনি হচ্ছেন রুবাইয়ে বিনতে নযর রা.। যাকে উম্মে হারিসা বলে ডাকা হত।

এ মহিলা সাহাবীর হারিসা নামের একজন ছেলে ছিল।

তিনি তখন পূর্ণ যুবক ছিলেন, যিনি জ্ঞান বুদ্ধিতে পূর্ণ হয়েছেন।

যিনি সমাজের লোকদের নিকটে প্রিয় হয়েছেন এবং দ্বীন ও চরিত্রের দিক দিয়ে উঁচু মর্যাদায় আরোহণ করেছেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে মায়া মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- হারিসা! তুমি কি অবস্থায় সকালে ওঠেছ?

তিনি বললেন, আমি আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী অবস্থায় সকালে ওঠেছি।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হারিসা তুমি কি বলেছে, তার দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য কর। কেননা প্রতিটি কথার একটি বাস্তব তাৎপর্য থাকে।

তিনি বললেন, আমি নিজেকে দুনিয়ার থেকে বিরত রেখেছি।

রাতে জাগ্রত থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাযে কাটিয়েছি এবং দিনে রোযা রেখেছি।

মনে হয় যেন আমি জাহান্নামীদের দেখতে পাচ্ছি তাঁরা আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং চিৎকার করছে।

তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যে শাহাদাতের দোয়া করুন।

রাসূল ﷺ তাঁর জন্যে শাহাদাতের দোয়া করলেন।

* * *

রাসূল ﷺ-এর সাথে এ যুবকের সাক্ষাতের কিছু দিন পরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ঘোড়া নিয়ে আসার আদেশ দেয়া হলো।

হারিসা রা. প্রথম ব্যক্তি যিনি বদরের যুদ্ধে ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন।

তিনি বদরের যুদ্ধের প্রথম শহীদ।

এতে তাঁর বৃদ্ধ মা খুব মর্মাহত হলেন।

তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন, যদি হরিসা জান্নাতে থাকে তাহলে তাঁকে হারানোর কারণে আমি কাঁদব না এবং তাঁর জন্যে চিন্তিতও হব না।
আর যদি সে জাহান্নামে থাকে তাহলে আমি তাঁর জন্যে এমন কান্না করব যে কান্নার কারণে চোখের পানি ঝর্ ঝর্ করে পড়তে থাকবে এবং অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকবে।
রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে হারিসার মা! তা একটি জান্নাত নয়; বরং অনেকগুলো জান্নাত। আর হারিসা ফেরদাউসের উঁচু জান্নাতে আছে।
তখন সন্তানহারা এ বৃদ্ধ মহিলা চোখ মুছতে মুছতে ফিরে গেলেন।
তাঁর কষ্টকে তিনি গোপন করলেন এবং সন্তান হারানোর ওপর ধৈর্য্য ধারণ করলেন।
আর মানুষের সহযোগিতায় তিনি সান্তনা লাভ করলেন।

* * *

এরপরও এ মহান নাজ্জারী সায়্যেদা তিক্ততার কষ্ট যা পাওয়ার তা পেয়েছেন এবং উত্তেজনামূলক অনেক আঘাত সহ্য করেছেন। সর্বপরি ইসরিবের পরিবারের এক মেয়ে উসকানিমূলক কথা বলে তাঁকে মারাত্মকভাবে উত্তেজিত করল।
আর তাই তিনি তাঁর গালে এমন চড় দিলেন, চড়ের আঘাতে তার দাঁত ভেঙে গেল।
পরে তিনি এর জন্যে খুবই লজ্জিত হয়েছেন।
তাঁর ভাই আনাস বিন নযর রা. মেয়েটির পরিবারকে ফিদ্য়া পেশ করেন, কিন্তু তাঁরা তা নিতে অস্বীকার করল।
এরপর তাদের কাছে উম্মে হারিসার গোত্রের বিশিষ্ট লোকেরা উদারতার আশা করে, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে অভিযোগ করার সংকল্প করল।
যখন তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে অভিযোগ করে তখন রাসূল ﷺ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে কিসাসের বিচার করলেন। কেননা আল্লাহর হুকুম সকল মুসলমানদের জন্যে সমান।
তখন তাঁর ভাই আনাস বিন নযর রা. খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।
তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উম্মে হারিসার সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে?

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার শপথ তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না।

রাসূল ﷺ বললেন, হে আনাস! এটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর আল্লাহ এ বিচার এভাবেই করেছেন।

আনাস কোনো কথা বলার আগেই রাসূল ﷺ মেয়ের পক্ষের লোকদের দিকে তাকালেন। যারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও শক্ত অবস্থানে আছে, কিন্তু এখন তারা নরম তুলা ও কোমল রেশমীর মতো হয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে তাদেরকে সামান্য একটি কথা তাদের সকল শক্তি ও কঠিন অবস্থানকে দূরীভূত করে দিয়েছে।

তারা রাসূল ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, হ্যাঁ...... হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে না।

হ্যাঁ, তাঁর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে না।

হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

হে সম্মানিত নবী ﷺ! আমরা তাঁকে মাফ করে দিয়েছি।

তখন আল্লাহর রাসূল আনাস বিন নযর রা.-এর দিকে আশ্চর্য ও মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা কোনো ব্যাপারে শপথ করলে আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করেন।

* * *

এ ছিল আনাস রা.-এর সম্পর্কিত হাদীসের ঘটনা।

আর তাঁর শানে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতের ঘটনা অন্যটি।

তা হচ্ছে-

তিনি বদরের যুদ্ধে এমন এক কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি যা তাঁর প্রতিরোধ করার কোনো সামার্থ্য ছিল না।

আর এ কারণে তিনি খুব চিন্তিত হতেন এ ভেবে যে, রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রথম যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। এ চিন্তায় তিনি খুব বেশি বিষণ্ন হতেন।

তিনি মনে মনে বলতেন- হে আনাস তোমার জন্যে আফসোস্! তুমি রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলে!

তুমি কি এমন জিম্মাদার হতে পারবে যে, তোমার বয়স আরো দীর্ঘ হবে আর তুমি রাসূল ﷺ-এর সাথে অন্য আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে?

আল্লাহর শপথ! যদি আমার প্রতিপালক আমাকে কোনো দিন মুশরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে সম্মানিত করে তাহলে তা অবশ্যই আমি করে দেখাব।

আনাস রা. অন্যকিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু ভয়ে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

* * *

একথা বলার পর বেশিদিন পার হয়নি এর মধ্যেই উহুদের যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্যে এক কঠিন দিন। আল্লাহ সেদিন মুসলমানদের অন্তরকে পবিত্র করলেন।

আর এ কঠিন মুহূর্তে শাহাদাতের আশাবাদী কিছু মানুষকে আল্লাহ বের করলেন।

রাসূল ﷺ ওই দিন আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করা হল।

তাঁর চেহারা আঘাতপ্রাপ্ত হল।

তাঁর ঠোঁট ফেটে গেল।

এতে তাঁর রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল।

এ অবস্থায় মিথ্যাবাদীরা প্রচার করেছে তিনি মারা গেছেন।

আর এ কথাটি অনেক মু'মিনরা বিশ্বাস করে ফেললেন।

* * *

এ সময়ে আনাস বিন নযর রা. দেখলেন, আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা তিনি করেছেন তা পূরণ করার সময় এখনই।

তিনি যুদ্ধের ময়দানের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং মুসলমানদের অবস্থা দেখলেন। মুসলমানরা তখন রাসূল ﷺ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে এবং মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

মুশরিকদের ইচ্ছা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করবে এবং তরবারির আঘাতে ইসলামের নূর নিভিয়ে দেবে।

তিনি নিজে নিজে বললেন, হে আল্লাহ! আমি এ দলের পক্ষ থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, উদ্দেশ্য মুসলমানদের দল।

আর এ দল যা করছে তা থেকেও আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি, উদ্দেশ্য মুশরিকদের দল।

এরপর তিনি ওমর বিন খাত্তাব রা. কে চিন্তিত অবস্থায় ফেলেন।

তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওমর! রাসূল ﷺ কি করেছেন?

ওমর রা. বললেন, আমার মনে হয় তিনি নিহত হয়েছেন।

তখন আনাস বললেন, যদি মুহাম্মাদ ﷺ মারা গিয়ে থাকেন, কিন্তু আল্লাহ তো জীবিত আছেন।

এরপর তিনি তরবারি উন্মুক্ত করলেন এবং সেটির খাপ ভেঙে ফেললেন।

তিনি নিজেকে যুদ্ধের ময়দানে নিক্ষেপ করলেন ভীতিহীনভাবে।

তিনি মুশরিকদের মোকাবিলা করার সময় সা'দ বিন মুয়াজ তাঁর পাশেই ছিলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, জান্নাত! হে সা'দ, জান্নাত!

সজীবতার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাঁর ঘ্রাণ পাচ্ছি।

তারপর তিনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন আর অন্য কোনো দিকে তাকালেন না।

সা'দ বললেন, তখন আমি ইচ্ছা করি আমি তাঁর সাথে মিলে তাঁর পথ অনুসরণ করব এবং সে যা করে তা করব।

কিন্তু সে যা করতে চেয়েছে এবং সংকল্প করেছে তা করতে আমি সক্ষম ছিলাম না।

* * *

এরপর এক সময় যুদ্ধ থেমে গেল আর আনাস রা. উহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে পড়ে ছিলেন।

তাঁর শরীরে আশিটির বেশি তরবারি বর্শা ও তীরের আঘাত দেখা গেল।

মুশরিকরা তাঁর শরীরকে এত বেশি বিকৃত করেছে যে তাঁকে কেউ চিনতে পারছিল না।

পরে তাঁর বোন উম্মে হারিসা তাঁকে চিনতে পারেন।

তিনি তাঁর আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছিলেন।

* * *

আল্লাহ তায়ালা আনাসকে সম্মানিত করেছেন যার কারণে তাঁর শানে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন।

যে আয়াতটি জমিনে যত মুসলমান ছিল এবং যারা সামনে আসবে সকলে তেলাওয়াত করেছে এবং করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا –

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে, তাঁরা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আহযাব, ৩৩:২৩] [২৭]

[২৭] তথ্যসূত্র

১. সিফাতুস্ সফ্ওয়াহ্-১ম খণ্ড, ৬২৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ৭০ পৃ.।
৩. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ৭৪ পৃ.।

রাফি বিন উমাইর আত্তায়ী রা.

"রাফি বিন উমাইর রা. একজন মরুবাসী বেদুঈন, যিনি মরুর পথ সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।" [ঐতিহাসিকগণ]

আপনাদের নিকটে রাফি বিন উমাইর আত্তায়ী রা.-এর ব্যাপারে কোনো সংবাদ এসেছে? যিনি মরুর দুঃসাহসী বীর ছিলেন।

ইসলাম যখন আবির্ভাব হয় তখন রাফি রা.-এর এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না এবং তিনি এ দিকে কোনো দৃষ্টিপাতও করেননি।

আপনি তাঁকে দেখে একথা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, তিনি একদিন আরবের কোনো গোত্রের নেতা হবেন এবং তাঁর একটি বাহিনী থাকবে যা দ্বারা তিনি যুদ্ধ করবেন অথবা তাঁর একটি দল থাকবে যা দ্বারা তিনি বীরের মতো দৌড়াবেন।

রাফি রা.-এর এমন কিছুই ছিল না। তিনি একজন বেদুঈন ছিলেন। তিনি একটি দল গঠন করলেন। আর ওই বাহিনী দ্বারা আরবের ঘরগুলোতে আক্রমণ করে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন।

তিনি মানুষ ওপর অত্যাচার করে তাঁদের মূল্যবান জিনিস-পত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন।

* * *

আপনি হয়তো বলবেন: তখন কি এমন কোনো বীর ছিল না যে, এ দুঃসাহসী লোককে প্রতিরোধ করে তাদের মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করবে এবং তাঁর বিচার করবে।

হ্যাঁ, তিনি মরুর বীর ছিলেন আর তাঁকে প্রতিরোধ করার মতো অনেক বীর তখনো ছিল।

কিন্তু তখন এমন কেউ ছিল না যে মরুর পথ-ঘাট তাঁর থেকে বেশি চিনত। কেননা আরবদের কাছে তিনি "মরুর পথের সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি" হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

* * *

রাফি রা.-এর ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, তিনি যখন আরবের কোনো গোত্রে আক্রমণ করতে চাইতেন তখন তিনি অনেকগুলো পানির পাত্র জমা করতেন এবং সেগুলো পানি দ্বারা ভর্তি করতেন।

তারপর তা এমন জায়গায় রাখতেন যেখানে গণমানুষের চলাচল নেই।

এরপর যে গোত্রকে ইচ্ছা আক্রমণ করে তাদের সকল উট যেখানে পানি রেখেছেন সেখানে নিয়ে যেতেন।
যখন আক্রান্ত লোকেরা দেখত তারা পিপাসায় এবং ক্ষুধায় মারা যাবে তখন তারা রাফি রা.-এর দাবি অনুযায়ী সম্পদ দিয়ে তাদের উটগুলো নিয়ে যেত।

* * *

নবম হিজরীতে রাসূল ﷺ আমর বিন আ'স রা.-কে গোয়েন্দা বাহিনী হিসেবে তায়ীতে প্রেরণ করেন। আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান হবে তাকে সিরিয়ার দিকে রওনা করে রোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করতে রাসূল ﷺ আদেশ দিলেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্বের মতো আচরণ করতে যেন তারা শত্রুদের দলে যোগ না দেয়।
সেই দলের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক, ওমর বিন খাত্তাবসহ আরো অনেক উল্লেখযোগ্য সাহাবীগণ ছিলেন।
তাঁরা চলতে চলতে তায়ী পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁদের কাছে পথ অচেনা মনে হলো। তাঁরা ভয় করতে লাগলেন রাস্তা না চেনার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন।
তখন ওমর বিন খাত্তাব রা. বললেন, আমাদেরকে এমন একজন লোক এনে দাও যে আমাদের অচেনা পথের দিশারী হবে।
তখন তাদেরকে বলা হলো- তোমাদের জন্যে রাফি বিন উমাইর আত্তায়ী রা.-ই আছে। কেননা সেই এ পানিহীন মরুর পথ সবচেয়ে বেশি চিনে।
এতে তাঁরা রাফি বিন আত্তায়ীকে নিজেদের পথের দিশারী হিসেবে বেছে নিলেন।

* * *

রাফি বিন উমাইর রা. রাসূল ﷺ-এর মহান সাহাবীদেরকে পথ দেখিয়ে দিতে কিছুদিন তাঁদের সাথে কাটালেন। আর তাঁরাও তাঁদেরকে আদেশ করা কাজ শেষ করলেন।
রাফি রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের সাথে থাকার কারণে তাঁদের সুন্দর ব্যবহার, উত্তম আখলাক ও মহান চরিত্র দেখতে পান যা তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে।
তিনি তাঁদেরকে দেখতেন তাঁরা রাতের বেলা ইবাদতে মশগুল থাকত আর দিনের বেলা ঘোড়ার পৃষ্ঠে থাকত।
তাঁরা দুনিয়া বিরাগী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানের পাওয়ার আশায় থাকত।

কিন্তু তাঁদের সাথে থাকার সময় রাফি রা.-এর অবস্থা ছিল অন্যরকম যা তিনি নিজেই বলেন:

আমি যখন তাঁদের থেকে আলাদা থাকতাম তখন তাঁদেরকে নিয়ে ভাবতাম। বিশেষ করে আবু বকরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি তাঁকে সবার থেকে বেশি সম্মান করতাম, সবার থেকে বেশি প্রধান্য দিতাম।

আমরা আমাদের পূর্বের স্থানে ফিরে আসার জন্যে রওনা করলাম, কিন্তু আমি তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে নিজের পথের দিকে যখন পা বাড়াব তখন আমি অনুভব করলাম তাঁরা আমার হৃদয় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমার মনের এ অবস্থার কারণে আমি আবু বকর রা.-এর নিকটে এসে বলি:

হে কল্যাণের বন্ধু! আমি আপনাকে ভালো হিসেবে জানি এবং তোমার বন্ধুদের থেকে আপনাকেই পছন্দ করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন যা পালন করলে আমি আপনাদের একজন হতে পারব এবং আপনাদের মতো হতে পারব।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার পাঁচটি আঙ্গুল সংরক্ষণ করতে পারবে?

আমি বললাম: হ্যাঁ।

আবু বকর বললেন, তাহলে সেই আঙ্গুল দ্বারা গণনা কর-

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তুমি একথার সাক্ষ্য দেবে।

নামায আদায় করবে।

যদি তোমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেবে।

রমযান মাসে রোযা রাখবে ....

এবং মক্কায় গমন করার সক্ষমতা থাকলে হজ্জ করবে।

এরপর বললেন, তুমি কি এগুলো সংরক্ষণ করেছ?

আমি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আর আমি কখনও নামায ছাড়ব না,

যদি আমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেব,

রমযান মাসে আমি জীবিত থাকলে রোযা রাখব,

এবং যদি আল্লাহ চায় আর আমি সক্ষম হই তাহলে আমি হজ্জ আদায় করব।

* * *

ওই দিন থেকে রাফি বিন উমাইর রা.-এর জীবনের পাতা উল্টে গেল আর শুরু হলো জীবনের অন্য পাতার গল্প।

অতীত ছিল শিরকের আর শুরু হলো ঈমানের আলোতে আলোকিত অধ্যায়।
যা কুরআনের আলোতে আলোকিত ছিল।

* * *

আমরা এতক্ষণ আপনাদেরকে তাঁর জাহিলী জীবনের ইতিহাস শুনালাম।
এখন তাঁর ইসলামী জীবনের ইতিহাস শুনুন................
খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর রা. রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে চার দলের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন।
এরপর এ বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্রকে শত্রু মুক্ত করে ও মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখিয়ে গাজী হয়ে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরে আসলেন।
তারা যে এলাকা দিয়ে এসেছেন ওই সকল এলাকায় উচ্চৈঃস্বরে আযান দিয়েছেন। যাতে মানুষ জানতে পারে মূর্তি পূজা ও শিরকের অবসান ঘটেছে আজ থেকে শুধু আল্লাহর ইবাদত চলবে।
তাঁরা আসতে আসতে দামেশকের এলাকায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে হিম্‌স শহরের সুরিয়ার দিকে রওনা করলেন।

* * *

রোমরা মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যার কোনো হিসাব করতে পারেনি এবং এদিকে লক্ষ্যও করতে পারেনি। যখন তারা দেখল তারা এ আক্রমণের পর আবার আক্রমণের শিকার হবে এবং তাদের সৈন্যরা মৃত্যু মুখে পতিত হবে তখন তারা তাদের সৈন্যদেরকে আনতকিয়াতে একত্রিত করতে লাগল এবং তাদের নামিদামি সৈন্যদেরকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত করা শুরু করল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য একত্রিত করল।
এরপর এ বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করল। তারা তাদের হারানো সেই ভূমি উদ্ধার করার জন্যে যুদ্ধের দিকে যাত্রা শুরু করল।
তখন মুসলমানগণ একজন দূত প্রেরণ করে জানাল- সাহায্য.......... সাহায্য........... (আমাদেরকে সাহায্য করুন)।
দ্রুত............ দ্রুত.............. (সাহায্য প্রেরণে খুব দ্রুত করুন)।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখন ইরাকে বিজয়ী সৈন্যদের অগ্রভাগে ছিলেন।
আবু বকর রা. তাঁকে দূত প্রেরণ করে আদেশ দিলেন তিনি যেন সিরিয়ার দিকে রওনা দেন এবং সেখানের মুসলমান বাহিনীকে ধ্বংস থেকে বাঁচান। আর সেই বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি দিতে যা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে আসছে।

খালিদ খলীফার আদেশে সাড়া দিলেন এবং সনাদিদের দশ হাজার বাহিনী নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওনা দিলেন। মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর এ বাহিনীর মধ্যে রাফি বিন উমাইর রা. অংশগ্রহণ করলেন।

* * *

খালিদ রা. খুব অল্প সময়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে সুরিয়ায় পৌছলেন।

তিনি এমন একটি পথে চলতে চাইলেন যে পথে রোম সৈন্যদেরকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে এবং মুসলমানদেরকেও নজরে রাখা যাবে।

তিনি এ বিষয়ে তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শ করতে গিয়ে বলেনঃ কে আছে আমাকে এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাবে?

তখন রাফি বিন উমাই রা.-এর দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, হে সম্মানিত আমীর।

তিনি বললেন, কিভাবে?

রাফি রা. বললেন, প্রথমে আমরা করাকিরা থেকে যাত্রা শুরু করে সিওয়া ও আরাকা হয়ে তাদমুরে গিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ করব।

তাহলে আমরা সিরিয়ার মধ্যবর্তী হিমস শহরে অবস্থিত মুসলমান বাহিনীর পেছনে থাকব।

এরপর আমরা রোমদের ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে আক্রমণ করি অথবা জমিন থেকে আক্রমণ করি তারা তা বুঝতেও পারবে না।

তখন খালিদ রা. বললেন, কিন্তু এ মরুতে আমাদের মধ্যে মানুষ ও পশু মিলিয়ে বিশ হাজার প্রাণীর পানির ব্যবস্থা কোথায় থেকে হবে?

তিনি বললেন, আল্লাহ্ যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আমি তোমাদের জন্যে এ দায়িত্ব নিলাম।

* * *

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাঁর বিশেষ সৈন্যদের সাথে পরামর্শ করলে তারা বলে- হে সম্মাানিত আমীর! আপনি এ কাজ করবেন না। কেননা করাকির ও সিয়ার মাঝে যে দূরত্ব তা পাঁচ দিনের কম সময়ে অতিক্রম করা যাবে না।

আর এ স্থানটিতে কোনো পানি বা কোনো পথ নেই।

কেননা একাকী আরোহীর জন্যেও এ পথ অতিক্রম করা অসম্ভব আর এ বিশাল বাহিনীর জন্যে কিভাবে সম্ভব হবে?

সুতরাং আপনি নিজেকে ও মুসলমানদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন না।

তিনি বললেন, হে মুসলিম দল! তোমরা তোমাদের চলার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে না এবং তোমাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করবে না। আর জেনে রাখ কষ্টের অনুপাতে সওয়াব পাওয়া যায়।

আর মুসলমানদের কোনো কিছুর পরওয়া করা ঠিক নয় যতক্ষণ তাঁরা আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষা করে।

তাছাড়া আমাদের সাথে রাফি বিন উমাইর রা. আছে। আর তোমাদের মধ্যে কারো অজানা নেই যে, রাফি রা. একজন মরুর সন্তান।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তা করব, কেননা আমি সংকল্প করেছি মুসলমানদের খলীফার আদেশ পালন করব এবং মুসলমান সৈন্যদেরকে রোমদের হাত থেকে রক্ষা করব।

তখন এমন কেউই ছিল না যে খালিদ রা.-এর কথা ইচ্ছাকৃতভাবে মেনে নেয়নি।

তারা বলল, আপনাকে আল্লাহ অনেক কল্যাণ দান করেছে সুতরাং আপনি যা ভালো মনে করেন তা করেন।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

এরপর তিনি রাফি রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে রাফি! তুমি তোমার কাজ শুরু কর।

তখন রাফি রা. বললেন, আমীরে মুহতারাম! আপনি আমাকে ভালো ও বয়সী বিশটি উট এনে দিন।

তার কথা মতো তা এনে দেয়া হলো।

তখন তিনি ওই উটগুলোর কাছে গেলেন।

তিনি সেগুলোকে পিপাসার্ত করতে লাগলেন যখন তাদের পিপাসা তীব্র হয় তখন তিনি তাদেরকে পানি পান করালেন।

পানি পান শেষে তাদের ঠোঁট কেটে দিলেন এবং তাদের পিঠে পানির পাত্র তুলে দিলেন। এতে করে উটের পেটে ও পিঠে পানি বহন করা সম্ভব হল।

* * *

এরপর এ বিশাল বাহিনী তাদের যাত্রা শুরু করে।

এ বাহিনী যে স্থানেই অবতরণ করত সেখানে রাফি বিন উমাইর রা. ওই বিশটি উট থেকে চারটি করে উট জবাই করে ওইগুলোর পেটের পানি ঘোড়াগুলোকে পান করাতেন এবং পিঠের পানি সৈন্যদেরকে পান করাতেন।

* * *

যখন সৈন্যদলের পঞ্চম যাত্রা বিরতি শেষ হলো তখন তাদের সাথে থাকা সকল পানি শেষ হয়ে গেল এবং পুরা সৈন্যদের দায়িত্ব রাফি বিন উমাইরের ওপর এসে পড়ল।

কিন্তু ঠিক ওই সময় রাফি চোখওঠা রোগে আক্রান্ত হলেন। এতেকরে তিনি অন্ধদের মতো হয়ে গেলেন।

খালিদ রা. তাঁর নিকটে এসে বললেন, তোমার জন্যে আফসোস্! আমরা সকল উট জবাই করে ফেলছি এবং সব পানি শেষ করে ফেলছি এখন সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

তিনি বললেন, আপনারা ভালো করে দেখুন। সম্ভবত আপনারা দু'টি পাহাড় পাবেন যা মহিলাদের দু স্তনের মতো দেখতে।

খালিদ রা. ভালো করে খুঁজে দেখে বললেন, রাফি, ওইতো সেই দু'টি............ ওইতো সেই দু'টি...........।

তিনি বললেন, সবাকে এ খুশির খবর বল।

তোমরা যাও এবং ওই দু' পাহাড়ের মধ্যে আওজাস নামক গাছটি খুঁজে বের কর। তা দেখতে এমন...........।

তারা অনেক খোঁজার পরও তা পায়নি।

তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস্! তোমরা ওই গাছকে ভালোভাবে খুঁজে বের কর। কেননা তা এখানে আছেই।

আর জেনে রাখ! যদি তোমরা তা খুঁজে বের করতে না পার তাহলে তোমরা শেষ হয়ে যাবে, আর আমিও শেষ হয়ে যাব।

তখন তারা প্রতিটি জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজল। পরে তারা দেখল গাছটি উঠিয়ে ফেলা হয়েছে সেটির গোড়াটি মাত্র বাকি আছে।

এতে তারা সবাই আল্লাহর ধ্বনিতে মুখরিত করল।

এরপর তিনি বললেন, তোমরা এর গোড়ায় গর্ত কর।

তারা তাঁর আদেশ মতো তা করল।

এতে সেটির নিচ দিয়ে মিষ্টি পানি প্রবাহিত হতে লাগল।

আর এটি দেখে মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে লাগল।

তারা রাফি রা.কে সুসংবাদ ও ধন্যবাদ দিতে ছুটে আসল।

তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমি আমার বাবার সাথে ত্রিশ বছর পূর্বে এ পথে সফর করেছি।

এরপর কখনও আমার চোখ এ ভূমি দেখেনি।

* * *

সৈন্যবাহিনী তাদের অবিরাম যাত্রা শেষ করে অবশেষে দামেশকের মরুদ্যানে গিয়ে পৌছল।

খালিদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা রাফি রা.-এর হাতে দিলেন এবং তাঁকে তারা মাটিতে গাড়ানোর আদেশ দিলেন।

এরপর তিনি মুসলমানদের চার বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন।

যে যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামের পতাকাকে বিজয়ী দান করেছেন।

* * *

আপনাদের মনে আছে রাফি রা.কে মুরুর দস্যু নামে ডাকা হতো আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ত্যাগ ও কর্মের কারণে তিনি রাফিয়ুল খায়ির বা কল্যাণের রাফি নামে পরিচিতি লাভ করেন।

আর এ উপাধি তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন জানেন?

এটা শুধু তাঁর অধিক দানশীলতার কারণে তিনি পেয়েছিলেন।

তিনি তিনটি মসজিদবাসীদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টায় থাকতেন।

তাছাড়াও তিনি দুনিয়াতে এক কাপড় পরে সন্তুষ্ট ছিলেন।

তা তিনি বাড়িতে পরতেন।

নামায আদায় করতেও তা পরে বের হতেন।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই কেননা তিনি ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাত্র।

আর এটি তাঁর ঈমানের আলো আলোকিত হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে।[২৮]

---

[২৮] তথ্যসূত্র

১. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা লি ইবনি হিশাম-৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃ.।
২. উস্দুল গবাহ্-২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃ.।
৩. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ-৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৭ পৃ.।
৪. আল মুহাব্বার লিল বাগদাদী-১৯০ পৃ.।
৫. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ৪৯৭ পৃ.।
৬. আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল-২০তম খণ্ড, ৪৮৩ পৃ.।
৭. তারিখু ইবনি আসাকির-৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃ.।
৮. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ৪৯৭ পৃ.।

উস্‌মান বিন মাজউন রা.

“ইবনে মাজউন সকল আশ্রয়ের ওপর আল্লাহর আশ্রয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন।”

তৎকালীন আরবরা মনে করত জীবনের সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ মদখোরদের মজা করে পানকৃত মদের পেয়ালার ভেতরে.......
রূপসী কন্যার রূপের মাঝে যে রূপ মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়...........
যুদ্ধে যেখানে ছুটন্ত ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহর হারামকৃত রক্তপাত ঝরানো হয় ও ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।
কিন্তু উসমান বিন মাজউন রা. যিনি আরবদের বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি মনে করতেন জীবনের একটি প্রান্তিকতা ও শেষ পরিণতি আছে যা এর থেকেও উত্তম।
আর এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি নিজেই নিজের ওপর মদ হারাম করেছেন। জীবনে কখনো মদ পান না করায় তিনি জানতেন না মদের স্বাদ কেমন............
তাঁকে যখন মদ না খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রতিউত্তরে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হত!..............
আমি কি এমন কিছু পান করব যা আমার জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দেবে.........
আমার মাঝে নেই এমন দোষ প্রকাশ করে মানুষকে হাসাবে.............
এবং আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যদের সম্মুখে আমার সম্মানকে নষ্ট করে দেবে।
আল্লাহর শপথ! আমি যতদিন বেঁচে থাকি কখনই এর স্বাদ গ্রহণ করব না।

* * *

যখন জাযিরাতুল আরবে ইসলামের আলো উদিত হলো এবং আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ কে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করলেন তখন যারা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন, উসমান বিন মাজউন রা. তাদেরই একজন ছিলেন। এ কল্যাণের কাজে তাঁর থেকে অগ্রবর্তী মাত্র বারোজন ছিলেন। ত্রয়োদশ ব্যক্তি তিনি নিজেই ছিলেন।

* * *

উসমান বিন মাজ্‌উন রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন:

একদিন রাসূল ﷺ কা'বার চত্বরে বসা ছিলেন, ঠিক তখন উসমান বিন মাজ্‌উন তাঁর সামনে দিয়ে বা পিছন দিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে আবু সায়েব (সায়েবের বাবা)! তুমি কি আমার সাথে বসবে না? এতে আমরা কিছু সময় কথাবার্তা বলব।

তিনি বললেন, অবশ্যই।

এরপর তিনি রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে বসলেন।

উসমান বিন মাজ্‌উন রা. রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলতে ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন রাসূল ﷺ তাঁর দৃষ্টি আসমানের দিকে ফিরিয়ে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন.........

তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিকে জমিনের দিকে ফিরালেন। একপর্যায়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে একটি স্থানে স্থির করলেন।

এরপর তিনি তাঁর পাশে বসা উসমান থেকে সরে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি স্থিরকৃত স্থানে গিয়ে বসলেন।

সেখানে বসার পর তিনি তাঁর মাথাকে নাড়াতে থাকেন। মনে হয় যেন কেউ তাঁকে কিছু বলছে আর তিনি মাথা নাড়িয়ে ইশারা করছেন যে, তা তাঁর বুঝে এসেছে।

এসব ঘটনা উসমান রা. কে অবাক করেছে, যা তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর চেহারায় এমনভাব ফুটে ওঠে মনে হয় যেন তাঁকে যা কিছু বলা হয়েছে তা তিনি বুঝেছেন।

এরপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে আসমানের দিকে ওঠাতে লাগলেন, মনে হয় যেন তাঁর দৃষ্টি কাউকে অনুসরণ করছে।

এরপর তাঁর দৃষ্টি আসমানের দিকে স্থির হয়ে যায় মনে হয় যেন তিনি কাউকে বিদায় জানাচ্ছেন।

তারপর তিনি উসমান রা.-এর দিকে আগের মতো মনযোগসহকারে তাকালেন।

* * *

উসমান রা. এ দৃশ্যগুলো দেখে অনেক বেশি বিস্মিত হলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! ইতঃপূর্বে আমি তোমার সাথে অনেক বার বসেছিলাম, কিন্তু আজকে তুমি যা করেছ তা তো কখনও তোমাকে করতে দেখিনি।

রাসূল ﷺ বললেন, এতক্ষণ আমি যা করেছি তুমি কি তা মনযোগ সহকারে দেখছ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তা মনযোগসহকারে দেখেছি।

রাসূল ﷺ বললেন, একটু আগে আমার কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক জিবরাঈল এসেছে, আমি তখন বসা ছিলাম।

তিনি বললেন, তুমি কি 'আল্লাহর বার্তাবাহক' এ শব্দটি বলছ?

তখন রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, সে তোমাকে কি বলেছে?

রাসূল ﷺ বললেন, সে আমাকে বলল,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ-"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন– যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহল, ১৬:৯০]

তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ন্যায়-নীতি, দয়া ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে?

অশ্লীলতা, খারাপ কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছে?

সে যা কিছু নিয়ে এসেছে তা কতই না উত্তম!!!!!!!

তিনি তোমাকে সবচেয়ে উত্তম কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সকল খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

* * *

উসমান রা. বললেন,

আমি তাঁর থেকে একথাগুলো শুনার পর আমার অন্তর ঈমানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল.................

আর মুহাম্মাদ ﷺ আমার নিকটে আমার ও আমার নিজ সন্তানদের থেকেও অধিক প্রিয় হয়ে গেল।

এরপর আমি বিশ্বের প্রতিপালকের নিকটে নিজেকে সমর্পণ করলাম। আমার সাথে আমার ছেলে সায়েব, আমার ভাই কুদামাহ্ ও আব্দুল্লাহ্ও ইসলাম গ্রহণ করল।

* * *

ইসলামের প্রথমদিকে কোরাইশরা মুসলামানদের ইসলাম নিয়ে কোনো বিরোধিতা করেনি............

যদিও তারা মুহাম্মাদ ﷺ কে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলে বিদ্রূপ করে বলত- বনূ হাশেমের এক লোক যে আসমান থেকে কথা বলে এবং তার কাছে ওহী নাযিল হয়।

কিন্তু যখন-ই রাসূল ﷺ তাদের উপাস্যদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলেন, আল্লাহ ব্যতীত তারা যে সকল উপাস্যদের ইবাদত করত এবং তিনি তাদের কুফরীর ওপর মৃত বাপ-দাদার ধ্বংসের কথা বললেন তখন-ই তারা তাঁর ওপর মারাত্মকভাবে ক্ষীপ্ত হয়েছে..............

এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শত্রুতা ও ঘৃণার আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে।

আর এ সূত্র ধরেই আরবের সকল গোত্র মুসলমানদের যারা ওই কথার ওপর ছিল তাদের ওপর আক্রমণ চলানো শুরু করল।

তারা প্রতিটি কাজেই তাঁদের ওপর কষ্ট চাপিয়ে দিত............

এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করতে করতে তাঁদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিত................

শুধু এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না!!!

বরং তাঁরা এ সকল নওমুসলিমদের গায়ে আগুনের ছেকা দিয়ে তাঁদের শরীর ঝলসে দিতো...........

এবং তাদেরকে মক্কার উত্তপ্ত মরুর বালুতে পাথরচাপা দিয়ে কখনো রেখে দিত আবার কখনো টেনে টেনে ওলী গলিতে ঘুরাত...........

তাদের সাধ্যে থাকা যত কঠিন শাস্তি ছিল সবই তারা প্রয়োগ করত শুধুমাত্র এ লোকগুলোকে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

রাসূল ﷺ-এর নিজ চোখের সামনে তাঁর সাহাবীদের ওপর চলতে থাকা এ কঠিন শাস্তিগুলো দেখতে পেয়ে দুঃখে কষ্টে তাঁর অন্তর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত,

কিন্তু তখন সাহাবীদের জন্যে তাঁর কিছুই করার ছিল না। তিনি শুধু এ কথায় বলতেন-

ধৈর্য ধর......... ধৈর্য ধর........

তোমাদের ঠিকানা জান্নাতে............

আর এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্যে রাসূল ﷺ হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তাঁর থেকে অনুমতি পেয়ে মুসলমানদের একদল হাবশায় হিজরত করেছেন.....

আর ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ত্যাগ করে মক্কায় ফেলে গেছেন।

তারা পরিবার-পরিজন ও নিজের মাতৃভূমিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিদায় জানালেন...........

এবং আল্লাহর দিকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্যে ছুটে গেলেন।

আর উসমান বিন মাজ্‌উন এ সকল মুহাজিরদের সম্মুখভাগে ছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর ছেলে ও তাঁর দুই ভাইও হিজরত করেছেন।

* * *

মুসলমানগণ হাবশায় হিজরত করার পর বেশিদিন যায়নি, এরই মধ্যে একটি মিথ্যা সংবাদ তাঁদের কানে আসে যে, অধিকাংশ কোরাইশরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে এবং তারা মুহাম্মাদ রাসূল্লাহ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত ওহীকে বিশ্বাস করেছে।

এ সংবাদ শুনার পর হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের অনেকেই আবার মক্কায় ফিরে আসেন।

আর ফিরে আসা সেই দলে উসমান রা. ও ছিলেন।

তাঁরা মক্কার মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই কোরাইশরা তাঁদেরকে আবার সেই শাস্তি উপহার দিতে শুরু করে যে শাস্তিকে তাঁরা কিছু দিন আগে বিদায় জানিয়ে ছিলেন................

এবং তাঁদের ওপর আবার অবর্ণনীয় সেই কষ্ট ও দুঃখের পাহাড় নেমে আসে।

তখন উসমান বনূ মাখজুমের নেতা ওয়ালিদ বিন মুগীরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর বাবা এবং কোরাইশ অন্যতম একজন নেতা।

কোরাইশ বংশে তার এত বেশি সম্মান ছিল যে, তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাকে ব্যতীত করত না।

* * *

আমরা আপনাদের নিকটে উসমান রা.-এর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ঘটনা বর্ণনা করব যা তিনি নিজ মুখে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন:

আমি যখন দেখলাম রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ নির্যাতন ও অত্যাচারে স্বীকার হচ্ছে অথচ আমি ওলীদ বিন মুগীরার নিরাপত্তায় সকাল-সন্ধ্যা কাটাচ্ছি।

তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- হায়! ইবনে মাজউনের ছেলে, তোমার জন্য ধ্বংস অনিবার্য............

তুমি একজন মুশরিকের নিরাপত্তায় শান্তিতে দিন কাটাচ্ছ? অথচ অন্যদিকে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর জন্যে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছেন। যে কষ্ট তোমাকে স্পর্শ করছে না।

নিশ্চয়ই এতে বুঝা যায় তোমার নিজের মাঝে অনেক কমতি রয়েছে এবং তোমার ঈমানে মারত্মক দুর্বলতা রয়েছে।

একথা ভাবার পর আমি ওলীদ বিন মুগীরার নিকটে গেলাম।

আমি তাকে বললাম- হে আব্দুশ্ শামসের বাবা! তুমি আমার ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব পালন করেছ, আর আমিও তোমার পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি পেয়েছি, কিন্তু এখন আমার ইচ্ছে আমি তোমার আশ্রয়ত্বকে ফিরিয়ে দেব।

সে বলল, কেন ভাতিজা?...........

মনে হয় আমার গোত্রের কেউ তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?!

আমি বললাম- না, কিন্তু আমার ইচ্ছে আমি আল্লাহর আশ্রয়কে সবার আশ্রয়ের ওপর প্রাধান্য দেব। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আশ্রয়ে থাকা আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

সে বলল, যদি তুমি তা করতেই চাও তাহলে মসজিদে (কা'বা) চল। যেভাবে আমি তোমাকে সবার সামনে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করেছি, সেভাবে তুমিও সবার সামনে আমার আশ্রয়কে ফিরিয়ে দাও।

উসমান বলেন:

এরপর আমরা কা'বার দিকে ছুটে গেলাম।

সেখানে যাওয়ার পর সকলের সামনে ওলীদ বলল, শুন হে জাতি, এ হচ্ছে উসমান বিন মাজউন, সে এখানে আমার আশ্রয়কে ফিরিয়ে দিতে এসেছে।

তখন আমিও বললাম- হে ওলীদ সত্য বলেছে, কিন্তু জেন রাখ, আমি তাকে পূর্ণ আশ্রয়দাতা হিসেবে পেয়েছি।

তবুও আমি তার আশ্রয় ফিরিয়ে দিয়েছি। কেননা আমার ইচ্ছে আমি আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত অন্যকারো আশ্রয় গ্রহণ করব না।

* * *

উসমান বিন মাজউন বলেন:

এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে আসার পথে কোরাইশদের একটি মজলিসের পাশ দিয়ে করে যাচ্ছিলাম। যে মসলিসে কবি লাবীদ তার কবিতা আবৃত্তি করছে আর মানুষ তা শুনছিল।

লাবীদ বলল,

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلُ

অর্থ- "আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে সব-ই মিথ্যা"

আমি বললাম- তুমি সত্য বলেছ।

এরপর সে বলল,

وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ

অর্থ- "আর প্রত্যেক নেয়ামত একদিন অবশ্যই দূরীভূত হবে"

আমি বললাম- তুমি মিথ্যা বলেছ, কেননা জান্নাতের নেয়ামত কখনও দূরীভূত হবে না।

আমার একথা শুনে লাবীদ ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠল।

সে বলল, হে কোরাইশ জাতি! আল্লাহর শপথ! কখনো তোমাদের সভার অতিথি কষ্ট পায়নি। তাহলে এ ব্যক্তি কবে উদিত হয়েছে? (অর্থাৎ লাবীদ নিজের কথায় বলছে যে সে কখনো কারো কথা দ্বারা কষ্ট পায়নি তবে এ লোকটি কে যে আজ তার কবিতার বিরোধিতা করল)।

তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল- এ লোকটি বোকাদের দলের একজন। যারা কিছুদিন আগে আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করেছে.........

এবং তাঁরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করে আলাদা হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি এর কথায় রাগ হবেন না।

একথা শুনে আমি ওই ব্যক্তির নিকটে গেলাম যে আমাদেরকে নিয়ে ও আমাদের ধর্মকে নিয়ে যা ইচ্ছে তা বলেছে। আমি তার সাথে তর্কে লিপ্ত

হলাম, কিন্তু এতে সে আমাকে এমন গালাগালি করল যে, তা দেখে মনে হয় আমার চোখ পানি শুকিয়ে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলবে আর আমি কখনো চোখে দেখতে পারব না।

ওলীদ বিন মুগীরা তখন আমার পাশেই ছিল।

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার চোখ তো তোমার সাথেই ছিল। আল্লাহর শপথ! তোমার চোখ কিন্তু এ রকম কিছু দেখা থেকে বেঁচে থাকার কথা। (অর্থাৎ ওলীদের আশ্রয়ে থাকলে তিনি কখনো এমন অপমান হতেন না)।

আমি বললাম- আল্লাহর শপথ! আমার সুস্থ চোখ এ রকম দৃশ্য দেখার মুখাপেক্ষী যা তার মতো অন্যান্য চোখ (মুসলমানদের চোখ) প্রতিনিয়ত অবলোকন করে।

সে বলল, হে ভাতিজা! তুমি আবার ফিরে আস। তুমি যদি চাও তাহলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।

আমি বললাম: আমি আল্লাহর আশ্রয়ের সাথে অন্য কোনো আশ্রয়কে সমকক্ষ করব না।

* * *

আর ওই দিন থেকে অন্যান্য মুসলমানদের মতো উসমান রা.-এর ওপরও কঠিন অত্যাচার নেমে আসল। তিনি কোরাইশদের আক্রোশ ও আক্রমণে দিন দিন শুকিয়ে শেষ হয়ে যেতে লাগলেন। আর এ কারণেই তিনি মদিনায় হিজরতে অগ্রবর্তী ছিলেন।

মদিনায় যাওয়ার পর বদরের প্রান্তরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর সাথে তিনি, তাঁর ছেলে ও তাঁর দুই ভাই অংশগ্রহণ করলেন। এ যুদ্ধে তিনি তাঁর সর্বোত্তম বীরত্ব প্রদর্শন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ হক্ব আদায় করলেন। অবশেষে রণাঙ্গন থেকে বিজয়ী বেশে পূর্ণ সফলতা নিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে বাড়ি ফিরলেন।

* * *

এর কিছুদিন পরেই উসমান মরণরোগে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

যখন রাসূল ﷺ-এর কানে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌছল তিনি তাৎক্ষণিক তাঁর কাছে ছুটে আসলেন। তাঁর কপালে তখন চিন্তার রেখা দেখা যাচ্ছিল। তিনি তাঁর উজ্জ্বল পবিত্র কপাল থেকে কাপড় সরিয়ে সেথায় চুমু খেলেন।

এরপর তিনি আবারো আধোমুখী হয়ে তাকে দ্বিতীয় বার চুমু খেলেন।
এরপর আবারো আধোমুখী হয়ে তাকে তৃতীয় বার চুমু খেলেন।
আর তখন রাসূল ﷺ-এর চোখের পবিত্র অশ্রু ঝরতে ঝরতে তাঁর চেহারাকে সিক্ত করে দিল। তাঁর কান্না দেখে উপস্থিত সাহাবীগণও চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

* * *

উসামন বিন মাজউন রা.-এর মতো জলীলুল কদর সাহাবীর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন...............
এবং ইল্লিয়্যিনের সুউচ্চ মাকামে তাঁর স্থান করে দিন.................
তিনি তো আল্লাহর আশ্রয়কে সকল আশ্রয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৯]

---

[২৯] তথ্যসূত্র

১. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ১০২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৮৫ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্‌-৩য় খণ্ড, ৫৯৮ পৃ.।
৪. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৪৬৪ পৃ.।
৫. আত্ ত্ববাকাতুল কুবরা-১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ৩৯৩ পৃ.।
৬. সিফাতুস্ সফ্‌ওয়া-১ম খণ্ড, ৪৪৯ পৃ.।
৭. মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ-৭ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।
৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবলা-১ম খণ্ড, ১৫৩ পৃ.।

কা'ব বিন মালিক রা.

"যিনি রাসূল ﷺ-এর কবি ও সত্যবাদী আনসারদের একজন ছিলেন। তিনি তাঁদের একজন যাদের তাওবা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন আর এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন।"

আজকের জীবনীটি চরম সত্য............

একেবারেই বাস্তব..............

যে জীবনীটি অন্তরের গভীর থেকে গভীরে গিয়ে স্থান করে নিবে, আর সেখানে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করবে।

আমি ইচ্ছা করেছিলাম এ জীবনীটি আমি নিজের ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব...........

কিন্তু যখন আমি তা লিখতে শুরু করি তখন দেখলাম এ মহান সাহাবীর জীবনীটি যতটা আকর্ষণীয় ও হৃদয় স্পর্শকারী তা আমি আমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করে বুঝাতে পারব না।

সঙ্গত কারণেই জীবনীটি যে মহান সাহাবীর তাঁকেই আমি নিজের ওপর প্রাধান্য দিলাম।

কেননা তিনি তাঁর জীবনী আমার চেয়েও বেশি সুন্দর করে বর্ণনা করতে পারবেন। তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি ও হৃদয়ের অনুভূতিগুলো আমার চেয়েও বেশি স্পষ্টভাবে বুঝাতে পারবেন।

সুতরাং প্রিয় পাঠক! রাসূল ﷺ-এর কবি কা'ব বিন মালিক রা.-এর জীবনী তাঁর নিজের মুখের বর্ণনা থেকে আপনারা শুনতে থাকুন।

* * *

কা'ব রা. বলেন:

আমি তাঁবুকের যুদ্ধ ব্যতীত রাসূল ﷺ করেছেন এমন কোনো যুদ্ধ নেই, যে যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করিনি।

অন্যান্য যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাও আমার জন্যে সহজই ছিল এবং আমি তাতে সক্ষমও ছিলাম।

রাসূল ﷺ যখন কোনো যুদ্ধ করার ইচ্ছা করতেন তিনি কোথায় যুদ্ধ করবেন তা গোপন রাখতেন; বরং তিনি অন্য কোনো দিকে ইঙ্গিত দিতেন। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিলেন।

কেননা এক দিকে প্রচণ্ড গরম.........
অন্যদিকে সফর অনেক দূরের.........
তাছাড়াও তখন ফসল পাকার সময়, কিছুদিন পরেই ঘরে ফসল তুলতে হবে। তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন তখন ঘরে বসে থাকতে চাচ্ছিল। সম্ভবত এ সকল কারণেই রাসূল ﷺ যুদ্ধের সবকিছু স্পষ্ট করে দিলেন।

* * *

রাসূল ﷺ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
আমিও প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে বাজারে গেলাম, কিন্তু যত বারই আমি বাজারে গেলাম তত বারই খালি হাতে ফিরে এলাম।
আর মনে মনে বলতে লাগলাম আমি যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সক্ষম।
এভাবে চলতে লাগল, এক সময় মুসলমানগণ তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে, কিন্তু তখনো আমি নিজের প্রস্তুতি জন্যে কিছুই করিনি।
আমি এভাবে ছিলাম এর মধ্যে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ যুদ্ধযাত্রা শুরু করলেন। তখন আমি ইচ্ছা করলাম আমি তাঁদের পেছনে পেছনে যাব এবং তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। হায়! যদি আমি তা করতাম, কিন্তু আমার ভাগ্যে তা ছিল না।
পরে ধীরে ধীরে আমার দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগত তখন যখন আমি ঘর থেকে বের হতাম। কেননা রাস্তায় আমি অসুস্থ, অক্ষম মুসলমান আর মুনাফিকদের ব্যতীত কাউকে দেখতে পেতাম না।

* * *

যাত্রা পথে আমার কথা রাসূল ﷺ-এর মনে পড়েনি।
তাঁবুকে পৌঁছার পর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, কা'ব বিন মালিক কি করেছে?
রাসূল ﷺ-এর কথার উত্তরে বনূ সালামার এক লোক বলল, তাকে চমৎকার পোশাক আটকিয়ে রেখেছে............
আর তাঁর দৃষ্টি সেই পোশাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।
তখন মুয়াজ বিন জাবাল রা. বললেন, তুমি কতই না খারাপ কথা বলেছ! আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তাকে ভালো হিসেবেই জানি।

তখন রাসূল কোনো কথা না বলে চুপ ছিলেন।

* * *

এরপর আমার কাছে সংবাদ আসে রাসূল ﷺ তাঁর কাফেলা নিয়ে মদিনায় ফিরে আসছেন। তিনি ফিরে আসছেন এ খবর শুনে আমার দুশ্চিন্তা আরো বাড়তে লাগল। আমি মনে মনে ভাবলাম একটি মিথ্যা কথা বলে পার পেয়ে যাব।

আর চিন্তা করতে লাগলাম- আমি কাল কি বলে রাসূল ﷺ-এর রাগ থেকে বাঁচতে পারব?

এ ব্যাপারে আমি আমার পরিবারের পরামর্শ দিতে পারে এমন সকল থেকে পরামর্শ চাইলাম, কিন্তু তারা আমার জন্যে কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি।

যখন আমাকে বলা হল রাসূল ﷺ মদিনায় পা রেখেছেন।

তখন আমার থেকে সব খারাপ চিন্তা দূর হয়ে গেল।

আমি বুঝতে পারি কোনো মিথ্যা আমাকে রাসূল ﷺ-এর রাগ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

আর তাই আমি সত্য কথা বলার সংকল্প করি।

অবশেষে রাসূল ﷺ মদিনায় এসে পৌঁছেন। রাসূল ﷺ-এর একটি অভ্যাস ছিল তিনি কোনো সফর থেকে আসলে কোথাও যাওয়ার আগে মসজিদে প্রবেশ করতেন। এরপর সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

* * *

রাসূল ﷺ নামায শেষ করে মানুষের অবস্থা জানার জন্যে বসলেন।

তখন আমার মতো যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা তাঁর নিকটে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার বিভিন্ন সমস্যা ও কারণ দেখাতে লাগল এবং তারা ওই সকল কথাকে সত্য প্রমাণিত করার জন্যে শপথ করতে লাগল।

তাদের সংখ্যা আশি থেকে সামান্য বেশি হবে।

রাসূল ﷺ তাদের বলা কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে তাদের জন্যে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর তাদের মনে ও গোপনে কি আছে ওই ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

এরপর আমি আসলাম, যখন আমি রাসূল ﷺ-কে সালাম দিলাম, তিনি রেগে থাকা লোকের মতো আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

এরপর আমাকে বললেন, আস।

আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম।
তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করনি?
তুমি কি বাহন ক্রয় করতে পারনি (অর্থাৎ সক্ষম হওনি)?
আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে বলি, নিশ্চয়ই যদি আমি আপনি ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসা থাকতাম তাহলে এখন আমি যে কোনো একটি সমস্যার কথা বলে নিজেকে দোষ মুক্ত প্রমাণ করতাম। কেননা আল্লাহর শপথ করে বলি, যে কোনো সমস্যার কথা সাজিয়ে তা প্রমাণ করার জ্ঞান আমার আছে।
কিন্তু আল্লাহ শপথ! আমি জানি, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এরূপ কোনো মিথ্যা কথা যদি আজ আমি আপনাকে বলি, অবশ্যই অচিরেই আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর আপনাকে রাগান্বিত করবেন..............
আর আপনি রাগান্বিত হবেন এমন সত্য কথা যদি আমি আপনাকে বলি, আমি তাতেই আল্লাহর ক্ষমা আশা করি।
আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোনো সমস্যা-ই ছিল না, এমনিই আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি।
আর অন্য যুদ্ধগুলো আমার জন্যে এর থেকে সহজ ছিল না। (অর্থাৎ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আমার জন্যে আগের যুদ্ধগুলো থেকে কঠিন ছিল না)।
তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ লোকটি সত্য বলেছে।
তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করেন......................
তখন আমি ওঠে আসলাম এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম।

* * *

কা'ব বলেন:
আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলে আমার গোত্রের কিছু মানুষ আমার পিছু নেয়।
তারা আমাকে এসে বলল, আল্লাহর শপথ! তুমি এর আগে কোনো গুনাহ্ করেছ তা আমরা জানি না। সুতরাং কি কারণে তুমি অন্যদের মতো কোনো সমস্যার কথা বলে নিজেকে দোষ মুক্ত করনি।
আল্লাহর শপথ! তাঁরা আমাকে বার বার নিন্দা করতে লাগল, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে গিয়ে নিজের ব্যাপারে মিথ্যা বলতে সংকল্প করি.................

কিন্তু তাৎক্ষণিক আমি তাদেরকে বললাম: আমার মতো কি আর কেউ করেছে?
তারা বলল, হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ আরো দুই লোক আছে তারাও তা বলেছে।
আমি বললাম- তাঁরা দু'জন কে?
তারা বলল, মুরারাহ্ বিন রবী, হিলাল বিন উমাইয়া।
তখন আমি বললাম- তাঁদের মাঝেই আমার জন্যে আদর্শ রয়েছে।
তারপর আমি চলে গেলাম.................।

* * *

কা'ব বিন মালিক বলেন:
এরমধ্যে একদিন রাসূল ﷺ আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে সবাইকে নিষেধ করে দিলেন। তবে আমরা তিনজন ব্যতীত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন অন্যান্য লোকের ব্যাপারে এ রকম কিছুই হয়নি।
মানুষ তখন থেকে আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল।
অবস্থা এতই কঠিন হয়ে যায় যে, আমার অন্তর পৃথিবীকে ঘৃণা করতে শুরু করে, যে পৃথিবীকে আমি এত দিন চিনতাম সেই পৃথিবী আমার কাছে অচেনা হয়ে গেছে।
আর এভাবেই আমি কষ্ট, দুঃখ আর একাকিত্বকে সঙ্গী করে পঞ্চাশটি দিন পার করি।
অন্যদিকে তাঁরা দু'জন আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে বাড়িতে বসে বসে কান্নাকাটি করতেন।
আমি এ তিনজনের মধ্যে কম বয়সী ও শক্তিশালী যুবক ছিলাম। আর এ কারণেই আমি মসজিদে এসে নামাযে অংশগ্রহণ করতাম এবং বাজারে ঘুরাফেরা করতাম..............
কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না।
রাসূল ﷺ নামায শেষ করে বসলে আমি তাঁর নিকটে এসে তাঁকে সালাম দিতাম।
এরপর আমি মনে মনে বলতাম: রাসূল ﷺ কি আমার সালামের উত্তরে ঠোঁট নাড়িয়েছেন?
আমি তাঁর খুব কাছে নামায পড়তে চাইতাম যাতেকরে আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি ফিরাতে পারি।

আর তাই আমি নামাযে আসলে তিনি আমার দিকে তাকাতেন, কিন্তু যখনই আমি তাঁর দিকে তাকাতাম সাথে সাথে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিতেন।

যখন মানুষের কঠোরতা আমার ওপর চরম পর্যায়ে পৌঁছল, তখন আমার পৃথিবী একেবারে সংকীর্ণ হয়ে গেল।

তখন আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাদার বাগানের দেয়াল টপকিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। সে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল।

আমি তাকে সালাম দিলাম.........

আল্লাহর শপথ করে বলি, সে আমার সালামের কোনো উত্তর দিল না।

এতে আমি বললামঃ হে আবু কাদাহ্! তুমি কি জান আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?

কিন্তু সে তবুও চুপ করে ছিল.....

আমি তাকে আবার বললাম......

তবুও সে চুপ করে ছিল......

আমি তাকে আবারো বললাম.........

এবার সে বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

তার একথা শুনে আমি যে দিক থেকে এসেছি সেই দিকেই আবার পা বাড়ালাম।

* * *

এরপর এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা আমি কখনো চিন্তাও করিনি।

অন্যান্য দিনের মতো আমি মদিনার বাজারে হাঁটতে ছিলাম আর মানুষও স্বাভাবিকভাবে আমার সাথে কথা না বলে এড়িয়ে চলতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে সিরিয়ার এক নাবাতী বলল, কে আছ আমাকে কা'ব বিন মালিককে দেখিয়ে দেবে?

তখন মানুষ আমার দিকে ইশারা করে।

সে আমার কাছে এসে আমাকে সম্রাট গাস্সানের পক্ষ থেকে নিয়ে আসা একটি পত্র হস্তান্তর করল।

সেখানে লেখা...............

" পরকথা.....

আমি শুনতে পেয়েছি তোমার সাথী (মুহাম্মাদ) তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সুতরাং তুমি আমার নিকট চলে আস আমরা তোমার প্রতি সহমর্মিতা দেখাব।"

আমি যখন তা পড়ছিলাম তখন মনে মনে বললাম- এটিও একটি কঠিন বিপদ।

আমি পত্রটি নিয়ে একটি জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলাম।

* * *

কা'ব বলেন:

এ পঞ্চাশ দিনের চল্লিশটি দিন গত হওয়ার পর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এক লোক এসে আমাকে বলল, রাসূল ﷺ তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে দিতে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি বললাম: আমি কি তাকে তালাক দেব, না কি অন্যকিছু করব?

সে বলল, না...... বরং তুমি তাকে আলাদা করে দাও এবং তাঁর নিকটবর্তী হবে না।

রাসূল ﷺ আমার মতো ওই দু'জনকেও একই নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠালেন।

তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম- তুমি তোমার পরিবারের (বাপের) নিকট চলে যাও এবং সেখানে থাক যতদিন না আল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করেন।

কথা মতো সে তার পরিবারের নিকটে চলে গেল।

অন্যদিকে হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হিলাল খুব বৃদ্ধ মানুষ, তাঁর কোনো সেবক নেই, আমি তাঁর সেবা করব তা কি আপনি অপছন্দ করেন?

রাসূল ﷺ বললেন, না, তবে তুমি তাঁর নিকটবর্তী হবে না।

কা'ব বলেন:

তখন আমার পরিবারে কেউ কেউ আমাকে বলল, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে যদি তুমি রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইতে, তাহলে তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার মতো তোমাকেও অনুমতি দিতেন।

আমি বললাম- আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না। কেননা রাসূল ﷺ-কে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে বলার মতো কিছুই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ আমি তো একজন যুবক।

* * *

কা'ব বলেন:

আমার স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আমি আরো দশ দিন এভাবেই পার করি। এতে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হয়।

পঞ্চাশতম রাত পার করে সকালে আমি ফজরের নামায আদায় করছিলাম। তখন আমি আমার ঘরে ছাদে ছিলাম। কেননা সেই সময়ে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়ার সত্ত্বে আমার নিকটে সংকীর্ণ মনে হচ্ছিল। তাছাড়াও আমি নিজেকে এর থেকেও বেশি সংকীর্ণ করে ফেললাম।

কিন্তু হঠাৎ করে আমি শুনতে পেলাম পাহাড়ের ওপর থেকে এক লোক চিৎকার করে বলছে-

হে কা'ব! সুসংবাদ গ্রহণ কর............

হে কা'ব! সুসংবাদ গ্রহণ কর............

আমি এ আওয়াজ শুনার সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেলাম।

আমি বুঝতে পারি আমার জন্যে কোনো সুযোগ এসেছে। আর রাসূল ﷺ তা সাহাবীদের নিকটে ঘোষণা করেছেন।

আমি যার আওয়াজ শুনেছি সে আমার নিকটে এসে পৌঁছলে আমাকে সুসংবাদ শুনানোর কারণে আমি তাকে আমার গায়ের জামা খুলে পরিয়ে দিই।

এরপর আমি দু'টি কাপড় ধার করে নিই এবং তা পরিধান করে রাসূল ﷺ-এর নিকটে যেতে লাগলাম।

যাওয়ার পথে দলে দলে লোকেরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

তারা বলতে লাগল- হে ইবনে মালিক! আল্লাহর কবুলকৃত তাওবা তোমার জন্যে সুখকর হোক।

অবশেষে আমি মসজিদে এসে হাজির হলাম।

সেখান লোকদের মাঝে রাসূল ﷺ বসে আছেন। তাঁর নূর উদ্ভাসিত হচ্ছিল মনে হয় যেন তা চাঁদের এক টুকরো।

যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম তিনি আমাকে উজ্জল ও নূরানী চেহরায় তাকিয়ে বললেন, হে কা'ব! তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর থেকে পার হয়ে যাওয়া দিনগুলোর একটি উত্তম দিনের সুসংবাদ তুমি গ্রহণ কর।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তা কি আপনার পক্ষ থেকে না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?

তিনি বললেন, না, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবা কবুল হওয়ার কারণে আমি আমার সকল সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে সদ্‌কাহ্ করে দিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন, কা'ব! তুমি তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্যে রেখে দাও, কেননা তা তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে।

আমি বললাম: তাহলে আমি যে অংশ খায়বারে পাব তা রেখে আর বাকি সবকিছু সদ্‌কাহ্ করে দিলাম।

এরপর আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল.........

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্যে বলার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। আর আমার তাওবা কবুল হওয়ার কারণে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সত্য বলা ব্যতীত কোনো কথাই বলব না।

* * *

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-এর কবি কা'ব বিন মালিক রা.-এর ওপর সন্তুষ্ট হোন।

কেননা তিনি ইসলামকে কবিতা ও সাহিত্য দ্বারা আশ্রয় দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের শানে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন যা দিবা-রাত পাঠ করা হয়।

আর মানুষ তা পাঠ করতেই থাকবে যতদিন আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখেন।[৩০]

---

[৩০] তথ্যসূত্র

১. তরিখুবনি আসাকির-১৪তম খণ্ড, ২৮৬ পৃ.।
২. উস্‌দুল গবাহ্-৪র্থ খণ্ড, ৪৮৭ পৃ.।
৩. তারিখুল ইসলাম-২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃ.।
৪. তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব-৮ম খণ্ড, ৪৪০ পৃ.।
৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-২য় খণ্ড, ৫২৩ পৃ.।
৬. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৩০২ পৃ.।
৭. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ২৮৬ পৃ.।
৮. সাযারাতুয্ যাহাব-১ম খণ্ড, ৫৬ পৃ.।
৯. খাযানাতুল আদব-১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃ.।
১০. আনসাবুল আশ্‌রাফ-১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃ.।

তামীম আদ্দারী রা.

"তামীম আদ্দারী রা. ওই পাঁচজনের একজন, যারা রাসূল ﷺ-এর যুগে কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন।"

কাহ্তানী লাখমের গোত্রটি তাঁদের এলাকার বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর সৌভাগ্যময় ইয়ামানের ভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় এসে বসতি গড়ে।

তাদের কেউ কেউ ঘূর্ণায়মান বালু ও পর্বত মালার মাঝে বসতি গড়ল। আবার কেউ কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটে গিয়ে বসতি গড়ল।

তাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ লখমের ঘর বলে ডাকত।

কিন্তু কিছুদিন পর মানুষ তাদের নাম পরিবর্তন করে লাহমের ঘর বলে ডাকতে শুরু করে।

এ লাখমীরা রোমানদের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এতে তাদের কেউ কেউ ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে।

আবার তাদের কেউ কেউ মুশতারি নামক এক তারকার পূজা করত এবং উক্বাইসির নামক এক মূর্তির নিকটে গিয়ে হজ্জ করত। যে মূর্তিটি সিরিয়ার সীমান্তের নিকটে অবস্থিত ছিল।

তামীম বিন আউস বিন খারিজা আদ্দারী আল লাখমী তাদের একজন ছিলেন যারা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তাতে সাধনা শুরু করে দিয়েছেন। অবশেষে তিনি বাইতে লাহমের পাদ্রী হিসেবে নিয়োগ পেলেন।

* * *

একদিন পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে কোনো এক কারণে তাঁর যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

এতে তিনি তাঁর লোম বিশিষ্ট কালো সেই জামাটি পরিধান করলেন, কোমরে ফিতা (বেল্ট) বেধাঁ সেটির দু' পাশে ঝুলিয়ে দিলেন, গলায় ক্রুশ পরিধান করলেন। সবশেষে তিনি তাঁর ছোট্ট টুপিটি মাথায় পরে নিলেন।

এরপর তিনি ওই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন...........

অন্যদিনের মতো স্বাভাবিকভাবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নেমে আসল।

সেই রাতে সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল............

কিন্তু ....

সেই রাতে এমন এক ঘটনা ঘটে গেল যা তামীম আদ্দারীর সারা জীবনে কখনো ঘটেনি!!!

আর আমরা তামীম আদ্দারীর নিজ বর্ণনা থেকে আপনাদের সামনে সেই ঘটনা তুলে ধরলাম।

* * *

তামীম আদ্দারী রা. বলেন:

রাসূল ﷺ যখন এসেছেন তখন আমি সিরিয়াতেই অবস্থান করছিলাম।

হঠাৎ করে একদিন আমার কোনো এক প্রয়োজনে পাশের গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু যাওয়ার পথে মারাত্মক অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর এক উপত্যকায় রাত নেমে আসল।

পরিবেশ এতই ভয়ানক ছিল যে, আমার মনে ভয় ঢুকে গেল এবং আমি ধীরে ধীরে ভীষণ ভয় পেতে শুরু করি।

তখন আমি ওই মন্ত্রটি পড়লাম যা এ রকম পরিস্থিতিতে আরবরা পড়ত।

আমি বললাম-

এ রাতে আমি এ উপত্যকায়ের সবচেয়ে বড় জ্বিনের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

তারপর আমি ঘুমানোর জন্যে নিজের বিছানায় গেলাম।

ঠিক সেই সময়ে কে যেন খুব উচ্চ স্বরে আমাকে বলতে লাগল- এ, তুমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাও। কেননা জ্বিনেরা আল্লাহর আশ্রয়ের ওপরে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।

তার আওয়াজ আমি স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

তখন আমি ওই আওয়াজকারীকে বললাম- আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি কি সত্য বলেছ?

সে বলল, কিছুদিন আগে নিরক্ষর একজন রাসূল আগমন করেছেন, আমরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি।

আর জ্বিনদের প্রতারক চলে গেছে তাকে ছাই নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রতিপালকের রাসূলের কাছে গিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ কর।

তামীম আদ্দারী বলেন:

একথা শুনে আমার অন্তর শান্ত হলো এবং রাতের সেই ঘোষক যা বলেছে সেটির জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম.......... ।

আমি মনে মনে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত নতুন নবী আগমনের ব্যাপারে যে সকল কথা আছে সেগুলো স্মরণ করতে লাগলাম।

তামীম আদ্দারী রা. বলেন:

রাতের অন্ধকার কাটিয়ে যখন সকাল হলো, তখন আমি আইয়ূবের গির্জায় গেলাম। সেখানে একজন ভালো পাদ্রী আছেন যিনি বয়স্ক এবং যার জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ছিল।

আমি তাঁকে রাতে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটি শুনালাম।

এরপর আমি তাঁকে এর সত্যতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন তিনি বললেন, সেই ঘোষক সত্য বলেছে। নিশ্চয়ই এ নবী মক্কার জমিনে আগমন করেছেন, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম নবী।

সুতরাং তুমি তাঁর নিকটে যাও। যদি তুমি যেতে সক্ষম হও আশা করি তোমার আগে কেউ তাঁর নিকটে যেতে পারবে না।

* * *

তামীম আদ্দারী রা. বৈরাগ্যবাদীদের পোশাক খুলে ফেললেন এবং তাঁর সাথে তাঁর হিন্দ নামক ভাইকে নিলেন।

তিনি ও তাঁর ভাই বাইতে লাহাম থেকে মদিনার পথে রওনা দিলেন। তাঁরা মাটির এ পথকে দ্রুত অতিক্রম করে মদিনার দিকে রওনা দিলেন। উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ইসলামের কথা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর প্রতিবেশি হয়ে থাকবেন।

যখন এ দু' ভাই মদিনায় পৌছলেন, তাঁরা মসজিদের কাছে তাঁদের উটকে বেঁধে রেখে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে সামনে দিকে এগিয়ে গেলেন।

রাসূল ﷺ তাদেরকে ইসলামের অভিবাদন দ্বারা স্বাগতম জানালেন। আর তাঁরা তাঁর সামনে তাওহীদের কথা ঘোষণা করে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করলেন।

সেখানে তামীম রা. নবী কারীম ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার দ্বীনকে বিজয়ী করবে এবং পৌছিয়ে দেবে দিগন্তে দিগন্তে................

আর আমি আমার পরিবার ও দেশকে রেখে এসেছি। আমি এখানে সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাকে আমার গ্রাম জিবরিন দান করুন যখন তা মুসলমানগণ বিজয় করে বাইতুল মুকাদ্দাসের মালিক হবে।

রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমার জন্যে।

তামীম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে তা লিখে দিন।

তখন রাসূল ﷺ তাঁকে তা লিখে দিলেন।

* * *

এরপর একের পর এক দিন যেতে লাগল অন্যদিকে মুসলমানগণ আল্লাহর প্রশস্ত এ পৃথিবীর পশ্চিম ও পূর্ব দিগন্তে ছুটতে থাকে। আর মুসলমানদের ঘোড়ার পদতলে শিরকের দুর্গগুলো একের পর এক পরাজিত হতে লাগল। মুজাহিদরা একের পর এক এলাকা বিজয় করতে লাগল আর সেই খবর রাসূল ﷺ-এর মদিনায় পৌঁছে দিত। পনের হিজরী পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যে, একটি বিজয়ের সুসংবাদ শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে না করতেই আরেকটি বিজয়ের খবর চলে আসত।

আর ঠিক সেই সময়ে আমর বিন আ'স রা.-এর প্রেরিত দূত খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর কাছে এসে বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীদের আত্মসমর্পণ করার ব্যাপারে সুসংবাদ দিল.........

সে আরেকটি সংবাদ দেয়......

জেরুজালিমবাসী স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর রা.-এর হাতে সন্ধি চুক্তি করবে এবং তাঁর হাতেই জেরুজালিম সমর্পণ করবে। তারা তাঁকে দু' কেবলার প্রথম কেবলা ও তৃতীয় হারাম শরীফ বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করল।

ওমর রা. এ খবর শুনে স্বাধীন ফিলিস্তিনে রওয়ান করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে নিজের হাতে সন্ধি চুক্তি সম্পূর্ণ করেন এবং সেখানে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। আর তখন লাখমের জমিনে আযানের আওয়াজ উচ্চারিত হলো।

আর সেখানে লাখমের যুবক তামীম আদ্দারী রা. ওমর রা.-এর পাশেই দাঁড়ানো ছিলেন।

তিনি বললেন, এই যে বাইতুল মুকাদ্দাস, যে ভূমিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ আমার গ্রাম 'জিবরীন' আমাকে দান করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে যা দান করেছে তা আপনি আমার নিকটে অর্পণ করুন।

তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, এ ব্যাপারে কে সাক্ষ্য দেবে?

ওমর রা. বললেন, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তারপর ওমর রা. রাসূল ﷺ-এর দেয়া সেই ভূমি তাঁর হাতে অর্পন করলেন।

* * *

তামীম আদ্দারী রা. ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূল ﷺ-এর মসজিদে অবস্থান করাকে আবশ্যক করে নিলেন। তিনি তা থেকে একেবারই দরকার ব্যতীত বের হতেন না।

তিনি আল্লাহর কালামের সাথে নিজেকে লাগিয়ে রাখতেন। সারা দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াতে নিজেকে মুশগুল রাখতেন। আর এ কারণে তিনি প্রতি সপ্তাহ্ একবার কুরআনে কারীম খতম করতেন।

তিনি নিজেকে আল্লাহর কালামের খিদমতে ওয়াক্ফ করে দিলেন।

আর এতে তিনি সেই পাঁচজন সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হলেন যারা পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন।

* * *

তামীম আদ্দারী যে ইবাদত করতেন সেই ইবাদতের স্বাদ তিনি অনুভব করতেন...........

তিনি এর স্বাদ এত বেশিই অনুভব করতেন যার করণে তিনি ইবাদতের পরিবর্তে দুনিয়ার কোনো স্বাদকে প্রাধান্য দিতেন না। দুনিয়ার কোনো স্বাদে খুশি হতেন না।

রাতের বেলা তিনি তাহাজ্জুদ পড়ার স্বাদ আস্বাদন করতেন।

তিনি তাতে এতই মজা পেতেন যে, তিনি নিজের মন ও জান দিয়ে তা আদায় করতে লেগে যেতেন এবং নিজের ওপর সেটিকে আবশ্যক করে নিলেন।

রাতের বেলা যখন মানুষ সবাই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমে বিভর থাকত তখন তিনি তাঁর সেই আরামের ঘুমকে ত্যাগ করে অযু করে তাহাজ্জুদ

পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। তিনি শুধু তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে একটি বিশেষ জামা ক্রয় করেছিলেন। যার দাম তৎকালীন যুগের এক হাজার দেরহাম। প্রতিরাত তিনি অযু করে পবিত্র হয়ে সেই জামা পরিধান করতেন।

তিনি সকল সৌন্দর্য গ্রহণ করার পর সকল বাদ্শার বাদ্শা যিনি তাঁর সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে নামাযে দাঁড়াতেন। মানুষের অগোচরে তিনি আল্লাহর নৈকট্যে অর্জন করতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন........।

আর এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তে পড়তে তিনি তাঁর সারাটি রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন।

যখনি তিনি জান্নাতের সুসংবাদ সম্বলিত কোনো আয়াত তেলাওয়াত করতেন তিনি তা পাওয়ার আশা করতেন..............

আর যখনি তিনি জাহান্নামের কথা বর্ণিত এমন কোনো আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন আল্লাহর আযাবের ভয়ে তিনি এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, মনে হতো তা জাহান্নামের অগ্নিশিখা।

একদিন রাতে তিনি আল্লাহর বাণী পাঠ করছেন.......

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

"যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মতো করে দেব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কতই না মন্দ।" (সূরা জাসিয়া, ৪৫:২১)

এ আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকে গেল এবং তা আল্লাহর আযাবের ভয়ে কম্পিত হতে শুরু করল.........

তিনি রাতের প্রথম ভাগ থেকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত শুধু এ আয়াতই তেলাওয়াত করতে থাকেন.......

আর যখনি তিনি এ আয়াতকে পুনরায় তেলাওয়াত করতেন, তা পূর্বের বারের থেকে পরের বারে তাঁর অন্তরের কম্পনকে বাড়িয়ে দিত।

একরাতে তামীম আদ্দারী রা. তীব্র ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ ছুটে গেল। আর এর শাস্তিস্বরূপ তিনি নিজেকে পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত রাতে ঘুমাতে দেননি।

* * *

উসমান রা. শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদিনাতেই অবস্থান করেন। উসমান শহীদ হয়ে গেলে তিনি তাঁর শোকে মদিনা থেকে তাঁর দেশে চলে গেলেন যেন তিনি সিরিয়ায় অবস্থিত তাঁর গ্রামে জীবনের শেষ সময়গুলো কাটাতে পারেন।

* * *

আল্লাহ তায়ালা এ ইবাদতগুজার সিজদাহ্কারী সাহাবী তামীম আদ্দারী ওপর সন্তুষ্ট হোন।
তিনি তাঁর কবরকে নূরে নূরান্বিত করুন.....
এবং জান্নাতের উঁচুস্থানে তাঁর বাসস্থান করে দিন।[৩১]

---

[৩১] তথ্যসূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্-৪র্থ খণ্ড, ২৫৬ পৃ.।
২. সিফাতুস্ সফ্ওয়া-১ম খণ্ড, ৭৩৭ পৃ.।
৩. আত্ ত্বাবাকাত-২য় খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।
৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫ম খণ্ড, ৮৭ পৃ. ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩০ পৃ.।
৫. আল ইসাবা-১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃ.।
৬. আল ইসতিআ'ব-১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃ.।
৭. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব-১১তম খণ্ড, ৫১১ পৃ.।
৮. তাহ্যীবুবনি আসাকির-৩য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃ.।
৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবলা-২য় খণ্ড, ৪৪২ পৃ.।
১০. আল আ'লাম-২য় খণ্ড, ৮১ পৃ.।

আলা বিন হাজরামী রা.

"মুক্ত ময়দানে যিনি বাতাসের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিতেন।"

ওই রাতে শোকাহত চিন্তিত মদিনা তার শোক ও দুঃখ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে............

কেননা সে কিছুদিন আগে তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারিয়েছে।

কিন্তু নিস্তব্ধ মদিনার সবাই ঘুমালেও আবু বকর রা. ঘুমের স্বাদ নিতে পারছিলেন না।

মনে হয় যেন তাঁর বিছানায় কেউ কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছে আর সেই কাঁটা তাঁর পিঠে বিঁধছে......

তার চোখে কেউ জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে কাজল এঁকে দিয়েছে।

আর সিদ্দীক রা. কিভাবেই বা নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন?......

অথচ আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যেতে শুরু করেছে............

কিভাবেই বা তাঁর দুই চোখের পাতা বন্ধ হবে?!........

অথচ রাসূল ﷺ তেইশ বছর ধরে নিজের রক্ত ঝরিয়ে, হাজারো কষ্ট সহ্য করে, দুশ্চিন্তা ও দুঃখকে বরণ করে এ বিশাল একটি রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যা আরবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু এখন তা ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এর শুরু মাদীনা যা এ রাষ্ট্রের রাজধানী আর শেষ সীমা তায়েফ।

* * *

আবু বকর রা.-এর স্বল্প সৈন্যদেরকে দশটি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন।

তিনি প্রতিটি বাহিনীর জন্যে এমন একজন সেনাপ্রধান নিয়োগ করলেন যাদের ওপর সন্তুষ্ট থেকে রাসূল ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

মুরতাদদেরকে প্রতিহত করার জন্যে তিনি এদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করলেন।

আর ওই রাতে তিনি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন এ নিয়ে যে, একাদশ সেনাপতি কাকে নির্বাচন করবেন। যিনি বাহরাইনের অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন।

কেননা এ বাহিনী নিয়ে এত চিন্তা করার কারণ হচ্ছে বাহ্‌রাইনে যাওয়ার পথটি অনেক কঠিন।

ওই পথে কাঁটা ও কষ্টকর বস্তু অনেক বেশি ছিল।

* * *

আবু বকর রা. তাঁর বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা করতে ছিলেন। আর ঠিক তখনি রাতের নিরবতা ভেঙে দিয়ে বিলাল উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়া শুরু করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়ায্‌যিনের আযান শুনার সাথে সাথে আবু বকর রা.-এর দু' চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল। আর ঠিক সেই সময়ে তাঁর মস্তিষ্কে এক দীপ্তমান বুদ্ধি উদিত হলো। যা তাঁকে বাহরাইনের জন্যে সেনাপতি বেঁচে নেয়ার পথ সুগম করে দিল।

আর এতে তাঁর চেহারায় বদন্যতা চাপ ফুটে উঠল............

তাঁর মলিন চিন্তিত সেই মুখে আনন্দ ও স্বস্তি ফিরে আসল।

তিনি ফজরের নামায শেষে কাগজ ও কালি নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন।

তারপর তিনি তাতে লিখলেন-

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে আলা বিন হাজরমীর প্রতি নির্দেশনামা।

যখন খলীফা তাকে যুদ্ধ করার জন্যে বাহরাইনে প্রেরণ করবেন।

তখন তার প্রতি খলীফার নির্দেশ সে তাঁর সাধ্যানুসারে প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে।

তিনি তাকে আরো নির্দেশ দিচ্ছেন- সে যেন আল্লাহর কাজ ঐকান্তিকতার সাথে সম্পন্ন করে এবং যারা শয়তানের ধোঁকায় দ্বীন থেকে বিমুখ হয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ করে।"

* * *

বাহরাইনে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে আ'লা বিন হাজ্‌রামী রা. কে বাছাই করার কারণে মুসলমানগণ অনেক বেশি খুশি হলেন।

কিন্তু এতে কোনো লাভ হয়নি। উটগুলো এত জোরে ছুটল যে, কিছুক্ষণ পরে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হয় যেন বিশাল এ মরুভূমি তাদেরকে গিলে ফেলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া এ ঘটনার পর বিশাল এ বাহিনী নিজেদেরকে পানি বিহীন..........

খাদ্যবিহীন............

বাহনবিহীন...........

বেঁচে থাকার আশাবিহীন...........

জীবনের শেষ প্রহরের অপেক্ষায় চেয়ে থাকল।

* * *

প্রিয় পাঠক! তখন তারা কত বড় বিপদে পড়েছে তা আপনি নিজেই কল্পনা করুন।

মৃত্যুর দুয়ারের এ মানুষগুলোর অন্তরে কি অনুভূত হচ্ছে তা আপনি নিজেই চিন্তা করুন।

সেই কঠিন মুহূর্তে তাদের বুকের ভেতরে লুকায়িত উৎকণ্ঠা কেমন ছিল তা আপনি আপনার সর্বোচ্চ ধারণার ডানা মেলে চিন্তা করুন।

পরিস্থিতি এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল যা তাদের ধ্বংস নিশ্চিত করেছে।

আর তারাও নিশ্চিত হয়ে গেছে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতিশীঘ্রই এ বিশাল মরু তাদেরকে গিলে ফেলবে। যেমনিভাবে কূলকিনারাহীন সমুদ্র তার আরোহীকে গিলে ফেলে।

আর অচিরেই তারা এ ভয়ানক গায়েলকারী মরুর মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে যে মাটিতে অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ আর দৃশ্যমান হয় না।

এ কারণে তারা একে অপরকে বিদায়ী ওসীয়ত করতে শুরু করল...........

তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল তাদের কেউ এ দৃষ্টিগোচরহীন মরুর সীমানা নিরাপদে পার হতে পারবে না।

কেননা জীবনের নিয়মই এটা।

* * *

ঠিক সেই সময়ে....

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাদ্রাসার ছাত্র অনুপ্রাণিত সেনাপতি যিনি তাঁর বাহিনীর মাঝে অনন্য একজন। তিনি দৃঢ় মনোবল সহকারে প্রসন্ন মনে এসে বললেন, তোমরা কি এর কারণে চিন্তিত, ভীত, আতঙ্কিত!!!

তারা বলল, তোমার কি হয়েছে তুমি আমাদেরকে কেন নিন্দা করছ?
রাত যদিও আমাদেরকে নিরাপদ রাখে আর আমরা আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি, কিন্তু সূর্য মাথা তুলে ওপরে ওঠার আগে আগেই আমাদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় ধ্বংস করেই ছাড়বে।
তিনি বললেন, আমি নিশ্চিত তোমাদেরকে কখনো খারাপ কিছু স্পর্শ করবে না।
কেননা তোমরা আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণকারী............
তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী.............
তাছাড়াও তোমরা তাঁর রাস্তায় বের হয়েছ...........
তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছ........
সুতরাং তোমরা তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ কর।
আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা অপমানিত হবে না এবং কষ্টকর কোনো কিছুর দ্বারা আক্রান্ত হবে না।
নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য তোমাদের ধারণা থেকেও অতি নিকটে।

* * *

পিপাসার্তের গলদেশে শীতল মিষ্টি পানি প্রবেশ করে যেভাবে তার অন্তরকে সুশীতল করে দেয় তেমনিভাবে এ বিশ্বাসী সেনাপতির কথাগুলো তাঁর সৈন্যদের অন্তরকে সুশীতল করে দিল।
তাদের অন্তর শান্ত হলো...............
তাদের হৃদয় প্রশান্তি পেল.............
এবং তাদের চোখে ঘুম নেমে আসল।
রাত কেটে সকাল হলে তারা ফজরের নামায আদায় করার জন্যে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে।
তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াল।
নামায শেষে........
আলা বিন হাজরামী রা. তাদের দিকে মুখ করে বসে আসমানের দিকে হাত বাড়ালেন।
তিনি কম্পিত হৃদয়ে, অশ্রু সিক্ত নয়নে আর আশান্বিত ও আকাঙ্ক্ষীত মনে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে শুরু করলেন।
আর তাঁর সৈন্যরা তাঁর দোয়ায় আমীন আমীন বলতে লাগল।

তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে মুনাজাত শেষ করার পূর্বেই.........দেখতে পেল একটু দূরে তাদের জন্যে পানি উদ্ভাসিত হয়েছে।

আর ভোরের রবির সোনালি রোদে পানি রূপার মতো চিকচিক করছে।

সৈন্যরা প্রথমে ধারণা করেছে তা মরিচিকা। কেননা মানুষ প্রায় মরুতে তাকালে এরূপ দেখতে পায়।

কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে বাস্তবেই পানি দেখতে পেল...........

এতে তারা কালেমা ও তাকবীরের আওয়াজ দিতে লাগল।

এরপর তারা সেখানে গোসল করতে লাগল এবং সেখান থেকে পানি পান করতে লাগল।

কিন্তু তারা তখনো আল্লাহর বিশেষ এক দয়ার অপেক্ষায় ছিল।

তবে তাদেরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। সূর্য যখন আকাশের মধ্যভাগে চলে আসে তখন তারা দেখতে পেল অস্পষ্ট কি যেন তাদের দিকে আসছে।

তারা সকলে তাদের দৃষ্টিকে সেদিকে স্থির করে তা দেখতে লাগল।

তারা দেখছে তা ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ পর তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল সেই আগত অস্পষ্ট বস্তু অন্যকিছু না; বরং সেগুলো তাদের হারানো উট। সেগুলো তাদের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। মনে হয় যেন কোনো উটওয়ালা সেগুলোকে হাঁকিয়ে আনছে।

আল্লাহর এক দয়া ও সাহায্যের ফোঁটা ঝরে না পড়তেই আরেকটি ফোঁটা এসে তাদেরকে সিক্ত করল।

তারা দেখল তাদের উটগুলো পানির দিকে এগিয়ে আসছে যেমনিভাবে সবগুলো একত্রে চলে গেছে।

উটগুলোর পিঠে তাদের বিছানা...........

তাদের খানাপিনা............

তাদের আসবাবপত্র সব......।

* * *

বাহরাইনে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে আলা বিন হাজরামী রা.

শাহাদাতের আশাবাদী আল্লাহর পথের গাজীরা উটগুলোর পিঠে আরোহণ করে দাহনা মরুভূমিতে নতুনভাবে তাদের সংগ্রাম শুরু করল। সংগ্রাম করতে করতে অবশেষে তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহে এ বিশাল মরুভূমির ওপর বিজয় লাভ করল।

তারা এ ভয়ঙ্কর মরুভূমি পদদলিত করে পার হয়ে গেল।

তারা এ নৃশংস মরুভূমির ভয়কে জয় করতে সক্ষম হলো।

মনে হয় যেন তারা এ মরুর ব্যাপারে যত বেশি অভিযোগ করেছে, মরুটি তাদের পদাঘাতে এর থেকেও বেশি অভিযোগ করেছে ।

যখনি মুসলিম সৈন্যরা মরুর ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করত তখনি প্রতিভাবান সেনাপতি আলা বিন হাজরামী এসে তা এমনভাবে সমাধান করে দিতেন যা তাঁদের অন্তর থেকে সকল কষ্টকে দূর করে দিত।

তিনি তাদের হৃদয়ে এমনভাবে কথাগুলো ঢেলে দিতেন যা তাদের অন্তরে জিহাদের প্রতি তীব্র উত্তেজনা জাগাত।

দাহনা মরুতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সেই সাহায্যের কথা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন।

এতে তাদের ঈমান তীব্র থেকে তীব্র শক্তিতে বলীয়ান হতো।

সৈন্যরা রাতের পর দিন দিনের পর রাত এভাবে ভ্রমণ করতে করতে এক সময়ে বাহরাইনে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে ঘাঁটি তৈরি করে।

* * *

অনুপ্রাণিত এ সেনাপতি সেখানে যাওয়ার পর পরই চতুর্দিকে তাঁর গোয়েন্দা বাহিনী ছড়িয়ে দিলেন। যাতেকরে তাঁরা শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করতে পারে।

আর তাদের দেয়া তথ্যে তিনি জানতে পারলেন যখন রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন তখন তাদের মাঝে একটি কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, যদি মুহাম্মদ নবী হতো তাহলে তিনি মারা যেতেন না। আর একথার ওপর ভিত্তি করে বাহরাইনের সকলে মুরতাদ হয়ে গেছে।

তারা তাদের নেতৃত্ব হাতাম বিন দুবাইয়ার হাতে অর্পণ করেছে।
বাহরাইনের একটি গ্রামের লোকেরা ছাড়া আর কেউই ইসলামের ওপর টিকে থাকেনি।
সেই গ্রামটির নাম 'জুছা'।

* * *

আরেকটি সংবাদ জানা গেল। সে গ্রামে রাসূল ﷺ-এর সেরা সাহাবীদের একজন বসবাস করছেন। যার নাম জারুত বিন মু'ল্লা।
তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ছিলেন। তখন আল্লাহ তাঁকে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু হিদায়েত দ্বারা সিক্ত করেছিলেন।
এরপর তিনি তাঁর জাতির কাছে ফিরে এসে তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজে লেগে গেলেন..........
যখন তিনি তাঁর জাতির মাঝে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ভাব দেখলেন তিনি তাদেরকে একত্রিত করে বললেন,
হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব, তা যদি তোমাদের জানা থাকে তোমরা উত্তর দেবে।
তারা বলল, জিজ্ঞাসা করুন।
তিনি বললেন, তোমার কি জানা আছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণ আগমন করেছেন?
তারা বলল, হ্যাঁ।
তিনি বললেন, তাহলে তাঁরা এখন কোথায়?
তারা বলল, তাঁরা মারা গেছেন।
তিনি বললেন, সুতরাং তাঁরা যেভাবে মারা গেছেন মুহাম্মাদ ﷺ-ও সেভাবেই মারা গেছেন।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।
নিশ্চয়ই শুধু আল্লাহই চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মারা যাবেন না।
তারা বলল, আপনি আমাদের সবার থেকে অধিক সম্মানিত, মর্যাদাবান, জ্ঞানসম্পন্ন ও আমাদের নেতা।
আর আপনি সত্য ব্যতীত কিছুই বলেন না।
তারপর তারা সকলে ইসলামের ওপর নিজেদের ভীত অটল করল।

* * *

ঠিক সেই সময়ে হাতাম তার সৈন্য বাহিনী দিয়ে জুছা গ্রামটি অবরোধ করল। সে তাদের এলাকায় খাদ্যদ্রব্য প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিল........

এবং তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিল.....

যেন তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করা ব্যতীতই ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়।

কিন্তু এ কঠিন অবরোধও জুছাবাসীকে ঈমান থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করেনি।

তাদের এক কবি দূর থেকে আবু বকরের নিকটে সাহায্য চেয়ে একটি কবিতা লিখলো।

اَلَا اَبْلِغْ اَبَا بَكْرٍ شَكَاةً   وَفِتْيَانَ الْمَدِيْنَةِ اَجْمَعِيْنَا

فَهَلْ لَكُمْ اِلى قَوْمٍ كِرَامٍ   قَعُوْدٍ فِيْ جُوَاثَ مُحَصَّرِيْنَا

تَوَكَّلْنَا عَلى الرَّحْمنِ اِنَّا   وَجَدْنَا الصَّبْرَ لِلْمُتَوَكِّلِيْنَا

অর্থ- তুমি কি আবু বকরকে ও মদিনার সকল যুবককে একটি সংবাদ পৌছাবে না।

তোমরা কি সেই গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে যাবে না যারা জুছায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

আমরা রহমান (দয়াময়)-এর ওপর ভরসা করছি, আর আমরা ভরসাকারীদের জন্যে ধৈর্যই পেয়েছি।

* * *

আলা বিন হাজরামী রা. বাহরাইনে গিয়ে পৌছার সাথে সাথে তাঁর পক্ষ থেকে জুছাবাসীর কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন জারুদকে মুসলমান বাহিনী আগমনের ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে অটল থাকতে বলে........

এবং মুসলমান বাহিনী শত্রুদের ওপর আক্রমণ করার অপেক্ষায় থাকেন আর এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

* * *

আলা বিন হাজরামী উপলব্ধি করলেন যে, হাতাম ও তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার সমর্থ তাঁর নেই। কেননা হাতামের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক কম।

হাতাম নিজের দেশে হওয়ায় তখন তাঁর যথেষ্ট শক্তি ছিল আর অন্যদিকে মুসলমান সফরে ক্লান্ত ও দুর্বল।

হাতামের সমরাস্ত্র ও খাদ্য-দ্রব্য অফুরন্ত ছিল আর অন্যদিকে মুসলমানদের সমরাস্ত্র ও খাদ্রদ্রব্য ছিল সীমিত।

আর তাই তিনি মুসলমানদের সৈন্যদের চারপাশে গর্ত খনন করেন।

অন্যদিকে হাতামও একই কাজ করে কেননা মুসলমানদের ব্যাপারে তাঁর ভয় কম ছিল না।

* * *

যুদ্ধ কৌশলী মুসলিম এ সেনাপ্রধান দৃঢ়তা অবলম্বন করলেন।

তিনি খুব সতর্কতার সাথে অবস্থান করতে লাগলেন।

এভাবে এক মাস চলে গেল। উভয় দল দিনের বেলা হালকা যুদ্ধ করত আর রাতের বেলা তাদের গর্ত বেষ্টিত স্থানে ফিরে যেত।

আলা বিন হাজরামী রা. ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তির অধিকারী সেনাপতি।

তিনি সব সময়ে শত্রুদের বাহিনীর ভেতরে কি হতো তা খবর রাখতেন।

যাতেকরে শত্রুদের অলসতার সুযোগে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

* * *

এক রাতে মুসলমানদের গোয়েন্দারা শত্রুবাহিনীর ঘাঁটিতে শোরগোল ও খুব চিৎকার শুনতে পেল..........

এবং দূরে অস্পষ্ট নড়া-চড়া দেখতে পেল।

তখন আলা বিন হাজরামী রা. বললেন, কে আছো এমন- যে এদের সংবাদ আমাদের নিকটে নিয়ে আসবে।

তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে সম্মানিত আমির! আমি তাদের খবর নিয়ে আসব। যে লোকটিকে মানুষ আব্দুল্লাহ বিন হুজাফ বলে ডাকত।

তখন তিনি তাকে এ কাজে নিয়োগ করলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক ও উপদেশ দিয়ে বিদায় জানালেন।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন হুজাফ অন্ধকারের মাঝ দিয়ে শত্রু বাহিনীর দিকে রওয়ান করেন।

তিনি অনেক গোপনে ও সতর্কতার সাথে গর্ত পাড়ি দিলেন।

কিন্তু তিনি যখন শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করলেন তখন তারা তাকে দেখে ফেলল।

তারা তাকে বন্দি করে, ইয়া আবজারাহ্; ইয়া আবজারাহ্ বলে খুব উঁচু আওয়াজে চিৎকার করতে লাগল।

আবজার হচ্ছে হাতামের সৈন্যবাহিনীর একজন বিশিষ্ট ও মর্যাদাবান সেনাপতি।

আব্দুল্লাহ রা.-এর মা ছিলেন একজন ইজলিয়া।

তাদের চিৎকার শুনে আবজার আসে। সে তাকে তার বংশীয় পরিচয় বর্ণনা করতে বলে। তখন আব্দুল্লাহ রা. তাকে তার বংশীয় পরিচয় বর্ণনা করে।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা হচ্ছ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

এতে আবরাজ তাকে চিনতে পেরে তার নিকটে আশ্রয় দিল এবং তার থেকে তার সাথে ঘটে যাওয়া বিস্তারিত ঘটনা শুনতে চাইল।

তখন তিনি বললেন, আমি পথ হারিয়ে ফেলে তোমার সৈন্যদের হাতে পড়ি তখন তারা আমাকে বন্দি করে নিয়ে আসে।

এরপর আব্দুল্লাহ রা. বললেন, তুমি এগুলো বাদ দাও। তুমি বরং আমাকে খানা দাও। কেননা ক্ষুধা আমাকে মেরে ফেলছে।

সে তাকে খেতে দিল।

তিনি তা ধীরে ধীরে খেতে লাগলেন যাতেকরে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অবস্থা জানতে পারেন এবং তাদের গোপন তথ্য শুনতে পারেন।

সেখানে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে বাহন দাও এবং আমাকে চলার পথে সহযোগিতা কর যাতেকরে আমি আমার সৈন্যবাহিনীতে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

সে তাকে বাহন দিল এবং তাকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সাথে লোক দিল।

অবশেষে তিনি মুসলমানদের বাহিনীতে এসে মিলিত হলেন। তিনি এসে আলা বিন হাজরামী রা. কে শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য দিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, আজ শত্রু বাহিনী তাদের উদ্‌যাপিত দিনসমূহের একটি দিন উদ্‌যাপন করবে।

আর তাই তারা সর্বত্র মদের পাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে।

সে সকল পাত্র থেকে তারা ইচ্ছেমতো মদ পান করল। এতে তাদের কেউ নেশায় বিভোর হয়ে গেল আবার কেউ কেউ ঘুমের মাঝে হারিয়ে গেল।

আর নেশাগ্রস্ত এ মানুষগুলো তখন টেরই পাচ্ছিল না তারা কি করছে।

তারা এটাও বুঝতে পারেনি যে, তাদের কাছে আসা সেই ইজলী ব্যক্তিটি তাদের শত্রুদলের সৈন্য।

* * *

এ কথা শুনার পর আলা বিন হাজরামী রা. একটুও দেরি করলেন না।

তিনি জারুদ রা.-এর কাছে লোক পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন শত্রুদের পিছন থেকে আক্রমণ করেন।

অন্ধকার রাতে তীর যেমন করে দৃষ্টিগোচরহীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায় তেমনি তিনি ও তাঁর সৈন্যরা শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে নেশাগ্রস্ত বাহনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে প্রত্যেক দিক থেকে ঘিরে ফেললেন এবং কোনো প্রকার দয়ামায়া না দেখিয়ে তরবারি দিয়ে তাদের ঘাড়ে আঘাত করা শুরু করলেন।

মুরতাদ কাফির শত্রুদের জন্যে রণাঙ্গন অনেক কঠিন হয়ে পড়ল।

অন্যদিকে মুসলমানরা যখন তাদেরকে আক্রমণ করে তখন তাদের সেনাপ্রধান হাতাম ঘুমন্ত ছিল।

তরবারির ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ, তীর ছুটে যাওয়ার আওয়াজ ও মুসলমানদের তাকবীর আর কালেমার ধ্বনি তার গভীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে জাগ্রত করল।

জাগ্রত হয়ে সে মারাত্মকভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং নিজের বাহনের জিনে চড়ে বসল।

তখন সে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলল, আমি হাতাম...... কে আমার বাহনের জিন ঠিক করে দেবে।

তার আওয়াজ শুনে মুসলিম এক সৈনিক এসে বলল, হে সম্মানিত আমির! আপনি আপনার পা তুলুন আমি আপনার বাহনের জিন ঠিক করে দেব।

যখন সে তার পা তুলল মুসলিম সৈনিকটি তার পা তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করল সাথে সাথে তার পা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল।

এতে সে মাটিতে পড়ে গেল আর তার শরীর থেকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল।

তখন তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীরা তার কষ্ট দেখে বলতে লাগল তাকে একেবারে শেষ করে দাও যাতেকরে মানুষের পদদলিত কষ্ট থেকে সে মুক্তি পায়।

আর ঠিক সেই সময়ে মুসলমানদের এক সৈন্য কোনো কিছু জানার আগেই তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে।

অন্যদিকে হাতামের সৈন্যদের অবস্থা আরো করুণ!

তাদের মধ্যে একদল নিহত হয়ে তাদের করা গর্তে নিক্ষিপ্ত হলো, এতে সেই গর্ত তাদের কবরে পরিণত হয়। আর কিছু সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে গেল।

কিন্তু তাদের বিশাল একটি দল সাগরের কূলে থাকা জাহাজে ওঠে পালিয়ে গেল।

তারা জাজীরায়ে দারীনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

* * *

আলা বিন হাজরামী রা. বাহরাইনকে মুক্ত করে সেখানে আবার ইসলামের পতাকা উড়ালেন।

কিন্তু আপনার কি ধারণা শত্রুবাহিনী মুসলমানদের নিকটেই জাজিরায়ে দারীনে অবস্থান করে নাচানাচি, আনন্দ ফূর্তি করবে আর সেটির পাশে থেকে একজন বীর মুজাহিদ শান্ত থাকবে!!!

সমুদ্রের যুদ্ধে আলা বিন হাজরমী রা.

পলাতক মুরতাদরা জাজীরায়ে দারীনে আশ্রয় গ্রহণ করল।
তারা পাহাড়ের তরঙ্গের মাঝে আশ্রয় নিল। যে তরঙ্গ তাদেরকে প্রাচীরের মতো আগলে রেখেছে।
এরপর তারা নিশ্চিন্তে হাসি-তামাসার আনন্দে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিল।
তারা সেই ভূমিতে নির্ভয়ে বসবাস করতে লাগল এবং পাহারা ও সতর্কতা অলম্বন করা থেকে একেবারে গাফেল হয়ে গেল।
কেননা তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা তো মরুতে বসবাস করে তারা কখনো সাগরে ভ্রমণ করেনি। আর তাই সাগরে ভ্রমণ করার ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাও নেই।
তাছাড়া তাঁরা তো নৌকাও চালাতে জানে না।
প্রিয় পাঠক! মরুতে বসবাস করতে অভ্যস্ত মুসলমানদের সাগরে ভ্রমণের অক্ষমতার ব্যাপারে আপনি যা ধারণা করবেন তার থেকেও বেশি। অর্থাৎ তৎকালীন আরবের অনেকে এমন ছিল যে, তারা জীবনে কখনো সাগর দেখেনি।

* * *

কিন্তু আলা বিন হাজরামী রা. তাঁর অন্তরে এমন এক চিন্তা লালন করছেন যা কখনো কোনো মুসলিম সেনাপ্রধান চিন্তাও করেননি..!!!
শুধু সেনাপ্রধানরা নয়; বরং মুসলমানদের কেউই তা কল্পনা করেননি।
পানিতে বেষ্টিত দারীনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আলা বিন হাজরামী রা. দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন।

* * *

আলা বিন হাজরামী রা. এ ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিলেন না যে তাঁর সৈন্যরা মরুর সন্তান। তারা কখনো সাগর দেখেনি, আর এ কারণেই তারা সাগরকে অনেক বেশি ভয় করে এবং এর গর্জন তাঁদের অন্তরকে কম্পিত করে।
প্রিয় পাঠক! আশা করি এ ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছুই বলার প্রয়োজন নেই কেননা যারা পানিতে একটি নৌকা চালাতে পারে না তারা কিভাবে এ বিশাল বাহিনী নিয়ে সাগর পার হয়ে অভিযান চালাবে।

তাছাড়া সামান্য পানির ওপর দিয়ে যারা সেতু দিয়ে পার হতে হয় তারা কিভাবে সাগর পার হবে।

এসব কিছুই আলা বিন হাজরমী রা. জানতেন।

তিনি আরো জানতেন আরব ভূখণ্ড থেকে দারীনের যতটুকু দূরত্ব তা একটি দ্রুতগামী নৌকা দ্বারা পার হতে অন্তত একদিন একরাত সময় লাগবে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি তাঁর সংকল্পিত অভিযান বাস্তবায়ন করতে একটি মুহূর্তও দেরি করতে রাজি নন।

* * *

যখন আলা বিন হাজরামী রা. নিজের ইচ্ছে ও মনের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে অভিযান বাস্তবায়নের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন তখন তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীদের একত্রিত করে তাদের সামনে ভাষণ দিলেন।

শুরুতেই তিনি মহান আল্লাহ তায়াল যথেষ্ট প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর রাসূল ﷺ-এর ওপর পূর্ণ দুরূদ ও পবিত্র সালাম পাঠ করেন।

এরপর তিনি পানি বেষ্টিত দারীনে আশ্রয়কৃত পলাতক মুরতাদদের বিরুদ্ধে তাঁর সংকল্পিত অভিযানের ব্যাপারে তাদেরকে অবগত করলেন।

তিনি গভীরভাবে তাঁর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তাদের ঠোঁটে হাজারো প্রশ্ন প্রস্তুত। সুযোগ পেলেই তাঁরা তা শব্দে পরিণত করবে।

সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাবে তাই তিনি কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন না।

তিনি আবার কথা শুরু করলেন-

তোমরা একথা বলবে না যে, আমরা তা আমাদের জন্যে কিভাবে সম্ভব!!!

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মাটির ওপরে অনেক নিদর্শন দেখিয়েছেন; সুতরাং তোমরা যদি তাঁর ওপর বিশ্বাসী হয়ে ভরসা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে পানির উপরেও অনেক নিদর্শন দেখাবেন।

তোমরা বলবে না কিভাবে?

বরং আল্লাহ সর্বদা তোমাদের সাথে আছেন...........

তোমাদের জন্যে কি তিনি দাহনা মরুভূমির পুকুরকে মিষ্টি পানি দিয়ে ভরপুর করে দেননি!!!

আর ওই পানি দ্বারা তিনি তোমাদের পিপাসা নিবারণ করিয়েছেন এবং তোমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে হেফাযত করেছেন।

তিনি তোমাদের বিভ্রান্ত পথহারা উটগুলোকে তোমাদের নিকটে ফিরিয়ে দেননি?
তোমরা নিজের চোখে উটগুলোকে ফিরে আসতে দেখছ, আর তখন উটগুলো আসা দেখে মনে হচ্ছিল দয়াময় আল্লাহর ফেরেশতারা উটগুলো ডানা দিয়ে আগলে নিয়ে আসছে।
তিনি সেগুলোকে তোমাদের কাছে এনে হাজির করেছেন। তিনি শুধু উটগুলোই ফিরিয়ে দেননি; বরং সেগুলোর পিঠে তোমাদের রসদপত্র যা ছিল সবকিছুই বিদ্যমান রেখেছেন।
সেই কঠিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি তোমাদের খানার ব্যবস্থা করেছেন.......
ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন.............
এবং তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে হেফাযত করেছেন।
তোমরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর কাছে দোয়া করেছ তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।
আর যখন তোমরা একনিষ্ঠভাবে সাগর অতিক্রম করে শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকবে তখনো তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন।
"আল্লাহর বরকত ও তাওফীকের ওপর তায়াক্কুল করে তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত কর.........
শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্যে সামনে চল।
তোমাদের বাহন উট ও ঘোড়াকে সামনের দিকে হাঁকাও.........
এবং সেগুলোর পৃষ্ঠে আরোহণ করে নদীর পানি পার হও।"
একথা বলে তিনি নিজের বক্তৃতা শেষ করলেন।
তাঁর ভাষণ শেষে তাঁরা সকলে বলতে লাগল: ঠিক..... ঠিক......
আমরা তাই করব যা আমাদের ইলহামপ্রাপ্ত আমীর নির্দেশ দেবেন।
আল্লাহর শপথ! দাহনার সেই বিপদের পর আমাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

* * *

সাহসী বীর যোদ্ধা তীব্রবেগে ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে সাগরের তীরের দিকে ছুটলেন।
যখন ঘোড়াগুলোর পা পানি স্পর্শ করল তখন এ মু'মিন তাক্ওয়াবান পবিত্র সেনাপতি আকাশের দিকে তাঁর দু' হাত তুললেন।

তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে বললেন, তোমরা আমার সাথে বল।
এরপর তিনি বললেন, হে সর্বাধিক করুণাশীল! হে অমুখাপেক্ষী সত্তা! হে শক্তিশালী! হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা.........
তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তোমার কোনো শরিক নেই.......
আমরা তোমার ওপরই ভরসা করি এবং তোমার ক্ষমতার নিকটেই সাহায্য চাই.......
আর আমরা তোমার নিকটেই আশ্রয় কামনা করি।
এরপর তিনি সাগর অতিক্রম করা শুরু করলেন এবং তাঁর সৈন্যদেরকে অতিক্রম করতে নির্দেশ প্রদান করলেন।
সৈন্যরা তাঁর কথামত তাঁর অনুসরণ করল....
তাদের আগমনের সাথে সাথে নদীতে ভাটা পড়ে গেল।
মুসলমানদের অশ্ব ও উটগুলো পানিতে চলতে শুরু করল। তারা এমনভাবে চলতে লাগল যেন তারা মরুর বালির ওপর দিয়ে চলছে। সবচেয়ে অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে এ নদী পার হতে অশ্ব ও উটগুলোর পায়ের খুরের সামান্য অংশ ব্যতীত আর কিছুই ভিজেনি।

* * *

আলা বিন হাজরামী রা. ও তাঁর বাহিনী দারীনের উপকূলে ওঠে তাদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মনে হয় যেন শিকারী সিংহ তার খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
তারা খাপ থেকে তাদের নাঙ্গা তরবারি বের করে তা আল্লাহর শত্রুদের ঘাড়ে বসিয়ে তাদেরকে দু' খণ্ড করে দিতে লাগল।
আক্রমণের তীব্রতায় শত্রুবাহিনী তাদের আশপাশের সবাইকে ভুলে গেল এমনকি তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা নিজেদেরকেও ভুলে গেছে।
হঠাৎ এ অকল্পনীয় আক্রমণে তারা মারাত্মকভাবে বিস্মিত হলো। অবস্থা এমন হয় যে, তারা কি থেকে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। তারা মুসলমানদের আক্রমণে পুরাই দিশেহারা হয়ে গেল।
তারা বুঝতে পারছিল না মুসলমানদেরকে কি আকাশ থেকে তাদের মাথার ওপরে নামিয়ে দেয়া হলো নাকি তারা জমিনের নিচ থেকে আবির্ভূত হয়েছে।

কেননা তাদের ধারণা এ মরুবাসী মুসলমানদের জন্যে সাগর পাড়ি দিয়ে আসা অসম্ভব। তারা তা কল্পনাও করতে পারছে না যে, মুসলমানরা সাগর পাড়ি দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।

* * *

আলা বিন হাজরামী রা. একদিন ও একরাতের মধ্যেই এক বিঘত এক বিঘত করে, এক হাত এক হাত করে এ ভূখণ্ডকে মুরতাদ থেকে পবিত্র করলেন।

তাঁরা পানি বেষ্টিত ভূখণ্ডটির শুরু প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পুরো ভূমি জয় করলেন।

তাঁরা তাঁদের পুরুষদেরকে হত্যা করেছেন আর নারীদেরকে বন্দি করেন এবং তাদের মালামাল গনীমত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তারপর এ সেনাপ্রধান তাঁর সৈন্যদের মাঝে গনীমতের সম্পদ ভাগ করলেন। শেষে দেখা গেল মুসলমানদের প্রত্যেক সৈন্য দু' হাজার দিনার করে প্রাপ্ত হলো।

মুসলমানগণ সাগরের এ যুদ্ধে তাঁদের কোনো সৈন্য হারাতে হয়নি কোনো অস্ত্র হারাতে হয়নি আর কোনো উটও হারাতে হয়নি। হ্যাঁ তারা শুধুমাত্র এক মুসলমানের ঘোড়ার খাদ্য হারিয়ে ফেলছিল।

আলা বিন হাজরামী রা. নিজেই খাবার যেখানে হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে খাবারগুলো তার মালিকের নিকটে ফিরিয়ে এনে দিলেন।

* * *

এরই মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা......

মুসলমান সৈন্যরা চলার পথে এক খ্রিস্টান পাদ্রীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। যে পাদ্রী হিজরত করতে রওনা হলো। মুসলমানদের সাথে যাওয়ার জন্যে সেই পাদ্রী আলা বিন হাজরামী রা.-এর নিকটে অনুমতি চাইল। সাথে সাথে সেই তার কাছে নিরাপত্তাও চেয়েছিল।

আলা বিন হাজরামী রা. তাকে অনুমতি প্রদান করলেন।

মুসলমানদের সাথে ভ্রমণ শেষ করার আগ পর্যন্ত মুসলমানদের কষ্ট, চেষ্টা ও নিবেদিত প্রাণে জিহাদ করা এবং তাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য, দয়া, মায়া ও সরাসরি বিপদ থেকে উদ্ধার করার যে সকল দৃশ্য তার খাদেম দেখতে পেয়েছে। এ সকল দৃশ্য দেখে তার অন্তর কেঁপে উঠল।

তখন সে মুসলমান সৈন্যদের সম্মুখে তার ইসলামের কথা ঘোষণা করল।

যখন সে তার গোত্রের নিকটে ফিরে আসল তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল- কি কারণে তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছ?......
এবং ইসলাম গ্রহণ করেছ?.....
সে বলল, তিনটি কারণে.......
কেননা আমি ভয় করেছি যদি আমি এরপরেও ইসলাম গ্রহণ না করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাকড়াও করবেন।
তারা বললেন, ওইগুলো কি কি?
সে বলল, প্রথমত, আমি তাদের দোয়ার মধ্যে কোনো প্রকার যাদু দেখিনি।
দ্বিতীয়ত, পানি ও গাছবিহীন মরুভূমিতে তাদের জন্যে পানি প্রবাহিত হয়েছে।
তৃতীয়ত, তারা যখন সাগরে যুদ্ধ করতে যায় তখন তার পানি তাদের পায়ের নিচে নেমে গেছে।
তখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেল তারা সত্যপন্থী হওয়ার কারণে ফেরেশতাদের দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছে।
আর তারাই হক্ব।

* * *

আল্লাহ তায়ালা আলা বিন হাজরামী রা. চেহারাকে উজ্জ্বল করুন।
তিনি সারা জীবন নিজের জিহ্বা ও তরবারি দ্বারা জিহাদ করেছেন।
আর তিনিই সাগরে অভিযানকারী প্রথম মুসলিম সেনাপতি হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন।
যিনি শুধু আল্লাহর কালামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সাগরে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।[৩২]

---

[৩২] তথ্যসূত্র

১. আত্ ত্বাবারী-২য় খণ্ড, ৫২৭ পৃ.।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৯, ৩২৭ পৃ. ও ৭ম খণ্ড, ৮৩, ২০, ১৩০ পৃ.।
৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-১ম খণ্ড, ২৬২ পৃ.।
৪. উস্দুল গবাহ্-৪র্থ খণ্ড, ৭৪ পৃ.।
৫. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-৪র্থ খণ্ড, ৩৫৯ পৃ.।
৬. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব-৮ম খণ্ড, ১৭৮ পৃ.।
৭. আল মাআ'রিফ-২৮৩ পৃ.।
৮. তারিখু খলীফা-১১৬ ও ১২৭ পৃ.।
৯. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ৭ পৃ.।
১০. সিফাতুস্ সফ্ওয়া-১ম খণ্ড, ৬৯৪ পৃ.।

মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ্ রা.

"আরবে কৌশলী ও চতুর ব্যক্তি চারজন। ধৈর্যের দিক থেকে মুয়াবিয়া...... কঠিন ও জটিলতার সমাধানে আমর বিন আ'স....... বাকপটুকতায় মুগীরাহ্ .... আর জিয়াদ বিন আবীহ্ ছোট-বড় সবকিছুর ব্যাপারে।" [শা'বী]

মরুবাসী ওরা কারা? যারা মাত্র একটি উটের মাধ্যমে বিশাল মরুভূমি ও জনশূন্য এলাকা পাড়ি দিয়ে হেদায়েতের বাণী পৌঁছাতে পারস্যের সীমানায় এসেছেন। তাঁরা একজন একজন করে পালাক্রমে উটের পিঠে আরোহণ করতেন আর অন্য দু'জন হাঁটতেন। এভাবেই তাঁরা এ বিশাল জন-মানবহীন মরুভূমি পাড়ি দিলেন।

তাঁরা কারা? যাদেরকে পারস্য গোয়েন্দা ধরে ভালোভাবে তাঁদের শরীর পর্যবেক্ষণ করল।

কিন্তু গোয়েন্দারা তাঁদের শরীরে মাত্র একটি হালকা কাপড় ব্যতীত আর কিছুই পেল না।

তাঁরা তাঁদের হাতে সাধারণ একটি অস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই পায়নি।

তাঁরা মহাবীর...........

দিনের বেলা অশ্বারোহী আর রাতের বেলায় ইবাদতকারী.......

তাঁরা রাসূল ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবী।

তাঁরা আরব ভূখণ্ড থেকে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা.-এর নেতৃত্বে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন নিয়ে কিস্রায় আগমন করেছেন।

কিন্তু তাঁরা যখন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল তখন তাঁদের ওপর তরবারি দ্বারা আঘাত হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. কাদিসিয়ার প্রান্তরে মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে একত্রিত হলেন।

---

১১. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃ.।

১২. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ১৪৬ পৃ.।

১৩. আল আ'লাম-৫ম খণ্ড, ৪৫ পৃ.।

আর অন্যদিকে পারস্যদের সৈন্যসংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারের অংকে পৌঁছেছিল।

মুসলমানদের প্রস্তুতি ছিল সামান্য আর তাদের প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক।

কিন্তু এত কিছুর পরও পারস্য সৈন্যরা মুসলমানদেরকে ভীষণ ভয় পাচ্ছিল এবং ভীষণভাবে গুরুত্ব দিচ্ছিল।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেননা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ এখানে তাঁদের ওপর থাকা আমানত আদায় করতে এসেছেন। তাঁরা শাহাদাতের কামনা নিয়ে এসেছেন। তাঁদের কেউ মৃত্যুকে পরওয়া করে না, চাই সে মৃত্যু যে কোনো দিক থেকে যে কোনো অবস্থায় আসুক না কেন। কারণ তাঁদের মৃত্যু তো শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

অন্যদিকে পারস্য সৈন্যরা বিশাল রণসরঞ্জাম, অনেক প্রস্তুতি ও অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়েছিল, কিন্তু তবুও তারা জানত না তারা কিসের জন্যে লড়াই করতে এসেছে, কিসের মোকাবেলা করতে এসেছে।

লক্ষ্যবিহীন যুদ্ধ করার কারণে যুদ্ধের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা ছিল না, আর তাই তাদের সেনাপতিরা তাদেরকে নির্দিষ্ট এলাকায় আটকে রাখত যেন তারা রণাঙ্গন থেকে পালাতে না পারে।

* * *

পারস্য সেনাপতি রণাঙ্গনে মুসলমানদের একনিষ্ঠভাবে লড়াই করার কথা জানত। কেননা সে এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইতঃপূর্বে পরীক্ষা করেছে।

আর রণাঙ্গনে তার সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কেও তার জানা আছে। কেননা তারা তাকে অনেকবার ময়দানে লাঞ্ছিত করেছে।

আর তাই সে মুসলমানদের সেনাপ্রধানের নিকটে তার দূতদের প্রেরণ করে একদল লোক তার কাছে পাঠানোর অনুরোধ করল। যাতে সে যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে এবং মুসলমানদের ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারে।

* * *

সা'দ রা. পারস্য সম্রাটের কাছে পাঠানোর জন্যে তার সৈন্যদের থেকে দশজন লোক বাছাই করল।

আর সেই দশজনের মধ্যে মুগীরাহ্ রা. ও ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! মুগীরাহ্ রা. কে কেন এ দশজন সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না.......

কারণ তিনি আরব কৌশলীদের একজন ছিলেন।
এমনকি আরবে একটি কথা প্রচলিত হয়ে গেল যে বুদ্ধিমান মুগীরাহ।
শা'বী বলেন:
আরবে কৌশলী চতুর মোট চারজন।
বুদ্ধির দিক দিয়ে মুওয়াবিয়া রা. ....
জটিল বিষয়ে সমাধানে আমর বিন আ'স.......
উপস্থিত বুদ্ধি তে মুগীরাহ.........
ছোট-বড় সব ব্যাপারে জিয়াদ বিন আবীহ।
সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. মুগীরাহ্কে চিনতে ভুল করেননি। কেননা তিনি জানতেন পারস্য সম্রাটের সাথে দেখা করার সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে উপস্থিত বুদ্ধি ও তাৎক্ষণিক জবাব দেয়া।

* * *

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা.-এর নির্বাচিত দলটি পারস্য সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে রওনা দিল। পারস্যের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক এমনকি শিশুরাও আগত এ লোকগুলোকে দেখার জন্যে বের হয়ে আসল।
শত্রুদের ওপর আক্রমণে মুসলমানদের বীরত্ব, তাঁদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, তাঁদের নেতা ও সাধারণ সৈন্যদের সমতা বিধান এবং রিসালতের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস এ সকল ঘটনাগুলো পারস্যের অধিবাসীরা অনেক শুনেছে আর তাই তারা এ সকল বীরদের সচক্ষে দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।
কিন্তু তারা তাঁদেরকে দেখে অনেক বেশি বিস্মিত হলো কেননা তাঁরা ছিল ক্ষীণ দেহের অধিকারী, তাঁদের গায়ে মোটা মোটা কাপড়ের পোশাক আর পায়ে ছিল সস্তা জুতা।
যে ঘোড়াগুলো দ্বারা তাঁরা এলাকার পর এলাকা কাঁপিয়ে তুলেছে পারস্যবাসী দেখলো সেইগুলো অনেক দুর্বল এবং তাঁদের হাতে থাকা অস্ত্রসস্ত্রও অনেক সস্তা।
মুসলিম সৈন্যের দলটি যখন পারস্য সম্রাটের কাছে অনুমতি চাইলেন–
তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের আগমন উপলক্ষ্যে রাজ-দরবার সাজানো হলো। এর চেয়ারগুলোতে হেলান দিয়ে বসার জন্যে স্বর্ণ খচিত বালিশের ব্যবস্থা করা হলো। কক্ষটিকে নকশা খচিত গালিচা বিছানো হলো এবং ওই কক্ষে দামি দামি সামগ্রী ও মণি-মুক্তা চোখের সামনে রাখা হলো।

স্বয়ং পারস্য সম্রাট একটি স্বর্ণের সিংহাসনে বসাছিল।

তাঁরা যখন কক্ষে প্রবেশ করতে পা বাড়ালেন তখন দারোয়ান বলল, তোমরা তোমাদের অস্ত্রগুলো দরজায় রেখে যাও।

তাঁরা বললেন, আমরা তোমাদের নিকটে আসিনি; বরং তোমরা আমাদেরকে ডেকে এনেছ; সুতরাং তোমরা যদি আমাদেরকে আমাদের মতো প্রবেশ করতে না দাও তাহলে আমরা চলে যাব।

তখন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো এবং তাঁরা নিজেদের মতো করে সম্রাটের কাছে গেলেন।

সভা শুরু হওয়ার পর সম্রাট আগত মুসলিম সৈন্যদের দরিদ্রতার দিকে ইশারা করে কথা বলতে লাগল।

সে তাঁদেরকে তাঁদের পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল- এ পোশাকের নাম কি?

তাদের চাদরের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল- সেটির দাম কত?

তাদের জুতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল- সেটি কোন ব্র্যান্ডের?

তারপর সে বলল, তোমরা কেন এ দেশে এসেছ?

তখন মুসলিম এক সৈন্য বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন আমরা যেন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি এবং যুলুম-নির্যাতনের নীতি থেকে ইসলামের সাম্যনীতির মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। তিনি আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন আমরা যেন তাঁর সৃষ্টিকে এ পথের দিকে ডাকি।

সুতরাং যারা তা গ্রহণ করবে আমরা তাদেরকে গ্রহণ করব এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করব না, কিন্তু যদি অস্বীকার করে তাহলে আমরা যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদাকৃত বস্তু পাব ততক্ষণ তাঁদের সাথে যুদ্ধ করব।

সে বলল, আল্লাহর ওয়াদা কি?

ওই সৈন্য বললেন, যে নিহত হবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে জীবিত থাকবে সে বিজয়ী হবে।

সে বলল, আমরা তোমাদের কথা শুনেছি; সুতরাং আমরা আর তোমরা সেই বিষয়টি লক্ষ্য করার জন্যে কি তোমরা অপেক্ষা করবে?

ওই সৈন্য বললেন, হ্যাঁ, তোমরা কয়দিন অপেক্ষা করতে চাও? একদিন বা দু' দিন?

সে বলল, না; বরং আমরা যতদিন আমাদের উচ্চপর্যায়ের নেতা ও অভিজ্ঞ লোকদেরকে বিষয়টি লিখে জানাব।

ওই সৈন্য বললেন, আমাদের রাসূল ﷺ শত্রুদের জন্যে তিনটি পথ ব্যতীত আর কোনো পথ রাখেনি।

সে বলল, ওই তিনটি কি কি?

তিনি বললেন, আমাদের রাসূল ﷺ নিয়ম করেছেন আমরা যে কোনো জাতির কাছে গেলে প্রথমে তাদেরকে দাওয়াত দেব এবং তাদের সাথে ইনসাফের পথ অবলম্বন করব।

হয় তারা আমাদের ধর্মে প্রবেশ করবে এবং এর ভালোকে ভালো বলবে আর খারাপকে খারাপ বলবে........

অথবা তারা অন্য দুটির সহজটি বেছে নেবে অর্থাৎ তারা আমাদেরকে জিজিয়া দেবে আর যদি জিজিয়া (কর) দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের জন্যে যুদ্ধ ব্যতীত আর কোনো পথ বাকি থাকবে না।

একথাগুলো শুনার পর পারস্য সম্রাট প্রচণ্ড রাগান্বিত হল।

সে বলল, পৃথিবীতে তোমাদের মতো হতভাগা, সংখ্যায় কম ও পরস্পর মাঝে অধিক শত্রুতা পোষণকারী আর কোনো জাতি আছে কি না আমার জানা নেই।

আমরা তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আমাদের একটি সাধারণ অঞ্চলের গভর্নরের হাতে ন্যস্ত করেছি।

আমরা তোমাদেরকে ছোট মনে করে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতাম না।

এখন যদি তোমাদের লোকসংখ্যা বেড়েও থাকে তা যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে।

আর যদি তোমরা জীবনসামগ্রীর অভাব ভোগ করে থাক তাহলে আমরা তোমাদের জন্যে একদল সৈন্য নিয়োজিত করে দেব তারা তোমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের নেতাদেরকে আমরা সম্মানিত করব আর তোমাদের জন্যে একজন রাজা নিয়োগ দেব যে তোমাদেরকে দয়া করবে।

তারপর সে আরো বলল, ওই মাছির মতোই তোমরা আমাদের দেশে প্রবেশ করেছ যে মাছি মধুর বাসা দেখে সেই দিকে ছুটে যায় আর বলে যে আমাকে এ বাসায় পৌঁছিয়ে দেবে তাকে দু' দিরহাম দেব, কিন্তু যখন মধুর বাসাটি ভেঙে তার ওপর পড়ে আর সে ওই মধুর মাঝে হাবুডুবু খেতে থাকে

তখন সে বলে- যে আমাকে এ মধুর ভিতর থেকে বের করবে তাকে চার দিরহাম দেব।

এরপরে সে আরো উত্তেজিত হয়ে বলল,

আমি সূর্যের শপথ করে বলছি! আমি অবশ্যই আগামী কাল তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।

* * *

তার একথাগুলো বলা শেষ হলে মুগীরা রা. তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, হে সম্মানিত সম্রাট! আপনার কাছে যে সকল সংবাদ এসেছে তা পুরোটা এরূপ নয়।

যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য নিয়ে আসব।

আপনিতো আমাদের এমন সবগুণ বর্ণনা করেছেন যে সময় আমরা খারাপ অবস্থায় ছিলাম।

আপনার এ বর্ণিত দোষগুলো বাস্তব নয়। কেননা আপনি আমাদের সম্পর্কে অবগত নন।

আমাদের ক্ষুধা যা আপনি উল্লেখ করেছেন সেটির মতো ক্ষুধা ছিল না.......

আমরাতো ক্ষুধার তাড়নায় সাপ-বিচ্ছুর মতো প্রাণী শিকার করে খেতাম। আর আমরা সেটিকে উপযুক্ত খাবার মনে করতাম।

আমাদের ঘর ছিল জমিনের ভূমি আর আমাদের পোশাক ছিল উট ও ছাগলের পশম বিশিষ্ট চামড়া।

আমাদের ধর্ম ছিল একে অন্যকে হত্যা করা এবং অন্যের ওপর যুলুম-অত্যাচার করা। আমাদের অবস্থা এত নিকৃষ্ট ছিল যে, আমাদের কেউ কেউ তার জীবন্ত মেয়েকে হত্যা করত এ ভয়ে যে, সে তার সাথে খাবার খাবে।

আমরা পাথরের পূজা করতাম, আবার আমরা যখন ওই পাথরের থেকে আরো সুন্দর একটি পাথর দেখতাম তখন তাকে ফেলে দিয়ে নতুনটিকে গ্রহণ করতাম।

আমি এখন যা বলেছি, এগুলো আমাদের পূর্বের অবস্থা, কিন্তু এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে আমাদের পরিচিত একজন লোককে প্রেরণ করলেন।

তাঁর জমিন ছিল আমাদের সবার থেকে উত্তম জমিন। তাঁর বংশ ছিল আমাদের সবার থেকে উত্তম বংশ। তাঁর ঘর ছিল আমাদের সকলের ঘর

থেকে উত্তম। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সবার থেকে অধিক সত্যবাদী ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করার আহ্বান করলেন। তিনি বলেছেন, আমরাও বলেছি। তিনি সত্যায়িত করেছেন আর আমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেয়েছি। তাঁর দল ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল আর আমারা ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগলাম।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা তাঁর এমন কোনো কথা নেই যা বাস্তবায়ন হয়নি।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে ও তাঁর আনুগত্য করতে আমাদের অন্তরকে তৈরি করে দিলেন।

আর এতে তিনি বিশ্বপ্রতিপালকের মাঝে আর আমাদের মাঝের সম্পর্কের মাধ্যম হয়ে গেলেন।

তিনি আমাদেরকে যা বলতেন আল্লাহরই কথা বলতেন আর যা আদেশ দিতেন তা আল্লাহরই আদেশ।

তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ধর্মের অনুসরণ করবে তার জন্যে তা যা তোমাদের জন্যে আর তার ওপর তা আবশ্যক যা তোমাদের ওপর আবশ্যক।

আর যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি জানাবে তার থেকে জিজিয়া (কর) আদায় কর। যদি জিজিয়া দেয় তাহলে তোমরা নিজেকে যা থেকে রক্ষা করবে তাকেও তা থেকে রক্ষা করবে আর যদি সে জিজিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার সাথে যুদ্ধ কর।

সুতরাং আপনি ঠিক করুন আপনি যদি চান তাহলে নিচু হয়ে জিজিয়া দেবেন আর যদি চান তরবারি........

অথবা আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন এতে আপনিও আপনার পরিবার মুক্তি পাবে।

তখন সম্রাট ভীষণ রাগান্বিত হয়।

সে বলল, দূত যদি হত্যা করার নিয়ম থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে হত্যা করতাম।

তারপর সে তার প্রহরীকে বলল, তুমি মাটির একটি বোঝা নিয়ে আস আর তা এদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির মাথায় তুলে দাও।

তারপর তাদেরকে তাড়িয়ে দাও যেমনিভাবে মাছিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। যতক্ষণ না তারা আমাদের শহর থেকে দূরে চলে যায়।

তারপর সে বলল, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?

আসেম বিন আমর রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি। অবশ্যই তিনি তা অহংকার করে বলেননি; বরং বোঝাটি নিজের মাথায় বহন করার জন্যে বলেছেন।

তারপর সে বলল, তোমরা তোমাদের নেতার নিকটে ফিরে গিয়ে বলবে আমি কাল তোমাদের বিরুদ্ধে রুস্তমকে পাঠাব। সে যেন কাদিসিয়ার প্রান্তরে তাকে প্রতিহত করে।

* * *

কিন্তু পরের দিন সকাল হতে কয়েক ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি।

দিনের শেষে রুস্তমের কর্তিত মাথা মুসলমানদের বর্শার অগ্রভাগে উঁচু হয়ে আছে আর পারস্য সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখার পূর্বে ওই দিনের সূর্য অস্তমিত হয়নি।[৩৩]

---

[৩৩] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৪৫২ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্‌-৫ম খণ্ড, ২৪৭ পৃ.।
৪. সিয়ারাতুবনি হিশাম-১ম খণ্ড, ৩১৩ পৃ.।
৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-৩য় খণ্ড, ২১ পৃ.।
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭ম খণ্ড, ৩৭-৪৩ পৃ. ও ৮ম খণ্ড, ৪৮ পৃ.।
৭. আত্‌ ত্বাবারী-৫ম খণ্ড, ২৩৪ পৃ.।
৮. তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব-১০ম খণ্ড, ২৬২ পৃ.।

মুআ'জ ও মুআউওয়াজ রা.

"রাসূল ﷺ-এর পরে তাঁরা ব্যতীত বিশ্বের অন্যকোনো দুই লোকের মাঝে অবস্থান করা আমাকে এত বেশি আনন্দ দিত না।" [আব্দুর রহমান বিন আউফ]

মুয়াজ বিন জাবাল রা. তাঁর একদল বন্ধুদের সাথে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা পানি, ছায়া ও সবুজতার মাঝে আনন্দ ও উল্লাস করছিলেন। ঠিক তখন মক্কা থেকে আগত যুবক দায়ী মুসআব বিন উমাইর রা. তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি তাঁদেরকে মায়া ও ভালোবাসার সাথে অভিবাদন জানালেন। এরপর খুব সুন্দর করে বললেন, তোমরা কি আমার কাছে কিছুক্ষণ বসবে না; এতে আমার কাছে যা আছে তা তোমাদের শুনাতাম।

যদি আমার কথা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমি তোমাদেরকে তা শুনাব। আর যদি ভালো না লাগে তাহলে তা বলা থেকে বিরত থাকব।

এ সকল যুবকেরা তখন একে অপরের দিকে তাকালেন। তাঁদের এ দৃষ্টি বিনিময়ে রয়েছিল সন্তুষ্টি আর সম্মতি।

তারা বললেন, হ্যাঁ।

নবশস্য যেমন সূর্যমুখী হয়ে ওঠে তেমনি তাঁরা তাঁর অভিমুখী হয়ে বসলেন। মুসআব তখন তাঁদের দিকে ভালোবাসা ও মায়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মনোযোগ দিলেন এবং তাঁদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা শুরু করলেন।

তিনি তাঁদের কাছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন। আর কুফরী ও মূর্তি পূজার ঘৃণ্যতা বর্ণনা করলেন।

তার কথা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ রা.-এর চেহারা ঈমানের নূরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যদি তোমাদের এ ধর্মে প্রবেশ করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে?

মুসআব রা. বললেন, তুমি এ কূপে গিয়ে সেটির পানি দ্বারা পবিত্র হয়ে আসবে।

তারপর সাক্ষ্য দেবে- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা, রাসূল ও শেষ নবী।

তারপর তুমি আসমান জমিনের মালিকের দিকে অভিমুখী হয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করবে।

মুয়ায রা. বললেন, তাহলে তো এ ধর্মের শুরু হচ্ছে শরীরের পবিত্রতা হাসিল করা আর শেষ হচ্ছে নামায পড়ে আত্মার পবিত্রতা হাসিল করা।

তখন মুসআব রা. তাঁর দিকে আশ্চর্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, মুয়াজ! তুমি কত তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছ!!!

তারপর মুয়াজ পানির কাছে গিয়ে পবিত্রতা হাসিল করে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। এরপর দু' রাকাত নামায আদায় করলেন।

তাঁকে দেখে তাঁর ভাই মুআউওয়াজ আর খাল্লাদও তেমনিভাবে আল্লাহর দিনে প্রবেশ করলেন।

* * *

মুয়াজ রা.-এর পিতা তখন খুবই বৃদ্ধ ছিলেন।

তার একটি মূর্তি ছিল যাকে মানাত বলে ডাকা হতো। যে মূর্তিটি তিনি খুব দামি কাঠ দ্বারা তৈরি করেছিলেন এবং তাকে অনেক সাজে সাজিয়ে রাখতেন।

আর তখন এ কাজে আরবের সম্মানিত লোকেরা প্রতিযোগিতা করত।

তিনি এ মূর্তির খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। আর এ কারণে তিনি মূর্তিটির নিকটে সকাল-সন্ধ্যায় আসতেন। তাকে দামি দামি সুগন্ধি মেখে দিতেন। তাকে খুশি করার জন্যে বিভিন্ন রকম ত্যাগ পেশ করতেন।

তখন মুয়ায রা. দেখলেন এ মূর্তিটি না সরাতে পারলে তাঁর বাবাকে ইসলামের দিকে কোনোভাবেই আনা যাবে না।

তিনি জানতেন তাঁর বাবা মূর্তির ব্যাপারে কোনো প্রকার খারাপ কথা শুনে তা সহ্য করতে পারবেন না। আবার দীর্ঘদিন মূর্তির সংস্পর্শে থাকার কারণে নিন্দাকারীদের নিন্দায় তা ছেড়েও দিতে পারবেন না।

আর তাই তিনি তাঁর ভাইদের সহযোগিতায় অন্য একটি পথ অবলম্বন করলেন।

* * *

একরাতে তিনি তাঁর ভাই মুআউওয়াজ, খাল্লাদ ও তাঁদের সমবয়সী বনূ সালামার অন্যান্য যুবকেরা তাঁর মানাত নামের সেই মূর্তিটি গোপনে সরিয়ে ফেললেন।

তারপর মূর্তিটিকে বাড়ির পেছনের একটি গর্তে নিয়ে গেলেন যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হতো।

তাঁরা সেখানে মূর্তিটি ফেলে দিয়ে সেখান থেকে গোপনে ফিরে চলে এলেন।

তারপর তাঁরা অন্যান্য ঘুমন্তদের সাথে ঘুমিয়ে গেলেন, মনে হয় যেন কোনো কিছুই ঘটেনি।

পরের দিন সকালে বৃদ্ধ লোকটি প্রতিদিনের মতো মূর্তিটির নিকটে গেলেন, কিন্তু তিনি গিয়ে তাকে পেলেন না।

এতে এ বৃদ্ধ খুবই রাগান্বিত হলেন। তিনি মূর্তিটিকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। পরে তিনি মূর্তিটিকে উপুড় হয়ে কূপে পড়ে থাকতে দেখলেন।

তিনি মূর্তিটিকে সেখান থেকে তুলে ভালোভাবে ধুয়ে সুগন্ধি মেখে আবার যথাস্থানে রাখলেন।

* * *

দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও মুয়াজ রা. ও তাঁর সঙ্গীরা একই কাজ করলেন।

চতুর্থ রাতে এ বৃদ্ধের বিরক্তি চলে এলো। আর তাই তিনি মূর্তিটির গলায় একটি নাঙ্গা তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, হে মানাত! যদি তুমি সত্যিকারের প্রভু হয়ে থাক তাহলে যারা তোমার সাথে শত্রুতা করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে তাদেরকে প্রতিহত কর।

এ তরবারি তোমার সাথেই আছে, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছে তা কর।

কিন্তু সকালে তিনি অন্যান্য দিনের মতো মূর্তিটিকে একটি মৃত কুকুরের সাথে গর্তে পড়ে থাকতে দেখলেন।

তবে আজ আর তিনি তাকে গর্ত থেকে ওঠালেন না।

তিনি সেটিকে সেখানেই রেখে আসলেন।

আর সাক্ষ্য দিলেন- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল.......।

* * *

মুয়াজ রা. তাঁর পিতার ইসলাম গ্রহণে মনে মনে খুব খুশি হলেন এবং এ দৃশ্য দেখে তাঁর চক্ষু শীতল হলো।

তাঁর বাবার ইসলাম গ্রহণের মধ্যদিয়ে মু'মিনদের বাড়ি ইয়াসরিবের দুর্গগুলোর আরেকটি দুর্গে স্থান করে নিল। ইতোমধ্যে ইয়াসরিবের অধিকাংশ লোক ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল এবং তাঁদের প্রতিটি ঘর মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিল।

* * *

মুয়াজ রা.-এর ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পরেই রাসূল ﷺ মদিনায় আগমন করেছেন।

রাসূল ﷺ মদিনা আসার পর পিপাসার্ত মানুষ যেভাবে পানির দিকে ছুটে যায় মুয়াজও তেমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর কাছে ছুটে গেলেন।

এক সন্তানের মা যেমন তাঁর ওই সন্তানের সাথেই সর্বদা সময় কাটায় তেমনি তিনিও রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর পুরো সময় কাটাতে লাগলেন।

পছন্দের মানুষের সাথে মানুষ যেভাবে সময় ব্যয় করে তেমনি তিনিও রাসূল ﷺ-এর সাথে সময় ব্যয় করতে লাগলেন।

আর এ কারণেই তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতেন।

তাঁর পেছনে নামায আদায় করতেন এবং যে সকল মজলিসে রাসূল ﷺ উপদেশ, নসীহত ও মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করতেন সে সকল মজলিসে তিনি উপস্থিত থাকতেন।

এমনকি শেষ পর্যন্ত ইয়াসরিবে মুয়াজ ও তাঁর ভাইয়েরা সুঘ্রাণে ও ইসলামের নক্ষত্রে পরিণত হয়ে গেলেন।

* * *

এরপর এ পুণ্যময় কিশোর মুয়াজ ও তাঁর ভাই মুআউওয়াজের দিন এভাবে কাটতে লাগল।

আর এরই মধ্যে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

আর এ যুদ্ধে মুয়াজ ও মুআউওয়াজ রা.-এর ব্যাপারে একটি আকর্ষণীয় ও প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। যা স্বর্ণাক্ষরে ইসলামী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আর সেই ঘটনাটি জানার জন্যে আমরা আব্দুর রহমান বিন আউফ রা.-এর দিকে কর্ণপাত করব। তাঁর বর্ণিত ঘটনাটি মনোযোগ সহকারে শুনব। কেননা তিনি সেই আশ্চর্যজনক ও অবাক করা ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী ছিলেন।

* * *

আব্দুর রহমান রা. বলেন-

আমি বদরের দিন কাতারের মধ্যেই অবস্থান করছিলাম। আর তখন দেখলাম আমার ডানে ও বামে আনসারদের অল্পবয়সী দুটি সন্তান।

তাদের একজন আমাকে ইশারা দিল।

আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, হে বৎস! তুমি কি আমাকে ইশারা দিয়েছ?

সে বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, কেন?

সে বলল, আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, কে সে আমাকে দেখিয়ে দিন।

আমি বললাম, ভাতিজা! তাকে তোমার কি প্রয়োজন।

সে বলল, আমি জানতে পেরেছি সে নাকি রাসূল ﷺ-কে গালি দিচ্ছে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।

যার হতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তাকে আক্রমণ করব। আমি তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মরণ নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ করবে।

তখন আমি তাঁর দিকে মৃদু হাসি দিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

আমি তাকে বললাম, তুমি কে?

সে বলল, মুয়াজ বিন আমার জামুহ।

তারপর আমি আবার কাতারে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

কিন্তু আবার আরেকটি ছেলে আমার নিকটে এসে ইশারা করল।

সে আমাকে তাঁর সাথের ছেলের অনুরূপ বলল।

আমি তাকে বললাম, তুমি কে?

সে বলল, মুআউওয়াজ বিন আমর।

আমি বললাম, আমার ডানে যে সে কে?

সে বলল, সে আমার ভাই মুয়াজ।

আর তখন রাসূল ﷺ-এর পরে তাঁরা ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোনো দু' লোকের মাঝে অবস্থান করা আমাকে এত আনন্দ দেয়নি।

* * *

এর কিছুক্ষণ পরেই আমি দেখলাম আবু জাহেল কোরাইশদের মাঝে চক্কর দিচ্ছে।

তখন আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, ভাতিজারা! তোমরা কি এ লোকটিকে মানুষের মাঝে চক্কর দিতে দেখছ না?

তারা বলল, হ্যাঁ, দেখছি।

আমি বললাম, এ সেই লোক যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ।

* * *

মুয়াজ রা. বলেন-

যখন আমি আবু জাহেলকে দেখতে পেলাম এবং তার ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম তখন আমি তাকে আক্রমণ করতে সংকল্পবদ্ধ হলাম।

মুশরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। যেন সে মানুষের বনে অবস্থান করছিল।

তখন আমাকে মুসলমানদের এক লোক চোখ রাঙ্গিয়ে বলল, এ ছেলে! আবু জাহেলের ব্যাপারে সাবধান। কেননা তার নিকটে পৌঁছা তোমার জন্যে অসম্ভব।

আল্লাহর শপথ! তাঁর একথা আমার সংকল্পকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

এরপর আমি তীব্র গতিতে তার দিকে ছুটে গেলাম। আমি তার কাছে পৌঁছে তাকে এমন এক আঘাত করলাম সাথে সাথে সে মাটিতে পড়ে গেল। অন্যদিকে আমার ভাই মুআউওয়াজ আমাকে অনুসরণ করল।

যখন সে আবু জাহেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তরবারি নিয়ে তাঁর উপরে আঘাত হানার চেষ্টা করল তখন মুশরিকরা বর্শা দ্বারা তাকে প্রতিহত করতে লাগল। চতুর্দিক থেকে বর্শার আঘাতে আঘাতে সে দুর্বল হয়ে গেল। অবেশেষে সে শহীদ হয়ে আবু জাহেলের পাশে পড়ে গেল।

আর আমি, আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা আমার দিকে তেড়ে এসে তরবারি দিয়ে আঘাত করে আমার হাত কাঁধ থেকে আলাদা করে দিল, কিন্তু হাতটি চামড়ার সাথে সামান্য লেগে থেকে ঝুলছিল।

আর সেই ঝুলন্ত হাত নিয়েই আমি সারাদিন যুদ্ধ করেছি, কিন্তু যখন তা আমাকে কষ্ট দিতে শুরু করল এবং জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তখন আমি সে হাতকে জমিনে রেখে সেটির ওপর পা দিয়ে শরীর থেকে আলাদা করার চেষ্টা করলাম এবং অবশেষে আলাদা করতে সক্ষম হলাম।

এরপর তা জমিনে রেখে দিলাম।

* * *

যুদ্ধ যখন তার পোশাক খুলে ফেলে ঠাণ্ডা হয়ে গেল তখন এক লোক আবু জাহেলের মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে সুসংবাদ দিতে আসল।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন, যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই তিনি কি তা সম্পূর্ণ করেছেন?

সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! সে মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার....... আল্লাহু আকবার.........

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন।

* * *

শেষ কথা................

মুয়াজ রা. রাসূল ﷺ-এর জামানায় তাঁর এক হাত দ্বারা লড়ে গেছেন।

তিনি আবু বকর ও ওমর রা.-এর জামানায়ও এক হাত দ্বারা লড়ে গেছেন।

কিন্তু উসমান রা.-এর আমলে তিনি মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন।

তার ডান হাতও তাঁর সাথে চলে গেল।

আর বাম হাত.............

তিনি তো আশা করতেন সেটি তাঁর আগেই জান্নাতুন নাঈমে পৌঁছে গেছে।[৩৪]

---

[৩৪] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৪২৯ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৪৪৫ পৃ.।
৪. আল আ'লাম-৮ম খণ্ড, ১৬৭ পৃ.।
৫. ইবনি হিশাম-২য় খণ্ড, ১০৬ ও ২৮৭ পৃ.।
৬. ফাতহুল বারী-৭ম খণ্ড, ২৯৫ ও ৩২৭ পৃ.।

মুসআব বিন উমাইর রা.

"প্রথম সুসংবাদদাতা মুসলমান"

রাসূল ﷺ সত্য পথের দিকে আহ্বান শুরু করার পর আল্লাহ যাদের অন্তরকে খুলে দিয়েছেন তাঁরা তাঁর আহ্বানে এগিয়ে এলো।

আর যাদের অন্তরকে আল্লাহ কুফরীর ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন তাঁরা বিরোধিতা করা শুরু করল।

আর যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালা এ সত্য ধর্মের ও সঠিক পথের জন্যে প্রশস্ত করে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ওই যুবকও ছিলেন।

যিনি পূর্ণ যুবক ও মজবুত শরীরের অধিকারী ছিলেন।

বন্ধুভাবাপন্ন ও বিনম্র ভদ্র ছিলেন।

যার মাঝে আল্লাহর নেয়ামত ভরপুর ছিল এবং যিনি খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন।

সেই যুবককে মুসআব বিন উমাইর রা. বলে ডাকা হত।

* * *

একদিন এ যুবক দারুল আরকামের দিকে রওনা দিলেন। তাঁর শরীর থেকে ঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল। তাঁর চেহারায় ঐশ্বর্যের ছাপ দেখা যাচ্ছিল।

তাঁর পরা দামি পোশাক মাটিতে লেগে লেগে চলছিল। আর বাতাসে সেটির পার্শ্ব উড়ছিল।

এ নম্র-ভদ্র, শান্ত যুবক গোপনে গিয়ে দরজায় করাঘাত করল।

তাকে দরজা খুলে দেয়া হলো।

তিনি সেই ঘরে লাজুকতার সাথে প্রবেশ করলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে অভিবাদন করলেন। তারপর তিনি সকলের পেছনে মজলিস শেষ সীমানায় গিয়ে বসলেন।

উপস্থিত লোকগুলো চোখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না............

তাঁরা কখনো আশা করেননি আল্লাহ তায়ালা তাঁর মতো যুবককে হেদায়েত দিয়ে কবরের আজাব থেকে বাঁচাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

* * *

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের জান্নাতের সুসংবাদ ও জান্নামের ভয় দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি তাঁদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন তখন ভয়ে তাঁদের অন্তর বের হয়ে আসার উপক্রম হতো। আর যখন তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন তখন তাঁদের চেহারায় আনন্দের হাসি ফুটে উঠত।

রাসূল ﷺ বয়ান করার মাঝে মাঝে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করে শুনাতেন। রাসূল ﷺ-এর শুনা কুরআন তেলাওয়াত তাঁদের অন্তরকে সৌভাগ্যবান করত আর তাতে প্রশান্তি বইয়ে দিত। তাঁরা আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও জান্নাতের নেয়ামত চাইতেন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ্ চাইতেন।

রাসূল ﷺ তাঁর বয়ান শেষ করার পর আগত সেই যুবক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে খুবই কোমল সুরে বললেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।"

তারপর তিনি রাসূল ﷺ-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুর ব্যাপারে আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

* * *

এ যুবক তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা মানুষের থেকে গোপন রেখেছেন।

তিনি তাঁর বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁর মাকে একথা জানিয়ে কষ্ট দিতে চাননি। কেননা কুফরীর ওপর তাঁর মায়ের কঠোর অবস্থান সম্পর্কে তিনি জানতেন।

আবার কোরাইশদেরকেও তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানালেন না কেননা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যাপারে কোরাইশদের কঠিন পদক্ষেপের ব্যাপারে তাঁর ভালোভাবেই জানা ছিল। বিশেষকরে তাঁর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যুবকদের ইসলাম গ্রহণ, যারা কোরাইশী নেতাদের সাথে সম্পর্কিত।

* * *

এ যুবক গোপনে গোপনে রাসূল ﷺ-এর কাছে গমন করতেন। তিনি তাঁর সাক্ষাতে নিজেকে ধন্য করতেন এবং তাঁর থেকে বিভিন্ন উপদেশ শুনতেন।

হঠাৎ একদিন উসমান বিন মাজউন তাঁকে নামায পড়তে দেখে ফেলল। আর তখন এ খবর কোরাইশদের মাঝে ছাড়িয়ে পড়ল।

* * *

আর সেই দিন থেকে মুসয়াব রা.-এর কষ্টকর জীবন শুরু হলো।

তার বাবা-মা তাকে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে নিতে না পেরে ঘৃণা করতে শুরু করল। তারা তাঁকে সকল প্রকার অর্থ দেয়া বন্ধ করে দিল। যার কারণে তিনি অনেক গরিব হয়ে গেলেন এবং কঠিন অভাবে পড়ে গেলেন।

কোরাইশরা তাঁর সাথে শত্রুতা শুরু করল। তারা তাঁকে বন্দি করে ফেলল এবং কঠিন শাস্তি দিতে শুরু করল। তারা ধারণা করল শাস্তি দিয়ে তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব! কেননা এ যুবকতো ঈমানের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে ফেলেছে।

* * *

কোরাইশদের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে মুসলমানরা যখন হাবশায় হিজরত করেছিলেন, এ যুবক সেই সকল মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন।

মুসআব রা. তাঁর ধর্মকে রক্ষা করতে হাবশায় হিজরত করেছেন আর ত্যাগ করেছেন সকল সম্মান, মর্যাদা ও অর্থ-সম্পদ, আর এ সকল কিছুর পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন দারিদ্রতা, অপ্রসিদ্ধতা এবং অচেনা ভূমি।

কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করার পথে মুসআব রা.-এর কাছে এটি ছিল খুবই সামান্য ব্যাপার।

তিনি যখন তাঁর প্রথম হিজরত থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন তখন মানুষ তাঁকে চিনতে পারছিল না। তাঁকে এত বেশি দারিদ্রতা আক্রমণ করেছে....

তার পরা পোশাক এখন অনেক সস্থা; যদিও তা এক সময় অনেক মূল্যবান আর দামি ছিল.............

তার শরীরের চামড়া এখন অমসৃণ; যদিও তা এক সময় আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিকাড়া ছিল।

তাঁর চেহারা ভেঙে গেছে; যদিও তা এক সময় হাস্যউজ্জ্বল ছিল।

রাসূল ﷺ তাঁকে ছেঁড়া একটি ভেড়ার চামড়া পরে আসতে দেখে বললেন, তোমরা এ যুবকের দিকে তাকাও আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরকে নূরে নূরান্বিত করেছেন।

আমি তাকে দেখেছি সে দামি দামি খানা ও পানীয় ভোগ করছিল, কিন্তু তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা ডেকেছে যা তোমরা এখন দেখছ।

* * *

আবার মুসলমানদের জন্যে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে এলো। কোরাইশরা তাদেরকে এত বেশি কষ্ট দিতে লাগল যে যা তাঁদের সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। তখন মুসলমানগণ আবার হাবশায় হিজরত করলেন।

আর সেই হিজরতকারীদের মধ্যে মুসআব রা. ও ছিলেন।

কিন্তু মুসআব রা. রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে হাবশায় থাকতে পারলেন না। আর তাই তিনি রাসূল ﷺ-এর পাশে থাকার জন্যে আবার মক্কায় ফিরে এলেন এবং কোরাইশদের অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করে নিলেন।

আর তখন থেকে মুসআব রা. রাসূল ﷺ-এর সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকলেন। আল্লাহ্ যতটুকু চাইতেন ততটুকু তিনি রাসূল ﷺ থেকে গ্রহণ করতেন। আর তাই তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী ছিলেন, আল্লাহর আইন সম্পর্কে অধিক জানতেন এবং রাসূলের অনেক হাদীস সংরক্ষণ করেছিলেন।

* * *

এরপর একদিন বাইয়াতে আক্বাবাহ্ অনুষ্ঠিত হলো। তারপর সেই সকল পুণ্যবান বাইয়াতগ্রহণকারী সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে এসে লোকদেরকে সত্যের পথে ডাকা শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁরা তখন অনুভব করলেন তাঁদের জন্যে একজন সুসংবাদদাতা খুবই প্রয়োজন। যিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর হাদীস অধিক জানেন এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে ভালো জানেন।

আর তাই তাঁরা রাসূল ﷺ-এর কাছে দরখাস্ত করলেন তিনি যেন তাঁদের জন্যে এমন একজন লোক পাঠান যিনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেবেন।

রাসূল ﷺ তখন মুসআব রা. কে পাঠালেন।

আর তাই তিনি হলেন পৃথিবীর বুকে ইসলামের প্রথম সুসংবাদাতা।

* * *

মুসআব রা. মদিনায় অবস্থান নিলেন। তিনি মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা শুরু করলেন এবং তাদেরকে ইসলামী হুকুমগুলো বুঝাতে লাগলেন।

মুসআব রা. এতই পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, তিনি কখনো বসে থাকতেন না এবং এতই উদ্যমী ছিলেন যে, কখনো বিরক্ত হতেন না।

তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় তাঁর হাতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এমনকি পরিস্থিতি এমন হয় যে, মদিনার এমন কোনো ঘর পাওয়া যেত না যে ঘরে একজন মুসলমানও ছিল না। প্রতিটি ঘরেই কম করে হলেও একজন মুসলমান ছিলেন।

এমনকি তাঁকে লিখে জানানো হলো তিনি যেন লোকদেরকে একত্রিত করে জুমার নামায আদায় করেন যদিও তখনো রাসূল ﷺ মদিনায় আগমন করেননি।

* * *

হজ্জের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি সত্তরজন লোক নিয়ে মক্কায় আগমন করলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ঐতিহাসিক সেই বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

হজ্জ শেষে এ সকল পুর্ণবান মহান ব্যক্তিরা তাঁদের শহরে ফিরে আসলেন। আর মুসআব রা. ওইদিন পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর সাথে মক্কায় রয়ে গেলেন যেদিন আল্লাহ হিজরতের অনুমতি দিয়েছিলেন।

আর এতে তিনি ও আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাখতুম সবার প্রথমে হিজরত করে ইসলামী ইতিহাসে প্রথম হিজরতকারী হিসেবে নাম লিখালেন।

* * *

রাসূল ﷺ কোরাইশদের সাথে বদরে যুদ্ধ করার সংকল্প করার পর তিনি তাঁর বাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্ব বিভিন্ন জনকে লিখে দিলেন।

তিনি মুহাজিরদের দায়িত্ব দিলেন আলী বিন আবু তালিবের হাতে।

আনসারদের দায়িত্ব দিলেন মুয়াজ বিন জাবালের হাতে।

দলের ডানে রাখলেন যোবাইর বিন আওয়াম রা. কে...........

বামে রাখলেন মিকদাদ আল কিন্দী রা. কে।

আর রাসূল ﷺ নিজের সাদা পতাকাটি মুসআব বিন উমাইরের হাতে তুলে দিলেন।

মুসআব রা. রাসূল ﷺ-এর দেয়া সেই পতাকার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে ওঠে পড়লেন। তিনি সেই পতাকা নিয়ে বাহিনীর সম্মুখে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে সামনের দিকে ছুটছিলেন।

বদরের যুদ্ধ থেকে যখন মুসআব বিন উমাইর রা. ফিরে আসার পথে তিনি তাঁর ভাই আবু উজাইরকে এক আনসারের হাতে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাঁর ভাই নিজ হাতের বাঁধ খুলে ফেলার চেষ্টা করছিল।

মুসআব রা. তখন আনসারীকে বললেন, তার হাত ভালো করে বাঁধ......

কেননা তার মা অনেক সম্পদের অধিকারী, সে মুক্তিপণ হিসেবে অনেক সম্পদ দিতে সক্ষম।

তখন আবু উজাইর বলল, একি তোমার ভাইয়ের জন্যে তোমার সুপারিশ?

মুসআব রা. বললেন, তুমি না; বরং সে আমার ভাই। সে মুসলিম আর তুমি মুশরিক।

* * *

উহুদের যুদ্ধেও রাসূল ﷺ মুসআব রা.-এর হাতে পতাকা তুলে দিলেন।

মুসআব সেই পতাকা অতি যত্নে বহন করে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাথে চলতে লাগলেন।

যখন কোরাইশদের আক্রমণে মুসলমানরা কঠিন অবস্থায় পড়ে গেল এবং মুসলিম সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করল, কিন্তু তখনও মুসআব রা. ছুটাছুটি না করে রাসূল ﷺ-এর পতাকা নিয়ে তাঁর পাশে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করেছিলেন।

আর ঠিক তখন ইবনে কমীয়াহ্ নামক এক মুশরিক তাঁর দিকে তেড়ে এসে তাঁকে এমন এক আঘাত করল যে, তাঁর হাত কেটে গেল। আর সাথে সাথে পতাকাও পড়ে গেল। তিনি পতাকাটি তাঁর বাম হাতে তুলে নিলেন। এরপর সে আবার তাঁকে আঘাত করে এতে তাঁর বাম হাতও কেটে গেল।

সাথে সাথে পতাকাটিও আবার পড়ে গেল।

ইবনে কমিয়াহ্ এতে ক্ষান্ত হয়নি। সে আবার তৃতীয় আঘাত করতে এসে তাঁর বুকে বর্শা বসিয়ে দিল। এতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

তখন তাঁর ভাই আবুর রোম পতাকাটি তুলে নিলেন। মদিনায় আসা পর্যন্ত তিনিই পতাকা বহন করেছেন।

কোরাইশরা বিজয়ী বেশে ময়দান ত্যাগ করল আর মুসলমানগণ তাঁদের শহীদী ফুলগুলো মাটি দিয়ে চিরবিদায় দিতে লাগল।

তখন তারা দেখতে পেল মুসআব রা. হাতবিহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন।

* * *

মুসলমানগণ তাঁকে দাফন করার মনস্থ করলেন, কিন্তু তাঁর জন্যে ছোট্ট এক টুকরা কাপড় ব্যতীত আর কিছুই পেলেন না। যদি তা দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকা হয় তাহলে পা অনাবৃত থেকে যায় আর যদি তাঁর পা ঢাকা হয় তাহলে চেহারা অনাবৃত থেকে যায়। তখন রাসূল ﷺ কাপড় দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকার নির্দেশ দিলেন। আর পা কোমল ঘাস-পাতা দিয়ে ঢাকার নির্দেশ দিলেন।

তারপর রাসূল ﷺ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কালাম থেকে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন-

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا -

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে, তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আহযাব, ৩৩:২৩] [৩৫]

---

[৩৫] তথ্যসূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্-৫ম খণ্ড, ১৮১ পৃ.।
২. সিফাতুস্ সফওয়া-১ম খণ্ড, ৩৯০ পৃ.।
৩. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ-৩য় খণ্ড, ১১৬ পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ১০৬ পৃ.।
৫. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৪৬৮ পৃ.।
৬. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৪২১ পৃ.।
৭. সিরাতুবনি হিশাম-১ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃ. ও ২য় খণ্ড, ৪, ৮১, ৯৮, ১১০. ২৩, ১৫২, ২৬৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৩৬ পৃ.।

আব্দুল্লাহ বিন আতীক রা.

আব্দুল্লাহ বিন আতীক রা. সারা জীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে কাটিয়ে ছিলেন, অবশেষে ইয়ামামার দিন শহীদ হয়ে তাঁর প্রভুর নিকটে চলে গেলেন। [ইবনে যোবাইর]

রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদিদের থেকে যত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে অন্যকারো থেকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়নি।

ইহুদিদের মধ্যে কা'ব বিন আশরাফ ও সালাম বিন হুকাইকের মতো আল্লাহর দ্বীনের জন্যে ক্ষতিকর আর কেউ ছিল না।

কেননা এ দু' লোক এত বেশি ক্ষতি করত যা অন্য সকলের করা ক্ষতি থেকেও অধিক ছিল এবং এদের দেয়া কষ্ট অন্য সকলের দেয়া কষ্টের থেকেও মারাত্মক ছিল।

তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাকে নিজেদের ব্যস্ততা বানিয়ে নিয়েছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরোধিতা করাকে নিজেদের কাজ বানিয়ে নিল।

রাসূল ﷺ যার সাথেই কোনো চুক্তি সম্পন্ন করতেন তারা তা ভঙ্গ করার জন্যে তাকে উৎসাহিত করত এবং তা ছুড়ে ফেলে দিতে বলত।

ইসলামের বিরোধী কোনো শত্রুকে বসে থাকতে দেখলে তাকে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে যেত এবং তার মনে শত্রুতার আগুনকে জালিয়ে দিত।

* * *

তাদের মধ্যে কা'ব বিন আশরাফ কবি ছিল। সে তার মুখকে সর্বদা মুসলিম পবিত্র নারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা সাজিয়ে তা আবৃত্তিতে ব্যস্ত রাখত। সে তাদেরকে জঘন্য অপবাদ দিত।

আর সালাম বিন আবু হুকাইক ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। সে মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত করত। সে মুশরিকদের যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করত এবং রাসূল ﷺ-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিকল্পনা একেঁছিল। এমনকি সে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করে ফেলত যদি না জিবরাঈল তাঁকে সংবাদ না দিতেন।

শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের এ কথা বিশ্বাস হয়ে গেল যে এ দু' লোককে শেষ না করলে তাদের শত্রুতা থেকে বাঁচা যাবে না।
আর মানুষকে তো হত্যা করা ব্যতীত একেবারে শেষ করা যায় না।

* * *

আল্লাহ তায়ালা আউস ও খাজরাজ গোত্রের দ্বারা তাঁর নবীকে সাহায্য করেছিলেন।

এ দু'টি দল ভালো কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করত এবং পুর্ণ্যকাজে একে অন্যের আগে এগিয়ে যেত।

প্রতিটি কাজে তারা সমান সমান থাকার চেষ্টা করত।

যদি আউস গোত্রের লোকেরা কোনো ভালো কাজ করতে যেত তখন খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বলত- আল্লাহর শপথ! আমরা তাদেরকে এ কাজে এগিয়ে যেতে দেব না এবং আমাদের ওপর মর্যাদার অধিকারী হতে দেব না। তেমনি খাজরাজরাও বলত।

আর এ কারণে উভয় দল নিজেদেরকে এগিয়ে রাখার জন্যে সুযোগ খুঁজত।

আর এ প্রতিযোগিতা ইসলামের জন্যে ও মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর ছিল।

* * *

আল্লাহ তায়ালা কা'ব বিন আশরাফের হত্যার মধ্যদিয়ে আউস গোত্রকে সম্মানিত করেছিলেন। তাকে হত্যা করেছিল আউস গোত্রের এক যুবক।

তখন খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বলল, না, আমরা তাদেরকে আমাদের থেকে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে দেব না।

যদিও কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু এখনো ইসলামের আরেক শত্রু সালাম বিন হুকাইক জীবিত আছে।

আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর সাহায্যে সালাম বিন হুকাইকের শেষ আমরা করব।

* * *

খাজরাজ গোত্রের লোকেরা সালাম বিন হুকাইককে হত্যা করতে রাসূল ﷺ-এর নিকটে তাঁদের পাঁচ যুবকের জন্যে অনুমতি চাইলেন।

রাসূল ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁদের মধ্য থেকে এক পুণ্যবান ও সেরা যুবককে তাঁদের নেতা বানিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি তাঁদেরকে বিদায় জানালেন।

তখন তাঁরা সবচেয়ে দুঃসাহসী অভিযানে রওনা দিলেন।

এরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আমরা সরাসরি আব্দুল্লাহ বিন আতীক রা.-এর মুখের বর্ণনা থেকে শুনব।

* * *

আব্দুল্লাহ বিন আতীক রা. বলেন-

আমরা যে কাজে যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলাম সে কাজে রাসূল ﷺ আমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পর আমরা আওসাতে হিজাজের দিকে গেলাম। যেখানে সালাম বিন হুকাইক ও তার গোত্রের লোকেরা একটি দুর্গে অবস্থান করছিল।

যখন আমরা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমরা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত নিচু জায়গায় অপেক্ষা করলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে দুর্গের অধিবাসীরা দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করল।

তখন আমি আমার সাথীদেরকে বললাম- তোমরা তোমাদের স্থানে অবস্থান কর, আমি ফটকের দিকে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আমি তাদের সাথে প্রবেশ করতে পারব।

তারপর আমি তাদের সাথে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি এমনভাবে হাঁটছিলাম মনে হয় যেন আমি তাদেরই একজন।

এরপর আমি আমার কাপড় মোড় দিয়ে বসে পড়লাম আর এমন ভাব নিলাম যাদে তারা বুঝে আমি আমার কোনো প্রয়োজন মিটাচ্ছি।

যখন সকল মানুষ প্রবেশ করল তখন আমাকে দারোয়ান বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি প্রবেশ করতে চাও তাহলে প্রবেশ কর। কেননা আমি ফটক বন্ধ করতে চাচ্ছি।

তখন আমি ভেতরে ঢুকলাম এবং তার নিকটে অন্ধকার এক স্থানে লুকিয়ে থাকলাম।

যখন সে নিশ্চিত হলো বাইরে আর কেউ নেই তখন সে ফটকটি বন্ধ করল এবং চাবিটি একটি কাঠে রেখে দিয়ে তার শোয়ার ঘরে চলে গেল।

* * *

অন্যদিকে আমি আমার স্থানে বসেছিলাম আর দুর্গটিকে ভালোভাবে নিরীক্ষা করতে লাগলাম। আমি দুর্গের পথগুলো দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ করে আমার নজর ওপরের দিকে অনুসন্ধান করতে চাইলে। আর তাই সে ওপরের দিকে তাকাল।

আমি তখন সামান্য আলোতে সালাম বিন হুকাইকের সাথে তার কিছু সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে দেখতে পেলাম। তারা তার সাথে কথা-বার্তা বলছিল।

যখন তাদের কথা শেষ হওয়ার পর তারা আলো নিভিয়ে দিল।

আমি যখন নিশ্চিত হলাম সে ঘুমাতে বিছানায় গিয়েছে তখন আমি ফটকের চাবিটি নিলাম। এরপর রাতের অন্ধকারে তার ভবনের দিকে গেলাম। আমি সহজে সেটির দরজা খুলে ফেললাম। তারপর তা ভেতর থেকে তালা মেরে বন্ধ করে দিলাম, যেন বাইরের থেকে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

তারপর দ্বিতীয় দরজার দিকে গেলাম। আমি সেটিও প্রথম দরজার মতো ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম।

এভাবে আমি যত দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছি প্রতিটি দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলাম।

আমি এটি করেছি এজন্যে যে, যদি লোকেরা আমার আগমনের কথা জেনে ফেলে অথবা কোনো চিৎকারীর আওয়াজ শুনে তবু যেন আমি তাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

আমি দোতলায় ওঠে দেখলাম তা অন্ধকার। আর তাকে দেখলাম সে তার স্ত্রী ও সন্তানের পাশে শুয়ে আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সে কোনজন তা আমি নির্দিষ্ট করতে পারছিলাম না।

তখন আমি ভয় করলাম যদি আমি নিশ্চিত না হয়ে আঘাত করি, তাহলে হতে পারে আমি কোনো মহিলা বা শিশুকে হত্যা করে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্যকারী হয়ে যাব। আর এতে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

আর তাই আমি তাকে তার উপনাম দিয়ে ডাকলাম। আমি বললাম, আবু রাফি!

সে বলল, কে?

তার কথার আওয়াজে আমি তার অবস্থান চিহ্নিত করে তার দিকে তরবারি নিয়ে ঝুঁকে পড়লাম, কিন্তু আমি তাকে আঘাত করার আগেই সে খুব জোরে চিৎকার করে উঠল।

আমি কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলাম। আমি বাতিটি নিয়ে তার থেকে দূরে রাখলাম যেন কেউ আলো জালাতে না পারে।

তারপর আমি তার কাছে এসে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফি এ আওয়াজ কিসের?

সে বলল, তোমার মায়ের ধ্বংস হত! ঘরে একটি লোক আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে লুকিয়ে আছে।

তখন আমি তার নিকটবর্তী হয়ে তাকে তীব্র শক্তি দিয়ে আঘাত করলাম এবং তা কঠিনভাবে চেপে ধরলাম, কিন্তু এরপরও সে মরেনি।

আর তাই আমি তরবারিটি তার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম এবং তাতে সর্বশক্তি পেশ করলাম। এতে সে এমন জোরে চিৎকার করল যে, তার স্ত্রী জেগে গেল। আমি তার পেট থেকে তরবারিটি রেব করে ফেললাম।

* * *

মহিলাটি তার স্বামীর চিৎকারে জেগে গেল। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল এবং জোরে জোরে চিৎকার করতে শুরু করল।

তখন আমি তাকে আঘাত করতে চাইলাম, কিন্তু তখন আমার মহিলা ও শিশুদের হত্যা করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ে গেল। আর তাই আমি এর থেকে বিরত থাকলাম।

মুহূর্তের মধ্যে মানুষ তার চিৎকার শুনে ছুটে এল এবং দুর্গের মধ্যে মানুষের ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল।

তখন আমি সামনের দিকে যেতে লাগলাম আর লোকদেরকে বলতে লাগলাম, সাহায্য চাই....... সাহায্য চাই.............

তখন তারা দোতলার দিকে ছুটে আসছিল আর ওই কথা বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম।

অবশেষে আমি দুর্গের শেষ প্রান্তে চলে আসলাম। আমি চোখে কম দেখতাম। আমি ধারণা করলাম মাটির নিকটে চলে এসেছি আর এ ভেবে লাফ দিলাম। এতে আমার পা ভেঙে গেল। আমি আমার পাগড়ি দ্বারা পা বেঁধে নিলাম। এরপর পা টেনে টেনে দুর্গের বাইরে এলাম।

* * *

দুর্গের অধিবাসীরা দুর্গের চতুর্দিকে আলো জ্বালিয়ে দিল। তারা দুর্গের বাইরে হত্যাকারীকে খুঁজতে শুরু করল।

অন্যদিকে আমরা পানির একটি নালার মধ্যে বসেছিলাম।

মানুষ আমাদেরকে না পেয়ে তাদের নেতার কি হয়েছে তা দেখার জন্যে ফিরে গেল।

তখন আমার সাথীরা বলল, বাঁচাও.. নিজেদেরকে বাঁচাও।

কেননা এখন লোকেরা আমাদেরকে খোঁজা বাদ দিয়ে তাদের নেতার কাছে ছুটে গেছে।

তখন আমি বললাম- না, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হব না আমি তাকে হত্যা করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না।

তখন আমার এক সাথী বলল, আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসব।

এরপর সে চলে গেল এবং মানুষের ভিড়ে মিশে গেল। তখন সে দেখল তার স্ত্রী একটি বাতি নিয়ে সেদিকে গেল। আর তার লাশের নিকটে বড় বড় ইহুদিরা বসেছিল। তারা তাকে কি ঘটেছে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল আর হত্যাকারী লোকটির ব্যাপারে জানতে চাইল।

সে বলল-

আল্লাহর শপথ! আমি কিছুই জানি না। তবে আমি একটি আওয়াজ শুনেছি যা আমার কাছে অপরিচিত নয়। যখন আমি তার আওয়াজ শুনলাম তখন ধারণা করলাম এটি ইবনে আতীকের কণ্ঠস্বর, কিন্তু পরে আমি নিজেকে ভুলধারণাকারিণী মনে করলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম, এখানে ইবনে আতীক কোথায় থেকে আসবে?

তারপর সে তার স্বামীর কাছে গিয়ে তার চেহারা আলো দিয়ে দেখল।

সে তাকে দেখে বলল, মারা গেছে............ ইহুদিদের প্রভুর শপথ! সে মারা গেছে।

একথা শুনার পর আমার সাথী অনেক খুশি হলো এবং এসে আমাদেরকে এ সুসংবাদ দিল।

* * *

আর তখন আমার সাথীরা আমাকে বহন করে চলতে লাগল। চলতে চলতে আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে আসলাম।

তিনি তখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন।

আমাদেরকে দেখে তিনি বললেন, চেহারাগুলো সফল হয়েছে...... চেহারাগুলো সফল হয়েছে।

আমরা রাসূল ﷺ-কে সালাম বিন হুকাইকের হত্যার সুসংবাদ দিলাম।

তিনি মিম্বার থেকে নেমে আমার এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমার কোনো সমস্যা নেই।

তারপর বললেন, তুমি তোমার পা প্রসারিত কর।

আমি তা প্রসারিত করলাম।

তিনি তা মাসেহ্ করে দিলেন, এরপর আমি সেটির ওপর দাঁড়ালাম।

তখন আমার মনে হচ্ছিল পা'টির কিছুই হয়নি।[৩৬]

---

[৩৬] তথ্যসূত্র

১. উস্‌দুল গবাহ্-৩য় খণ্ড, ৩০৬ পৃ.।
২. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃ.।
৩. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৩৬৪ পৃ.।
৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪র্থ খণ্ড, ১৩৭ পৃ.।
৫. আস্ সিরাতুন নববিয়্যা-৩য় খণ্ড, ৩১৪ পৃ.।
৬. জামিউল উসূল লি ইবনিল আছীর-৯ম খণ্ড, ১৭১ পৃ.।

মিকদাদ বিন আমর রা.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে সংবাদ দিয়েছেন নিশ্চয়ই তারাও আমাকে ভালোবাসে- আলী বিন আবু তালিব, মিকদাদ, আবু যর ও সালমান রা.।" [হাদীস শরীফ]

আমর বিন ছা'লাবা তাঁর গোত্রের এক লোককে হত্যা করলেন। এখন তাঁকে বাঁচতে হলে অবশ্যই তাঁর গোত্র থেকে পালিয়ে অন্য কোথায় চলে যেতে হবে অথবা নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

তিনি দ্বিতীয়টি না করে প্রথমটি করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হাজরামউতের দিকে পালিয়ে গেলেন। আর সেখানে বসবাস শুরু করলেন।

তারপর তিনি হাজরামাউতে বিয়ে করলেন এবং একটি সন্তান জন্ম দিলেন যাকে মিকদাদ নামে ডাকতেন।

* * *

মিকদাদ রা. আচার-ব্যবহার ও শাররিক গঠন তাঁর বাবার থেকে পেয়েছিলেন...............

তিনি তাঁর বাবার মতো লম্বা ছিলেন এবং তাঁর গায়ের রং তামাটে ছিল............

এমনকি তাঁকে কালো বললেও ভুল হবে না।

তিনি এমন শরীরের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁকে দেখলে চক্ষু ভীত হয়ে যেত। কেননা তিনি মারাত্মক জিদি ও শক্তিশালী ছিলেন।

তাছাড়াও তিনি ছিলেন একজন কট্টর ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

* * *

একদিন মিকদাদ রা. হাজরামাউতের আবু সামর বিন হাজার নামের এক নেতার সাথে বিতর্ক শুরু করলেন।

সেই নেতার মুখ থেকে এমন কিছু কথা বের হলো যা এ যুবকের আত্মগৌরবে আঘাত করল এবং তাঁকে খুবই রাগিয়ে দিল।

তিনি তাঁর তারবারি নিয়ে ওই নেতার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং তার পা কেটে ফেললেন।

তখন তিনি দেখলেন তাঁর বাবা যেমন বুহ্রাহ্ গোত্র থেকে দূরে চলে এসেছেন তাঁকেও তেমনি করতে হবে। আর তাই তিনি মক্কার দিকে রওনা দিলেন।

* * *

মিকদাদ বিন আমর রা. মক্কায় পা রাখার পর দেখলেন এখানে কোনো এক গোত্রের সাথে মৈত্রিত্ব না করলে থাকা যায় না।

তার মতো বিদেশিরা হয় তাদের কোনো নেতার আশ্রয়ে থাকতে হতো অথবা নিজেকে লাঞ্ছিত জীবনের দিকে ঠেলে দিতে হতো।

তখন তিনি কোরাইশদের নেতা আসওয়াদ বিন আব্দুল গাউস আজ্জুহ্রীর সাথে মৈত্রিত্ব স্থাপন করেন।

* * *

কিন্তু আসওয়াদ এ যুবকের মাঝে পৌরুষত্বের ভাব ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখতে পেয়ে এবং তাঁর মাঝে সাহসিকতা ও বীরত্বের ভাব দেখতে পেয়ে তাঁর প্রতি তার ভালোবাসা বাড়তে লাগল। সে তাঁকে কা'বার চত্বরে কোরাইশদের মজলিসে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে সে তাঁকে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা করল। সে বলল, হে কোরাইশরা তোমরা সাক্ষ্য রাখ। এ আমার ছেলে, সে আমার ওয়ারিস আর আমি তার ওয়ারিস।

আর সেই দিন থেকে মানুষ তাকে মিকদাদ বিন আসওয়াদ নামে ডাকা শুরু করল।

যদিও পরে ইসলাম এ পদ্ধতিকে নিষেধ করে দিল এরপরেও অনেক মানুষ তাকে এ নামেই ডাকত। কারণ তাদের মুখে এতবার এ নাম উচ্চারিত হয়েছে যে, তা পরিবর্তন করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

মিকদাদ বিন আমর রা. ওই সমাজের লোকদের মতো ছিলেন না। যেখানে গরিবদেরকে ধনীরা শোষণ করত আর দুর্বলরা সবলদের দ্বারা অত্যাচারিত হত। আর যাদের অন্ধ গোত্রপ্রীতি কাজ করত।

যদিও তাকে কোরাইশদের এক বড় নেতা নিজের ছেলে বলে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তবুও কোরাইশদের নজরে তিনি একজন পলাতক হিসেবে রইয়ে গেলেন। যার কারণে তিনি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারছিলেন না। চাই সে মেয়ে অবস্থানের দিক দিয়ে যত নিচেরই হোক না কেন।

মিকদাদ রা. গণক ও ইহুদি আলেমদের মুখ থেকে শুনেছিলেন অতিশীঘ্রই কল্যাণ ও ন্যায়নীতির একজন নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন।

তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, সম্ভবত এমনি হতে পারে।

* * *

এরপর বেশিদিন কাটেনি এরিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করলেন।

মিকদাদ রা. একথা শুনার পর সাথে সাথে তাঁর নিকটে গেলেন এবং তাঁর হাতে হাত রেখে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন।

তারপর তিনি কা'বার প্রাঙ্গণে বসা কোরাইশদের মজলিসে গিয়ে সবার সম্মুখে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন।

যারা ইসলামকে গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি সপ্তম ছিলেন।

* * *

মিকদাদ রা. যখন কা'বার প্রাঙ্গণে তাঁর ইসলামের কথা ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে এটা অজানা ছিল না যে, তাঁর এ ঘোষণার পর কোরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর কত কঠিন নির্যাতন নেমে আসবে।

কিন্তু তিনি জানতেন ইসলামের মতো দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে আত্মত্যাগের প্রয়োজন।

আর এ কারণে তিনি এ ধর্মের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন।

* * *

কোরাইশরা তাদের কঠিন আক্রমণাত্মক বেশে তাঁর ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে এমন অত্যাচার শুরু করল যদি তা পাহাড়ের ওপর করা হতো তাহলে পাহাড়ও মাটিতে মিশে যেত, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর ধর্ম থেকে একচুলও নড়লেন না।

তারা তাকে যত বেশি শাস্তি দিতে লাগল, তিনি তত বেশি ইসলাম ও ঈমানের ওপর দৃঢ় অবস্থানে গেলেন।

* * *

যখন রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে মদিনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন তখনো কোরাইশরা মিকদাদকে বন্দিশালা থেকে যেতে অনুমতি দিলেন না।

কেননা তাঁর প্রতি কোরাইশদের হিংসার সাথে সাথে চ্যালেঞ্জও ছিল।

আর এ কারণেই তাঁকে সবার শেষে হিজরত করতে হয়েছিল।

এরপরও তিনি মুক্তি পেতেন না, যদি না কৌশল করতেন।

তিনি মদিনায় পৌঁছলে রাসূল ﷺ তাঁকে দেখে অনেক বেশি খুশি হয়েছেন।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে সংবাদ দিয়েছেন নিশ্চয়ই তারাও আমাকে ভালোবাসে- আলী বিন আবু তালিব, মিকদাদ, আবু যর ও সালমান রা.।

* * *

রাসূল ﷺ মুহাজিরদেরকে দশটি দলে ভাগ করেছেন। আর তাঁদের প্রত্যেক দলকে এক একটি ঘরে থাকতে দিয়েছেন।

মিকদাদ ওই দশ জনের একজন ছিলেন যাদের রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকার কারণে রাসূল ﷺ-এর উত্তম ব্যবহার ও তাঁর উত্তম চরিত্রের মজা উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছিল।

* * *

হযতর মিকদাদ রা. বর্ণনা করেন-

আমি ওই দশজনের একজন ছিলাম যাদেরকে রাসূল ﷺ নিজের সাথে তাঁর বাড়িতে রাখার জন্যে নির্বাচন করেছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর পরিবারের জন্যে তিনটি পাত্র ছিল। সেগুলোর মধ্যে দুধ দোহন করা হতো এবং তা আমাদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হতো। আমরা রাসূল ﷺ–এর জন্যে তাঁর অংশ তুলে রাখতাম।

একরাত আমি ও আমার দু' সাথী এসেছি তখন ক্ষুধা আমাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এমনকি আমাদের মনে হচ্ছিল ক্ষুধার কারণে আমরা অচেতন হয়ে কিছু দেখতে পাব না, কিছু শুনতেও পাব না।

আমার দু' সাথী তাদের অংশ খেয়ে ঘুমিয়ে গেল, কিন্তু আমার ক্ষুধা এত বেশি ছিল যে, আমার অংশ খাওয়ার পরেও আমার ক্ষুধা মিটেনি। আর তাই ক্ষুধার কারণে আমার ঘুম আসছিল না।

তখন শয়তান আমাকে ধোঁকা দিতে লাগল। সে বলল, তোমার কি হয়েছে তুমি রাসূল ﷺ-এর জন্যে যে অংশ তুলে রাখা হয়েছে তা খেয়ে নিলেই তো হয়। কেননা রাসূল ﷺ-এর কাছে তো আনসাররা আসবে এবং তাকে বিভিন্ন হাদিয়া দেবে।

শয়তান আমার মনে এভাবে ধোঁকা দিয়ে যেতে লাগল অবশেষে আমি তা খেয়ে ফেললাম।

কিন্তু খাওয়ার পরে এবার শয়তান আমাকে নিন্দা করতে লাগল।

সে বলতে লাগল- তুমি কি করেছ?!!

এখন মুহাম্মাদ আসবে আর এসে তাঁর অংশ সে পাবে না। এতে সে তোমার জন্যে বদদোয়া করবে আর তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওই রাতে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমার গায়ে একটি কাঁথা ছিল, কিন্তু তা অনেক ছোট ছিল যার কারণে আমি যদি তা দ্বারা মাথা ঢাকি তাহলে পা খালি হয়ে যায় আর যদি পা ঢাকি তাহলে মাথা খালি হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ রাতে ঘরে আসলে সালাম দিতেন। তিনি এমনভাবে সালাম দিতেন যে, তাঁর সালাম জাগ্রতরা শুনতো, কিন্তু ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙত না।

এর কিছুক্ষণ পরেই রাসূল ﷺ ঘরে এসে সালাম দিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ যতক্ষণ চেয়েছিলেন ততক্ষণ নামায আদায় করেছিলেন আর আমি কাঁথার নিচ দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম।

তারপর তিনি তাঁর অংশ খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। তিনি তাঁর দু' হাত তুললেন.....

তখন আমি বললাম, এ বুঝি তিনি আমার বিরুদ্ধে দোয়া করবেন আর এতে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

কিন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে খেতে দিও যে আমাকে খেতে দেবে আর তাকে পান করাও যে আমাকে পান করাবে।

তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, আমি রাসূল ﷺ-কে খাওয়াব এবং তাঁর দোয়ার অধিকারী হয়ে সফল হব।

আমি শোয়া থেকে ওঠে একটি ছুরি নিয়ে মনে মনে বললাম, আমি অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর জন্যে একটি ছাগল জবাই করব, কিন্তু আমি ছাগলের কাছে গিয়ে দেখি তাঁর ওলানে দুধে ভরা যদিও তা কিছুক্ষণ আগেই ভালোভাবে দোহন করা হয়েছিল।

তখন আমি একটি পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করে তা রাসূল ﷺ-কে দিলাম।

রাসূল ﷺ তা থেকে পান করলেন। তারপর আমাকে দিলেন আমিও পান করলাম।

তারপর তিনি আবার পান করলেন। তারপর আমাকে দিলেন আমিও আবার পান করলাম। এরপরে আমি হেসে ফেললাম।

তখন তিনি বললেন, হে মিকদাদ! এটি তোমারি কাজ; তাহলে তুমি কি কারণে হেসেছ?

আমি তাঁকে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিলাম।

এতে তিনি বললেন, এটি আল্লাহর রহমত ব্যতীত আর কিছুই না। যদি তুমি তোমার দু' সাথীকে জাগাতে তাহলে তারা আমাদের এখান থেকে পান করতে পারত।

আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! যখন আপনি এখান থেকে পান করলেন আর আমিও পান করলাম এরপরে কেউ এখান থেকে পান করলে আমার কোনো সমস্যা নেই।

* * *

মিকদাদ বিন আমর মদিনায় অবস্থান করছিলেন, কিন্তু তিনি তখনো বিয়ে করতে পারেননি। একদিন তিনি আব্দুর রহমান বিন আউফ রা.-এর মজলিসে বসেছিলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, তোমার কি হয়েছে তুমি কেন বিয়ে করছ না?

তখন মিকদাদ রা. তাকে বললেন, তোমার মেয়ে আমার কাছে বিয়ে দাও।

আব্দুর রহমান বললেন, আমার মেয়ে!!.... তোমার কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না। তিনি তাঁকে আরো এমন কিছু কথা বললেন যা তাকে খুশি করেনি।

তখন মিকদাদা রা. উঠতে উঠতে বললেন, আমাদের থেকে জাহিলিয়াত এখনো যায়নি।

জেনে রাখ! ইসলাম তার সন্তানদের সমান করে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহকে ভয় করে তাকে অধিক সম্মান দিয়েছে।

তারপর তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে আব্দুর রহমানের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা বললেন।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর রাসূলের সাথে তুমি বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত হবে এতে কি তুমি সন্তুষ্ট না?

একথা শুনে যেন মিকদাদ রা. নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তিনি বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল, কিন্তু কার মাধ্যমে আমি এ সম্পর্কের অধিকারী হব?

রাসূল ﷺ বললেন, আমি সে ব্যবস্থা করব?

এরপর তিনি যোবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব রা.-এর কন্যা জুবাআ আ. কে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন।

আর এর মধ্য দিয়ে মিকদাদ রাসূল ﷺ-এর আত্মীয়দের একজন হয়ে গেলেন।

* * *

এরপর একদিন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সেই যুদ্ধে রাসূল ﷺ তিনশত তেরজনের একবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্যে রওনা দিলেন।

কিন্তু এ সকল যোদ্ধা বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ করতে বের হননি; বরং তাঁরা ছোট একটি অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।

কিন্তু পরে কোরাইশদের এক হাজার বাহিনী আগমনের কথা শুনতে পেয়ে রাসূল ﷺ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেলেন।

আর এ কারণে তিনি এ ব্যাপারটি তাঁর সাহাবীদের কাছে তুলে ধরলেন। যাতেকরে তিনি তাদের সমর্থন আছে কি না তা জানতে পারেন।

আবু বকর রা. এটিকে ভালো বলেছেন।

ওমর রা.-ও ভালো বলেছেন।

কিন্তু এরপরও এমন এক কথা রাসূল ﷺ-এর শুনা দরকার ছিল যা তাঁর অন্তরে যুদ্ধের প্রেরণা জোগাবে এবং তাঁর কদম শক্তিশালী করবে।

আর একথা মিকদাদ বিন আমর রা.-এর মুখ থেকে বের হয়েছিল।

তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যেদিকে দেখান আপনি সেদিকে চলুন আমরা আপনার সাথেই আছি।

আল্লাহর শপথ! বনূ ইসরাঈল যেভাবে তাদের নবী মূসা আ. কে বলেছিল "আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আর আমরা এখানে বসলাম" আমরা সেভাবে বলব না।

বরং আমরা বলল, আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন আর আমরা আপনাদের সাথেই যুদ্ধ করব।

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আপনি যদি আমাদেরকে বারকুল গামাদেও নিয়ে যান আমরা সেখানেও যুদ্ধ করতে করতে যাব।

তার একথা শুনার পর রাসূল ﷺ-এর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। তিনি তাঁকে ভালো বললেন এবং তাঁর জন্যে কল্যাণের দোয়া করলেন।

মিকদাদ রা. একমাত্র যোদ্ধা যিনি বদরের যুদ্ধে ঘোড়ায় চড়ে মোকাবেলা করেছিলেন যদিও অন্যরা হয় উটে চড়ে না হয় হেঁটে যুদ্ধ করেছিলেন।

আর এ কারণে ইসলামী ইতিহাসে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ঘোড়ায় চড়ে শত্রুদেরকে মোকাবেলা করেছিলেন।

* * *

মিকদাদ রা. বদরের যুদ্ধে জিহাদের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে তিনি সারা জীবন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জিহাদ করার শপথ করেন এবং সেই শপথ তিনি পূর্ণও করেছেন।

তাঁকে এক লোক দেখল তিনি উসমান রা.-এর আমলে হিমসের এক বাজারে একটি বাক্সের ওপর বসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। অথচ তিনি কোমরে তরবারি নিয়ে বসেছিলেন।

তখন তাঁকে এক লোক বলল, আপনি কি বাড়ি যাবেন না? আল্লাহ্ তো আপনাকে ওযর দিয়েছেন। আপনি আপনার যে বয়সে পৌছার সে বয়সে পৌছেছেন।

তিনি বললেন, তোমার জন্যে আফসোস! আমাদেরকে সূরা বুউ'স বসে থাকতে নিষেধ করছে (উদ্দেশ্য সূরা আনফাল)।

তুমি কি শুন নিই?

আল্লাহর বাণী-

انفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا.

অর্থ: "তোমরা স্বল্প ও প্রচুর সরঞ্জামের সাথে বের হয়ে পড়"..........

তুমি কি দেখ এখানে আল্লাহ্ কাউকে বাদ দিয়েছেন?

* * *

মিকদাদ রা. রজত্ব থেকে দূরে থেকে জিহাদ করতে করতে তিহাত্তর বয়সে পৌছলেন।

যখন তাঁর মৃত্যু এল........

তখন রাসূল ﷺ-এর বাকী থাকা সাহাবায়ে কেরামরা বলতে লাগলেন, রাসূল ﷺ-এর একটি তরবারি তার খাপে ফিরে যাচ্ছে.........।[৩৭]

---

[৩৭] তথ্যসূত্র

১. আল ইসাবা-৩য় খণ্ড, ৪৫৪ পৃ.।
২. আল ইসতিআ'ব-৩য় খণ্ড, ৪৭২ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্-৫ম খণ্ড, ২৫১ পৃ.।
৪. তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব-১০ম খণ্ড, ২৭৫ পৃ.।
৫. সিফাতুস্ সফওয়া-১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃ.।
৬. হায়াতুস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃ. ও ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ.।
৭. সিয়ারাতুবনি হিশাম-১ম খণ্ড, ১১৩ পৃ. ও ২য় খণ্ড, ৫ পৃ. ও ৩য় খণ্ড, ৯৪ পৃ.।
৮. আল আ'লামু ওয়া মুরাজিআহ্-৮ম খণ্ড, ২০৮ পৃ.।

আমর
বিন উমাইয়া আজ্জমিরী রা.

"রাসূল ﷺ পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের কাছে তাঁর পত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করেছিলেন....... আমর বিন উমাইয়া তাঁদেরই একজন।"

রাসূল ﷺ ও মুশরিকদের চলমান যুদ্ধে পঞ্চম হিজরী ছিল সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসময়ের বছর।

কেননা কোরাইশরা যখন দেখল মুসলমানগণ ধীরে ধীরে তাদের থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠছে তখন তারা পাগলের মতো হয়ে গেল।

আর এ কারণে এ যুদ্ধ বাঁচা-মরার যুদ্ধে পরিণত হলো।

তাই তারা তাদের সর্বচেষ্টা দিয়ে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

অন্যদিকে মুসলমানগণও কোরাইশদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অসতর্ক ছিলেন না। আর মুশরিকদের থেকে তাদেরও ও সাহসিকতা ও আগ্রহ কম ছিল না।

দু' দলেরই গোয়েন্দা ও জান উৎসর্গকারীরা নিজেদেরকে যেভাবে প্রস্তুত রাখার তেমনি রেখেছেন।

* * *

একদিন রাসূল ﷺ তাঁর বিশেষ সাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে গোপনে মক্কায় গিয়ে এমন কিছু করবে যা আরববাসী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের কাছে থাকা সংবাদ আমাদেরকে এসে জানাবে।

রাসূল ﷺ-এর কথায় আমর বিন উমাইয়া রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তাঁর কথায় রাসূল ﷺ-এর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়া রা. একাজ তোমার জন্যেই।

* * *

আমর বিন উমাইয়া রা. আরবদের উল্লেখযোগ্য একজন বীর ছিলেন। যার অন্তর ছিল সাহসী আর মেধা ছিল প্রখর।

যিনি কঠিন শক্তির অধিকারী ছিলেন।

যে কোনো কঠিন কাজ হোক না কেন তিনি তা সমাধান করে ফেলতেন।

যে জিনিস কোনোভাবে উদ্ধার করা যাবে না সেই জিনিসও তিনি উদ্ধার করার একটি পথ বের করতেন।

আর এর একটি উদাহরণ-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একটি পত্র দিয়ে তাঁকে হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাসীর কাছে প্রেরণ করলেন, যে বাদশাহ মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

যখন বাদশাহ্ তাঁকে অন্যদের মতো প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন তখন তিনি দেখলেন প্রবেশের দরজাটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, যে কোনো ব্যক্তি এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হলে তাকে বাদশার সামনে রুকুর মতো হয়ে অর্থাৎ সম্মানার্থে নত হয়ে প্রবেশ করতে হবে।

আর তাই তিনি যখন দরজার কাছে পৌছলেন তখন ঘুরে গিয়ে উল্টোভাবে প্রবেশ করলেন।

এ বিষয়টি লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে, তাই তারা তাঁকে আটক করে নাজ্জাসীর সামনে নিয়ে গেল।

তাঁকে নাজ্জাসী বলল, অন্য মানুষেরা যেভাবে প্রবেশ করে তুমি কেন সেভাবে প্রবেশ করনি?

তিনি বললেন, কেননা আমরা মুসলমান জাতি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকটে মাথা নত করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

নাজ্জাসী তাঁর ওজরকে গ্রহণ করেছে।

সার সংক্ষেপে বলা যায় এ কাজের জন্যে আমর বিন উমাইয়া রা.-ই উপযুক্ত ছিলেন। যদি তাঁর মধ্যে কোনো দোষ থাকত তাহলে মক্কাবাসীতো তা জানত। আর তাঁর বলা-চলাও এমনিই ছিল।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহযোগিতার জন্যে আনসারী এক সাহাবীকে সাথে দিলেন। তাঁরা দু'জন তৎকালীন শিরকের দুর্গ মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা

হলেন। তাঁরা রাতে সফর করতেন আর দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। যাতেকরে তাঁদেরকে কোরাইশদের কোনো গোয়েন্দা দেখতে না পায়।

তাঁদের দু'জনেই মনে মনে আবু সুফ্য়ান বিন হারবকে হত্যা করার অথবা তাকে বন্দি করে নিয়ে আসার আশা করছিলেন।

* * *

মক্কার নিকটবর্তী হওয়ার পর তাঁরা তাদের বাহন মক্কা থেকে দূরে এক গিরিপথে বেঁধে রাখলেন এবং অন্ধকারের চাদরের ভেতর দিয়ে মক্কা নগরীর দিকে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা আবু সুফিয়ানের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

তখন আনসারী সাহাবী আমর রা. কে বললেন, হে আবু উমাইয়া, হায়! আমরা যদি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করতাম এবং সেখানে দু' রাকাত নামায আদায় করতাম, তারপর আমরা আমাদের কাজে যেতাম।

আমর রা. বললেন, কোরাইশদের একটি অভ্যাস হচ্ছে তারা রাতের খাবার বেশির ভাগ সময় ঘরের বারান্দায় বসে বসে খায়। আর তাদের বারান্দাগুলো কা'বা মুখী।

এখন তো যুদ্ধের সময়; সুতরাং লোকেরা এখন সকলে জাগ্রত।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আনসারী সাহাবী বললেন, আমি তোমাকে এ কাজ করতে দোহাই দিচ্ছি। আল্লাহ চাহেতো আমাদেরকে কোনো ক্ষতি আক্রান্ত করতে পারবে না।

তার কথা রেখে আমর বাইতুল্লাহর দিকে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা সাত বার চক্কর দিলেন। তারপর দুই রাকাত নামায আদায় করে যে উদ্দেশ্যে আসলেন সেদিকে রওনা দিলেন।

* * *

আমর রা. বলেন-

আমরা নামায শেষ করে দেখলাম অন্ধকারে এক লোক আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

সে আমাকে চিনতে পেরে বলল, আমর বিন উমাইয়া?

আল্লাহর শপথ! সেতো কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়া মক্কায় আসেনি। সে চিৎকার করে লোকদেরকে ডাকতে লাগল।

তখন আমি আমার সাথীকে বলতে লাগল- বাঁচাও! বাঁচাও! কেননা মানুষ আমাদের সম্পর্কে জেনে গেছে। যদি তারা আমাদেরকে ধরতে পারে তাহলে তারা খুবাইবের হত্যার স্থানেই আমাদেরকে হত্যা করবে।

আমরা পাহাড়ের দিকে চলে গেলাম। আর লোকেরা আমাদেরকে খুঁজতে দ্রুত বের হয়ে পড়ল। আমি মক্কার গিরিপথগুলো ভালোভাবে চিনতাম। আর তাই আমরা একের পর অন্য গিরিপথে প্রবেশ করতে লাগলাম। অন্যদিকে তারা আমাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল।

* * *

আমি ও আমার সাথী পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। আর ওই রাত আমরা সেখানেই কাটিয়েছি।

পরের দিন সকালে আমরা দেখতে পেলাম একলোক আমাদের গুহার পাশেই তার জন্যে একটি দুর্গ বানাচ্ছিল।

তাকে দেখে আমরা নড়াচড়া বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে পড়ি, যেন সে আমাদেরকে দেখতে না পায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে আমাদের গুহার সামনে এসে সেখানে প্রবেশ করতে চেষ্টা করল।

তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, যদি সে আমাদেরকে দেখে তাহলে চিৎকার করবে, এতে মানুষ আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে যাবে। আমার সাথে একটি খঞ্জর ছিল।

আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিলাম। তখন সে এমন জোরে চিৎকার দিল যে, তার চিৎকার গুহার দেয়ালে আঘাত করে প্রতিধ্বনিত হয়ে কোরাইশদের কানে পৌঁছে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আওয়াজের দিকে মানুষ দৌড়ে আসতে লাগল। তখন আমি আমার স্থানে ফিরে গিয়ে আমার সাথীর পাশে বসে পড়ি।

তারা তাকে তার শেষ মুহূর্তে এসে পেল।

তারা তাকে বলল, তোমাকে কে মেরেছে?

সে বলল, আমর বিন উমাইয়া।

তারা বলল, সে কোথায়?

সে বলতে গেল, কিন্তু তার বলার আগেই তাকে মৃত্যু গ্রাস করে ফেলল।

যদিও আমরা তখন তাদের থেকে দু' বা তিন তীরের দূরত্বে অবস্থান করছিলাম। তাদের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম এবং তারা যা করছে তা দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাদের কারো মনে গুহায় প্রবেশ করার চিন্তা জাগল না। তারা আমাদের খুঁজতে গুহার পেছনের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু আমাদের কোনো চিহ্ন না পেয়ে লোকটিকে নিয়ে চলে গেল।

* * *

এরপর সারাদিন আমরা সেই গুহায় ছিলাম। যখন রাতের অন্ধকার নেমে এলো আমি আমার সাথীকে বললাম, নিজেকে বাঁচাও! নিজেকে বাঁচাও! কেননা কোরাইশ গোয়েন্দারা সব জায়গায় আমাদেরকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে।

আমরা মদিনার উদ্দেশে রওনা দিলাম, কিন্তু হঠাৎ খুবাইবের কথা আমাদের মনে পড়ল। যাকে কোরাইশরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরে এনে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করেছে। তারা সেই শূলিটি এখনো রেখে দিয়েছে যাতেকরে মানুষ তা দেখতে পারে।

আমি বললাম, আমি তা খুলে ফেলব এবং তা দূরে ফেলে দেব।

তখন আমরা সেই পথের দিকে পা বাড়ালাম। আমরা যখন প্রহরীদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তাদের একজন বলল, এ গতকাল আমি এক লোককে চলতে দেখলাম, যার চলন আমর বিন উমাইয়ার মতো। যদি সে মদিনায় চলে না যেত তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম সে লোকটিই আমর বিন উমাইয়া।

আমি এমন ভাব নিলাম মনে হয় যেন, আমি কিছুই শুনিনি। আমি সেই শূলির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ওপর হামলা করি এবং সেটিকে টেনে উঠিয়ে ফেলি। তারপর সেটিকে আমার পেছনে বহন করে দূরবর্তী পানির কূপের দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম।

আর ঠিক তখন প্রহরী আমার পিছু নিল। তখন আমি পাহাড়ের কিনার দিকে যেতে লাগলাম যেটির নিচে পানি আছে এবং খুবাইবের লাশকে সেখানে নিক্ষেপ করলাম।

তখন প্রহরী আমাকে ছেড়ে খুবাইবের লাশের দিকে ছুটে গেল। তারা খুবাইবের লাশকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা অদৃশ্য করে দিলেন। তারা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পেল না।

* * *

তারপর আমি ও আমার সাথী চলতে লাগলাম। আমরা চলতে চলতে সহনান নামক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলাম।

এমন সময় পরিণত বয়সের এক চক্ষু কানা এক লোক আমাদের নিকটে এল। সে আমাদেরকে সালাম দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কোন গোত্রের?

আমি বললাম- বনূ বকর গোত্রের। আপনি কোন গোত্র থেকে এসেছেন?

সে বলল, আমিও বনূ বকর গোত্র থেকে এসেছি।

আমি বললাম, আপনাকে স্বাগতম।

তারপর সে শুয়ে গানের সুরে উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগল-

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيًّا

وَلَا دَانَ لِدِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَا

অর্থ:

জীবিত থাকিব যতদিন

মুসলিম হব না ততদিন।

ইসলামের সাথে মিলিত ধর্ম দ্বীন

তাও মানিব না কোনো দিন।

তার কথা শুনে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, অচিরেই তুমি জানবে।

এরপর আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন সে ঘুমাল তখন আমি আমার ধনুকটি নিয়ে তার ভালো চোখটি বরাবর ধরে পূর্ণ শক্তি দিয়ে আঘাত করি।

এরপর আমি আমার সাথীকে জাগিয়ে বললাম, নিজেকে বাঁচাও! নিজেকে বাঁচাও! আমি একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছি।

তারপর আমরা মদিনার দিকে রওনা দিলাম।

আমরা যখন মদিনার থেকে দু'দিনের দূরত্ব স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দু'জন লোকের সাথে আমাদের দেখা হয়, যাদেরকে কোরাইশরা মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্যে গোয়েন্দা হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেছিল।

তখন আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে আমার ধনুক তাক করে ধরে বললাম, তোমরা আত্মসমর্পণ কর। তারা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে।

তখন আমি তাঁদের একজনকে তীর নিক্ষেপ করি এতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জীবিত থাকা লোকটি তখন আত্মসমর্পণ করল। আমি তাকে ও তার সাথে থাকা সবকিছু নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম।

রাসূল ﷺ আমাদেরকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, চেহারাগুলো সফল হয়েছে।

তারপর তিনি আমাদেরকে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগালেন।

আমি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে লাগলাম আর তিনি তা শুনে মৃদু হাসছিলেন।[৩৮]

---

[৩৮] তথ্যসূত্র

১. ইবনি হিশাম-৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃ.।
২. খলিফাতুবনি খয়্যাত-৬২ ও ৬৩ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গবাহ্-৪র্থ খণ্ড, ১৯৩ পৃ.।
৪. আল ইখতিফাউ ফি মাগাজী রাসূলিল্লাহি (স.) ওয়াছ্ ছালাছাতিলুল খোলাফায়ি লিল কালাঈ-২য় খণ্ড, ৪৯২ পৃ.।
৫. আনসাবুল আশরাফ-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. আল ইসাবা-২য় খণ্ড, ৫২৪ পৃ.।
৭. আল ইসতিআ'ব-২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃ.।
৮. তাজ্‌রীদু আসমায়িস্ সাহাবা-১ম খণ্ড, ৪৩৭ পৃ.।
৯. তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব-৮ম খণ্ড, ৬ পৃ.।
১০. ইবনি কাছীর-৪র্থ খণ্ড, ৭০ পৃ. ও ৮ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।
১১. আল জামউ বায়না রিজালিস্ সহীহাইন-১ম খণ্ড, ৩৬২ পৃ.।
১২. আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল-১ম খণ্ড, ২২০ পৃ.।
১৩. আত্ ত্বাবাকাতুল কুবরা-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১৪. সিযারু আ'লামিন নুবালা-৩য় খণ্ড, ১২০ পৃ।

রাজিয়ের ঘটনা ও ছয়জন পুণ্যবান লোকের শহীদের দিন

صَلَّى الْإِلٰهُ عَلَى الَّذِيْنَ تَتَابَعُوْا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَأُكْرِمُوْا وَأُثِيْبُوْا

"আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন যারা রাজিয়ের দিনে আনুগত্য করেছেন বিনিময়ে সম্মানিত হয়েছেন, আর সওয়াব প্রাপ্ত হয়েছেন।"

তৃতীয় হিজরীর শেষ দিকে বনূ খোজামার একদল লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের ইসলামের কথা সকলের সামনে প্রকাশ করলেন।

তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে খুব ভালোভাবে আপ্যায়ন করলেন এবং তাদেরকে খুবই মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাদর করলেন।

তাদের আগমনে সাহাবায়ে কেরামও খুব খুশি হলেন। তাঁরা তাদেরকে খুবই উত্তমভাবে সুভেচ্ছা ও স্বাগত জানালেন।

এ দল ফিরে যাওয়ার সময়ে রাসূল ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের গোত্রের অনেক লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, কিন্তু তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছে না এবং ইসলামের নূর দ্বারা আলোকিত হতে পারছে না।

হায়! আপনি যদি আমাদের সাথে আপনার একদল সাহাবী পাঠাতেন যারা তাদেরকে কুরআন শিখাবে এবং মসয়ালা-মাসায়েল বুঝিয়ে দেবে।

রাসূল ﷺ তাদের কথায় সাড়া দিয়ে তাদের জন্যে ছয়জন সাহাবী নির্বাচন করলেন। তারা হচ্ছেন- মারছাদ আল গানাবী, খালিদ আল লায়ছী, আব্দুল্লাহ বিন তারিক, জায়েদ বিন আদ্দাছিন্নাহ্, খুবাইব বিন আদী ও আসিম বিন সাবিত রা.।

রাসূল ﷺ তাদেরকে বনূ খুজামার আগত লোকদের সাথে যেতে প্রস্তুতি নিতে বললেন এবং তাদেরকে নতুন কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন।

* * *

এ ছয় সাহাবীকে রাসূল ﷺ এ কাজের জন্যে নির্বাচন করার কারণে খুব খুশি হলেন আর অন্যান্য সাহাবীগণ তাদেরকে এমন মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্যে খুব ঈর্ষান্বিত হলেন।

কেনই বা তাঁরা খুশি হবেন না আর কেনই বা অন্যরা ঈর্ষান্বিত হবেন না?!

কেননা তাঁরা তো ইতোঃপূর্বে রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। আর আগত এ সুযোগ তাঁদের হিজরতের পুণ্যকে আরো বাড়িয়ে দিল।

* * *

রাসূল ﷺ এ ছয়জন সাহাবীকে প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়ে বিদায় জানালেন। তিনি মারছাদ রা. কে তাঁদের নেতা নির্বাচন করে দিলেন।

তারপর তাঁরা তাদের পরিবার, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বিদায় নিয়ে রওনা দিলেন।

* * *

এ ছয়জন সাহাবী মদিনায় তাঁদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সব রেখে......

নিজেদের আপনজন ও নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে বনূ খুজামার লোকদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় চলতে লাগলেন, কিন্তু এসব কিছু তাঁদের কাছে এত বেশি কষ্টের মনে হচ্ছে না। তাঁদের মনে সবচেয়ে কষ্ট লাগছে, তাঁরা রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে দূরে যাচ্ছে।

তাছাড়া রাসূল ﷺ তাঁদেরকে কোনো সময় বেঁধে দেননি। সুতরাং কত দিনের জন্যে তাঁরা রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে যাচ্ছেন তা নির্দিষ্ট ছিল না, হতে পারে সারা জীবনের জন্যে।

* * *

এ কাফেলা বনূ খুজামার গোত্রের সাথে আসফান নামক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সত্য ও হেদায়েতের অনুসারী সাহাবীগণ মরুর পর মরু পার হচ্ছিলেন শুধু আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কারণে।

কিন্তু যখনি কাফেলা মিনতাকাতুর্ রজীয়ে গিয়ে পৌঁছলো তখন বনূ খুজামার লোকেরা কঠিন এক বিশ্বাসঘাতকতা করল যা মুসলমানদের অন্তরকে দু'খণ্ড করে দিল, তাদের হৃদয়কে ভেঙে দিল।

* * *

বনূ খুজামার যে দলটি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসেছেন তারা বনূ হুজাইলিদের কাছ থেকে একটি চুক্তি নিয়ে এসেছে। তারা তাদেরকে পাঠিয়েছে যেন তারা রাসূল ﷺ-এর বড় বড় সাহাবীদের থেকে কয়েকজনকে নিয়ে আসে।

কেননা বনূ হুজাইলিদের দু' লোক কোরাইশদের হাতে বন্দি। আর তাই তারা ওই সকল বন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে রাসূল ﷺ-এর দু' সাহাবীকে পেশ করবে।

আর বাকিদেরকে কোরাইশদের মধ্যে যে নিজেদের পিতা-পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে চাইবে, তার কাছে বিক্রি করে দেবে।

যখন এ কাফেলা মিনতাকাতুর্ রজীয়ে পৌঁছল তখন তাদেরকে বনূ খুজামার লোকেরা ছেড়ে চলে গেল। আর অন্যদিকে হুজাইলীরা তাঁদের দিকে বর্শা তরবারি নিয়ে এগিয়ে এল। তারা তাঁদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

তখন এ ছয়জন সাহাবী বাহন থেকে নেমে এদের সাথে লড়াই করার জন্যে এগিয়ে খাপ থেকে তরবারি হাতে নিল।

তাকে এগিয়ে আসতে দেখে হুজাইলীরা বলল, আমরা এলাকার বাসিন্দা, আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং আমরা শক্তিশালী। আর তোমাদের সংখ্যা অনেক কম এবং তোমরা দুর্বল।

তাছাড়া কা'বার প্রভুর শপথ করে বলছি, আমরা তোমাদের ক্ষতি করতে চাই না এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধও করতে চাই না; বরং আমরা ইচ্ছে করেছি তোমাদের দ্বারা মক্কাবাসীদের থেকে কিছু অর্থ অর্জন করব।

আর একথার ওপর আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে আমরা তোমাদের সাথে ওয়াদা করলাম।

* * *

রাসূল ﷺ-এর ছয় সাহাবী হঠাৎ এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়ে তাঁরা কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না।

তখন আল্লাহর ইচ্ছায় ছয়জন সাহাবী দু' পন্থা অবলম্বন করলেন।

তাদের মধ্যে আসিম বিন সাবিত আল আনসারী রা., মারছাদ আল গানাবী, খালিদ আল্লায়ছী রা. আত্মসমর্পণে মৃত্যুকে নিশ্চিত দেখতে পেয়ে তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিকদের কোনো ওয়াদাকে গ্রহণ করব না এবং আমরা তাঁদের কোনো চুক্তিতে রাজি নই।

তারপর তাঁরা হুজাইলীদের সাথে লড়াই করতে করতে একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন।

অন্যদিকে অন্য তিনজন সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন তারিক, জায়েদ বিন আদ্দাছিন্নাহ্, খুবাইব বিন আদী রা. মুশরিকদের নিরাপত্তা গ্রহণ করলেন।

* * *

হুজাইলীরা যখন জানতে পারল নিহত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন আসিম বিন সাবিত রা.; এতে তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল।

কেননা আসিম উহুদের দিন একই পরিবারের তিন সন্তান ও তাদের বাবাকে হত্যা করেছে। তখন তাদের মা মান্নাত করে সে যদি আসিমকে ধরতে পারে তাহলে তার মাথার খুলিতে মদ রেখে পান করবে। আর যে ব্যক্তি আসিমকে জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারবে সে যা চাইবে তাকে তাই দেবে।

হুজাইলীরা আসিম রা. শরীর থেকে মাথা আলাদা করে নিয়ে আসতে গেল, কিন্তু তারা দেখল মৌমাছিরা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। তাঁরা যত বারই তাঁর লাশের কাছে যেতে চাইল তত বারই মৌমাছিরা তাদেরকে আক্রমণ করতে ছুটে আসত।

তখন তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, এখন রাখ, রাতে যখন মৌমাছিরা চলে যাবে তখন আমরা তার মাথা আলাদা করে নিয়ে মক্কায় নিয়ে যাব।

* * *

দিনের শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল, কিন্তু সন্ধ্যা নেমে আসার সাথে সাথে আকাশে কালো মেঘ জমে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি এতবেশি বর্ষিত হয়েছে যে ওই এলাকাবাসী তাদের জীবনে কখনো এমন বৃষ্টি দেখেনি। বৃষ্টির পানি স্রোত ধারা বইতে শুরু করল। আর সেই স্রোত আসিম রা.-এর লাশকে অনেক দূরে নিয়ে গেল যেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। ওদিকে হুজাইলীরা পরের দিন সকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আসিম রা.-এর লাশ খুঁজে পেল না।

অবেশেষে তারা আফসোস করতে করতে ফিরে গেল।

আসেম রা. শহীদ হওয়ার পূর্বে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ যেন তাঁর গোস্ত ও হাড়ের ওপর কাউকে বিজয় হতে না দেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর শরীরকে মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আর এ কারণে ওমর রা. বলতেন, আল্লাহ ঈমানদার বান্দাকে হেফাজত করছেন, আসেম মান্নাত করেছিল তাঁর যেন কোনো মুশরিককে স্পর্শ করতে

না হয় আর মুশরিকরাও যেন তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে, আল্লাহ্ তায়ালা মৃত্যুর পরও তাঁকে হেফাজত করেছেন যেমনিভাবে জীবিত থাকাকালে তাঁকে হেফাজত করেছেন।

* * *

হুজাইলীরা বাকি তিনজন বন্দি সাহাবীদের থেকে তরবারি ও তীর-ধনুক নিয়ে গেল এবং তাদেরকে বন্দি করে ফেলল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক রা. বন্দিকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, এ হচ্ছে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা।

আব্দুল্লাহ রা. হাতের বাঁধ খুলে ফেলার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগল। যখন তিনি তাদেরকে অন্যমনস্ক দেখলেন তখন তিনি নিজের হাতের বাঁধ খুলে ফেললেন। এরপর তিনি তাঁর সাথী খুবাইব ও জায়েদ রা.-এর বাঁধ খুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু হুজাইলীরা তা দেখে ফেলে। তারা তাঁকে পাথর মেরে শহীদ করে দিল।

এরপর তারা বাকি দু'জনকে নিয়ে চলতে লাগল। মক্কায় পৌঁছার পর তাঁদেরকে মানুষদের হাতে সোপর্দ করে দিল।

* * *

কোরাইশী হিংসাত্মক এ সকল কাফিররা সকলে চাইল এ দু'জন সাহাবীকে ক্রয় করতে, চাই তা যত মূল্য দিয়ে হোক। যাতেকরে এদেরকে হত্যা করে তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে।

* * *

লোকেরা যখন মূল্য বৃদ্ধি করে ক্রয় করতে চাইল তখন কোরাইশী এক নেতা দাঁড়িয়ে বলল, হে কোরাইশরা! তোমরা এ দু' বন্দিকে ক্রয় করতে প্রতিযোগিতা করো না এবং দামও বৃদ্ধি করো না; বরং এদের থেকে যাদের প্রতিশোধ নেয়া দরকার তাদের জন্যে এদেরকে রেখে দাও। কেননা সে তোমাদের থেকে বেশি হক্দার।

* * *

জায়েদ বিন দাছিন্না রা. কে সুফওয়ান বিন উমাইয়া তার বাবা উমাইয়া বিন খালফের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অনেক দাম দিয়ে ক্রয় করে নিল।

অন্যদিকে হারিসের সন্তানরা তাদের বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে খুবাইব রা. কে ক্রয় করে নিল। তাদের বাবা হারিস বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

* * *

সুফওয়ান তার বাবার প্রতিশোধ নিতে ধৈর্যধারণ করতে পারল না। কেননা তার মনে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্যে হিংসার পাহাড় জমা ছিল যার কারণে সে তার বন্দিকে খুব তাড়াতাড়ি হত্যা করে কোরাইশদের পিপাসা মিটাতে চাইল এবং তাদের চক্ষুগুলোকে শীতল করতে চাইল।

আর তাই সে তাঁকে মিনতাকাতুত্তানই'মে হত্যা করতে চাইল। সে তাঁকে সেখানে হত্যা করবে যাতেকরে তাঁর লাশ বিচরণ করা কুকুর ও উড়ন্ত পাখিরা ভক্ষণ করতে পারে।

সে সেখানে একটি স্থান নির্ধারণ করে দিল আর সে কথা পুরা মক্কায় প্রচার করতে লাগল।

* * *

মক্কা নগরীতে রাত শেষে পরের দিনের সূর্য উঠতে না উঠতেই হিংসাত্মক ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিদ্বেষী কোরাইশরী নারী-পুরুষ ও শিশুরা দলে দলে নির্ধারিত স্থানের দিকে ছুটে যেতে লাগল। আর তাদের সকলের সম্মুখে জায়েদ রা.কে হত্যা করার জন্যে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। আর এ বিশাল বাহিনীর সামনে ছিল কোরাইশদের নেতা আবু সুফওয়ান বিন হারব।

* * *

জায়েদ রা. কে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুত করা হলো। ছোট-বড় সকলে যেন তার হত্যার দৃশ্য দেখতে পায় তাই তাঁকে উঁচুস্থানে ওঠানো হলো।

তখন মৃত্যু এমন এক ব্যক্তির জন্যে অপেক্ষা করছিল যিনি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও দৃঢ় ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল হাস্যউজ্জল। আবু সুফওয়ান তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলল,

হে জায়েদ! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি- তুমি কি পছন্দ কর তোমার স্থানে মুহাম্মদ থাকবে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদকে হত্যা করা হবে আর তোমাকে ছেড়ে দেবে, এতে তুমি তোমার পরিবারের নিকট নিরাপদে ফিরে যাবে?

আবু সুফওয়ানের কথা শুনে জায়েদ রা. মৃদু হাসি দিয়ে বললেন,

আল্লাহর শপথ! এখানে তো দূরের কথা তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানে তাকে একটি কাঁটা দ্বারা আঘাত করা হবে আর আমি নিরাপদে আমার পরিবারের নিকটে ফিরে যাব এটিও আমি পছন্দ করি না।

এতে মানুষের রাগ আরো বেড়ে গেল তারা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, তাকে হত্যা কর............... তাকে হত্যা কর।

তখন আবু সুফওয়ান বলল, আল্লাহর শপথ! কোনো লোক কোনো লোককে এত বেশি ভালোবাসতে আমি দেখিনি, মুহাম্মাদের সাহাবীরা মুহাম্মাদকে যতটুকু ভালোবাসে।

তারপর তারা তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে এল। তারা তাঁর শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলল আর তখন তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করছিলেন।

এ ছিল জায়েদ বিন দাছিন্না রা.-এর শহীদ হওয়ার ঘটনা। আর বাকি ছিল তাঁর সাথী খুবাইব বিন আদী রা.।

* * *

হারিসের সন্তানেরা খুবাইব রা. কে তাদের বাড়িতে থাকা জেলখানায় বন্দি করে রাখল। তারা তাঁকে অনেক দিন ধরে বন্দি করে রাখল। আর সেই দীর্ঘ সময় জেলখানায় খুবাইব বিন আদী রা.-এর দিন নামাযে, রোযায় ও তেলাওয়াতে কেটেছিল।

তাঁকে হারিসার কন্যারা ও দাসীরা যখনি দেখতে আসত তখনি দেখত সে রুকুতে বা সিজদায় আছেন।

অথবা তিনি আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করছেন অন্যদিকে তাঁর দুই চোখ দিয়ে পানি টপ্ টপ্ করে ঝরছে।

এ দৃশ্যগুলো দেখে হারিসার কন্যা ও দাসীদের হৃদয় মোমের মতো গলে, এমনকি তারা ভুলেই গেল বদরের যুদ্ধে তিনি তাদের বাবাকে হত্যা করেছিলেন।

* * *

তাদেরই একজন ইসলাম গ্রহণ করার পর বর্ণনা করেন-

খুবাইব বিন আদী রা. কে আমাদের ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। যখন লোকেরা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল তখন মুসলমান হিসেবে শরীরের যে সকল পশমগুলো ফেলে দিয়ে নিজেকে পবিত্র করতে হয় তা করার জন্যে সে আমার নিকটে একটি খুর চাইল। আমি তার কথামতো তাকে খুরের ব্যবস্থা করে দিলাম।

হঠাৎ করে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। তখন আমার বাচ্চা গিয়ে তার কোলে বসল।

পরে বাচ্চার কথা মনে পড়তেই আমি তাকিয়ে দেখি খুবাইবের হাতে খুরটি আর আমার বাচ্চা তার কোলে বসা।

তখন আমি বললাম, আমি একি করেছি?!....

খুবাইব নিজে নিহত হওয়ার পূর্বে আমার বাচ্চাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিবে।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি আর আমার ভয়ের ছাপ আমার চেহারায় ফুটে উঠতে লাগল।

তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি ভয় করছ আমি তোমার বাচ্চাকে হত্যা করব।

আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না।

তারপর সে বলল, মুসলমানগণ ছোট বাচ্চা, বৃদ্ধ লোক ও ইবাদতের জন্যে দুনিয়াবিরাগীদেরকে কষ্ট দেয় না।

আমরা তো তাদেরকে হত্যা করি, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আমাদেরকে আমাদের ধর্মচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে।

তাঁর তিনি বললেন,

আল্লাহর শপথ! তখন আমার মনে হয়েছে খুবাইবের থেকে উত্তম বন্দি আর কেউ নেই।

আমি তাকে দেখেছি সে খেজুরের বিশাল কাঁদি থেকে খেজুর খাচ্ছে। সেটির মতো কাঁদি আমি কখনো দেখিনি। আর সেই সময়টি আল্লাহর এ জমিনে খেজুরের ঋতুও ছিল না।

আর তাছাড়াও খুবাইব তখন লোহার শিকলে বন্দি ছিল।

অবশ্যই সেই খেজুর আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল।

* * *

হারিসের সন্তানরা খুবাইব রা. কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মানুষ যেন সে হত্যার দৃশ্য দেখতে পারে সে জন্যে হত্যার নির্ধারিত তারিখ মক্কায় প্রচার করে দিল।

মানুষেরা তাঁর হত্যার দৃশ্য দেখার জন্যে মিনতাকাতুত্তানই'মে ছুটে গেল।

যখন কোরাইশরা তাকে হত্যা করতে চাইল তখন তিনি তাদের বড় বড় নেতাদেরকে বললেন, যদি তোমরা আমাকে দু' রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিতে পার; তাহলে দাও।

তখন তাঁদের একজনের মনে দয়া হয়। সে বলল, পড়; তবে শুধু দুই রাকাত।

খুবাইব রা. তখন অনেক সুন্দর করে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন।

নামায শেষে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,
আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা এ ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি তাহলে আমি নামাযকে আরো দীর্ঘ করতাম।

* * *

লোকেরা তাঁকে কাঠের শূলিতে চড়িয়ে কঠিনভাবে বাঁধল।
যখন তারা হত্যা করবে তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর রেসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছি; সুতরাং এরা আমাদেরকে নিয়ে যা করছে তা তুমি কাল তোমার নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিও।
তারপর তিনি কোরাইশী মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! কোরাইশী কাফিরদেরকে আপনি গুণে রাখুন এবং এদেরকে হত্যা করে নির্মূল করে দিন আর এদের কাউকে আপনি ছেড়ে দেবেন না।
খুবাইব রা.-এর বদদোয়া শুনার পর পর আবু সুফিয়ান সাথে সাথে তার কোলে থাকা সন্তানকে কোল থেকে রেখে দিল, যাতেকরে তার সন্তান এ বদদোয়ার অন্তর্ভুক্ত না হয়। এটা জাহিলী যুগের একটি রীতি ছিল।
তারপর তারা তাঁকে হত্যা করল।
আর এরই মধ্যদিয়ে খুবাইব রা. তাঁর আগে শহীদ হওয়া পাঁচ সাথী ভাইয়ের সাথে একত্রিত হলেন এবং তাঁর প্রভুর নিকটে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।[৩৯]

সমাপ্ত

---

[৩৯] তথ্যসূত্র

১. আস্ সিরাতুবনি হিশাম-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
২. দিয়ানু হাস্সান বিন সাবিত ওয়া শুরুহাহু।
৩. হায়াতুস্ সাহাবা-৪র্থ খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. সিয়াফাতুস্ সফ্ওয়া-(সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. তারীখুত্ ত্বাবারী-১০ম খণ্ড, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. আল মুহাব্বারু ফিত্ তারীখ-১১৮ পৃ.।
৭. আল ইসাবা।
৮. আল ইসতিআ'ব।

দারুস সালাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
১.	কুরআনুল কারীম (সরল অনুবাদ, টীকা হাদীস)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	টাকা
২.	তরজমানুল কুরআন	শাহ আলম খান ফারুকী ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	টাকা
৩.	আল কুরআনের সারমর্ম	শাহ আলম খান ফারুকী ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	টাকা
৪.	আর রাহীকুল মাখতুম	আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী	৭৫০ টাকা
৫.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৭.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
৮.	দারুসুল কুরআন (শেষ ১৪ সূরা)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১৬০ টাকা
৯.	Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	৩০০ টাকা
১০.	আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
১১.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
১২.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
১৩.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৬০ টাকা
১৪.	আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৯০ টাকা
১৬.	মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৩০ টাকা
১৭.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০ টাকা
১৮.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩০০ টাকা
১৯.	মুক্তির একমাত্র পথ শিরকমুক্ত ইবাদাত	আহসান ফারূক	১৬০ টাকা
২০.	রাসূল ﷺ-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
২১.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বারো চান্দের ফজিলত	ত্বকী উসমানী, আহসান ফারূক	২২০ টাকা
২২.	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	১২৫ টাকা
২৩.	তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	ডক্টর ফযলে এলাহী	১৮০ টকা
২৪.	রাহমাতুললিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আলামা আবু আবদুর রাহমান	৩৬০ টাকা
২৫.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূলের ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৬.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৭.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাসআলা	আব্দুলাহ শহীদ আব্দুর রহমান	২১০ টাকা
২৮.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	১৭০ টাকা
২৯.	**রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায**	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩৬০ টাকা
৩০.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মো ঃ আব্দুল লতীফ	২৫০ টাকা
৩১.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৫০ টাকা
৩২.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে **কবীরা গুনাহ**	ইমাম আয যাহাবী	২৬০ টাকা
৩৩.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	৩০০ টাকা
৩৪.	আসুন আলাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৩০০ টাকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
৩৫.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	৩৩০ টাকা
৩৬.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আলামা ইবনুল জাওযী	২৫০ টাকা
৩৭.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৬০ টাকা
৩৮.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী (আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিদিন)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	৩৩০ টাকা
৩৯.	বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস পথ নির্দেশিকা	মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	১১০ টাকা
৪০.	গল্পে গল্পে আবু বকর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪১.	গল্পে গল্পে ওমর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪২.	গল্পে গল্পে ওসমান রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪৩.	গল্পে গল্পে আলী রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪৪.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪৫.	প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রা.)	রাশীদা হাইলামায	১৩০ টাকা
৪৬.	আদাবে যিন্দেগী	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী	৩০০ টাকা
৪৭.	মহিলা সাহাবী	তালীবুল হাশেমী	৩৪০ টাকা
৪৮.	ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মুহাম্মদ নুরুল আমিন	৩৫০ টকা
৪৯.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহকীক : নাসিরুদ্দিন আলবানী	২০০ টকা
৫০.	কিভাবে সফল হবেন	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৫০ টাকা
৫১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদর্শিত সালাত ও যিকর	আহসান ফারূক	১৮০ টাকা
৫২.	সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায়	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৫৩.	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ কে?	মুহাম্মদ হারেছ উদ্দিন	২৭০ টাকা
৫৪.	খোলাফায়ে রাশেদার ৬০০ শিক্ষণীয় ঘটনা	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)	৩৫০ টাকা
৫৫.	খোলাফায়ে রাশেদা (রা)	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৬.	আল কুরআনে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৭.	সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী	ডক্টর মাজেদ আলী খান	৬০০ টাকা
৫৮.	সহীহ নি'য়ামুল কোরআন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আহসান ফারূক	৪০০ টাকা
৫৫.	শব্দার্থে তাফসীরু কুরআন	শাহ আলম খান ফারুকী	প্রকাশিতব্য
৫৬.	বুখারী শরীফ (ব্যাখ্যাসহ)	ইসমাইল বুখরী (রহ)	প্রকাশিতব্য
৫৭.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মোকসেদুল মু'মিনীন	আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
৫৮.	ইসলামে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৫৯.	সোনালী ফায়সালা	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২০০ টাকা
৬০.	সোনীলী পাতা	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২৬০ টাকা
৬১.	সোনীল কিরণ	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২১০ টাকা
৬২.	আবু বকর (রা)	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২৯০ টাকা
৬৩.	রাসূল (স) কবরের আযাবের বর্ণনা দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
৬৪.	হালাল ও হারামের বিধান	আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী	৩৫০ টাকা
৬৫.	ছোটদের বিশ্বনবী (স)	সানিয়াসনাইন খান	১৩০ টাকা
৬৬.	ছোটদের মূসা নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	১২০ টাকা
৬৭.	ছোটদের ইউসুফ নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	১২০ টাকা
৬৮.	ছোটদের হযরত আয়েশা (রা.)	স্যার নাফিস খান, টরেন্টো, কানাডা	প্রকাশিতব্য
৬৯.	ইসলামে মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা আজ কেন ইসলাম বিমুখ?	মোঃ মিজানুর রহমান	২২০ টাকা
৭০.	কিয়ামত কখন হবে?	ড. খ. ম আব্দুর রাজ্জাক মোঃ মিজানুর রহমান	৪৫০ টাকা
৭১.	খুতবাতু রমযান	ড. আয়েয আল কারনী	প্রকাশিতব্য
৭২.	আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	ইঞ্জিনিয়ার শফী হায়দার সিদ্দীক	প্রকাশিতব্য
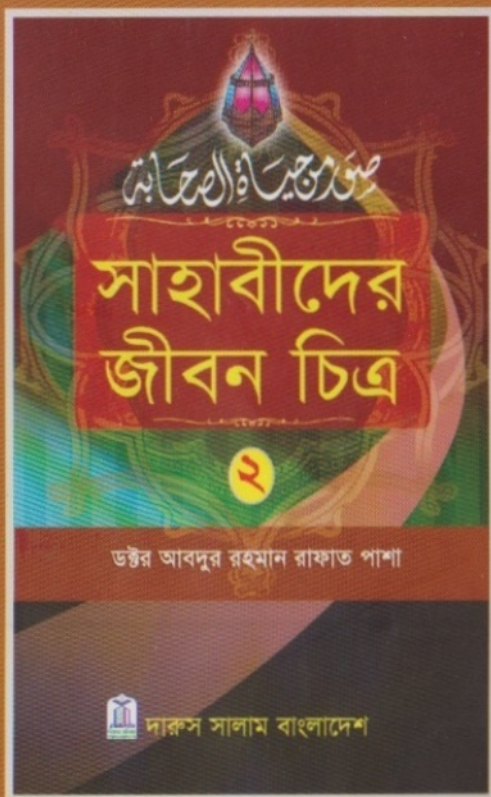
ISBN 978-984-91092-3-5

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯